www.AmarIslam.com

ফয়যানে সুন্নাতের একটি অধ্যায়

খাবারের ইসলামী নিয়মাবলী

Aadab-Taam آدابِ طعام

শায়খে ত্বরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরাতুল আল্লামা

মাওলানা মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী

(দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়া)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

খাবারের ইসলামী পদ্ধতি

এই বইটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়া উর্দূ ভাষায় লিখেছেন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশ উপকৃত হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন নং-০২-৭৫৪৯৮২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং-০৬৪৪৫৫০০৪৩৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং-০১৮১৩৬৭১৫৭২

E-mail :

bdtarajim@gmail.com

maktaba@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দুআ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) বর্ণনা করেন ঃ

যে ব্যক্তি ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দুআটি পড়ে নেয়, তবে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা স্মরণে থাকবে। (ان شاء الله عَزَّوَجَلَّ)

দুআটি নিম্নরূপ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনার জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন। হে চির মহান! হে চির মহিমান্বিত। (আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

নোট ঃ- দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

সূচিপত্র

মর্যাদাপূর্ণ ফিরিশতা	০১	মাকতাবাতুল মদীনার রিসালার বাহার	১৯
খাওয়াও ইবাদত	০২	একসাথে খাওয়াতে বরকত রয়েছে	২০
হালাল লোকমার ফযীলত	০৩	পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায়	২০
খাওয়ার নিয়্যত কিভাবে করবেন?	০৪	একত্রে খাওয়ার ফযীলত	২১
খাবার কতটুকু খাওয়া উচিত	০৪	একত্রে খাওয়াতে পাকস্থলীর চিকিৎসা	২১
নিয়্যত এর গুরুত্ব	০৪	একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট	২১
সুরমা কেন লাগাল?	০৫	অল্পে সন্তুষ্টির শিক্ষা	২২
খাওয়ার ৪৩টি নিয়্যত	০৬	বেতন কমিয়ে দিলেন	২২
একত্রে খাওয়ার নিয়্যত	০৭	ওয়াকফের বস্তুর ব্যাপারে সতর্কতা	২৩
খাওয়ার ওযু অভাব দূর করে	০৮	আহারকারীদের ক্ষমা লাভের একটি উপায়	২৪
খাওয়ার ওযু ঘরে কল্যাণ বৃদ্ধি করে	০৮	চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া সুন্নাত নয়	২৪
খাওয়ার ওযু করার সাওয়াব	০৮	সদরুশ শরীআ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন	২৫
শয়তান থেকে হিফাযত	০৯	কি ধরনের দস্তরখানা সুন্নাত?	২৫
রোগব্যাধি থেকে রক্ষার উপায়	০৯	প্রতিটি লোকমায় আল্লাহর যিকির	২৬
ড্রাইভারের রহস্যজনক মৃত্যু	১০	প্রতিটি লোকমায় পাঠ করার নিয়ম	২৬
বাজারে খাওয়া	১১	দাতা সাহিবের পক্ষ থেকে মাদানী কাফিলার মেহমানদারী	২৭
বাজারের রুটি	১১	সাহিবে মাযার সাহায্য করলেন	২৮
বাজারের খাবারে বরকতশূন্যতা	১২	আল্লাহর ওলীগণ ওফাতের পরও উপকার করেন	৩০
হোটেলে খাওয়া কেমন?	১২	কি ধরনের খাবার রোগ!	৩১
বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব	১৩	শয়তানের জন্য খাবার হালাল	৩১
কানে আঙ্গুল দেয়া	১৩	খাবারকে শয়তান থেকে রক্ষা করো	৩২
বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ এলে তখন সরে যান	১৪	শয়তান থেকে নিরাপত্তা	৩২
ঘরে দরসের বরকতময় ঘটনা	১৫	পারিবারিক ঝগড়ার প্রতিকার	৩২
ঈমান রক্ষার মাধ্যম	১৬	بِسْمِ الله পড়তে ভুলে গেলে কি করবেন?	৩৩
কবরের আলো	১৭	শয়তান খাবার বমি করে দিল	৩৩
কবর আলোকিত হবে	১৭	হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর দৃষ্টি থেকে কোন কিছু গোপন নেই	৩৩
পরিবারের লোকদের সংশোধন করা জরুরী	১৮		

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

মা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন	৩৫	অন্যকে লজ্জা থেকে বাঁচান	৬০
দুআ করার ১৭টি মাদানী ফুল	৩৭	মাঝখানে বরকতের অর্থ	৬০
বসার একটি সুন্নাত	৪১	খাওয়ার পাঁচটি সুন্নাত	৬১
হাঁটু দাঁড় করিয়ে খাওয়ার উপকারীতা	৪১	ভয়ংকর স্বপ্ন থেকে মুক্তিলাভ	৬১
খাবার ও পর্দার মধ্যে পর্দা	৪২	নানা ধরনের খেজুরের থালা	৬২
চেয়ার টেবিলে খাওয়া	৪২	পাঁচ আঙ্গুলে খাওয়া গ্রাম্য লোকদের রীতি	৬৩
"বিয়ে ঘর" ধ্বংসের কারণ	৪৩	শয়তানের খাওয়ার পদ্ধতি	৬৩
আমি দা'ওয়াতে ইসলামীতে কিভাবে আসলাম?	৪৪	তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার নিয়ম	৬৩
সাদাসিধা পোষাকের ফযীলত	৪৭	চামচ দিয়ে খাওয়ার ঘটনা	৬৪
ফ্যাশন পুজারীরা! সাবধান!!	৪৭	চামচ দিয়ে কখন খেতে পারেন?	৬৫
খ্যাতির পোষাক কাকে বলে?	৪৮	চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে হাতে খাওয়ার উপকারীতা	
টিপটাপকারীদের জন্য চিন্তার বিষয়	৪৯	এপেন্ডিক্স রোগের চিকিৎসা হয়ে গেল	৬৬
তালিযুক্ত পোষাকের ফযীলত	৪৯	বেহুশ না করে অপারেশন	৬৭
দাঁড়িয়ে খাওয়া কেমন	৪৯	ছেলের শাহাদাত	৬৯
দাঁড়িয়ে খাওয়ার ডাক্তারী ক্ষতি সমূহ	৫০	হযরত উরওয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দানশীলতা	৭০
ডান হাতে পানাহার করুন	৫০	হেলান দিয়ে খাওয়া সুন্নাত নয়	৭০
শয়তানের রীতিনীতি	৫০	হেলান দিয়ে খেয়োনা	৭০
ডান হাতে আদান প্রদান করুন	৫০	হেলান দিয়ে খাওয়ার চারটি অবস্থা	৭১
প্রত্যেক কাজে বাম হাত কেন?	৫১	চিকিৎসা বিজ্ঞানে হেলান দিয়ে খাওয়ার ক্ষতি সমূহ	৭১
তোমার ডান হাত যেন কখনো না উঠে	৫১	রুটিকে সম্মান করো	৭২
তোমার চেহারা বিগড়ে যাক	৫২	খাবারের অপচয় থেকে তওবা করুন	৭২
ইয়া আল্লাহ! সাবাহীকে অন্ধ করে দিন	৫৪	অপচয় কাকে বলে?	৭৪
সাহিবে মাযারের ইনফিরাদী কৌশিশ	৫৬	হালকা গড়নের মানুষের ফযীলত	৭৫
স্বপ্নযোগে মাদী ঘোড়া তুহফা	৫৭	এক অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ	৭৫
শুধুমাত্র নিজের পাশ থেকে খাবেন	৫৮	মানুষকে লজ্জা করে সুন্নাত বর্জন করা হতো না	৭৭
মধ্যখান থেকে খেয়োনা	৫৯	বেশী বেশী ইনফিরাদী কৌশিশ করুন	৭৮
আপনিতো মাঝখান থেকে খান না!	৫৯	ইনফিরাদী কৌশিশের এক মাদানী বাহার দেখুন	

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

সন্তানকে কম বিবেকবান হওয়া থেকে রক্ষা করার উপায়	৮০	গুর্দার পাথর কিভাবে বের হলো?	৯৫
দারিদ্র্যতার প্রতিকার	৮০	গরম খাবারের নিষেধাজ্ঞা	৯৬
লজ্জায় সুন্নাত ত্যাগ করো না	৮১	খানা কতটুকু ঠান্ডা করা যাবে	৯৬
দারিদ্র্যতার ৪৪টি কারণ	৮২	গরম খাবারের ক্ষতি	৯৬
পতিত রুটি খাওয়ার ফযীলত	৮৪	খাবারে মাছি	৯৭
রুটির টুকরার ঘটনা	৮৫	বিজ্ঞানের স্বীকারোক্তি	৯৭
মাদানী চিন্তাধারা	৮৫	মাংস ছিঁড়ে খাও	৯৭
দস্তরখানা বাড়াও	৮৬	মুরগীর রানের কালো রেখাগুলো বের করে ফেলুন	
যখন আমি "ভয়ানক উট" নামক রিসালা পড়লাম......	৮৬	১২ বছর আগে হারানো ভাই মিলে গেল	৯৮
রিসালা বন্টন করুন	৮৮	দুআ কবুল না হওয়ার মধ্যেও হিকমত	১০০
আঙ্গুল চাটা সুন্নাত	৮৯	খিলাল	১০১
খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে তা অজানা	৮৯	কিরামান কাতিবীন ও খিলাল বর্জনকারী	১০১
খাবারের বরকত লাভের নিয়ম	৮৯	পান আহারকারীরা মনোযোগ দিন	১০২
আঙ্গুলগুলো চাটার নিয়ম	৯০	দাঁতে দূর্বলতা	১০৩
আঙ্গুলগুলো তিনবার চাটা সুন্নাত	৯১	খিলাল কি রকম হবে?	১০৩
বরতন চাটা সুন্নাত	৯১	খিলালের সাতটি নিয়্যত	১০৪
শেষে বরকত অধিক হয়ে থাকে	৯১	কুলি করার নিয়ম	১০৫
থালা ক্ষমার দুআ করে	৯১	খিলাল করার চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত হিকমত	১০৫
থালা চাটার হিকমত	৯২	দাঁতের ক্যান্সার	১০৬
ঈমান তাজাকারী বাণী	৯২	নকল খড়ের ধ্বংসলীলা	১০৬
সুন্নাতের বরকত	৯৩	দাঁতে রক্ত আসার কারণ	১০৭
একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব	৯৩	দাঁতের উত্তম চিকিৎসা হলো মিসওয়াক	১০৭
ধুয়ে পান করার নিয়ম	৯৩	মিসওয়াকের ১৪টি মাদানী ফুল	১০৮
ধুয়ে পান করার পর অবশিষ্ট ফোঁটা	৯৪	দাঁতের নিরাপত্তার ৪টি মাদানী ফুল	১০৯
চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে পাত্র ধুয়ে পান করার উপকারীতা	৯৪	মুখের দুর্গন্ধের চিকিৎসা	১০৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

মুখের দুর্গন্ধের মাদানী চিকিৎসা	১১০	ধুয়ে পান করার নিয়ম	১২৮
এক নিঃশ্বাসে পড়ার নিয়ম	১১০	খাওয়ার পর মাসেহ করা সুন্নাত	১২৯
পাঁচটি সুগন্ধময় মুখ	১১১	অতীতের গুনাহ মাফ	১২৯
মুষলধারে বৃষ্টি	১১২	কতটুকু খাবেন?	১৩১
হাতের তৈলাক্ততা	১১৪	কাইলূলা সুন্নাত	১৩১
সাপের ভয়	১১৪	বরকত উঠে যাওয়ার কাজ সমূহ	১৩২
অন্যের থালা ব্যবহার করাটা কেমন?	১১৫	কারো গাছের ফল খাওয়া কেমন?	১৩২
খাওয়ার ২৫টি সুন্নাত	১১৫	জিজ্ঞাসা না করে খাওয়া কেমন?	১৩২
খাওয়ার নিয়্যত করে নিন	১১৮	মুরগীর হৃৎপিন্ড	১৩৩
পর্দার মধ্যে পর্দা করার অভ্যাস করুন	১১৯	রান্নাকৃত রক্তের রগগুলো খাবেন না	১৩৪
খাওয়ার সময়ও আল্লাহর যিকর করতে থাকুন	১২০	বিসমিল্লাহ করো বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ	১৩৪
তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন	১২২	পঁচে যাওয়া মাংস খাওয়া হারাম	১৩৪
রুটির কিনারা ছেঁড়া	১২২	পুরো কাঁচা মরিচ	১৩৪
দাঁতের কাজ ভূড়ি দিয়ে করাবেন না	১২২	অতিরিক্ত রুটিগুলো কি করবেন?	১৩৫
খাবারের পূর্বে ফল খাওয়া উচিত	৯১	কাঁকড়া ও চিংড়ি মাছ খাওয়া কেমন?	১৩৫
খাবারের দোষ দেবেন না	১২৪	জ্বিনদের খাদ্যের বর্ণনা	১৩৬
ফলের দোষ দেয়া অধিক মন্দ কাজ	১২৪	দুরূদ শরীফের ফযীলত	১৩৬
খাওয়ার সময় ভাল ভাল কথা বলুন	১২৪	এর দরবারে জ্বিনদের প্রতিনিধি ﷺ প্রিয় নবী	১৩৬
ভাল ভাল মাংসের টুকরাগুলো উৎসর্গ করুন	১২৫	জ্বিন মানুষ থেকে নয়গুণ বেশি	১৩৭
পতিত খাবার খেয়ে নেয়ার ফযীলত	১২৫	মুসলমানদের দস্তরখানায় জ্বিন	১৩৭
খাবারে ফুঁক দেয়া নিষেধ	১২৬	সরকার ﷺ এর সাথে সাপের কানাকানি	১০৭
পানি চুষে পান করতে শিখুন	১২৬	কালো মানুষ	১৩৮
স্বাদ শুধুমাত্র জিহ্বার গোড়া পর্যন্ত	১২৭	জ্বিনেরা লেবুকে ভয় পায়	১৪০
বাসন চেটে নিন	১২৭	জ্বিনেরা সাদা মোরগকে ভয় পায়	১৪০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

জ্বিন ও তাদের জানোয়ারের খাদ্য	১৪০	নে’মত যেমন হিসাবও তেমন	১৭৭
জ্বিনেরা অপহরণও করে থাকে	১৪১	নে’মতের প্রকারভেদ ও সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ	১৭৮
জ্বিন ও যাদু থেকে রক্ষার জন্য	১৪২	“মুবাহ্” কখন ইবাদতে পরিণত হয়	১৭৯
জ্বিনেরা হত্যাও করে ফেলে	১৪৩	আনন্দের জন্য মুবাহের ব্যবহার	১৮০
আমার হারাম মজ্জার ব্যথা শেষ হয়ে গেল	১৪৬	পরকালে শতভাগ কমতি	১৮০
আমি অন্ধ থাকতে চাই!	১৪৭	(১৬) রং তামাশা আর নাচের আসর চলছিল......	১৮১
শিক্ষণীয় ৯৯টি ঘটনা	১৪৯	গুনাহের কারণে ভূমিকম্প আসে	১৮২
(১) তিনটি পাখি	১৪৯	(১৭) জীবিত মেয়ে শিশুকে প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করে ফেলল	১৮২
পরবর্তী দিনের জন্য জমা রাখা	১৫০	(১৮) কাটা মাথা	১৮৩
(২) মৃত ছাগল মাথা নেড়ে উঠে গেল	১৫১	(১৯) ইয়া রাসূলাল্লাহ লেখার বরকত	১৮৪
(৩) মৃত মাদানী মুন্না (ছেলে) জীবিত হয়ে গেল!	১৫২	(২০) দুর্গম ঘাটি	১৮৫
(৪) সাতটি খেজুর	১৫৫	অভিযোগ করা উচিত নয়	১৮৫
(৫) আমি প্রতিদিন দুইটি ফিল্ম দেখতাম	১৫৭	(২১) পেরেশানগ্রস্থদের দুআ	১৮৬
(৬) সামান্য খাবারে বরকত	১৫৮	(২২) মারহাবা! হে দারিদ্রতা!	১৮৭
(৭) জশনে বিলাদতের তাবাররুকের মধ্যে বরকত	১৬০	অহেতুক চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করুন	১৮৭
(৮) পিতার উপর থেকে আযাব উঠে গেল	১৬১	(২৩) বিস্ময়কর রোগী	১৮৮
(৯) ৩০০ মানুষ শুকর হয়ে গেল	১৬৩	মুসিবতের কথা গোপন রাখার ফযীলত	১৯০
শুকরের নাম নিলে কি ওযু ভেঙ্গে যায়?	১৬৭	(২৪) বিবি আয়িশার ঈসালে সাওয়াবের ঘটনা	১৯১
(১০) তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেল?	১৬৮	সকলের জন্য ঈসালে সাওয়াব করা উচিত	১৯২
সম্পদের তিরস্কারে বুযুর্গদের বাণী	১৭১	(২৫) বৃদ্ধা মহিলার ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন	১৯৩
(১১) মাদানী মাহবুব ﷺ এর বাবরী চুলের কয়েদী	১২৬	ইসলামী বোনদের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন	১৯৪
(১২) হাতে ফোস্কা পড়ে গেল	১৭৪	(২৬) মর্যাদা পূর্ণ রুমাল	১৯৬
(১৩) অন্তর নরম করার মাধ্যম	১৭৫	(২৭) আবু হুরাইরার খাদ্যের থলে	১৯৭
(১৪) জুতা সেলাই করছিলেন	১৭৬	(২৮) সদরুল আফাযিলের কারামত	১৯৯
(১৫) সুস্বাদু ফালুদা	১৭৬		

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

জ্বিন ও তাদের জানোয়ারের খাদ্য	১৪০	নে'মত যেমন হিসাবও তেমন	১৭৭
জ্বিনেরা অপহরণও করে থাকে	১৪১	নে'মতের প্রকারভেদ ও সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ	১৭৮
জ্বিন ও যাদু থেকে রক্ষার জন্য	১৪২	“মুবাহ্” কখন ইবাদতে পরিণত হয়	১৭৯
জ্বিনেরা হত্যাও করে ফেলে	১৪৩	আনন্দের জন্য মুবাহের ব্যবহার	১৮০
আমার হারাম মজ্জার ব্যথা শেষ হয়ে গেল	১৪৬	পরকালে শতভাগ কমতি	১৮০
আমি অন্ধ থাকতে চাই!	১৪৭	(১৬) রং তামাশা আর নাচের আসর চলছিল......	১৮১
শিক্ষণীয় ৯৯টি ঘটনা	১৪৯	গুনাহের কারণে ভূমিকম্প আসে	১৮২
(১) তিনটি পাখি	১৪৯	(১৭) জীবিত মেয়ে শিশুকে প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করে ফেলল	১৮২
পরবর্তী দিনের জন্য জমা রাখা	১৫০	(১৮) কাটা মাথা	১৮৩
(২) মৃত ছাগল মাথা নেড়ে উঠে গেল	১৫১	(১৯) ইয়া রাসূলাল্লাহ লেখার বরকত	১৮৪
(৩) মৃত মাদানী মুন্না (ছেলে) জীবিত হয়ে গেল!	১৫২	(২০) দুর্গম ঘাটি	১৮৫
(৪) সাতটি খেজুর	১৫৫	অভিযোগ করা উচিত নয়	১৮৫
(৫) আমি প্রতিদিন দুইটি ফিল্ম দেখতাম	১৫৭	(২১) পেরেশানগ্রস্থদের দুআ	১৮৬
(৬) সামান্য খাবারে বরকত	১৫৮	(২২) মারহাবা! হে দারিদ্রতা!	১৮৭
(৭) জশনে বিলাদতের তাবাররুকের মধ্যে বরকত	১৬০	অহেতুক চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করুন	১৮৭
(৮) পিতার উপর থেকে আযাব উঠে গেল	১৬১	(২৩) বিস্ময়কর রোগী	১৮৮
(৯) ৩০০ মানুষ শুকর হয়ে গেল	১৬৩	মুসিবতের কথা গোপন রাখার ফযীলত	১৯০
শুকরের নাম নিলে কি ওযু ভেঙ্গে যায়?	১৬৭	(২৪) বিবি আয়িশার ঈসালে সাওয়াবের ঘটনা	১৯১
(১০) তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেল?	১৬৮	সকলের জন্য ঈসালে সাওয়াব করা উচিত	১৯২
সম্পদের তিরস্কারে বুযুর্গদের বাণী	১৭১	(২৫) বৃদ্ধা মহিলার ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন	১৯৩
এর ﷺ (১১) মাদানী মাহবুব বাবরী চুলের কয়েদী	১২৬	ইসলামী বোনদের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন	১৯৪
(১২) হাতে ফোস্কা পড়ে গেল	১৭৪	(২৬) মর্যাদা পূর্ণ রুমাল	১৯৬
(১৩) অন্তর নরম করার মাধ্যম	১৭৫	(২৭) আবু হুরাইরার খাদ্যের থলে	১৯৭
(১৪) জুতা সেলাই করছিলেন	১৭৬	(২৮) সদরুল আফাযিলের কারামত	১৯৯
(১৫) সুস্বাদু ফালুদা	১৭৬	(২৯) পঙ্গুদেরও অংশ মিলে	২০১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

(৩০) বিশ্বাস থাকলে নামও কাজ করে	২০২	চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে মদের ক্ষতি	২২৪
(৩১) টিউব লাইটও আনুগত্য করল	২০৩	(৪৭) অন্ধ শরাবী	২২৫
গম পোকা ধরা থেকে রক্ষা পায়, মাথা ব্যথা দূর হয়	২০৩	(৪৮) কাপড় নিজে নিজে প্রস্তুত হতে লাগল	২২৬
(৩২) খামিরকৃত আটা দিয়ে দিলেন	২০৪	(৪৯) তরমুজ ওয়ালা	২২৭
সদকা কমাতে সম্পদ কমে না	২০৫	রূহানী শাসনকর্তা	২২৮
কুপ থেকে পানি ভরলে, পানি বৃদ্ধি পায়	২০৫	৩৫৬ জন আউলিয়ায়ে কিরাম	২২৯
যাকাত না দেয়ার শাস্তি	২০৬	আবদাল	২৩০
(৩৩) এক কোরিয়া বাসীর ইসলাম গ্রহণ	২০৭	(৫০) ক্ষুধার্ত শিক্ষার্থীদের ফরিয়াদ	২৩৩
(৩৪) নূরানী চেহারা দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন	২০৯	নবী করিম ﷺ এর দরবারে প্রার্থনা শুনা হয়	
(৩৫) কাজী সাহেবের খামির	২১০	(৫১) হেপাটাইটিস থেকে মুক্তিলাভ	২৩৬
(৩৬) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رحمة الله تعالى عليه এর কারামত	২১১	(৫২) অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন রুটিওয়ালা	২৩৭
(৩৭) সম্মানের প্রতিদান	২১১	(৫৩) লুকায়িত ওলী	২৩৮
(৩৮) স্বর্ণের জুতা	২১২	তিনটি বস্তু, তিনটি বস্তুর মাঝে লুকায়িত	২৩৯
(৩৯) চাবুকের প্রতিটি আঘাতে ক্ষমার ঘোষণা	২১৩	(৫৪) আমার বদমাইশী বাটপারীর অভ্যাস কিভাবে দূর হয়?	২৪০
(৪০) চোর ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিল	২১৫	দা'ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম মাদানী মরকয	২৪২
ওলীগণের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষণ	২১৬	(৫৫) খতীবে পাকিস্তানের একটি ঘটনা	২৪৩
(৪১) মস্তিস্কের টিউমার অদৃশ্য হয়ে গেল	২১৭	(৫৬) রাসূলে পাক ﷺ এর সাহায্যের ঈমান তাজাকারী ঘটনা	
(৪২) মনের কথা জেনে গেল	২১৮	এক পক্ষের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়	২৪৭
(৪৩) হুসাইন বিন মনছুর কি أَنَا الْحَق বলেছিলেন ?	২১৯	চোগলখুর জান্নাতে যাবে না	২৪৮
(৪৪) আমি শরাবী ও চোর ছিলাম	২২১	সম্মান হানিকর বিষয়	২৪৮
কাফিলার দা'ওয়াত দিতে থাকুন	২২২	নেক বান্দার পরিচয় কি?	২৪৯
এক ঢোক মদের শাস্তি	২২৩	(৫৭) মাযারে পাকে থেকে ওলী আল্লাহ সাহায্য করলেন	২৫১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

মৃত্যু কে দেন?	২৫২	৫টি হাদীস শরীফ	২৮২
(৫৮) আউলিয়ার জীবন	২৫৩	সারা বৎসর রোগ ব্যধি থেকে নিরাপত্তা	২৮৩
(৫৯) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ও শশা	২৫৫	পাকিস্তানের ভয়ানক ভূমিকম্প	২৮৩
খেজুর ও শশা খাওয়া সুন্নাত	২৫৬	৬১৯ ট্রাক মালামাল	২৮৪
(৬০) ১৫ দিন পর্যন্ত খানা খাব না	২৫৭	(৬৯) মৃত্যুমুখে দুই বার	২৮৪
প্রথমে বুযুর্গ ব্যক্তি খানা শুরু করবেন	২৫৮	(৭০) শুকনো রুটির টুকরো	২৮৬
বাম পায়ের জুতা প্রথমে পড়ার কাফ্‌ফারা	২৫৯	প্রধানমন্ত্রীর দা'ওয়াত নামা	২৮৭
(৬১) মাদীনার সফরের সৌভাগ্য অর্জিত হল	২৫৯	উভয় জগতে সফলতা	২৮৮
(৬২) জব শরীফের শিরনী	২৬১	(৭১) জাগ্রতবস্থায় ৭৫ বার সরকারে মদীনা ﷺ এর দীদার লাভ	২৮৮
বরকতশূন্যতার কারণ হলো অপ্রয়োজনীয় খরচাদি	২৬২	(৭২) না'ত শরীফ পরিবেশনকারীর কেন ক্ষতি হল	২৮৯
তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল হয় না	২৬৩	(৭৩) শাহী দস্তরখানার বিপদ	২৯১
নিজ কৃতকর্মের কোন প্রতিকার নেই	২৬৫	এক তৃতীয়াংশ দ্বীন বা ধর্ম চলে যায়	২৯২
মেদবহুল হওয়ার একটি কারণ	২৬৬	তোষামোদের নিন্দা	২৯২
বিপদে নিক্ষেপকারী ১৫ বিষয়ের উদাহরণ	২৬৭	(৭৪) রুটি দান করার সাওয়াব ও পাওয়া গেল	২৯৩
(৬৩) আপনি কোথা হতে খান?	২৭০	(৭৫) আঙ্গুরের দানা	২৯৩
(৬৪) ভুনা পাখী	২৭০	(৭৬) স্বপ্নে ফুঁক দেয়ার বরকত	২৯৪
(৬৫) মেয়ে জন্মগ্রহণের সুসংবাদ	২৭২	(৭৭) অসাধারণ শাহজাদী	২৯৫
দুটি কারামত প্রমাণিত হল	২৭৩	(৭৮) ইমাম বুখারীর শিক্ষক	২৯৭
সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ইলমে গায়েব ছিল	২৭৩	অল্পে সন্তুষ্টিতে সম্মান রয়েছে	২৯৮
(৬৬) ছেলে জন্মগ্রহণ করা সম্পর্কে সুসংবাদ	২৭৫	দুনিয়াকে ত্যাগ করো	২৯৮
(৬৭) মজাদার শরবত	২৭৬	অন্যের সম্পদ থেকে বিমুখ হয়ে যাও	২৯৮
১২ মাসের ইবাদত থেকে উত্তম	২৭৭	কারো কিছু না নেয়াই উত্তম	২৯৯
নবী করিম ﷺ এর ক্ষুধা শরীফ	২৭৮	কারো মুখাপেক্ষী হয়ো না	২৯৯
(৬৮) আশুরায় দান করার বরকত	২৮০	পেটতো এক বিঘত পরিমাণই	৩০০
আশুরার মর্যাদা	২৮১	শুধুমাত্র কবরের মাটি দিয়েই পেট ভর্তি হবে	৩০০

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

(৭৯) একশত রুটি	৩০১	(৯৩) রুযীর মাধ্যম	৩২৭
(৮০) এলার্জি ঠিক হয়ে গেল	৩০২	না চাওয়ার পরও পেলে	৩২৮
তরবিয়্যাতী কোর্স কি?	৩০২	উপহার নাকি ঘুষ	৩২৯
বাচ্চাকে নাযারা কুরআন পড়ানোর ফযীলত	৩০৩	(৯৪) আপেলের বড় থালা	৩৩০
তরবিয়্যাতী কোর্সে চরিত্রের প্রশিক্ষণ	৩০৪	কে কার উপহার গ্রহণ করবে না	৩৩১
(৮১) একের বিনিময়ে দশ	৩০৫	অস্থায়ীভাবে মোটরসাইকেল নেয়া	৩৩৪
(৮২) উপকারের বিনিময়	৩০৬	দাওয়াত দুই প্রকার	৩৩৫
ওলীর খিদমত দামী বানিয়ে দেয়	৩০৯	উপহার ফিরিয়ে দেয়ার দুটি ঘটনা	৩৩৯
এক লোকমার বিনিময়ে তিন ব্যক্তি জান্নাতী	৩০৯	(৯৫) জীবন্ত কবরস্ত হয়ে গেলাম	৩৪১
(৮৩) মাদানী কাফিলার অসাধারণ মুসাফির	৩১১	আনুগত্য না করার পরিণাম	৩৪২
(৮৪) বাগদাদের ব্যবসায়ী	৩১২	(৯৬) জ্ঞানী বাদশাহ	৩৪৩
খারাপ ধারণা অপবিত্র মন থেকে আসে	৩১৪	(৯৭) কবরে ইবনে তুলুনের অবস্থা	৩৪৪
(৮৫) খারাপ ধারণার শাস্তি	৩১৪	(৯৮) অন্যের গুনাহ ক্ষমা প্রার্থনাকারীর নিজ গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেল	৩৪৫
খারাপ ধারণা করা হারাম	৩১৫	(৯৯) ৭০ দিনের পুরানো লাশ	৩৪৬
(৮৬) ক্রন্দনকারীকে দেখে তুমিও কাঁদো	৩১৭	প্রশ্নোত্তর	৩৪৯
(৮৭) নয়জন কাফিরের ইসলাম গ্রহণ	৩১৭	দুরূদ শরীফের ফযীলত	৩৪৯
(৮৮) সারীদ ও সুস্বাদু গোস্ত	৩১৮	খাবার মেপে নিন	৩৫০
(৮৯) মাংস ও হালুয়া	৩১৯	ছয় লক্ষ কয়েদী	৩৫০
(৯০) প্রতিবন্ধী ছেলে চলতে লাগল	৩২২	মান্না ও সালওয়া	৩৫১
মুসলমানদের খাবারের অবশিষ্টাংশে শিফা রয়েছে	৩২৩	খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ	৩৫১
(৯১) প্যারালাইসিস রোগীর সাথে সাথে আরোগ্য লাভ	৩২৪	১২টি ঝর্ণা প্রবাহিত হল	৩৫২
সায়্যিদ বংশীয়কে কর্মচারী হিসেবে রাখা কেমন?	৩২৫	কর্মচারীর জন্য নফল নামায পড়া কেমন?	৩৫৩
(৯২) রাখে আল্লাহ মারে কে?	৩২৬	আপনি হলেন প্রতিটি দানার আমানতদার	৩৫৩

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

খিয়ানতের ভয়ানক শাস্তি	৩৫৪	অভিযোগ করার নিয়ম	৩৬৭
মাদ্রাসায় খাবার নষ্ট হওয়ার কারণ	৩৫৪	রান্না করার সময় যদি খাবার আগুনে পুড়ে যায় তবে এর দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে?	৩৬৮
ফ্রীজে খাবার রাখার নিয়ম	৩৫৫	নান রুটি ও খাওয়ার সোডা	৩৬৯
কাঁচা মাংস অনেকদিন পর্যন্ত নষ্ট হবে না	৩৫৬	শক্ত গোস্ত	৩৭০
বিরিয়ানী নষ্ট হয়ে গেলে কি করতে হবে?	৩৫৬	উত্তম মাংসের পরিচয়	৩৭০
পঁচা মাংস খাওয়া কেমন?	৩৫৬	পশুর প্রতি অত্যাচার	৩৭১
ফেঁটে যাওয়া দুধের ব্যবহার	৩৫৭	উঠকে তিন দিক দিয়ে জবাই করা কেমন?	৩৭৩
ভেজিটেবল ঘি	৩৫৭	উটের মাথায় লোহা, লাঠি দ্বারা আঘাত করা!	৩৭৩
বৃদ্ধ বয়সে ভাল থাকার জন্য	৩৫৭	গোস্ত বিক্রেতার জন্য সাবধানতা	৩৭৪
তেল ছাড়া রান্না করার নিয়ম	৩৫৮	অনুমান করে ওজন করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা	৩৭৪
নালা-নর্দমা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন	৩৫৮	কীমা দিয়ে তৈরী বাজারের চমুচা	৩৭৫
কঙ্কর ও লাল পামরী পোকা	৩৫৯	মৃত মুরগী	৩৭৬
পূর্ণ গুর্দা তরকারীতে দেবেন না	৩৫৯	মৃত প্রায় ছাগল জবাই করার বিধান	৩৭৬
শূণ্যের মাছ	৩৬১	জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিতে ভুলে গেলে	৩৭৭
মাছ পরিমাণে কম খাওয়া উচিত	৩৬১	হাড্ডি খাওয়া খাবে কি না?	৩৭৭
জালিনূস কে ছিলেন?	৩৬১	হাড্ডি দ্বারা চিকিৎসার মাদানী ফুল	৩৭৮
পশুর ২২টি হারাম অংশ	৩৬২	মুরগীর মাংসের উপকারীতা	৩৭৯
রক্ত	৩৬৩	মুরগীর হাড্ডি খাওয়া কেমন?	৩৭৯
হারাম মজ্জা	৩৬৩	মাছের কাটা খাওয়া যায় কিনা?	৩৮০
পাট্টা	৩৬৩	কাকড়া খাওয়া ও বিক্রয় করা	৩৮০
শরীরের গাঁট	৩৬৪	যদি তরকারী পোড়ে যায় তাহলে কি করব?	৩৮১
অন্ডকোষ	৩৬৪	হজমশক্তি কিভাবে ঠিক হবে?	৩৮১
নাড়িভূড়ি	৩৬৪	বদ হজমের দুটি মাদানী চিকিৎসা	৩৮২
হারাম বস্তু কিভাবে চেনা যায়?	৩৬৫	কোষ্ঠ কাঠিন্যের কবিরাজি চিকিৎসা	৩৮৩
বে নামাযীর হাতের রুটি খাওয়া কেমন?	৩৬৬	শিক্ষার্থীরা খাবার না ফেলার ব্যবস্থা কি?	৩৮৩
দ্বীনি জ্ঞানার্জনকারীদের সেবা করা কেমন?	৩৬৬	রুটি ছেড়ার নিয়ম	৩৮৪
ইয়া আল্লাহ! শিক্ষার্থীদের সদকায় আমাকে ক্ষমা করো	৩৬৭	অবশিষ্ট থাকা রুটি ব্যবহারের নিয়ম	৩৮৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

দস্তরখানায় পতিত দানা	৩৮৫	হযরত মুহাম্মদ ﷺ প্রিয় মুশতাককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন	৪০১
খাওয়ার নিয়্যত কিভাবে করব?	৩৮৫	নবী করিম ﷺ এর দরবারে হাজী মুশতাকের জন্য অপেক্ষা	৪০২
চায়ের ব্যাপারে সাবধানতা	৩৮৫	হাজী মুশতাকের জানাযা	৪০৪
চা পাকানোর নিয়ম	৩৮৬	ঈসালে সাওয়াবের ভান্ডার	৪০৫
চায়ে মধু দেয়া যায় কিনা?	৩৮৬	হাজী মুশতাকের চরিত্রের ঝলক	৪০৫
দাঁত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার আমল	৩৮৭	মুশতাক আত্তারীর মাজারে গেলে মনের আশা পূরণ হয়	৪০৭
হলদে দাঁতের পরিচ্ছন্নতা	৩৮৮	খারাপ প্রভাব দূর হয়ে গেল	৪০৭
আপনি যদি সুস্থ থাকতে চান তবে	৩৮৮	মসজিদে যাওয়ার ৪০ নিয়্যত	৪১০
জামেয়ার খাবারের রুটিন	৩৮৯	খাওয়ার ৪০টি নিয়্যত	৪১২
আত্তারের চিঠি	৩৯০	মিলে-মিশে খাওয়ার আরও নিয়্যত সমূহ	৪১৩
অন্তর আনন্দে ভরে যায়	৩৯০		
খাবারের ব্যাপারে প্রত্যেকের জন্য পরামর্শ	৩৯৩		
দিনে দুই বার খাবেন	৩৯৪		
রক্ত পরীক্ষা করান	৩৯৫		
কোলেস্ট্রোল রোগী এসব খাবার থেকে বাঁচুন	৩৯৬		
ইউরিক এসিড	৩৯৬		
ইউরিক আক্রান্ত রোগীর জন্য সতর্কতা	৩৯৭		
পানির মাধ্যমে ইউরিক এসিডের চিকিৎসা	৩৯৭		
হাজী মুশতাক আত্তারী	৩৯৯		
দুরূদ শরীফের ফযীলত	৩৯৯		
মাদানী পরিবেশে হাজী মুশতাক আত্তারী	৪০০		
হাজী মুশতাক নিগরানে শূরা হয়ে গেলেন	৪০১		

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

খাবারের ইসলামী নিয়মাবলী

শয়তান লক্ষ বাধা প্রদান করুক না কেন তবুও আপনি এ অধ্যায় পরিপূর্ণ পাঠ করে নিন। আশা করি আপনার মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি হবে যে, আজ পর্যন্ত আমি "খাবারই খেতে জানতাম না!"

মর্যাদাপূর্ণ ফিরিশতা

তাজেদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশপূর্ণ বাণী হচ্ছে, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলা এক ফিরিশতা আমার রওজায় নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শুনার শক্তি প্রদান করেছেন। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দুরূদে পাক পাঠ করবে, তিনি আমাকে তার ও তার পিতার নাম পেশ করেন। তিনি বলেন, "অমুকের ছেলে অমুক আপনার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপর দুরূদে পাক পাঠ করেছে।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-১০ম, পৃষ্ঠা-২৫১, হাদীস নং-১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! দুরূদ শরীফ পাঠকারী কিরূপ সৌভাগ্যবান যে, তার নাম, তার পিতার নামসহ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট পেশ করা হয়। এখানে এই সুক্ষ্ম বিষয়টিও সীমাহীন ঈমান উদ্দীপক যে,

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

আল্লাহর রসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযা পাকে উপস্থিত ফিরিশতাকে এরূপ অত্যধিক শ্রবণ শক্তি দান করা হয়েছে যে, তিনি দুনিয়ার কোণায় কোণায় একই সময়ে দুরূদ শরীফ পাঠকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের অতি নিম্নস্বরও (আওয়াজবিহীন দুরূদে পাক) শুনতে পান আর তাঁকে ইলমে গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞান)ও প্রদান করা হয়েছে যে, তিনি দুরূদে পাক পাঠকারীদের নাম এমনকি তাদের পিতার নামও জানতে পারেন। যদি রসূলে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের খাদিমের শ্রবণ শক্তি ও ই'লমে গায়েবের এ অবস্থা হয়, তবে আল্লাহর মাহবুব মদীনার মুকুট হুজুর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্বকীয়তা, স্বাধীনতা ও ইলমে গায়েব এর কিরূপ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা হবে! তিনি কেন নিজের গোলামদেরকে চিনবেন না, আর কেনইবা তাদের ফরিয়াদ (সাহায্যের আবেদন) শুনে আল্লাহ্ তাআলার অনুমতিক্রমে সাহায্য করবেন না!

میں قرباں اِس اداۓ دَست گیری پر مِرے آقا
عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
مدد کو آگئے جب بھی پُکارا یارسول اللہ

মে কুরবাঁ ইস আদায়ে দস্তগীরী পর মেরে আকা
মদদ কো আগেয়ে জব ভী পোকারা ইয়া রাসুলাল্লাহ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খাওয়াও ইবাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাবার আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া খুবই প্রিয় নে'মত। এতে আমাদের জন্য নানা রকমের করা হয়েছে। ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শরীআত সম্মতভাবে সুন্নাত তরিকা অনুযায়ী খাবার খাওয়া সাওয়াবের কাজ।

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন, "মুমিনের জন্য খাবার খাওয়াও আল্লাহ্‌র ইবাদত (হিসাবে গণ্য)। তিনি আরো বলেন, "দেখুন বিবাহ করা নবীদের عليهِمُ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام সুন্নাত। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহ্‌ইয়া عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلا م ও হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلا م বিয়ে করেন নি। কিন্তু খাবার খাওয়াটা এমন এক সুন্নাত যে, হযরত সায়্যিদুনা আদম সাফিয়্যুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلا م থেকে শুরু করে হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত সকল নবীই খাবার খেয়েছেন। যে ব্যক্তি অনশন ধর্মঘট করে উপবাস থেকে জীবন দিয়ে দেয়, সে হারাম উপায়ে মৃত্যুবরণ করবে।

(তফসীরে নঈমী, খন্ড-৮ম, পৃষ্ঠা-৫১)

তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাস্তবধর্মী বাণী হচ্ছে, "খাবার খেয়ে শোকর আদায়কারী ধৈর্যধারণকারী রোযাদারের মত।" (তিরমিযী শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-২১৯, হাদীস নং-২৪৯৪)

হালাল লোকমার ফযীলত

যদি আমরা আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খাই, তাহলে এতে আমাদের জন্য অসংখ্য বরকত রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্‌যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ইহ্‌ইয়াউল্ উলূম এর দ্বিতীয় খন্ডে একজন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর বাণী উদ্ধৃত করেন যে, মুসলমান যখন খাবারের প্রথম লোকমা আহার করে, তখন তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি হালাল উপার্জনের জন্য অপমানজনক স্থানে যায়, তার গুনাহ্ গাছের পাতার মত ঝরতে থাকে। (ইহ্‌ইয়াউল্ উলূমুদ্দীন, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-১১৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

খাওয়ার নিয়্যত কিভাবে করবেন

খাওয়ার সময় ক্ষুধা লাগা সুন্নাত। খাওয়ার সময় এ নিয়্যত করে নিন যে, আল্লাহর ইবাদত করার শক্তি অর্জনের জন্য খাচ্ছি। খাওয়ার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র স্বাদ গ্রহণ যেন না হয়। হযরত সায়্যিদুনা ইব্‌রাহীম বিন শাইবান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "আমি আশি বৎসর পর্যন্ত কোন কিছুই শুধুমাত্র নফসের স্বাদের উদ্দেশ্যে খাইনি।" (ইহ্‌ইয়াউল উ'লূম, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৫)

কম খাওয়ার নিয়্যতও করুন, তবেই ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জনের নিয়্যত সঠিক হবে। কেননা পেট ভরে খাওয়াতে ইবাদতের মধ্যে উল্টো বাধার সৃষ্টি হয়! কম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এ ধরনের মানুষের ডাক্তারের খুব কম প্রয়োজন হয়।

খাবার কতটুকু খাওয়া উচিত

আল্লাহর মাহবূব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, "মানুষ নিজের পেটের চেয়ে অধিক মন্দ থালা ভর্তি করে না, মানুষের জন্য কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট, যা তার পিটকে সোজা রাখে। যদি এরকম করতে না পারে, তবে এক তৃতীয়াংশ (১/৩) খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য, আর এক তৃতীয়াংশ (বাতাস) নিঃশ্বাসের জন্য হয়।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ্, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-৪৮, হাদীস নং-৩৩৪৯)

নিয়্যত এর গুরুত্ব

বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীসে পাক হচ্ছে,

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّات

অর্থাৎ আমল সমূহের ফল নিয়্যত সমূহের উপর নির্ভরশীল।

(সহীহ্ বুখারী, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-৫, হাদিস নং-১ম)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

যে আমল আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তাতে সাওয়াব লাভ হয়। যদি রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে ঐ আমল গুনাহের কারণ হয়। আর যদি কোন কিছুই নিয়্যত না থাকে, তাহলে সাওয়াব হবে না গুনাহ্ গুনাহও হবে না। সৃষ্টিগত ভাবে মূলত ঐ আমল মুবাহ্ (অর্থাৎ-জায়িয) হয়, উদাহরণ স্বরূপ কেউ কোন হালাল বস্তু যেমন ঃ আইসক্রীম বা মিষ্টি অথবা রুটি খেল আর তাতে কোন ধরনের নিয়্যত করল না তখন সাওয়াব ও লাভ হবে না, গুনাহ্ও হবে না। তবে কিয়ামাতের দিন হিসাবের সম্মুখীন হবে। যেমন- তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে,

حَلَالُهَا حِسَابٌ وَّحَرَامُهَا عَذَابٌ

অর্থাৎ ঃ তার হালাল বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে হিসাব হবে, আর হারাম বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে আযাব হবে। (ফিরদাওস বিমাসূরুল খিতাব, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-২৮৩, হাদীস নং-৮১৯২)

সুরমা কেন লাগাল?

তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক বাণী হচ্ছে, "নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন মানুষ থেকে তার প্রতিটি কাজ এমনকি চোখের সুরমার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

(হিলইয়াতুল আওলিয়া, খন্ড-১০ম, পৃষ্ঠা-৩১, হাদীস নং-১৪৪০৪)

এজন্য নিরাপত্তা এতে রয়েছে যে, প্রতিটি জায়িয কাজে ভাল ভাল নিয়্যত রাখা। যেমন ঃ- এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, আমি প্রতিটি কাজে নিয়্যত করতে পছন্দ করি। এমনকি পানাহার, ঘুমানো ও শৌচাগারে যাওয়ার জন্যও। (ইহ্ইয়াউল উলূম, খন্ড-৪, পৃষ্ট-১২৬) নবীদের সুলতান, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, "মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।"

(তাবারানী মুআ'জ্জাম কাবীর, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

নিয়্যত অন্তরের ইচ্ছাকে বলা হয়। মুখে বলা শর্ত নয় বরং কেউ মুখে নিয়্যতের শব্দগুলো উচ্চারণ করল কিন্তু অন্তরে ইচ্ছা বিদ্যমান নেই তাহলে সেটাকে নিয়্যতই বলা হবে না এবং এতে সাওয়াবও লাভ হবে না। খাবার খাওয়ার ৪৩ টি নিয়্যত উপস্থাপন করছি, এগুলো থেকে যেগুলো সুবিধা হয় এবং সম্ভব হয়, খাওয়ার পূর্বে তা করে নেয়া উচিত। এটাও আরয করছি যে, শুধুমাত্র এই নিয়্যতগুলোতেই নিয়্যতের শেষ নয় বরং নিয়্যতের ব্যাপারে যার অধিক জ্ঞান আছে এর মাধ্যমে আরো অনেক নিয়্যত বের করে নিতে পারেন। নিয়্যত যত বেশী হবে সাওয়াবও তত বেশী অর্জন হবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

খাওয়ার ৪৩ টি নিয়্যত

(১,২) খাওয়ার পূর্বে ও পরে ওযু করব। (অর্থাৎ- হাত, মুখের অগ্রভাগ ধুয়ে নেব ও কুলি করে নেব) (৩) খাবার খেয়ে ইবাদত (৪) তিলাওয়াত (৫) মাতা-পিতার সেবা (৬) ইলমে দ্বীন অর্জন (৭) সুন্নাতের প্রশিক্ষণ লাভের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর (৮) নেকীর দা'ওয়াতে এলাকায়ী দাওরাতে অংশগ্রহণ (৯) আখিরাতের কাজ ও (১০) প্রয়োজন মত হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করার শক্তি অর্জন করব (এ নিয়্যতগুলো ঐ অবস্থায় ফলপ্রসু হবে যখন ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া হবে। খুব পেট ভর্তি করে খাওয়াতে উল্টো ইবাদতে অলসতার সৃষ্টি হয়, গুনাহের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায় ও পেটের মধ্যে বিভিন্ন গন্ডগোলের জন্ম নেয়। (১১) জমিনের উপর (১২) সুন্নাতের অনুসরনে দস্তরখানায় (১৩) (চাদর কিংবা জামার আঁচল দ্বারা) পর্দার মধ্যে পর্দা করে (১৪) সুন্নত অনুযায়ী বসে (১৫) খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ ও (১৬) অন্যান্য দু'আ পাঠ করে (১৭) তিন আঙ্গুলে (১৮) ছোট ছোট লোকমা বানিয়ে (১৯) ভালভাবে চিবিয়ে খাব (২০) প্রত্যেক লুকমায় يَاوَاجِدُ পাঠ করব (অথবা প্রতিটি লোকমার শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰه ও প্রতিটি লোকমার শুরুতে يَاوَاجِدُ এবং بِسْمِ اللّٰه পাঠ করব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

(২১) যেসব খাবার ইত্যাদি পড়ে যায় তা তুলে খেয়ে নেব, (২২) প্রত্যেকটি রুটির অংশ তরকারীর পাত্রের উপর ছিঁড়ব (যাতে রুটির ক্ষুদ্র অংশগুলো ঐ পাত্রেই পড়ে) (২৩) হাড্ডি ও গরম মসলা ইত্যাদি উত্তমরূপে পরিস্কার করে ও চেটে খাওয়ার পর ফেলব (২৪) ক্ষুধা থেকে কম খাব (২৫) পরিশেষে সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে থালা (পেয়ালা ইত্যাদি) ও (২৬) তিনবার আঙ্গুলগুলো চেটে নেব (২৭) খাবারের থালা ধুয়ে পানি পান করে একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াবের অধিকারী হব (২৮) যতক্ষণ দস্তরখানা তুলে নেয়া না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপ্রয়োজনে উঠে যাব না (কেননা এটাও সুন্নাত) (২৯) খাওয়ার পর আগে পরে দুরূদ শরীফসহ সুন্নত দু'আগুলো পাঠ করব (৩০) খিলাল করব।

একত্রে খাওয়ার নিয়্যত

(৩১) দস্তরখানার সামনে যদি কোন আলিম কিংবা মুরুব্বী উপস্থিত থাকেন তাহলে তার পূর্বে খাওয়া শুরু করব না (৩২) মুসলমানদের সাক্ষাতের বরকত অর্জন করব (৩৩) তাদেরকে গোস্তের টুকরা, কদু শরীফ, হাঁড়ের নীচে জমাট বাঁধা খাবার ও পানি ইত্যাদি খাদ্য প্রদান করে তাঁদের মন-খুশী করব (কারো প্লেটে নিজের হাতে কিছু তুলে দেয়া আদবের পরিপন্থী, কারণ যেটা আমরা তুলে দিলাম সম্ভবত তখন তার সেটা খাওয়ার প্রতি আগ্রহ নাও থাকতে পারে) (৩৪) তাদের সামনে মুচকি হেসে সদকা করার সাওয়াব অর্জন করব (৩৫) কাউকে মুচকি হাসতে দেখে সে সময়ে পাঠের সুন্নত, দু'আ পাঠ করব (কাউকে মুচকি হাসতে দেখে পাঠ করার দু'আঃ أَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ অর্থাৎ- আল্লাহ তাআলা আপনাকে সদা হাস্যেজ্জ্বল রাখুন। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-৪০৩, হাদীস নং-৩২৯৪)

(৩৬) খাবার খাওয়ার নিয়্যতসমূহ ও (৩৭) সুন্নত সমূহ বলব (৩৮) সুযোগ পেলে খাওয়ার পূর্বের ও (৩৯) পরের দু'আগুলো পড়াব (৪০) খাবারের উত্তম অংশ যেমন গোস্তের টুকরা ইত্যাদি নিজে খাওয়ার লোভ-লালসা থেকে নিজেকে রক্ষা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

করে তা অন্যকে দেব (তাজদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াময় বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু অন্যকে দিয়ে দেয়, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।" (ইত্তেহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, খন্ড-৯ম, পৃষ্ঠা-৭৭৯) (৪১) তাদেরকে খিলাল ও (৪২) তিন আঙ্গুলে খাওয়ার অনুশীলন করানোর জন্য রাবার ব্যান্ড তুহফা হিসাবে প্রদান করব (৪৩) খাবারের প্রতি লোকমায় যদি সম্ভব হয় তাহলে উচ্চস্বরে এ নিয়্যতে يَاوَاجِدُ পাঠ করব যেন অন্যান্যদেরও স্মরণে এসে যায়।

খাবারের ওযূ অভাব দূর করে

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছে, খাওয়ার আগে ও পরে ওযু করাটা অভাবকে দূর করে দেয়। আর এটা নবী রসূল عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام গণের সুন্নাতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

(আল মুজামুল আওসাত, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-২৩১, হাদীস নং-৭১৬৬)

খাওয়ার ওযু ঘরে কল্যাণ বৃদ্ধি করে

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে এটা পছন্দ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তার ঘরে কল্যাণ বাড়িয়ে দিক তবে সে যেন, যখন খাবার দেয়া হয়, তখন ওযু করে এবং যখন খাবার তুলে নেয়া হয় তখনও ওযু করে।" (ইবনে মাযাহ শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্টা-৯ম, হাদীস নং-৩২৬০)

খাওয়ার ওযূ করার সাওয়াব

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণিত যে, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "খাওয়ার আগে ওযু করলে একটি সাওয়াব আর খাওয়ার পর ওযু করলে দু'টি সাওয়াব।" (জামে সাগীর পৃষ্ঠা-৫৭৪, হাদীস নং-৯৬৮২)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার আগে ও পরে হাত ইত্যাদি ধোয়াতে অবহেলা করা উচিত নয়। আল্লাহর শপথ "একটি নেকীর" বাস্তবতা কিয়ামতের দিনই জানা যাবে। যে সময় যখন কারো শুধুমাত্র একটি নেকীই কম হবে আর সে নিজের প্রিয়জনদের কাছে শুধুমাত্র একটি নেকী চাইবে অথচ দেয়ার জন্য কেউ রাজী হবে না।

শয়তান থেকে হিফাযত

মদীনার তাজদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় বাণী হচ্ছে, "খাবারের আগে ও পরে ওযু (অর্থাৎ-হাত-মুখ ধোয়া) রিযিকে প্রশস্ততা আনে আর শয়তানকে দূর করে দেয়।"

(কান্‌যুল উম্মাল, খন্ড-১০ম, পৃষ্ঠা-১০৬, হাদীস নং-৪০৭৫৫)

রোগব্যাধি থেকে রক্ষার উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার ওযু দ্বারা নামাযের ওযু উদ্দেশ্য নয় বরং এতে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ও মুখে ঠোঁটের বাহিরের অংশ ধোয়া আর কুলি করা উদ্দেশ্য। বিখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফ্‌তী আহ্‌মদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "তাওরাত শরীফে দু'বার হাত ধোয়া ও কুলি করার নির্দেশ ছিল, খাওয়ার পূর্বে ও খাওয়ার পরে। কিন্তু ইহুদীরা শুধুমাত্র শেষের আমলটা বাকী রেখেছে খাওয়ার পূর্বের আমলটির আলোচনাটা মুছে ফেলেছে। খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, কুলি করার জন্য অনুপ্রাণিত এজন্য করা হয়েছে যে, প্রায়ই কাজ-কর্মের কারণে হাত ময়লাযুক্ত, দাঁত ময়লাযুক্ত হয়ে যায় আর খাওয়ার কারণে হাত-মুখ চর্বিযুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং উভয় সময়ে তা পরিস্কার করা উচিত। খাবার খেয়ে কুলিকারী ব্যক্তি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দাঁতের বিষাক্ত রোগ পায়রিয়া (PHYORRHEA) হতে নিরাপদ থাকবে। ওযুর সময় মিসওয়াকে অভ্যস্ত ব্যক্তি দাঁত ও পাকস্থলীর রোগসমূহ্ থেকে রক্ষা পাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

খাওয়ার সাথে সাথে প্রস্রাব করার অভ্যাস গড়ুন, তাতেও মুত্রথলীর রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটা খুবই পরীক্ষিত।

(মিরআত শরহে মিশকাত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্টা-৩২)

ড্রাইভারের রহস্যজনক মৃত্যু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় সুন্নাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। যেভাবে সুন্নাতের উপর আমল করলে সাওয়াব রয়েছে অনুরূপভাবে সেটার পার্থিব উপকারও হয়ে থাকে। খাওয়ার আগে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেয়া সুন্নাত। মুখের (ঠোঁটের) বাইরের অংশ ধুয়ে নেয়া ও কুলি করে নেয়া উচিত। যেহেতু হাত দ্বারা নানা ধরনের কাজ করা হয় আর তা বিভিন্ন বস্তুর সাথে লাগে তাই কাদা-ময়লা ও বিভিন্ন ধরনের জীবানু লেগে যায়। খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে নেয়াতে এগুলো পরিস্কার হয়ে যায় আর এ সুন্নাতের বরকতের কারণে আমাদের অনেক রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়। খাওয়ার আগে ধোয়া হাত মুছে ফেলবেন না, কারণ তোয়ালে ইত্যাদির জীবাণু হাতে লেগে যেতে পারে।

কথিত আছে, একজন ট্রাকের ড্রাইভার হোটেলে খাবার খেল আর খাওয়ার সাথে সাথে ছটফট করতে করতে মারা গেল। অন্যান্য অনেক মানুষও এ হোটেলে খাবার খেয়েছে কিন্তু তাদের কিছুই হলো না। তদন্ত শুরু হলো। কেউ বলল যে, ড্রাইভার খাওয়ার আগে হোটেলের কাছে টায়ার চেক করেছিল। এরপর হাত না ধুয়ে সে খাবার খেয়েছিল। তাই ট্রাকের টায়ারগুলো চেক করা হলে দেখা গেল যে, চাকার নীচে একটি বিষাক্ত সাপ পিষ্ট হয়ে সেটার বিষ টায়ারে ছড়িয়ে পড়েছিল আর তা ড্রাইভারের হাতে লেগেছিল। **হাত না ধোয়ার কারণে খাবারের সাথে ঐ বিষ পেটে গেল, যা ড্রাইভারের হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হল।**

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے سُنّت میں شرافت ہے

سرکار ﷺ کی سنّت میں ہم سب کی حفاظت ہے

আল্লাহ কি রহমত ছে সুন্নাত মে শারাফত হে,
সরকার কি সুন্নাত মে হাম সব কি হিফাযত হে ।

বাজারে খাওয়া

হযরত সায়্যিদুনা আবূ উমামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে করীম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন,"বাজারে খাবার খাওয়া মন্দ (কাজ)" (জামি সাগীর, পৃষ্ঠা-১৮৪, হাদীস নং-৩০৭৩)

আল্লামা মওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ বলেন, "রাস্তায় ও বাজারে খাওয়া মাকরূহ্।

(বাহারে শারীআত, খন্ড-১৬ তম, পৃষ্ঠা-১৯)

বাজারের রুটি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম যারনূজী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ বলেন, মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ফাযল رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ শিক্ষা অর্জনের সময় কখনো বাজার থেকে খাবার খাননি। তাঁর সম্মানিত পিতা প্রতি জুমা বারে নিজ গ্রাম থেকে তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসতেন। একবার যখন তিনি খাবার দিতে আসেন তখন ছেলের রুমে বাজারের রুটি দেখে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং নিজের ছেলের সাথে কথা পর্যন্ত বললেন না। সাহিবজাদা (ছেলে) ক্ষমা চেয়ে আরয করলেন, আব্বাজান! এ রুটি বাজার থেকে আমি আনিনি, আমার বন্ধু আমার অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও কিনে এনেছিল। সম্মানিত পিতা এ কথা শুনে ধমক দিয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

বললেন, "যদি তোমার মধ্যে তাকওয়া থাকত তবে তোমার বন্ধুর কখনো এরূপ করার সাহস হতো না।"

(তালীমুল মুতাআল্লিমি তারীকুত তাআ'ল্লুমি, পৃষ্ঠা-৬৭, বাবুল মদীনা, করাচী)

বাজারের খাবারে বরকতশূন্যতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تعالیٰ তাকওয়ার প্রতি কিরূপ খেয়াল রাখতেন। আর নিজের সন্তানকে কিরূপ উত্তম প্রশিক্ষণ দিতেন যে, হোটেল ও বাজারের খাবার তাদেরকে খেতে দিতেন না। হযরত ইমাম যারনূজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন, "যদি সম্ভব হয় তবে অমঙ্গলজনক খাবার ও বাজারের খাবার থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কারণ বাজারের খাবার মানুষকে খিয়ানত ও অপবিত্রতার নিকটবর্তী ও আল্লাহর যিকির থেকে দূর করে দেয়। এর কারণ এ যে, বাজারের খাবারের উপর গরীব ও ফকীরদের দৃষ্টি পড়ে, আর তারা নিজেদের অসচ্ছলতা ও দারিদ্রতার কারণে যখন ঐ খাবার কিনতে পারে না, তখন তাদের অন্তর ব্যথিত হয় আর তাই সে খাবার থেকে বরকত উঠে যায়।" (প্রাগুক্ত পৃষ্ট-৮৮)

হোটেলে খাওয়া কেমন?

বাজারে, ঠেলাগাড়ী ও টলী ইত্যাদি থেকে নানা ধরনের মজাদার খাবারের স্বাদগ্রহণকারীরা এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন। যখন বাজারে খাওয়াটা এরূপ মন্দ তখন ফ্লিমের গানে মগ্ন হয়ে হোটেলের ভেতর সময়ে অসময়ে খাওয়া , চায়ে চুমুক দেয়া ও ঠান্ডা পানীয় পান করা কি রকম দোষণীয় হবে? যদি গান নাও বাজে তবুও হোটেল গুলোর পরিবেশ প্রায়ই ছন্নছাড়া ধরনের হয়ে থাকে। সেগুলোতে গিয়ে বসা অভিজাত ও ধার্মিক ব্যক্তিবর্গের মর্যাদার উপযুক্ত নয়। অতএব প্রয়োজন হলে খাবার কিনে কোন নিরাপদ স্থানে বসে খাওয়াতে মঙ্গল রয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

যে অসহায় সে অপারগ। কিন্তু যখন হোটেলে ফ্লিম, ড্রামা বা গান-বাজনা চলে তখন সেখানে যাবেন না। কারণ জেনে-শুনে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনা গুনাহ্। যেমন -

বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, “(হেলে দুলে শরীর বাঁকিয়ে) নাচা, হাসি-তামাসা করা, তালি বাজানো, সেতারা বাজানো, বারবাত (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র), সারেঙ্গী বা সারিন্দা, রাবার (বেহালা বিশেষ), বাঁশী, কানূন, নুপুর, শিঙ্গা বাজানো, মাকরূহে তাহ্রীমী (অর্থাৎ হারামের নিকটবর্তী)। কারণ এগুলো কাফিরদের নিদর্শন। এছাড়া বাঁশী ও (বাদ্যযন্ত্রের) অন্যান্য সরঞ্জামের আওয়াজ শুনাও হারাম। যদি হঠাৎ করে (অসর্তকাবস্থায়) শুনে ফেলে তবে সে অপারগ কিন্তু তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে যে, না শুনার পূর্ণ চেষ্টা করা।” (রদ্দুল মুখতার, খন্ড-৯ম, পৃষ্ঠা ৫৬৬)

কানে আঙ্গুল দেয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ মুসলমানেরা সৌভাগ্যবান, যারা আল্লাহর বাণী কুরআনে পাক, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতে পাক ও সুন্নতে ভরা বয়ান শুনেন এবং ছায়াছবির গান ও বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ কানে আসলে খোদা তা‘আলার ভয়ের কারণে তা না শুনার পূর্ণ চেষ্টা করে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি দূরে সরে যান। যেমন-হযরত সায়্যিদুনা নাফি’ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, আমি ছোট বেলায় হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। তখন রাস্তায় বাজনা বাজানোর আওয়াজ আসতে লাগল, ইবনে ওমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا নিজের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং রাস্তা থেকে অন্যত্র সরে গেলেন, আর দূরে যাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলেন, নাফি’! আওয়াজ আসছে?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

আমি আরয করলাম, এখন আসছে না। তখন কান থেকে আঙ্গুল বের করলেন এবং বললেন, "একবার আমি সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম, তাজেদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপ করলেন, যেরূপ আমি করলাম।"

(আবূ দাঊদ, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-৩০৭, হাদীস নং-৪৯২৪)

বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ এলে তখন সরে যান

জানা গেল যে, যেই মাত্র বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসবে তৎক্ষণাৎ কানে আঙ্গুল দিয়ে সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত। কারণ যদি আঙ্গুলতো কানে দিলেন কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে রইলেন বা সামান্য ও পাশে সরে গেলেন তবে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ থেকে বাঁচতে পারবেন না। শুধু আঙ্গুল কানে দিলে হবে না বরং যেকোন ভাবে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ থেকে বাঁচার যথাসাধ্য চেষ্টা করা ওয়াজিব। হায়! হায়! হায়! এখনতো যানবাহন, উড়োজাহাজ, ঘর, দোকান, গলি ও বাজারসমূহে যেদিকেই যান না কেন বাদ্যযন্ত্রের মগ্নতা ও গানের আওয়াজ শুনা যায় আর যে 'আশিকে রসূল কানে আঙ্গুল দিয়ে দূরে সরে যায় তাকে নিয়ে উপহাস করা হয়।

وہ دَور آیا کہ دیوانۂ نبی کیلئے
ہر ایک ہاتھ میں پتّھر دِکھائی دیتا ہے

উহ দাওর আয়া কেহ দিওয়ানায়ে নবী কেলিয়ে
হার এক হাত মে পাত্তর দেখায়ী দেতা হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততায় জীবনে ঐ ধরনের আশ্চর্য্যজনক পরিবর্তন ঘটে যে অনেকবার ইসলামী ভাইদেরকে বলতে শুনা গেছে যে, হায়! যদি এমন হত। অনেক আগেই আমরা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ পেতাম। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে পরিপূর্ণ এক মাদানী বাহার দেখুন। যেমন -

ঘরে দরসের বরকতময় ঘটনা

আগূলাহ্, মহারাষ্ট্র, ভারতের এক ইসলামী ভাই অনেকটা এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, বদ মাযহাব লোকদের সাথে সম্পর্কের কারণে আমাদের পরিবার বদ আমলের সাথে সাথে বদ আকীদার প্রতিও ধাবিত হচ্ছিল। একদিন আমাদের পরিবারের সবাই মিলে টিভি দেখায় ব্যস্ত ছিল। তখন আমার ১৭ বছর বয়সী ছোট ভাই যে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নতে ভরা ইজতিমাতে আসা-যাওয়া করতে শুরু করেছে, সে টিভির দিকে পিঠ দিয়ে উল্টো দিকে হেঁটে রুমে প্রবেশ করলো আর নিজের কোন জিনিস আলমারী থেকে বের করে ঐ ভঙ্গিতে ফিরে গেল। তার এ ধরনের অভিনব অবস্থা দেখে আমি রাগে চিৎকার করে উঠলাম, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যে কারণে আজ তুমি এ ধরনের অভিনব শিশুর মত আচরণ করছো!" সে প্রতিউত্তর দেয়া ব্যতীত অন্য রুমে চলে গেল। আমার আম্মা, বিষয়টা পরিস্কার করলেন যে, "সে আমাকে বলেছে যে, আমি কসম খেয়েছি, ভবিষ্যতে টিভির দিকে দেখবইনা!" আমি রাগে ছোট ভাইয়ের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলাম। সে ঘরে সবাইকে একত্রিত করে ফয়যানে সুন্নাতের দরস শুরু করে দিলো। আমি তাতে বসতাম না। একদিন আমি কাছাকাছি হয়ে এই ভেবে বসে গেলাম যে, শুনেতো দেখি দরসে কি বলে! শুনে খুব ভাল লাগল। সুতরাং আমি প্রতিদিন ঘরের দরসে অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হতে লাগল। অবশেষে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমাতে যেতে লাগলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জ্ঞান সঠিক পথে এলো, বদমযহাবের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হলাম ও চেহারায় দাড়ি সাজিয়ে নিলাম। এছাড়া বদ আকীদা সম্পন্ন বক্তার পথভ্রষ্টকারী ক্যাসেট, যেগুলো আগ্রহ ভরে শুনতাম,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

এখন সে সবের জায়গায় মাক্তাবাতুল মদীনার পক্ষ থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনতে লাগলাম। আমাদের চারটি রুমে টিভি ছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ পারস্পরিক পরামর্শে চারটি রুম থেকে T.V. বের করে দিলাম।

بُری صحبتیں سے کَنارہ کشی کر
اور اچھوں کے پاس آکے پامَدَنی ماحول
تمہیں لُطف آجائیگا زندگی کا
قریب آکے دیکھو ذرامَدَنی ماحول

বুরী সুহবতু ছে কানারা কুশী কর,
আওর আচ্ছো কে পা-স আ-কে পা মাদানী মাহল।
তুম্হে লুত্ফ আ-যায়েগা জিন্দেগী কা,
করীব আ-কে দেখো জারা মাদানী মাহল।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

ঈমান রক্ষার মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ঘরের দরসে পরিবার-পরিজনের ঈমানের নিরাপত্তা ও আমল সংশোধনের উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের চারিত্রিক প্রশিক্ষণের জন্য ফিকরে মদীনার মাধ্যমে প্রতিদিন মাদানী ইন'আমাত এর রিসালা পূরণ করারও ব্যবস্থা রয়েছে এবং এ রিসালায় লিপিবদ্ধ একাদশ মাদানী ইন'আম অনুযায়ী প্রত্যেককে প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাত থেকে দুইটি দরস দেয়া বা শুনার উৎসাহ্ দেয়া হয়েছে। এ দুইটি দরসে একটি "ঘরের দরস"ও রয়েছে। আপনাদের সকলের নিকট ঘরের দরস চালু করার জন্য বিনীতভাবে মাদানী অনুরোধ করছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

عمل کا ہو جذبہ عطا یاالٰہی
گناہوں سے مجھ کو بچا یاالٰہی
سعادتِ ملے درسِ فیضانِ سنّت
کی روزانہ دو مرتبہ یااِلٰہی

আমল কা হো জযবা আতা ইয়া ইলাহী,
গুনাহো ছে মুঝকো বাঁচা ইয়া ইলাহী।
সাআদাতে মিলে দরসে ফয়যানে সুন্নাত,
কি রওজানা দো মরতবা ইয়া ইলাহী।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى محمَّد

কবরের আলো

দরস ও বয়ানের সাওয়াবের কথা কী বলব! হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه “শারহুস্‌সুদূর”-এ উদ্ধৃত করেন, আল্লাহ্ তা’আলা হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রতি অহী প্রেরণ করলেন, **“কল্যাণময় কথা নিজেও শিখুন এবং অন্যকেও শিক্ষা দিন, আমি কল্যাণময় কথা শিক্ষাকারী ও শিক্ষাপ্রদানকারীদের কবরকে আলোকিত করবো, যাতে তাদের কোন ধরনের ভয়-ভীতি না হয়।”**

(হিলইয়াতুল আওলিয়া, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-৫, হাদীস নং-৭৬২২)

কবর আলোকিত হবে

এ বর্ণনা থেকে নেকীর বিষয় শিখা ও শিক্ষা প্রদানের সাওয়াব ও প্রতিফল সম্পর্কে জানা গেল। সুন্নাতে ভরা বয়ানকারী, দরস দাতা ও শ্রবণকারীদেরতো খুবই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

উপকার হবে। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তাঁদের কবর আলোকিত হবে ও তাঁদের কোনরকম ভয়-ভীতি অনুভব হবে না। ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে নেকীর দা'ওয়াত প্রদানকারী, মাদানী কাফিলাতে সফর ও ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা প্রতিদিন পূরণ করার উৎসাহ্ প্রদানকারী ও সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দা'ওয়াত পেশকারী, এছাড়া মুবাল্লিগদের নেকীর দা'ওয়াত শ্রবণকারীদের কবরও হুযূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের সদকায় আলোকিত হবে।

قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے
عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
جلوہ فرما ہو گی جب طلعت رسول اللہ کی

কবর মে লেহরায়েগে তা হাশর চশ্‌মে নূরকে,
জলওয়া ফরমা হোগী জব তালাআত রাসূলুল্লাহ কি।

(খাদায়েকে বখশিশ)

পরিবারের লোকদের সংশোধন করা জরুরী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের পরিবারের লোকদের সংশোধন আমাদের উপর আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে বাঁচাও যার জ্বালানী হচ্ছে মানুষ ও পাথর।

(সূরা-আত তাহরীম, আয়াত-৬, পারা-২৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ "ঘরের দরস"-এর মাধ্যমেও এ আয়াতে কারীমাতে দেয়া নির্দেশের উপর আমল করা সম্ভব হবে। এছাড়া এ বিষয়ে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা রিসালা পাঠ করা, পাঠ করানো ও সুন্নতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারার ক্যাসেট ঘরে চালানোও উপকারী হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতে ভরা রিসালা ও ক্যাসেটের মাধ্যমেও অনেক মানুষের সংশোধনের অনেক ঘটনা রয়েছে।

মাকতাবাতুল মদীনার রিসালার বাহার

বাহাওয়ালপূর জেলা পাঞ্জাব, এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হচ্ছে যে, আমি স্কুলে খারাপ পরিবেশের কারণে ফিল্ম উন্মাদনার সৌখিন পর্যায়ে পৌঁছে গেলাম। শুধু ফিল্ম দেখার জন্য অন্য শহর যেমন-লাহোর, উকাড়া ইত্যাদি এমনকি করাচী পর্যন্ত চলে যেতাম। ফিল্মের রং বেরং (SEX APPEAL) দৃশ্যের অমঙ্গলের কারণে আল্লাহর পানাহ, বেপর্দা যুবতীদের পেছনে কলেজ পর্যন্ত যাওয়া ও প্রতিদিন দাড়ি কামানো আমার প্রতিদিনের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। অমঙ্গলের উপর অমঙ্গল এযে, আমার মনে থিয়েটারে, সার্কাস ও মৃত্যু কুপের ভেতর কাজ করার প্রবল ইচ্ছা হল।

পরিবারের লোকেরা অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। একদিন আমার সম্মানিত পিতা দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদের সাথে কথা বলে এলাকার "আশিকানে রসূলদের" সাথে মাদানী কাফিলাতে সফরে পাঠিয়ে দিলেন। শেষ দিন আমীরে কাফিলা আমাকে কালো বিচ্ছু (মাক্তাবাতুল মাদীনা কর্তৃক মুদ্রিত) নামক রিসালা পাঠ করতে দিলেন। আমি পড়ে কেঁপে উঠলাম। তৎক্ষণাৎ গুনাহ্ থেকে তওবা করলাম ও চেহারায় এক মুষ্ঠি দাড়ি সাজানোর নিয়্যত করলাম। ফেরার পথে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নতে ভরা সাপ্তাহিক ইজতিমাতে তওবা করলাম ও চেহারায় এক মুষ্ঠি দাড়ি সাজানোর নিয়্যত করলাম এবং মাক্তাবাতুল মদীনার পক্ষ থেকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

প্রকাশিত বায়ানের ক্যাসেট যেটার নাম ছিল, "ঢল জায়েগী ইয়ে জাওয়ানী" (এ যৌবন ঢলে পড়বে) কিনে নিলাম। যখন ঘরে এসে বয়ান শুনলাম তখন তা আমার অন্তরের দুনিয়া পরিবর্তন করে দিল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি নিয়মিতভাবে নামায পড়তে লাগলাম এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ শুরু করে দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এ সময় (এ বর্ণনা দেয়ার সময়) আমি আমার নিজ শহরে মাদানী কাফিলার যিম্মাদার হিসাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ করছি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

একসাথে খাওয়াতে বরকত রয়েছে

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আজম رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, মদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰه تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় বাণী হচ্ছে, "একত্রে মিলে খাও, একা একা খেওনা কেননা বরকত জামাআতের (একতাবদ্ধ) সাথে হয়ে থাকে।"

(ইবনে মাজাহ শারীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-২১, হাদীস নং-৩২৮৭)

পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায়

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহ্‌সী বিন হারব رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه তাঁর দাদাজান رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে জিজ্ঞেসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা খাবারতো খাই কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না?" সরকারে দু'আলাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "তোমরা কি আলাদাভাবে খাও?" আরয করলাম, "জ্বী হ্যাঁ," ইরশাদ করলেন, একত্রিত হয়ে বসে খাবার খেও ও بِسْمِ اللّٰه পড়ে নিও, তোমাদের জন্য খাবারে বরকত দেয়া হবে।

(আবূ দাউদ শরীফ, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৪৮৬, হাদীস নং-৩৭৬৪)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

একত্রে খাওয়ার ফযীলত

একই দস্তরখানায় একত্রে আহারকারীদেরকে মুবারকবাদ। কেননা হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার নিকট এ বিষয়টি সবচেয়ে অধিক পছন্দনীয় যখন তিনি মুমিন বান্দাকে স্ত্রী, সন্তানের সাথে দস্তরখানায় একত্রে বসে খেতে দেখেন। কারণ যখন সবাই দস্ত রখানায় একত্রিত হয় তখন আল্লাহ্ তাদেরকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন এবং আলাদা হওয়ার আগে আগেই তাদের ক্ষমা করে দেন। (তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃষ্ঠা-৩৪৩)

একত্রে খাওয়াতে পাকস্থলীর চিকিৎসা

প্যাথলজী বিশেষজ্ঞ এক অধ্যাপক ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন একত্রে খাবার খাওয়া হয় তখন আহারকারী সকলের জীবানু খাবারে মিশে যায় আর তা অন্যান্য রোগের জীবানুকে মেরে ফেলে। এছাড়া অনেক সময় খাবারে শিফা বা আরোগ্যের জীবানু অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় যা পাকস্থলীর রোগের জন্য ফলদায়ক হয়ে থাকে।

একজনের খাবার দু’জনের জন্য যথেষ্ট

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, আমি নবী করীম, রঊফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি, “একজনের খাবার দু’জনের জন্য যথেষ্ট ও দু’জনের খাবার চারজনের ও চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট হয়।” (সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা-১১৪০, হাদীস নং-২০৫৯)

প্রিয় আকা, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতময় বাণী হচ্ছে, দুইজনের খাবার তিনজনের ও তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। (বুখারী শরীফ, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-৩৪৬, হাদিস নং-৫৩৯২)

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

অল্পে সন্তুষ্টির শিক্ষা

বিখ্যাত মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এ মুবারক হাদিস প্রসঙ্গে বলেন, “যদি খাবার সামান্য হয় এবং আহারকারী বেশি হয় তবে তাদের উচিত যে, দুইজনের খাবারে তিনজন ও তিনজনের খাবারে চারজন চালিয়ে নেয়া। যদিও পেট না ভরে কিন্তু এতটুকু খেয়ে নেয়াতে দূর্বলতাও আসবে না, ইবাদত সঠিকভাবে আদায় করা যাবে। এ মহান বাণীতে “অল্পে তুষ্টি ও মানবতার মহান শিক্ষা রয়েছে।” (মিরআত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-১৬)

বেতন কমিয়ে দিলেন?

খলীফায়ে রসূল হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর খিলাফত আমলের ঘটনা। একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সম্মানিতা স্ত্রী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর হালুয়া খাওয়ার ইচ্ছা হল, তখন সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন, আমার নিকট এত টাকা নেই যে, আমি হালুয়া কিনতে পারি। স্ত্রী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا আরজ করলেন, আমি আমার পারিবারিক খরচাদি থেকে কিছু দিন অল্প অল্প পয়সা বাঁচিয়ে কিছু টাকা জমা করব এবং এ দ্বারা হালুয়া কিনে নেব। খলিফা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন ঠিক আছে এভাবেই করে নিন। তাই তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কিছু টাকা জমা করা শুরু করলেন, অল্প সময়ে কিছু টাকা জমা হয়ে গেল, যখন তিনি সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে বললেন যে, আপনি হালুয়া কিনে নিয়ে আসেন। তখন তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ টাকা নিলেন এবং বায়তুল মালে ফিরিয়ে দিলেন, এবং স্ত্রী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে বললেন এগুলো আমার প্রয়োজনীয় খরচ থেকে অতিরিক্তি। এর পর তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ভবিষ্যতের জন্য বায়তুল মাল থেকে প্রাপ্ত বেতনের তত পরিমাণ টাকা কমিয়ে দিলেন। (আল কামিল ফিত্‌তারীখ, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-২৭১)

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা শুনে শুধুমাত্র প্রশংসার শ্লোগান দ্বারা অন্তরকে খুশী করার পরিবর্তে আমাদেরও তাকওয়া ও অল্পে সন্তুষ্টির শিক্ষা অর্জন করা উচিত। বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ ও সরকারী অফিসারবৃন্দ এছাড়া মসজিদের ইমামগণ, মাদ্‌রাসার শিক্ষকমন্ডলী ও বিভিন্ন ইসলামী বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাইদের জন্য এ ঘটনাতে অল্পে তুষ্টি ও লোভ-লালসা থেকে নিজেকে রক্ষা করা ও নিজের আখিরাতকে উৎকৃষ্ট করার জন্য অনেক শিক্ষার বিষয় রয়েছে। হায়! এমন যদি হত। আমরা সবাই শুধু নফসের আন্দোলনে বেতনের কম বেশি অর্থাৎ “অমুকের বেতন এতো বেশী আর আমার কম” বলে বলে এ ধরনের ব্যাপারগুলোতে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে সামান্য আয়ে তুষ্ট হয়ে নেকীর মধ্যে অধিক নেকী অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতাম। সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পরহিযগারী ও দুনিয়ার ধন সম্পদ থেকে অনাসক্তির ব্যাপারে আরো একটি ঘটনাশুনুন। যেমন-

ওয়াকফের বস্তুর ব্যাপারে সতর্কতা

ইমামে আলী মকাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, খলীফায়ে রসূল হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজের ওফাতের সময় উম্মুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে বললেন, দেখো! এ উট যেটার দুধ আমরা পান করি ও এ বড় পেয়ালা যাতে আমরা পানাহার করি ও এ চাদর যেটা আমি পরিধান করে আছি এসব কিছু বাইতুল মাল থেকে নেয়া হয়েছে। আমরা এগুলো থেকে ঐ সময় পর্যন্ত ফায়দা গ্রহণ করতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মুসলমানদের খিলাফতের দায়িত্ব পালন করি। যখন আমি ওফাত লাভ করব তখন এসব কিছু হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে দিয়ে দেবে। যখন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইন্তিকাল হলো

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

তখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡھَا এসব বস্তু অসিয়ত অনুযায়ী ফিরিয়ে দিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বস্তুগুলো (ফিরে পেয়ে) বললেন যে, আল্লাহ্ তাঁর উপর দয়া করুন যে, তিনিতো তাঁর পরবর্তীদের অবাক করে দিয়েছেন। (তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা-৬০)

আহারকারীদের ক্ষমা লাভের একটি উপায়

মর্যাদাপূর্ণ যে কোন কাজই শুরু করা হলে তার আগে بِسۡمِ اللّٰہ শরীফ অবশ্যই পাঠ করা উচিত। কেননা এটা সুন্নাত। অনুরূপভাবে পানাহারের পূর্বেও بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করা সুন্নত আর এর খুবই বরকত রয়েছে"। যেমন-হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, মক্কী মাদানী আকা, উভয় জগতের মালিকো মুখতার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "মানুষের সামনে খাবার রাখা হয় আর উঠিয়ে নেয়ার পূর্বেই তাঁর ক্ষমা হয়ে যাওয়ার উপায় হচ্ছে যখন খাবার রাখা হয় তখন بِسۡمِ اللّٰہ বলে এবং যখন উঠিয়ে নেয়া হয় তখন اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ বলে। (আল জামিউস্ সগীর, পৃষ্ঠা-১২২, হাদিস নং-১৯৭৪)

চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া সুন্নাত নয়

সহীহ বুখারীতে হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কখনও টেবিলে খাবার খাননি এবং তার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য পাতলা চাপাটি রুটি পাকানো হয়নি।

হযরত সায়্যিদুনা কাতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁরা কিসের উপর খেতেন? বললেন, দস্তরখানার উপর।

(সহীহ বুখারী, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৫৩২, হাদীস নং-৫৪১৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।”

সদরুশ শরীআ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চেয়ার টেবিলে বসে খাওয়া যদিও গুনাহ্ নয় তবে সুন্নাতও নয়। সদরুশ শরীআ, বদরুত তরীকা আল্লামা মওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বাহারে শরীআতের ১৬ তম খন্ডে বলেন, “খাওয়ান” ছোট টেবিল বা টেবিলের মত উঁচু ধরনের বস্তু, যেটার উপর আমীরদের ঘরে খাবার পরিবেশন করা হয়। যাতে খাওয়ার সময় ঝুঁকতে হয় না। তার উপর খাবার খাওয়া অহংকারীদের নিয়ম ছিল, যেভাবে অনেক মানুষ বর্তমান সময়ে টেবিলে খাবার খায়। ছোট ছোট পাত্রে খাওয়া আমীরদের নিয়ম। তাঁদের ঘরে নানা রকমের খাবার ছোট ছোট পাত্রে রাখা হয়। (বাহারে শারীআত, খন্ড-১৬ তম, পৃষ্ঠা-১২)

কি ধরনের দস্তরখানা সুন্নাত?

বিখ্যাত মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মাত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, “সুন্নাত হচ্ছে খাবারের সামান্য ঝুঁকে বসা। দস্তরখানা কাপড়, চামড়া ও খেজুরের পাতার হতো। এ তিন ধরনের দস্তরখানায় হুযূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খাবার খেতেন। দস্তরখানাও জমীনের উপর বিছানো হতো এবং স্বয়ং সরকার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও জমীনের উপর বসতেন।” (মিরাত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-১৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চেয়ার-টেবিলে খাওয়া যদিও গুনাহ্ নয় তবে জমীনে দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার খাওয়া সুন্নাত আর সুন্নাতের মধ্যেই মর্যাদা রয়েছে, আফসোস! আজকাল এ সুন্নত মুসলমানেরা অনেকাংশে বর্জন করছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারেও চেয়ার-টেবিলে বরং এখনতো চেয়ার ও সরিয়ে নেয়া হয়েছে, লোকেরা টেবিলের চতুর্পাশ্বে (দাঁড়িয়ে) খাবার খায়। আহ! সুন্নাতে পরিপূর্ণ যুগ পুনরায় কবে আসবে!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں
نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے

সুন্নতে আ-ম করে দ্বীন কা হাম কাম করে,
নে-ক হো যায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

প্রতিটি লোকমায় আল্লাহর যিকির

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, "আল্লাহ্ তাআলা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যখন খাবার খায় তখন আল্লাহর প্রশংসা করে এবং পান করলে তখন তাঁর হাম্দ (প্রশংসা) করে। (সহীহ্ মুসলিম, পৃষ্ঠা-১৪৬৩, হাদীস নং-২৭৩৪)

প্রতিটি লোকমায় পাঠ করার নিয়ম

سُبْحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কিরূপ সহজ ব্যবস্থাপনা। আল্লাহর কসম! আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বড় কোন সৌভাগ্য নেই। যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তাকেই তাঁর দিদার দান করবেন, তাকেই জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ করাবেন। প্রতিটি লোকমা খেতে ও প্রতি ঢোক পান করতে আল্লাহ্ এর নাম নেয়া ও খাবার খেয়ে নেয়ার পর ও (পানীয়) পান করে নেয়ার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ বলার অভ্যাস গড়ার চেষ্টা করুন। যাতে পানাহারের সময়টা উদাসীনতায় না কাটে।

সম্ভব হলে প্রতি দুই লোকমার মাঝখানে اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ بِسْمِ اللہ ও یَاوَاجِدُ বলার অভ্যাস করুন যেন এভাবে প্রতি লোকমার শুরু بِسْمِ اللہ ও یَاوَاجِدُ এর যিকির দ্বারা এবং প্রতি লোকমার সমাপ্তি আল্লাহ তাআলার প্রশংসার মধ্যে হয়। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ নেকীর ভান্ডার ও সাওয়াবের আলোই আলো হবে। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত পকেট সাইজের রিসালা ৪০ রূহানী ইলাজের * ১১নং পৃষ্ঠায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

রয়েছে, যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ার সময় প্রতি লোকমায় يَا وَاجِدُ পাঠ করবে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ ঐ খাবার তার পেটে নূর হবে এবং রোগ দুর হবে।

کر اُلفت میں اپنی فنا یا الٰہی
عطا کر دے اپنی رضا یا الٰہی

কর উল্‌ফত মে আপনি ফানা ইয়া ইলাহী,
আতা করদে আপনি রেযা ইয়া ইলাহী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রসূলের সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে সফর করতে থাকুন اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ আমলগতভাবে খাওয়ার সুন্নাতের প্রশিক্ষণ হতে থাকবে এবং اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ কখনোতো এমন খাবার লাভ হবে যে, আপনাদের অনেক উপকার হয়ে যাবে। যেমন-ইসলামী ভাইদের মাঝে সংগঠিত মাদানী ঘটনা, যা এখানে নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি।

দাতা সাহিব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর পক্ষ থেকে মাদানী কাফিলার মেহমানদারী

আমাদের মাদানী কাফিলা মারকাযুল আওলিয়া লাহোর দাতা দরবার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর মসজিদে তিনদিনের জন্য অবস্থান করছিল। আমরা মাদানী কাফিলার জাদওয়াল (রুটিন) অনুযায়ী সুন্নতের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলাম। হালকা চলার সময় এক ব্যক্তি আসলেন। তিনি আশিকানে রসূলের সাথে খুব আন্তরিকভাবে সাক্ষাৎ করলেন। অতঃপর বলতে লাগলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ আজ রাতে আমার ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠল আর হুযূর দাতা গাঞ্জ বাখ্‌শ আলী হাজভীরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه আমি গুনাহ্‌গারের স্বপ্নে তাশরীফ আনলেন এবং অনেকটা এরকম ইরশাদ করলেন, "দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলার আশিকানে রসূল তিনদিনের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “ যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।”

জন্য আমার মসজিদে অবস্থান করছেন। অতএব তুমি তাদের খাবারের ব্যবস্থা করো।” তাই আমি মাদানী কাফিলার মেহমানদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছি, আপনারা (এগুলো) গ্রহণ করুন।

کیا غرض دَر دَر پھروں میں بھیک لینے کیلئے
ہے سلامت آستانہ آپکا داتا پیا
جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن
ہو مِری امّید کا گلشن ہرا داتا پیا

কিয়া গরয দর দর ফিরো মাই ভীক্ লে-নে কেলিয়ে
হায় সালামত আস্তানা আ-প্কা দা-তা পিয়া।
ঝোলিয়া ভর ভরকে লে-যাতে হে মাংতে রাত-দিন,
হো মেরি উম্মীদ কা গুলশান হীরা দা-তা পিয়া।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

সাহিবে মাযার সাহায্য করলেন

سُبْحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی মাযারে থেকেও নিজের মেহমানদের মেহেমানদারী করেন। যেমন-হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه অনেকটা এরূপ উদ্ধৃত করেন, মাক্কায়ে মুকার্‌রমার এক শাফেয়ী মতাবলম্বীর বর্ণনা, মিসরে এক গরীব ব্যক্তির ঘরে সন্তানের জন্ম হলো। সে একজন সামাজিক সংস্থার সদস্য এর সাথে যোগাযোগ করলো। তিনি নবভূমিষ্টের পিতাকে নিয়ে অনেক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলেন কিন্তু কেউ আর্থিক সাহায্য করলো না। অবশেষে এক মাযারে হাজির হলেন। ঐ সামাজিক সংস্থার সদস্য অনেকটা এরকম ফরিয়াদ করলেন, “ইয়া সায়্যিদী! আল্লাহ্ আপনার উপর দয়া করুন, আপনি আপনার পার্থিব জীবনে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনেক কিছু দান করতেন। আজকে অনেক মানুষ থেকে নব ভূমিষ্টের জন্য চেয়েছি কিন্তু কেউ কিছু দিলো না।" এ কথা বলে ঐ সামাজিক সংস্থার সদস্য নিজেই অর্ধ দীনার নবভূমিষ্টের পিতাকে কর্জ হিসাবে দিয়ে বললেন "কখনো যখন আপনার নিকট টাকা-পয়সার ব্যবস্থা হবে তখন আমাকে ফিরিয়ে দেবেন।" উভয়ে উভয়ের পথে চলে গেলেন। রাতে সামাজিক সংস্থার সদস্যের স্বপ্নে সাহিবে মাযারের (মাযারে পাকে শায়িত আল্লাহর ওলী) দিদার হলো।

তিনি বললেন, আপনি আমাকে যা বলেছেন, তা আমি শুনেছিলাম কিন্তু ঐ সময় জবাব দেয়ার অনুমতি ছিল না। আমার পরিবারের নিকট গিয়ে বলুন যে, তারা যেন আঙ্গিটী অর্থাৎ ময়লা আবর্জনা ফেলার পাত্রের নীচের জায়গা খুঁড়ে। সেখানে একটি মটকা (চামড়ার ছোট থলে) পাওয়া যাবে, তাতে ৫০০ দীনার থাকবে ঐ সবগুলো ঐ নবভূমিষ্টের পিতাকে দিয়ে দেবেন। তাই তিনি সাহিবে মাযারের পরিবারের নিকট গিয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনালেন। তাঁরা সনাক্ত অনুযায়ী জায়গা খুঁড়লেন এবং ৫০০ দীনার বের করে দিলেন। সামাজিক সংস্থার সদস্য বললেন, এসব দীনার আপনাদেরই, আমার স্বপ্নের নিশ্চয়তা কি! তাঁরা বললেন, যখন আমাদের বুযুর্গ দুনিয়া থেকে পর্দা করার পরও দান করছেন তখন আমরা কেন পিছনে থাকব! সুতরাং তাঁরা অনুরোধ পূর্বক ঐ দীনার সামাজিক সংস্থার সদস্যকে দিলেন আর তিনি গিয়ে ঐ নবভূমিষ্টের পিতাকে তা প্রদান করলেন এবং সম্পূর্ণ ঘটনা শুনালেন।
ঐ গরীব ব্যক্তি অর্ধ দীনার দিয়ে কর্জ পরিশোধ করলেন আর অর্ধ দীনার নিজের কাছে রেখে বললেন, "আমার জন্য এটাই যথেষ্ট"। অবশিষ্ট দীনার ঐ সামাজিক সংস্থার সদস্যকে দিয়ে বললেন, এসব দীনার গরীব ও নিঃস্ব লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিন। বর্ণনাকারীর বক্তব্য হচ্ছে, আমি বুঝতে পারলাম না যে, এদের মধ্যে কে বেশি দানশীল! (ইহ্‌ইয়াউল উ'লূমুদ্দীন, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩০৯)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

خالی کبھی پھیرا ہی نہیں اپنے گدا کو
اے سائلو مانگو تو ذرا ہاتھ بڑھا کر
خود اپنے بھکاری کی بھرا کرتے ہیں جھولی
خود کہتے ہیں یا ربّ! مرے منگتا کا بھلا کر

খালি কভী ফেরাহী নেহি আপনে গাদা কো
আয় সা-ইলো মাংগো তো জারা হাম হাত বাড়া কর।
খুদ আপনে ভীকারী কি ভরা করতে হে ঝুলি
খুদ কেহতে হে ইয়া রব! মেরে মাঙ্গতা কা ভালা কর।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب !　　صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

আল্লাহর ওলীগণ ওফাতের পরও উপকার করেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পূর্ব যুগের লোকেরা বুযুর্গদের ব্যাপারে কিরূপ উত্তম আকীদা বা বিশ্বাস পোষণ করতেন এবং প্রয়োজনের সময় তাঁদের কাছে নিজেদের অভাব পূরনের আশা করতেন! তাদের এ মন মানসিকতা ছিল যে, আল্লাহ্ ওয়ালাগণ আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সাহায্য করে থাকেন। যা হোক আল্লাহর ওলীরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی আপন রব এর মেহেরবানিতে মাযারে পাকে জীবিত আছেন। আসা যাওয়াকারীদের কথা শুনেন, হিদায়াত ও সাহায্য করেন এবং নিজেদের ঘরের ব্যাপারেও খবর রাখেন। তাইতো সাহিবে মাযার বুযুর্গ স্বপ্নে এসে ঐ সামাজিক সংস্থার সদস্যকে দিক নির্দেশনা দিলেন এবং ঐ নব ভূমিষ্টের গরীব পিতাকে সহায়তা করলেন ও আর্থিকভাবে সাহায্য করলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

হযরত আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "ওলী আল্লাহরা رَحِمَهُمُ اللهُ تعالٰی মহান রবের দরবারে পৃথক পৃথক পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং যিয়ারাতকারীদের নিজের জ্ঞান ও ভেদ অনুযায়ী উপকার করেন।

(রদ্দুল মুখতার, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-৬০৪)

رَحِمَهُمُ اللهُ تعالٰی

ہم کو سارے اولیا سے پیار ہے

ان شاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے

হামকো সা-রে আউলিয়া ছে পেয়ার হায়,

ইনশাআল্লাহ আপনা বেড়া পার হায়।

কি ধরনের খাবার রোগ!

হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন আমির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ এর প্রিয় নবী, মাক্কী-মাদানী, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্বাস্থ্য বিধিসম্মত বাণী হচ্ছে, "যে খাবারে আল্লাহ্ তাআলার নাম নেয়া হয়নি, তা রোগ ও তা বরকত শূন্য এবং সেটার কাফফারা হচ্ছে এই, যদি এখনও দস্তরখানা উঠানো না হয় তবে بِسْمِ الله পাঠ করে কিছু খেয়ে নাও আর দস্তরখানা উঠিয়ে নেয়া হলে তবে بِسْمِ الله পাঠ করে আঙ্গুলগুলো চেটে নাও।" (আল জামিউস্ সাগীর, পৃষ্ঠা-৩৯৪, হাদীস নং-৬৩২৭)

শয়তানের জন্য খাবার হালাল

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যে খাবারে بِسْمِ الله পাঠ করা হয় না, ঐ খাবার শয়তানের জন্য হালাল হয়ে যায়।" (অর্থাৎ بِسْمِ الله পাঠ না করার কারণে শয়তান ঐ খাবারে অংশগ্রহণ করে)। (সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা-১১১৬, হাদীস নং-২০১৭)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

খাবারকে শয়তান থেকে রক্ষা করো

খাওয়ার পূর্বে بِسۡمِ اللّٰهِ পাঠ না করাতে বরকতহীন হয়। হযরত সায়্যিদুনা আবূ আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন, আমরা তাজদারে রিসালাত, মাহে নবুওওয়াত হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকত পূর্ণ খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। (তখন) খাবার পরিবেশন করা হল, আমরা শুরুতে এত বরকত কোন খাবারে পাইনি কিন্তু শেষে খুবই বরকত শূন্যতা দেখলাম। আমরা আরয করলাম, "ইয়া রসূলাল্লাহ্ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এরূপ কেন হলো?" ইরশাদ করলেন, আমরা সবাই খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ পড়েছিলাম। অতঃপর এক ব্যক্তি بِسۡمِ اللّٰهِ পাঠ করা ছাড়া খেতে বসে গেল। তার সাথে শয়তান খাবার খেয়ে নিল।"

(শরহুস্ সুন্নাহ, খন্ড-৬ষ্ট, পৃষ্ঠা-৬২, হাদিস নং-২৮১৮)

শয়তান থেকে নিরাপত্তা

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফার্সী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বর্ণনা করেন, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম, রসূলে মুহ্তাশাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যার এ কথা পছন্দ হয় যে, শয়তান তার নিকট খাবার না পায় কাইলূলাহ্ (দুপুরের বিশ্রাম) করতে না পারার, আর রাত কাটাতে না পারে, তবে তার উচিত যে, যখন ঘরে প্রবেশ করে তখন সালাম করে নেয় এবং খাওয়ার সময় بِسۡمِ اللّٰهِ পাঠ করে নেয়।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড-৮ম, পৃষ্ঠা-৭৭, হাদীস নং-১২৭৭৩)

পারিবারিক ঝগড়ার প্রতিকার

মুফাস্সিরে শাহীর, হাকীমুল উম্মত, মুফ্তী আহ্মদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন, "ঘরে প্রবেশ করার সময় "بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ" পাঠ করে প্রথমে ডান পা দরজায় প্রবেশ করানো উচিত। অতঃপর ঘরের বাসিন্দাদের সালাম করে ঘরের ভেতরে যাবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

যদি ঘরে কেউ না থাকে তবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলবে। অনেক বুযুর্গদের দেখা গেছে যে, দিনের শুরুতে ঘরে প্রবেশ করার সময় "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" ও সূরা ইখলাস পড়ে নিতেন, এ দ্বারা ঘরে একতাও থাকে (অর্থাৎ-ঝগড়া বিবাদ হয় না) এবং রিযিকে (রোজগার) বরকতও হয়।" (মিরাত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-৯)

بِسْمِ اللهِ পড়তে ভুলে গেলে কি করবেন

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন যে, তাজদারে মদীনায়ে মুনাওয়ারা, সুলতানে মক্কায়ে মুকার্‌রামা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যখন কেউ খাবার খায় তখন (যেন) আল্লাহর নাম নেয়, অর্থাৎ بِسْمِ اللهِ পড়ে নেয় আর যদি শুরুতে بِسْمِ اللهِ পড়তে ভুলে যায় তবে (যেন) এরূপ বলে, "بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ"।

(আবু দাউদ শরীফ, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৪৮৭, হাদিস নং-৩৭৬৭)

শয়তান খাবার বমি করে দিল

হযরত সায়্যিদুনা উমাইয়া বিন মাখ্‌শী رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, এক ব্যক্তি বিসমিল্লাহ্ পড়া ব্যতীত খাবার খাচ্ছিল। যখন খাওয়া হয়ে গেল শুধুমাত্র একটি লোকমাই অবশিষ্ট রইল, সে লোকমা উঠাল আর বলল, "بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ" তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসতে লাগলেন এবং এটা ইরশাদ করলেন, "শয়তান তার সাথে খাবার খাচ্ছিল, যখন সে আল্লাহ তাআলার নামের যিকির করল তখন যা কিছু তার (শয়তান) পেটে ছিল বমি করে দিল।" (আবূ দাউদ শরীফ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৫৬, হাদিস নং-৩৭৬৮)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর দৃষ্টি থেকে কোন কিছু গোপন নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই খাবার খাবেন মনে করে "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" পাঠ করা উচিত। যে পাঠ করে না, তার খাবারে "কারীন" নামক শয়তানও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

অংশগ্রহণ করে। সায়্যিদুনা উমাইয়া বিন মাখ্শী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বর্ণনা থেকে পরিস্কারভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, আমাদের প্রিয় আকা মাদীনে ওয়ালে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি সবকিছু দেখে নিতেন, তাইতো শয়তানকে ব্যাকুল অবস্থায় বমি করতে দেখে মুচকি হাসলেন।

যেমন- বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মাত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ বলেন, “রহমতে আলম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দৃষ্টি সত্যিকারভাবে লুকায়িত সৃষ্টিকেও পর্যবেক্ষন করেন আর হাদীসে মুবারক এখানে একেবারে নিজের প্রকাশ্য অর্থের উপর রয়েছে, কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। যেভাবে আমাদের পেট মাছিযুক্ত খাবার (যখন মাছি তাতে বিদ্যমান থাকে) গ্রহণ করে না। ঠিক তেমনি শয়তানের পাকস্থলী بِسْمِ اللّٰہ সহকারে খাবার হজম করতে পারে না। যদিও তার বমিকৃত খাবার আমাদের কোন কাজে আসে না কিন্তু বিতাড়িত (শয়তান) অসুস্থ হয়ে পড়ে ও ক্ষুধার্তও থাকে এবং আমাদের খাবারের হারানো বরকত ফিরে আসে। মোটকথা এযে, এতে আমাদের জন্য উপকার রয়েছে আর শয়তানের জন্য দু’টি ক্ষতি রয়েছে, এবং যথাসম্ভব ঐ মরদূদ ভবিষ্যতে আমাদের সাথে بِسْمِ اللّٰہ ছাড়া খাবারও এ ভয়ে খাবে না যে, হয়তো এ ব্যক্তি মাঝখানে بِسْمِ اللّٰہ পাঠ করে নেবে আর আমাকে বমি করতে হবে। হাদিসে পাকে যে ব্যক্তির আলোচনা রয়েছে সম্ভবত সে একা খাচ্ছিল যদি হুযূরে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে খেত তবে بِسْمِ اللّٰہ পড়া ভুলতনা। কারণ সেখানেতো উপস্থিত লোকেরা بِسْمِ اللّٰہ উচ্চস্বরে বলতেন এবং পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে بِسْمِ اللّٰہ বলার নির্দেশ দিতেন।

(মিরাত, শরহে মিশকাত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-৩০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ও বিশেষতঃ মাদানী কাফিলাতে খুব বেশি করে দু‘আ পড়া ও শেখার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

সুযোগ লাভ হয়। দা’ওয়াতে ইসলামীর সুসংবাদের কথা কী বলব! বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা আমার নিজের ভাষায় উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

মা চৌকি থেকে উঠে দাঁড়ালেন

আমার আম্মাজান কঠিন রোগের কারণে খাট থেকে উঠতেই পারছিলেন না। তাকে কয়েকজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম কিন্তু কোন কাজ হল না। ডাক্তারগণ এর কোন চিকিৎসা নেই বলে দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে একবার আমি শুনে ছিলাম যে, দা’ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রসূলদের সাথে সফর করে দু’আ করলে দু’আ কবুল হয় এবং বিভিন্ন রোগ হতে আরোগ্য লাভ হয়। তাই আমিও অসুস্থ মায়ের কষ্টের কথা চিন্তা করে মন স্থির করলাম এবং নিয়্যত করলাম যে, মাদানী কাফিলায় সফর করে মায়ের জন্য দুআ করব। এ উদ্দেশ্য নিয়ে সুন্নাত সমূহের নূর বর্ষনকারী দা’ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার মাদানী তরবিয়্যত গাহ এর মধ্যে উপস্থিত হয়ে তিনদিনের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। ইসলামী ভাইয়েরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাকে হাতোহাত (সাথে সাথে) তাদের কাফিলাতে গ্রহণ করে নিলেন। আশিকানে রসূলদের অর্থাৎ আমাদের মাদানী কাফিলার সফর শুরু হয়ে গেল। আমরা বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের সাহরায়ে মদীনার নিকটস্ত এক এলাকায় পৌঁছে গেলাম। সফরের মধ্যে আশিকানে রসূলদের খিদমতে আমি আমার আম্মাজানের মর্মান্তিক অবস্থার কথা বর্ণনা করে দু’আ জন্য অনুরোধ করলাম। তারা আমার আম্মাজানের জন্য পূর্ণ ইখলাছের সাথে দু’আ করলেন।

এরপর আমাকে মায়ের আরোগ্যের ব্যাপারে যথেষ্ট আশ্বস্থ করলেন। তাদের এ রকম আন্তরিকতা দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমীরে কাফিলা খুবই নম্রতার সাথে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে আরো ৩০ দিনের মাদানী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

কাফিলাতে সফর করার জন্য উৎসাহ যোগালেন, আমিও নিয়্যত করে নিলাম। কাফিলার সমষ্টিগত দু'আ ছাড়া আমি নিজে নিজেও আম্মাজানের সুস্থতার জন্য বিনয় সহকারে আল্লাহ তাআলার দরবারে দু'আ করতে লাগলাম। তিনদিনের এ মাদানী কাফিলার তৃতীয় রাতে আমার এক উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট বুযুর্গের যিয়ারত নসীব হলো। তিনি বললেন, "বেটা! আম্মাজানের জন্য চিন্তা করো না, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন।" তিনদিনের মাদানী কাফিলা থেকে বিদায় নিয়ে আমি ঘরে চলে গেলাম। ঘরে পৌঁছে দরজাতে কড়া নাড়লাম। দরজা খুললে আমি আম্মাজানকে দরজার পাশে দাঁড়ানো দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সেখানে নির্বাক হয়ে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, কেননা আমার ঐ অসুস্থ আম্মাজান যিনি বিছানা থেকে উঠতেই পারছিলেন না, তিনি আল্লাহর মেহেরবানীতে আপন পায়ে হেঁটে এসে দরজা খুলে দিলেন! আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে মায়ের পায়ে চুমুর পর চুমু খেতে লাগলাম এবং ওনাকে মাদানী কাফিলাতে দেখা স্বপ্নের কথা শুনালাম। এরপর আম্মাজান থেকে অনুমতি নিয়ে আরো ৩০ দিনের জন্য আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফিলায় সফরে জন্য রওয়ানা হয়ে গেলাম।

ماں جو بیمار ہو قرض کا بار ہو رنج و غم مت کریں قافلے میں چلو
ربّ عَزَّوَجَلَّ کے در پر جُھکیں اِلتجائیں کریں بابِ رحمت کُھلیں قافلے میں چلو
دل کی کالک دُھلے مرضِ عصیاں ٹلے آؤ سب چل پڑیں قافلے میں چلو

মা জু বীমার হো করজ কা বার হো
রঞ্জো গম মত্ করে কাফিলে মে চলো
রব কে দরপর ঝুঁকে ইল্‌তিজায়ে করে,
বাবে রহমত খুলে কাফিলে মে চলো
দিলকি কালিক ধুলে ফরযে ঈছইয়া ঠলে
আ-ও সব চল পড়ে কাফিলে মে চলো

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মাদানী কাফিলাতে সফর করে দু'আ করার বরকতে ইসলামী ভাইয়ের চিকিৎসা থেকে নিরাশ হওয়া মায়ের আরোগ্য লাভ হলো, দু'আতো দু'আই। আমীরুল মু'মিনীন হযরত মওলায়ে কায়িনাত, আলী মুরতাজা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তাজেদারে মাদীনা,মাক্কী-মাদানী সারকার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন,

اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ দু'আ মু'মিনের হাতিয়ার ও দ্বীনের স্তম্ব এবং যমীন ও আসমানের নূর।" (মুসনাদে আবী ইয়া'ল খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-২১৫, হাদীস নং-৪৩৫)

দু'আ করার ১৭টি মাদানী ফুল

(প্রায় সব মাদানী ফুল "আহ্‌সানুল বিআ লি আ-দাবিদ দু'আ মাআ' শারহি যাইলুল মুদ্দা'আ লি আহ্‌সানুল উই'আ" সংগ্রহ করা হয়েছে। মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী থেকে প্রকাশিত)

(১) প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ বার দু'আ করা ওয়াজিব। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নামাযীদের এ ওয়াজিব, নামাযে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আদায় হয়ে যায়। কারণ اِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴿۵﴾ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো) ও দু'আ এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴿۱﴾ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর) বলাও দু'আ। (পৃষ্ঠা-১২৩,১২৪)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

(২) দু'আতে সীমা অতিক্রম করবেন না। যেমন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পদমর্যাদা চাওয়া বা আসমানে আরোহনের আকাঙ্ক্ষা করা। এছাড়া উভয় জগতের সমস্ত কল্যাণ ও সর্বপ্রকার গুনাবলী চাওয়াও নিষেধ। কারণ এসব গুণাবলীর মধ্যে আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দের পদমর্যাদাটাও রয়েছে, যা অর্জন করা যাবে না। (পৃষ্ঠা-৮০,৮১)

(৩) যেটা অসম্ভব বা অসম্ভবের কাছাকাছি, সেটার দু'আ করবেন না। সুতরাং সব সময়ের জন্য সুস্থতা, নিরাপত্তা চাওয়া যে, মানুষ সারাজীবন কখনো কোন প্রকার কষ্টে পতিত হবে না, এটা হল অসম্ভব অভ্যাসের দু'আ চাওয়া।

অনুরূপভাবে লম্বাকৃতির মানুষের ক্ষুদ্র আকৃতির হওয়ার জন্য কিংবা ছোট চক্ষু বিশিষ্টের বড় চোখ লাভের দু'আ করা নিষেধ। কারণ এটা এমন কাজের দু'আ, যেটার উপর কলম জারী হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। (পৃষ্ঠা-৮১)

(৪) গুনাহের দু'আ করবেন না, যেমন, অন্যের ধন যেন আপনার মিলে যায়। কারণ গুনাহের আশা করাও গুনাহ্। (পৃষ্ঠা-৮২)

(৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দু'আ করবেন না।(যেমন-অমুক আত্মীয়দের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যাক)। (পৃষ্ঠা-৮২)

(৬) আল্লাহর নিকট শুধুমাত্র নিকৃষ্ট বস্তু চাইবেন না, কেননা পরওয়ারদিগার খুবই ঐশ্বর্যশালী। তাই নিজের মনোযোগ সর্বদা তাঁরই প্রতি রাখুন এবং প্রতিটি বস্তু তাঁরই কাছে চান। (পৃষ্ঠা-৮৪)

(৭) দুঃখ ও বিপদে ভীত হয়ে নিজের মৃত্যুর দু'আ করবেন না। মনে রাখবেন যে, পার্থিব ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যু কামনা করা না জায়িয ও দ্বীন-ধর্মের ক্ষতির ভয়ে (মৃত্যু কামনা করা) জায়িয (অর্থাৎ - যেমন এই দু'আ করা যে, ইয়া আল্লাহ আমার দ্বারা দ্বীন-ধর্মের, সুন্নীয়তের ক্ষতি সাধন হওয়ার পূর্বেই আমার মৃত্যু নসীব কর)। (পৃষ্ঠা-৮৫,৮৭)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

(৮) শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত কারো মৃত্যু ও অনিষ্ঠ (ধ্বংস) এর দু'আ করবেন না। তবে যদি কোন কাফিরের ঈমান গ্রহণ না করার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা হয় ও (তার) বেঁচে থাকাতে দ্বীনের ক্ষতি হয় অথবা কোন অত্যাচারির তওবা করার ও অত্যাচার ত্যাগ করার আশা না থাকে এবং তার মৃত্যু, ধ্বংস সৃষ্টিকুলের জন্য ফায়দা হয় তবে এ ধরনের মানুষের জন্য বদ দু'আ করা শুদ্ধ হবে। (পৃষ্ঠা-৮৬,৮৯)

(৯) কোন মুসলমানকে এ বদ দু'আ দেবেন না যে, "তুই কাফির হয়ে যা।" কারণ অনেক আলিমের মতে (এধরনের দু'আ করা) কুফরী আর বাস্তব সত্য এটাই যে, যদি কুফরকে ভাল ও ইসলামকে মন্দ জেনে এ রূপ বলে, তবে নিঃসন্দেহে কুফরী। অন্যথায় বড় গুনাহ কেননা মুসলমানের (মন্দ কামনা করা) হারাম। বিশেষতঃ অমঙ্গল চাওয়া (যে অমুকের ঈমান নষ্ট হয়ে যাক) সব ধরনের অমঙ্গল থেকে নিকৃষ্ট। (পৃষ্ঠা-৯০)

(১০) কোন মুসলমানের উপর লানত (অভিশাপ) দেবেন না ও তাকে মরদূদ (বিতাড়িত) ও মলঊন (অভিশপ্ত) বলবেন না এবং যে কাফিরের কুফরের উপর মৃত্যু নিশ্চিত নয় তার উপরও নাম নিয়ে লানত করবেন না। এমনিভাবে মাছি, বাতাস ও প্রাণহীন বস্তুসমূহ (যেমন-পাথর, লোহা ইত্যাদি) ও প্রাণীজগতের উপর অভিশাপ দেয়া নিষিদ্ধ। তবে বিচ্ছু ইত্যাদির ব্যাপারে হাদীসে পাকে অভিশাপ এসেছে। (পৃষ্ঠা-৯০)

(১১) কোন মুসলমানকে এ বদ দু'আ দেবেন না যে, "তোর উপর খোদা এর গজব অবতীর্ণ হোক ও তুই দোযখে যা," কারণ হাদীস শরীফে এটার প্রতি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (পৃষ্ঠা-১০০)

(১২) যে কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তার জন্য ক্ষমার দু'আ করা হারাম ও কুফরী। (পৃষ্ঠা-১০১)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(১৩) এ দু'আ করা, "হে খোদা! সকল মুসলমানের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দিন।" জায়িয নেই। কারণ এতে ঐসব হাদিসে মুবারকের তাক্যীব (অর্থাৎ-মিথ্যা প্রতিপন্ন করা) হয়ে থাকে, যেগুলোতে অনেক মুসলমানের দোযখে যাওয়া সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। (পৃষ্ঠা-১০৬) তবে এভাবে দু'আ করা, "সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাগফিরাত (অর্থাৎ-ক্ষমা) হোক বা সমস্ত মুসলমানের ক্ষমা হোক" জায়িয। (পৃষ্ঠা-১০২)

(১৪) নিজের জন্য নিজের বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ ও আওলাদের জন্য বদ দু'আ করবেন না। জানা নেই যে, যদি সেটা কবূল হওয়ার সময় হয়ে থাকে আর বদ দু'আর প্রভাব প্রকাশ হওয়াতে অনুশোচনা করতে হয়। (পৃষ্ঠা-১০৭)

(১৫) যে বস্তু অর্জিত রয়েছে। (অর্থৎ-নিজের কাছে বিদ্যমান রয়েছে) সেটার দু'আ করবেন না। যেমন-পুরুষেরা বলবেন না যে, "ইয়া আল্লাহ্! আমাকে পুরুষ করে দাও।" কারণ এটা ইস্তিহাযা (তামাসা) করা, তবে এরূপ দু'আ যাতে শরীআতের নির্দেশ পালন বা বিনয় ও বন্দেগীর বহিঃপ্রকাশ অথবা পরওয়ারদিগার ও মদীনার তাজদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা অথবা ধর্ম বা ধার্মিকদের প্রতি অনুরাগ, বা কুফ্র ও কাফিরদের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদির ফায়দাসমূহ্ অর্জিত হয় তাহলে তা জায়িয। যদিও এ বিষয় গুলো অর্জিত হওয়া নিশ্চিত। যেমন-দুরূদ শরীফ পাঠ করা, ওসীলা, সিরাতে মুস্তাকীম (সঠিক পথ) এর, আল্লাহ্ ও রসূলের শত্রুদের উপর শাস্তি ও অভিসম্পাতের দু'আ করা। (পৃষ্ঠা-১০৮,১০৯)

(১৬) দু'আতে সংকীর্ণতা করবেন না। যেমন-এভাবে চাইবেন না যে, ইয়া আল্লাহ শুধু আমার উপর দয়া করুন বা শুধুমাত্র আমাকে ও আমার অমুক অমুক বন্ধুকে নে'মত দান করুন। (পৃষ্ঠা-১০৯) উত্তম হল, সকল মুসলমানকে দু'আতে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া। এর একটা উপকার এটাও হবে যে, যদি নিজে ঐ নেক বিষয়ের হকদার নাও হয় তবে নেক্কার মুসলমানদের ওসীলায় (তা) পেয়ে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

(১৭) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দু'আ করবেন এবং কবুল হওয়ার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখবেন। (ইহ্ইয়াউল উ'লূম, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-৭৭০)

বসার একটি সুন্নাত

খাবার খাওয়ার জন্য বসার একটি সুন্নাত এযে, ডান হাঁটু দাঁড় করিয়ে ও বাম পা বিছিয়ে সেটার উপর বসে পড়বেন। তবে বসার আরো একটি সুন্নাত রয়েছে। যেমন-হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন যে, আমি নবীয়ে করীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শুকনো (এক প্রকার) খেজুর খেতে দেখেছি আর হুযূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তখন যমীনের সাথে লেগে এভাবে বসেছেন যে, উভয় হাঁটু দাঁড় করানো অবস্থায় ছিল।

(সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা-১১৩০, হাদীস নং-২০৪৪)

হাঁটু দাঁড় করিয়ে খাওয়ার উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উভয় হাঁটু দাঁড় করিয়ে যমীনের সাথে পাছা লাগিয়ে খাওয়াতে প্রয়োজন পরিমাণ খানাই পাকস্থলীতে যায়, যে কারণে রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়। এক পা দাঁড় করিয়ে ও অন্যটা বিছিয়ে খাওয়ার বরকতে প্লীহার রোগসমূহ্ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ও রানের পাট্টাগুলো মজবুত হয়। বলা হয়ে থাকে, চার জানু হয়ে বসে খাওয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তির মেদ বাড়ে ও পেট বের হয়ে যায়। এছাড়া চার জানু হয়ে বসে খাওয়াতে শূল বেদনা (বড় অন্ত্র বা ভূড়ির ব্যথা) হওয়ারও আশংকা থাকে। এক ব্যক্তি বলেন, আমি এক ইংরেজকে দেখলাম যে, উভয় হাঁটু দাঁড় করিয়ে যমীনের উপর পাছা লাগিয়ে বসে খাচ্ছিল। আমি অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তৎক্ষণাৎ তার বের হওয়া পেটের উপর হাত মেরে বলতে লাগল, “এটাকে ভেতরে নেয়ার জন্য।”

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

খাবার ও পর্দার মধ্যে পর্দা

খাবার সময় সুন্নাত অনুযায়ী বসা ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের উচিত যে, হাঁটু থেকে নিয়ে পায়ের পাতা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ভালভাবে বিস্তৃত করে পর্দার মধ্যে পর্দা করে নেয়া। যদি জামার আঁচল বড় থাকে তবে সেটাকেই ভালভাবে বিস্তৃত করে দিন। পর্দার মধ্যে পর্দা না করাতে সামনে বসা লোকদের জন্য অনেক সময় চোখের হিফাযত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

একাকী অবস্থায়ও পর্দার মধ্যে পর্দা করা উচিত। কেননা লজ্জা করার ক্ষেত্রে বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ এর-ই সবচেয়ে বেশি হক রয়েছে। আল্লাহ্ এরই কাছ থেকে লজ্জা করছি এ নিয়্যত করে নিলে তবে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ এজন্য প্রচুর সাওয়াব পাবেন আর অন্যদের উপস্থিতিতে পর্দার মধ্যে পর্দা করার সময় এ নিয়্যতও করা যায় যে, মুসলমানদের জন্য কুদৃষ্টির মাধ্যম দূর করছি। প্রতিটি কাজে যতটুকু সম্ভব ভাল ভাল নিয়্যত করে নেয়া উচিত। ভাল নিয়্যত যত বেশী হবে সাওয়াবও তত বেশী লাভ হবে। আল্লাহর প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, "মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।" (তাবারানী মু'জম কাবীর, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-১৮৫, হাদিস নং-৫৯৪২)

চেয়ার টেবিলে খাওয়া

আলা হযরত মওলানা শাহ্ ইমাম আহমাদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "জুতা পরিধান করে খাবার খাওয়া যদি এই অপরাগতার কারণে হয় যে, যমীনের উপর বসেছে অথচ বিছানা (অর্থাৎ মোটা কার্পেট ইত্যাদি) নেই তবে তো একটি সুন্নতে মুস্তাহাব্বার পরিত্যাগ করা হল। এজন্য উত্তম এটাই ছিল যে, জুতা খুলে নেয়া। আর টেবিলে খাবার (রাখা হয়েছে) এবং এ ব্যক্তি চেয়ারে জুতা পরিহিত অবস্থায় বসে তাহলে (এটা) খ্রীষ্টানের বিশেষ প্রচলন, এ থেকে দূরে থাকুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। (আবু দাউদ শরীফ, খন্ড-৪, পৃ-৬২, হাদীস নং-৪০৩১)

"বিয়ে ঘর" ধ্বংসের কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকাল আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুসরণ করা হচ্ছে। বিয়ে নিঃসন্দেহে প্রিয় প্রিয় সুন্নাত, কিন্তু আফসোস হচ্ছে যে, এ মহান সুন্নাত আদায়ে অন্যান্য পবিত্র সুন্নাত বরং বিভিন্ন ফরয পর্যন্ত হত্যা করা হচ্ছে! গান-বাজনা, ফিল্ম, নাটক, ভেরাইটি অনুষ্ঠান ও জানিনা আরো কত কি কি অশ্লীল কার্যকলাপ হয়ে থাকে, এমকি ঘরের মহিলারা ঢোল বাজায়, আল্লাহর পানাহ্ মহিলারা নেচে গানও পরিবেশন করে।

মোটকথা এমন কোন হারাম কাজ অবশিষ্ট নেই যা আজকাল আমাদের এখানে বিয়েতে করা হয় না? আল্লাহ পানাহ! বর বিয়ের পূর্বেই নিজের হবু স্ত্রীকে নিজের হাতে আংটি পরিধান করায়, সাথে নিয়ে ভ্রমণে যায় আনন্দ করে, বিয়েতে নির্লজ্জ ভাবে পূর্ণ অবৈধ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। মহিলাদের মাঝে ঢুকে বেগানা পুরুষ ভিডিও মুভি তৈরী করে। খাবার দা'ওয়াত তাও আবার চেয়ার টেবিলে বরং এখনতো আরো অনেক "উন্নত" হতে চলেছে যে, চেয়ারও সরিয়ে নেয়া হয়েছে, শুধু টেবিলের উপর নানা প্রকারের খাবার রাখা হয় আর লোকেরা চলা-ফেরা করে টেবিলের চতুর্পাশ্বে ঘোরাঘুরি করে পানাহার করে থাকে। অথচ এরূপ করা আদৌ সুন্নাত নয়। আপনি ভেবেতো দেখুন যে, আজকাল "বিয়ে করে কার ঘর সুখ শান্তিতে আবাদ হচ্ছে? বিয়ের পর প্রায় প্রত্যেকেই "ঘর ধ্বংস" শিকারে বন্দি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

পরিলক্ষিত হচ্ছে! কোথাও এমন তো নেই যে বিয়ের মত পবিত্র ও আল্লাহর রসূলের খুবই প্রিয় সুন্নাত পালনের অনুষ্ঠানে শরীআত বহির্ভূত নিয়মকানুন, কার্যকলাপ আদায়ের কারণে দুনিয়াতেই এর শাস্তি দেয়া হচ্ছে! যদি এ কারণে আল্লাহ রাগান্বিত হন তাহলে আখিরাতের শাস্তি কিরূপ ভয়ানক হবে! আল্লাহ্ আমাদেরকে পশ্চিমা সভ্যতা ও ফ্যাশন থেকে মুক্তি দান করে সুন্নাতের নমুনা বানিয়ে দিন। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতে ভরা সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বরকত ও সৌভাগ্যই সৌভাগ্য অর্জন করবেন। এক দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ, দা'ওয়াতে ইসলামীতে নিজের অন্তর্ভূক্তির যে কারণগুলো বর্ণনা করেছেন তা আসলেই শুনার মত। তাই তার স্পৃহা নিজের ভাষায় বর্ণনা করার চেষ্টা করছি।

আমি দা'ওয়াতে ইসলামীতে কিভাবে আসলাম?

মান্ডান গড়, জেলা রত্মাগরী, মহারাষ্ট্র ভারত এর এক ইসলামী ভাই বলেছেন যে, ২০০২ সালের কথা, আমি খারাপ বন্ধুদের সংস্পর্শের কারণে সন্ত্রাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলাম। মানুষদের মার-ধর ও গালিগালাজ করা আমার বদঅভ্যাস ছিল। জেনে শুনে ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলতাম। যে নতুন ফ্যাশন আসত তা সর্বপ্রথম আমি গ্রহণ করতাম। দিনে কয়েকবার কাপড় পরিবর্তন করতাম। জিন্স এর প্যান্ট ছাড়া অন্য প্যান্ট পরতাম না।

লম্পট বন্ধুদের সাথে ঘোরাঘুরি করে অনেক রাতে ঘরে ফিরতাম আর দিনে দেরীক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে থাকতাম। বাবার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। বিধবা মা বুঝালে তখন আল্লাহরই পানাহ মুখে মুখে তর্ক করতাম। একবার দা'ওয়াতে ইসলামীর কোন এক সবুজ পাগড়ী পরিহিত ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সময় জ্বীনদের বাদশাহ্ (মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মুদ্রিত) নামক রিসালা তুহ্ফা দিলেন। পাঠ করে খুব ভাল লাগল। রমযানুল মুবারকে একদিন কোন এক মসজিদে যাওয়ার সৌভাগ্য হল, তখন ঘটনাক্রমে সবুজ ইমামা ও সাদা পোষাক পরিহিত গম্ভীর প্রকৃতির এক যুবকের প্রতি দৃষ্টি পড়ল। জানা গেল যে, তিনি এখানে ই'তিকাফে আছেন। তিনি ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিলে আমি বসে পড়লাম। দরসের পর তিনি আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকত সমূহ সম্পর্কে বললেন। ঐ ইসলামী ভাইয়ের পোষাক এতই সাধারণ ছিল যে, কয়েক জায়গায় তালি লাগানো ছিল।

যখন তাঁর জন্য ঘর থেকে খাবার আসল তাও একেবারে সাধারণ ছিল! তাঁর সাদাসিধা জীবন যাপনের প্রতি আমি খুবই প্রভাবিত হলাম। তাঁর সাথে আমার ভালবাসা সৃষ্টি হল। তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসা-যাওয়া শুরু করলাম। ঘটনাক্রমে ঈদুল ফিতরের পর ঐ ইসলামী ভাইয়ের বিয়ে ছিল। এ বেচারা গরীব ও নিঃস্ব ছিল কিন্তু অবাক হওয়ার কথা এ ছিল যে, তিনি এ বিষয়ে আমাকে সামান্যও বুঝতে দিলেন না, আর না কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা চাইলেন। আমি আরো বেশী প্রভাবিত হলাম যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ কিরূপ সৌন্দর্য্যমন্ডিত ও এটার সাথে সম্পৃক্তরা কিরূপ সাদাসিধা ও আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি ভালবাসা মুহাব্বত আমার হৃদয়ে বাসা বাঁধতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত আমি আশিকানে রসূলদের সাথে ৮ দিনের মাদানী কাফিলাতে সফর করলাম। আমার মনের দুনিয়া উলট-পালট হয়ে গেল। অন্তরে মাদানী পরিবর্তন এসে গেল আর আমি গুনাহ্ সমূহ থেকে সত্যিকারের তওবা করে নিজেকে দা'ওয়াতে ইসলামীতে সোপর্দ করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার উপর মাদানী রং এমনভাবে ছড়ালো যে, এখন আমি আলাকায়ী মুশাওয়ারাত এর খাদিম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(নিগরান) হিসাবে আমার এলাকায় দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজসমূহের প্রসার করছি।

سادَگی چاہئے عاجِزی چاہئے آپ کو گر چلیں قافلے میں چلو
خوب خوددارِیاں اور خوش اَخلاقِیاں آیئے سیکھ لیں قافِلے میں چلو
عاشِقانِ رسول لائے سنّت کے پھول آؤ لینے چلیں قافِلے میں چلو

সা-দাগী চাহিয়ে আজেযী চাহিয়ে।
আ-প কো ঘর চলে কাফিলে মে চলো।
খুব খুদ দা-রিয়া আওর খুশ আখলাকিয়া,
আ-য়ে শিখলে কাফিলু মে চলো।
আ-শিকানে রসুল লায়ে সুন্নত কে ফুল,
আ-ও লে-নে চলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! দ্বীন প্রচারের জন্য ইস্ত্রি করা, চমকদার পোষাক ও মাড় দেয়া কাপড় সুন্দর ইমামা (পাগড়ী শরীফ) জরুরী নয়, তালিযুক্ত পোষাক, সাধারণ ইমামা শরীফ দিয়েও চলে --------------চলে নয় শুধু দৌঁড়ায়---------------------বরং দৌঁড়ায় না এমনকি তাতেতো মাদানী ডানা লেগে যায়, আর মদীনায়ে মুনাওয়ারার দিকে উড়া শুরু করে! সাধারণ পোষাকের কথা কি বলব!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

সাদাসিধা পোষাকের ফযীলত

কাফিরদের অনুকরণে ফ্যাশনকারী, সর্বদা সাজ-সজ্জাকারী, নিত্য নতুন ডিজাইন ও নানা ধরনের সাজগোজের পোষাক পরিধানকারীরা যদি সাদাসিধা জীবনযাপন গ্রহণ করে নেন তবে উভয় জগতে সফলকাম হয়ে যাবেন। এবার সাদাসিধা পোষাক পরিধানের ফযীলত শুনুন এবং খুশীতে আত্মহারা হোন।

তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উন্নত পোষাক পরিধান করাকে বিনয়ের কারণে ত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে কারামাতের হুল্লাহ্ (অর্থাৎ-জান্নাতী পোষাক) পরিধান করাবেন। (আবূ দাঊদ, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-৩২৬, হাদীস নং-৪৭৭৮)

ফ্যাশন পূজারীরা! সাবধান!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আনন্দে দোলে উঠুন! ধন সম্পদ আছে, উৎকৃষ্ট পোষাক পরিধানের সামর্থ্য আছে, তবুও আল্লাহ্ তায়ালা এর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে সাদাসিধা পোষাক পরিধানকারী ব্যক্তি জান্নাতী পোষাক লাভ করবে আর এটা দিবা লোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যে জান্নাতের পোষাক পাবে সে নিশ্চিতভাবে জান্নাতেও যাবে। মানুষের উপর প্রভাব ফেলার জন্য, আমীর সূলভ জাঁকজমক প্রতিপালনকারী ও শুধুমাত্র নিজের নফসের জন্য মানুষকে প্রভাবান্বিত করার জন্য সুস্পষ্ট, (অন্যদের চেয়ে ভিন্ন) আকর্ষণীয় ও আড়ম্বর পোষাক পরিধানকারীরা পড়ুন আর ব্যথিত হোনঃ

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "দুনিয়াতে যে খ্যাতির পোষাক পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তাকে অপমানের পোষাক পরিধান করাবেন।" (সুনানে ইবনে মাজাহ্, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-১৬৩, হাদীস নং-৩৬০৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

খ্যাতির পোষাক কাকে বলে?

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এ হাদিসে পাক প্রসঙ্গে বলেন, অর্থাৎ এমন পোষাক পরিধান করা যে, লোকেরা আমীর (অর্থাৎ-ধনী) মনে করে বা এমন পোষাক পরিধান করা যে, যাতে লোকেরা নেককার পরহিযগার মনে করে। এ উভয় প্রকারের পোষাক, খ্যাতির পোষাক। মোটকথা যে পোষাকে এ নিয়্যাত থাকে যে, লোকেরা তাকে সম্মান করুক এটা খ্যাতির পোষাক। মিরকাত প্রণেতা বলেছেন, "তামাসাযুক্ত পোষাক পরিধান করা যাতে লোকেরা হাসে, এটাও খ্যাতির পোষাক।"

(মিরাত, খন্ড-৬ষ্ট, পৃষ্ঠ-১০৯ থেকে সংকলিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই এটা খুবই কঠিন পরীক্ষা। পোষাক পরিধানে খুবই চিন্তা ভাবনা করা ও লোক দেখানো থেকে বাঁচা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া যে মানুষদেরকে নিজের সাদাসিধা জীবনযাপনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সাদাসিধা পোষাক ও ইমামা এবং চাদর ইত্যাদি পরিধান করে, সে রিয়াকারী ও জাহান্নামের ভাগীদার। আমরা আল্লাহ্ থেকে ইখলাসের (শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কোন কাজ করার) ভিক্ষা প্রার্থনা করছি।

مرا ہر عمل بس ترے واسطے ہو
کر اخلاص ایسا عطا یا الٰہی
ریاکاریوں سے سیاہ کاریوں سے
بچا یا الٰہی بچا یا الٰہی

মেরা হার আমল বাছ তেরে ওয়াসেতে হো,
কর্ ইখলাছ এইছা আতা ইয়া ইলাহী।
রিয়াকারীয়ু ছে ছিয়াকারীয়ু ছে,
বাঁচা ইয়া ইলাহী, বাঁচা ইয়া ইলাহী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

টিপটাপকারীদের জন্য চিন্তার বিষয়!

ফ্যাশনের প্রেক্ষিতে প্রতিদিন নতুন নতুন পোষাক পরিধানকারীরা, সামান্য ফ্যাশন পরিবর্তন হলে বা কাপড় সামান্য পুরাতন হলে কিংবা কোথাও সামান্যটুকু ফেটে গেলে জোড়া লাগিয়ে তা পরিধান করাকে ত্রুটি মনে কারীরা এ বর্ণনা বার বার পড়ুন:
আবু উমামা ইয়াস বিন সালাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "তোমরা কি শুন না? তোমরা কি শুন না? কাপড় পুরাতন হওয়া ঈমানের অংশ, নিশ্চয় কাপড় পুরাতন হওয়া ঈমানের অংশ।" (সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-১০২, হাদীস নং-৪১৬১)

এ বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত সায়্যিদুনা শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ বলেন, "সৌন্দর্য্য পরিত্যাগ করা ঈমানদারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভূক্ত।" (আশি'আতুল লুমআত, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৫৮৫)

তালিযুক্ত পোষাকের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন কাইস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, মওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বরকতময় খিদমতে আরজ করা হল, আপনি আপনার কাপড়ে তালি কেন লাগান? বললেন, এতে অন্তর নরম থাকে আর ঈমানদার ব্যক্তি এর অনুসরণ করে (অর্থাৎ ঈমানদারের অন্তর নরমই হওয়া উচিত)। (হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড ১ম, পৃঃ ১২৪, হাদিস নং ২৫৪)

দাঁড়িয়ে খাওয়া কেমন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "নবীয়ে করীম, রঊফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে পান করতে ও দাঁড়িয়ে খেতে নিষেধ করেছেন।" (মাজমাউ'য্ যাওয়ায়িদ, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-২৩, হাদীস নং-৭৯২১)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

দাঁড়িয়ে খাওয়ার ডাক্তারী ক্ষতি সমূহ

ইতালীর এক খাদ্যবিশেষজ্ঞ ডাক্তারের বর্ণনা, "দাঁড়িয়ে খাবার খাওয়ার কারণে প্লীহা ও হৃদরোগ ছাড়াও মানসিক রোগসমূহ্ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমনকি অনেক সময় মানুষ এমনভাবে পাগল হয়ে যায় যে, নিজের পরিচয় পর্যন্ত ভুলে যায়।"

ডান হাতে পানাহার করুন

ডান হাতে পানাহার করা সুন্নাত। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا বলেন, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যখন কেউ খাবার খাবে তখন ডান হাতে খাবে আর যখন পানি পান করবে তখন ডান হাতে পান করবে।"

(সহীহ্ মুসলিম, পৃষ্ঠা-১১১৭, হাদীস নং-২১৭৪)

শয়তানের রীতিনীতি

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا বলেন, মাদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "তোমরা কেউ বাম হাতে খাবার খাবে না, পান করবে না। কারণ বাম হাতে পানাহার করা শয়তানের রীতিনীতি (পদ্ধতি)। (প্রাগুক্ত)

ডান হাতে আদান প্রদান করুন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকে ডান হাতে খাবে ও ডান হাতে পান করবে এবং ডান হাতে নেবে ও ডান হাতে দেবে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে এবং বাম হাতে দেয় ও বাম হাতে নেয়।" (ইবনে মাজাহ শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-১২, হাদীস নং-৩২৬৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

প্রত্যেক কাজে বাম হাত কেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! আজকাল আমরা দুনিয়ার ধোঁকায় এমনভাবে নিকৃষ্টতর হয়ে গেছি যে, আল্লাহ তাআলার মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সমূহের দিকে আমাদের মনোযোগ থাকে না। মনে রাখবেন! হাদিসে মুবারকে রয়েছে যে, মানুষের রগ সমূহের মধ্যে রক্তের সাথে শয়তান সাঁতার কাঁটে। (সহীহ্ মুসলিম, পৃষ্ঠা-১১৯৭, হাদীস নং-২১৭৪)

এটা স্পষ্ট যে, সে (শয়তান) আমাদেরকে সুন্নাতের দিকে কিভাবে যেতে দেবে? আমরা এমন হয়ে গেছি যে, যদিও আমরা ডান হাতেই খাবার খাই কিন্তু তবুও বাম হাতে কিছু দানা মুখে পুরেই নেয়া হয়, খাওয়ার সময় যেহেতু ডান হাতে খাদ্য লেগে থাকে তাই পানি বাম হাতেই পান করে নেই। চা পান করার সময় কাপ ডান হাতে আর পিরিচ বাম হাতে নিয়ে চা পান করে নেই। কাউকে পানি পান করানোর সময় জগ ডান হাতে থাকে ও গ্লাস বাম হাতে, আর বাম হাতে গ্লাস অন্যদেরকে দেই। "হায়াতে মুহাদ্দিসে আযমে পাকিস্তান" হযরত মওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ কাদিরী, চিশতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, নেয়া ও দেয়াতে ডান হাত ব্যবহার করো, (যেন) এ অভ্যাস এমন পাঁকাপোক্ত হয়ে যায় যে, কাল কিয়ামতে আমল নামা পেশ করা হলে তখন এ অভ্যাস অনুযায়ী ডান হাত যেন সামনে অগ্রসর হয়ে যায়, তাহলে তো সফলকাম হয়ে যাবে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খেয়াল করুন, আর দেখুন আমাদের প্রিয় আকা মক্কী মদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বাম হাতে পানাহার কিরূপ অপছন্দনীয়। যেমন-

তোমার ডান হাত যেন কখনো না উঠে!

হযরত সায়্যিদুনা সালামা বিন আকওয়া رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর মাহবুব, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

সামনে বাম হাতে খাবার খেলো, তখন তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "ডান হাতে খাও" সে বলল, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। (গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বুঝে গেলেন যে, সে অহংকারবশতঃ একথা বলছে সুতরাং) তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, لَا اسْتَطَعْتَ অর্থাৎ- তোমার ক্ষমতা না হোক।" (উদ্দেশ্য এযে, তোমার ডান হাত কখনো না উঠুক) ঐ (বদনসীব) অহংকারবশতঃ ডান হাতে খাবার খেতে অস্বীকার করেছিলো তাই এরপর তার ডান হাত কখনো মুখের দিকে উঠতে পারে নি। (অর্থাৎ- তার ডান হাত অকেজো হয়ে গেল)

(সহীহ্ মুসলিম, পৃষ্ঠা-১১১৮, হাদীস নং-২০২১)

وہ زباں جس کو سب کُن کی کنجی کہیں
اُس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام
উও জবা জিছকো ছব কুনকি কুঞ্জি কহে
উছ কি না-ফিয হুকুমত পে লাখো সালাম

(হাদায়েকে বখশিশ)

তোমার চেহারা বিগড়ে যাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সরকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যের চির স্বাক্ষর যবানে পাকের এ শান রয়েছে যে, যা কিছু বলতেন তা হয়ে যেত। তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো মর্যাদা অনেক মহান, এবার একটু তাঁর গোলামদের ঘটনা শুনুন। যেমন- এক মহিলা প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে উঁকি মেরে দেখত। তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ অনেকবার তাকে নিষেধ করলেন, কিন্তু সে বিরত হলো না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

একদিন যখন সে অভ্যাস অনুসারে উঁকি মেরে দেখল তখন তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কারামাত পূর্ণ মুখ থেকে এ কথা বের হলো, شَاهَ وَجْهُكِ অর্থাৎ- "তোমার চেহারা বিকৃত হয়ে যাক" সুতরাং তখনই তার চেহারা মাথার পেছনের দিকে ফিরে গেল।

(জামে কারামাতে আওলিয়া, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১১২)

محفوظ شہا رکھنا سدا بے ادبوں سے
اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو

মাহফুয শাহা রাখ্না ছাদা বে-আদাবু ছে,
আওর মুঝছে ভী ছরজদ না কভী বে-আদাবী হো।

হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এই মকবুল যবানের এ প্রভাব মূলতঃ প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'আরই ফল ছিল। যেমন ঃ- জামি তিরমিযী ইত্যাদি হাদিসের কিতাবে রয়েছে, প্রিয় মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ করলেন,

اَللّٰهُمَّ اِسْتَجِبْ سَعْدًا اِذَا دَعَاكَ

অর্থাৎ- "ইয়া আল্লাহ! যখনই সা'দ তোমার নিকট দু'আ করে, তুমি কবূল করে নিও।" (তিরমিযী শরীফ, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-৪১৮, হাদীস নং-৩৭৭২)

মুহাদ্দিসিনে কিরাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تعالٰی বলেন, "সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখনই দু'আ করতেন, (তা) কবূল হয়ে যেত।"

(জামে' কারামাতে আওলিয়া, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১১৩)

اِجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا — دلہن بن کے نکلی دعائے محمد ﷺ
اِجابت نے جُھک کر گلے سے لگایا — بڑھی ناز سے جب دعائے محمد ﷺ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ইজাবত কা সোহরা ইনায়াত কা জোড়া
দুলহান বনকে নিকলী দুআয়ে মুহাম্মদ
ইজাবত নে ঝুক কর গলে ছে লাগায়া
বড়ী না-য ছে জব দুআয়ে মুহাম্মদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দেরতো মহান শান রয়েছে, সাহাবাদের গোলামদের অর্থাৎ- আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰى রাও মহান মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। যেমন-

ইয়া আল্লাহ্! ছাবাহিকে অন্ধ করে দিন

প্রসিদ্ধ আলিম ও মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এক লক্ষ হাদীসের হাফিয ছিলেন। মিসরের শাসক উ'ব্বাদ বিন মুহাম্মদ তাঁকে কাযী বানাতে চাইলে তখন তিনি কাযীর পদ থেকে বাঁচার জন্য কোথাও লুকিয়ে গেলেন। এক হিংসুক "ছাবাহি" মিথ্যা চোগলখুরী করে শাসককে বলল, "আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব নিজেই আমার নিকট কাযী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল কিন্তু এখন ইচ্ছাকৃতভাবে আপনার অবাধ্য হয়ে লুকিয়ে আছে।" এতে শাসক রাগান্বিত হয়ে তাঁর رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ মহান মর্যাদাপূর্ণ ঘরটি ধ্বংস করে দিল। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ তেজদৃপ্ত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, "ইয়া ইলাহী! "ছাবাহিকে অন্ধ করে দাও।" সুতরাং ৮ম দিন ঐ "ছাবাহি" অন্ধ হয়ে গেল।

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মধ্যে সর্বদা আল্লাহ তাআলার ভয় ভীতির ভাব বিরাজ করত। একবার কিয়ামতের আলোচনা শুনে তাঁর মধ্যে ভীতির সঞ্চার হলো আর তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। হুশ ফিরে আসার পর শুধুমাত্র কয়েকদিন বেঁচে ছিলেন আর এ সময়ের মধ্যে কোন কথা-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

বার্তা বলেন নি। ১৯৭ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। (তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-২২৩)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

اَولیاء کا جو کوئی ہو بے اَدَب
نازِل اُس پہ ہوتا ہے قہر و غضب

আউলিয়া কা জো কুয়ি হো বে-আদব
নাযিল উছপে হো-তা হায় কহরো গযব।

ইয়া রব্বে মুস্তফা! عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আমাদেরকে তোমার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی ও আওলিয়ায়ে ইযাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی দের সত্যিকারের সম্মান করার তাওফিক দান করো। তাঁদের সাথে বে আদবী ও তাদের সাথে বেআদবীকারীদের অনিষ্ট থেকে সর্বদা আমাদেরকে হিফাযত কর এবং তোমার প্রিয় হাবীবের সত্যিকারের প্রেমিক বানিয়ে দাও। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

یا ربّ میں ترے خوف سے روتا رہوں ہر دم
دیوانہ شَہَنشاہِ مدینہ کا بنا دے

ইয়া রব মাই তেরে খওফ ছে রো-তা রহো হরদম
দিওয়ানা শাহানশাহে মদীনা কা বানা দে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাহিবে মাযারের ইনফিরাদী কৌশিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে বুযুর্গানে কিরামদের অনেক সম্মান করা হয়, বরং বাস্তব সত্য এটাই যে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহক্রমে দা'ওয়াতে ইসলামী, ফয়যানে আউলিয়া তথা আউলিয়া কিরামদের দয়ার বদৌলতেই চলছে। যেমন এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনানুযায়ী এক সাহিবে মাযার ওলি আল্লাহ কিভাবে মাদানী কাফিলার জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ করেছেন তারই ঈমান তাজাকারী একটি ঘটনা এখানে নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রসূলদের একটি মাদানী কাফিলা চাকওয়াল পাঞ্জাব এর মুযাফ্‌ফারাবাদ এবং তার আশে পাশের গ্রামসমূহে সুন্নাতের বাহার ছড়াতে ছড়াতে "আনওয়ার শরীফ" নামক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে সাথে সাথে চার ইসলামী ভাই তিনদিনের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করার উদ্দেশ্যে আশিকানে রসূলদের সাথে শরীক হয়ে গেলেন। এ চারজনের মধ্যে "আনওয়ার শরীফের "সাহিবে মাযার" বুযুর্গ এর বংশধরের এক ছেলেও শামিল ছিলেন। মাদানী কাফিলা জাঁকজমকের সাথে নেকীর দা'ওয়াত দিতে দিতে "ঘড়ি দো পাট্টা" পৌঁছলেন। যখন "আনওয়ার শরীফবাসীদের তিনদিন পূর্ণ হল তখন সাহিবে মাযারের বংশধর ছেলেটি বললেন, "আমি তো ভাই বাড়ী ফিরে যাব না। কেননা আজ রাতে আমি আপন "হযরত" رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে স্বপ্নে দেখলাম। উনি বলছিলেন, "বেটা! ঘরে ফিরে যেওনা, মাদানী কাফিলার ইসলামী ভাইদের সাথে আরো সফর করতে থাকো। সাহিবে মাযার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ইনফিরাদী কৌশিশ এর এ ঘটনা শুনে মাদানী কাফিলাতে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল; সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনাতে মদীনার ১২ চাঁদের চমক লেগে গেল এবং আনওয়ার শরীফ থেকে আগত চার ইসলামী ভাই পুনরায় মাদানী কাফিলাতে আরো সফর শুরু করে দিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

دیتے ہیں فیض عام اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالیٰ　　لوٹنے سب چلیں قافلے میں چلو

اولیا کا کرم تم پہ ہو لاجرم رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالیٰ　　مل کے سب چل پڑیں قافلے میں چلو

দে-তে হি ফয়যে আ-ম আউলিয়ায়ে কিরাম।
লুটনে ছব চলে কাফিলে মে চলো।
আউলিয়া কা করম, তুমপে হো লা জারাম।
মিলকে ছব চল পড়ে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

স্বপ্নযোগে মাদী ঘোড়া তুহফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন আল্লাহর ওলীর ইন্তিকালের পর স্বপ্নে পথ নির্দেশনা দেয়া কোন অদ্ভুত বিষয় নয়। আল্লাহর দয়াতে তারা অনেক কিছু করতে পারেন। যেমন-খাজা আমীর খর্‌দ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেন যে, সুলতানুল মাশায়িখ হযরত সায়্যিদুনা মাহবুবে ইলাহী নিযামুদ্দীন আওলিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন যে, গিয়াসপুরে থাকার পূর্বে আমি এক কোশ (অর্থাৎ-প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্ব) কিলোঘরীর মসজিদে জুমার নামায পড়তে যেতাম। একবার এভাবে জুমার নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন গরম হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছিল আর আমি রোযাবস্থায় ছিলাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগল তাই আমি এক দোকানে বসে পড়লাম। আমার মনে হলো যে, যদি আমার কাছে কোন বাহন থাকত তবে সুবিধা হতো। এরপর শায়খ সাদীর এ শের (কবিতা) আমার মুখে এলো

مَاقَدَمْ اَز سَرْ کُنِیْمْ دَرْ طَلَبِ دوْستاں

رَاهْ بَجَاۓ بُرْدْ هَر که بَاَقْدَامْ رَفْت

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

অর্থাৎ ঃ আমরা বন্ধুদের প্রত্যাশায় মাথাকে পা বানিয়ে চলি,
কারণ যে এ রাস্তায় পা দিয়ে চলে, সে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে না।

আমি অন্তরে আসা “বাহনের” খেয়াল থেকে তওবা করলাম। এ ঘটনা ঘটার তিনদিন অতিবাহিত হয়েছিল, “খলীফা মালিক ইয়ার পারা” আমার জন্য একটি মাদী ঘোড়া নিয়ে আসলেন আর বলতে লাগলেন, আমি ধারাবাহিকভাবে তিন রাত স্বপ্নে দেখছি যে, আমার শায়খ (পীর) আমাকে বলছেন, “অমুককে ঘোড়া দিয়ে আস।” তাই ঘোড়া নিয়ে এসেছি আপনি তা গ্রহণ করুন। আমি বললাম, নিশ্চয় আপনার শায়খ আপনাকে বলেছেন, কিন্তু যতক্ষণ আমার শায়খ আমাকে বলবেন না ততক্ষন আমি এ ঘোড়া গ্রহণ করব না। ঐ রাতেই আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه আমাকে বলছেন যে, মালিক ইয়ার পরাঁ'র সন্তুষ্টির জন্য ঐ ঘোড়া গ্রহণ করো। পরের দিন তিনি এ ঘোড়া নিয়ে আসলে তখন আমি সেটাকে মালিকের দান মনে করে গ্রহণ করলাম। (সিইয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা-২৪৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

শুধুমাত্র নিজের পাশ থেকে খাবেন

এক বাসনে যখন একই ধরনের খাবার থাকবে তখন নিজের পাশ থেকে খাওয়া সুন্নাত। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবু সালামা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন যে, আমি ছোট্ট ছিলাম এবং মদীনার তাজেদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিপালনে ছিলাম। (তিনি উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا মাদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বের স্বামীর ঘরের সন্তান ছিল।) (আমি) খাওয়ার সময় বাসনের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

চতুর্দিকে হাত দিতাম। তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, " بِسۡمِ اللّٰهِ পড়ো এবং ডান হাতে খাও আর বাসনের ঐদিক থেকে খাও, যেটা তোমার নিকটবর্তী রয়েছে।" (সহীহ্ বুখারী, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৫২১, হাদীস নং-৫৩৭৬)

মধ্যখান থেকে খেয়োনা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নাবি কারীম, রাউফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় বরকত খাবারের মধ্যভাগে অবতীর্ণ হয়, সুতরাং তোমরা এক পাশ থেকে খাবার খাও এবং মধ্যখান থেকে খেয়ো না।" (তিরমিযী শরীফ, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৩১৬, হাদীস নং-১৮১২)

আপনিতো মাঝখান থেকে খান না!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে দেখুন যে, এ সুন্নাতের উপর আপনি আমল করেন কি না? আমার অনেকবার দৃষ্টি পড়েছে যে, আমলদার দৃষ্টিগোচর হওয়াদের অনেকেই এ সুন্নাতের উপর আমল করা থেকে বঞ্চিত! যাকে ভালভাবে লক্ষ্য করবেন দেখবেন সেও খাবারের বড় থালা বা তরকারীর পেয়ালা ইত্যাদির মাঝখান থেকেই শুরু করে। জানিনা এরকম হয় কেন? এমনতো নয় যে, বরকত থেকে বঞ্চিত করার জন্য শয়তান তাদের হাত ধরে খাবারের মাঝখানে ঢেলে দেয়! বাস্তবতা এযে, শয়তান এ বিষয়ে চেষ্টায় লেগে থাকে যে, মুসলমান যাতে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন,"খাবারের বাসনের মাঝখানে আল্লাহ্ তাআলার রহমত অবতীর্ণ হয়। মাঝখান থেকে খাওয়া লোভীদের আলামত, লোভী রহমতে ইলাহী থেকে বঞ্চিত।" এ হাদীসে মুবারক থেকে জানা যাচ্ছে যে, মুসলমানদের খাওয়ার সময়ও রহমতের বৃষ্টি অবতীর্ণ হয়ে থাকে। বিশেষতঃ যখন সুন্নাতের নিয়্যতে খাওয়া হয়। (মিরাত, শরহে মিশকাত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-৩৩,৩৪)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

অন্যকে লজ্জা থেকে বাঁচান

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, নবীদের সুলতান, রহমতে আলামিয়ান, সরদারে দো-জাহান, মাহবুবে রহমান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতপূর্ণ বাণী হচ্ছে, "যখন দস্তরখানা বিছানো হয়, তখন প্রত্যেকে নিজের নিকট থেকে খাও আর নিজের সাথে আহারকারীর সামনে থেকে খেও না এবং থালার মাঝখান থেকেও খেও না, (কারণ বরকত ঐদিক থেকেই আসে) আর কেউই দস্তরখানা উঠানোর পূর্বে উঠবে না আর নিজের হাতও থামাবে না যতক্ষণ সকলে নিজের হাত থামিয়ে না নেয় যদিও পরিতৃপ্ত হয়ে যাও এবং মানুষের সাথে লেগে থাকো (খেতে থাকো) কারণ তার হাত থেমে যাওয়াটা অন্যদের জন্য লজ্জার কারণ হবে এবং তারা নিজেদের হাত থামিয়ে নেবে, অথচ হয়তো তাদের এখনো আরো খাওয়ার প্রয়োজন আছে।

(শুউবুল ঈমান, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-৮৩, হাদীস নং-৫৮৬৪)

মাঝখানে বরকতের অর্থ

বিখ্যাত মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন, পাত্রের কিনারা থেকে নিজের সামনের দিক থেকে খান। মাঝখান থেকে খাবেন না, কারণ পাত্রের মাঝখানে বরকত অবতীর্ণ হয়ে থাকে (আর তা) সেখান থেকে কিনারা পর্যন্ত পৌঁছে। যদি আপনি মাঝখান থেকে খাওয়া শুরু করে দেন তাহলে আবার এমন যেন না হয় যে, সেখানে বরকত আসাই বন্ধ হয়ে যায়। মোটকথা এ যে, বরকত অবতীর্ণ হওয়ার জায়গা একটি আর বরকত নেয়ার জায়গা অন্যটি। (মিরাত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-৬৩)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

খাওয়ার পাঁচটি সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত হাদিসে মুবারকে খাওয়ার পাঁচটি সুন্নাত বর্ণনা করা হয়েছে :- (১) নিজের সামনে থেকে খাবেন (২) কেউ সাথে খেলে, তার সামনে থেকে খাবেন না (৩) থালার মাঝখান থেকে খাবেন না (৪) প্রথমে দস্তরখানা উঠানো হলে এরপর আহারকারীরা উঠবেন (আফসোস! আজকাল প্রায়ই বিপরীত নিয়ম দেখা যায় অর্থাৎ- প্রথমে আহারকারীরা উঠেন এরপর দস্তরখানা উঠানো হয়) (৫) অন্যরাও যদি খাবারে অংশ নেন তবে ততক্ষণ পর্যন্ত হাত থামাবেন না, যতক্ষণ সবাই শেষ না করেন। আফসোস! খাবারের বর্ণনাকৃত এসব সুন্নাতের উপর আমলকারী এখন দেখা যায় না। সুন্নাত শেখা ও সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে সুন্নাতের উপর আমল করার সংকোচবোধ দূর করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে সফর করুন এবং সেখানে সেসব সুন্নাতের অনুশীলন করুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফিলায় সফরের বরকতে সুন্নাতের উপর আমল করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

ভয়ংকর স্বপ্ন থেকে মুক্তিলাভ

মাদানী কাফিলার বরকত সম্পর্কে কী বলব! এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে যে, আমি অনেক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখতাম। আমি আশিকানে রসূলদের সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের ৩০ দিনের মাদানী কাফিলাতে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফিলার বরকতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে গেল। এখন স্বপ্নে কখনো কখনো নিজেকে নামাযে ব্যস্ত দেখি, কখনো তিলাওয়াতে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

خواب میں ڈر لگے بوجھ دل پر لگے　　خوب جلوے ملیں قافلے میں چلو
ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو　　پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو

খোয়াব মে ঢর লাগে, বুঝ দিল পর লাগে।
খুব জলওয়ে মিলে, কাফিলে মে চলো।
হোগী হাল মুশকিলে, কাফিলে মে চলো।
পা-ওগে রাহাতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! يَامُتَكَبِّرُ ২১ বার। শুরু ও শেষে একবার করে দুরূদ শরীফ, শোয়ার সময় পড়ে নিলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ভয়ংকর স্বপ্ন দেখবে না। যদি নানা প্রকারের খাবার যেমন-জর্দা, পোলাও ও আচার ইত্যাদি একই থালায় থাকে তবে এ অবস্থায় চতুর্দিক থেকে নেয়ারও অনুমতি রয়েছে। যেমন-

নানা ধরণের খেজুরের থালা

হযরত সায়্যিদুনা ইকরাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর প্রিয় রসূল, রসূলে মকবুল, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে একখানা থালা পেশ করা হলো, যাতে অনেক শরীদ (ঝোল মিশ্রিত রুটির টুকরা) ছিল। আমরা তা থেকে খাচ্ছিলাম। আমি নিজের হাত থালার পাশ গুলোর এদিক-সেদিক দিচ্ছিলাম তখন সরকারে আলী ওয়াকার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "হে ইকরাস! একই জায়গা থেকে খাও, কেননা এটা একই (ধরনের) খাবার।" অতঃপর আমাদের নিকট রেকাবী আনা হলো, যাতে বিভিন্ন ধরণের তাজা খেজুর ছিল। হুযূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত মুবারক থালার (রেকাবীর) চতুর্দিকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

যাচ্ছিল আর ইরশাদ করলেন, "হে ইকরাস! যেখান থেকে ইচ্ছে হয় খাও কেননা এটা (খেজুরগুলো) বিভিন্ন ধরণের।" (ইবনে মাজাহ শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-১৫, হাদীস নং-৩২৭৪)

পাঁচ আঙ্গুলে খাওয়া গ্রাম্য লোকদের রীতি

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বৃদ্ধাঙ্গুল ও শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে ইশারা করে বললেন, "এ দু'আঙ্গুল দিয়ে খেয়ো না (বরং এগুলোর পার্শ্ববর্তী মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে) তিন আঙ্গুল দিয়ে খাও কারণ এটা সুন্নত এবং পাঁচ (আঙ্গুল) দিয়ে খেয়োনা, কেননা এটা গ্রাম্য লোকদের নিয়ম নীতি।"

(কান্‌যুল উ'ম্মাল, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-১১৫, হাদীস নং-৪০৮৭২)

শয়তানের খাওয়ার পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সারকারে দো-আলম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, "এক আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া শয়তানের ও দু'আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া অহংকারীদের এবং তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া আম্বিয়া عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর নিয়ম।

(জামে সগীর, পৃষ্ঠা-১৮৪, হাদীস নং-৩০৭৪)

সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অনেক সময় মুবারক চারটি আঙ্গুল দিয়েও খাবার খেতেন। (জামে সগীর, পৃষ্ঠা-২৫০, হাদীস নং-৬৯৪২ থেকে সংকলিত)

তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার নিয়ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তিন আঙ্গুল দিয়ে খেলে লোকমা ছোটভাবে তৈরী হবে। লোকমা লোকমা চাবানো সহজ হবে। যতটুকু ভালভাবে চিবানো হবে ততটুকু মুখ থেকে বের হওয়া হজমকারী লালা তাতে মিশবে আর এভাবে খাবার তাড়াতাড়ি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

হজম হবে। হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "পাঁচ আঙ্গুলে খাওয়া লোভীদের আলামত।" (মিরকাত, খন্ড-৮ম, পৃষ্ঠা-৯)

রুটি তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া অধিক কষ্টও নয়, শুধুমাত্র সামান্য মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে। তবে ভাত তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়াটা সামান্য অসুবিধা হয়ে থাকে কিন্তু মাদানী চিন্তাধারার অধিকারী সুন্নাতের প্রেমিকদের জন্য এটাও কোন কঠিন বিষয় নয়। নিশ্চয় সুন্নাতের মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। বড় লোকমার লালসায় পাঁচ আঙ্গুঁল দিয়ে খাওয়ার পরিবর্তে প্রশিক্ষণের জন্য ডান হাতের অনামিকা (কনিষ্ঠ আঙ্গুলের পার্শ্ববর্তী আঙ্গুঁল) কে বাঁকা করে তাতে রবার বেল্ড পড়ে নিন অথবা রুটির একটি টুকরো কনিষ্ট ও অনামিকা আঙ্গুঁলে রেখে হাতের তালুর দিকে চেপে ধরুন।

যদি আন্তরিকতা থাকে তবে اِنْ شَآءَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। যখন তিন আঙ্গুঁল দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে তখন আর রাবার বেল্ড ও রুটির টুকরো হাতের তালুর দিকে চেপে ধরার প্রয়োজন হবে না। যদি ভাতের দানা আলাদা আলাদা থাকে ও তিন আঙ্গুলে সেগুলোর লোকমার তৈরীই না হয় তবে তখন চার বা পাঁচ আঙ্গুঁল দিয়ে খেয়ে নিন। কিন্তু এ সতর্কতা জরুরী যে, হাতের তালুতে যেন না লাগে বরং আঙ্গুলগুলোর মূল (গোড়া) পর্যন্তও যেন না লাগে।

চামচ দিয়ে খাওয়ার ঘটনা

ছুরি, কাঁটা চামচ ও চামচ দিয়ে খাওয়া সুন্নাত পরিপন্থি। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা চামচ দিয়ে খাওয়া থেকে বেঁচে থাকতেন। কারণ মাদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে তিন আঙ্গুঁলে খাওয়ার প্রমাণ রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইব্রাহীম বাজূরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "একবার আব্বাসী খলিফা মামূনুর রশীদের সামনে চামচ সহকারে খাবার পেশ করা হলো। ঐ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

সময়ের প্রধান কাযী হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবূ ইউসুফ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বললেন, "আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِیْٓ اٰدَمَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আর নিঃসন্দেহে আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মান দিয়েছি।

(সূরা-বনী ইসরাইল, আয়াত-৭০, পারা-১৫)

হে খলিফা! এ আয়াতে কারীমার তাফসীরে আপনার দাদাজান হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন, "আমি তাদের জন্য আঙ্গুঁল সৃষ্টি করেছি, যা দিয়ে তারা খাবার খায়।" তখন তিনি চামচ পরিত্যাগ করে আঙ্গুল দিয়ে খাবার খেলেন। (বাজুরী কৃত, আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা-১১৪)

চামচ দিয়ে কখন খেতে পারেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি খাদ্যই এরকম হয়, যেমন-ফিরনী অথবা পাতলা দই ইত্যাদি যা আঙ্গুঁল দিয়ে খাওয়া সম্ভব নয় এবং পান করতে পারে না কিংবা হাতে আঘাত বা হাত ময়লাযুক্ত ও ধোয়ার জন্য পানি সহজলভ্য না হয় তখন প্রয়োজনবশতঃ চামচ ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে গোস্তের রান্নাকৃত বড় টুকরা বা রান ইত্যাদিকে ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়ারও অনুমতি রয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে হাতে খাওয়ার উপকারিতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ডাক্তারেরা স্বীকার করেছেন যে, যেসব মানুষ হাত দিয়ে খান তাদের আঙ্গুলগুলো থেকে এক বিশেষ ধরণের "হজমকারী আর্দ্রতা" বের হয়ে খাবারের মধ্যে মিশে যায়, যা শরীরে ইনসুলিন (INSULIN) কম হতে দেয় না আর তা দ্বারা ডায়বেটিস রোগীদের উপকার হয়ে থাকে। এছাড়া খাওয়ার পর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

আঙ্গুঁলগুলো চেটে খাওয়াতে আরো হজমকারী আদ্রতা পেটে প্রবেশ করে, যা চোখ, মস্তিস্ক ও পাকস্থলীর জন্য অত্যন্ত উপকারী আর এটা হৃদপিন্ড, পাকস্থলী ও মস্তিস্কের রোগ ব্যাধির জন্য কার্যকরী প্রতিষেধক।

APENDIX রোগের চিকিৎসা হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার সুন্নাতগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করাকে অভ্যাসে পরিণত করুন। সমাজের অনেক বিপথগামী মানুষ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে সফরের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সঠিক পথে এসে গেছেন। এ প্রসঙ্গে মাতরা, ভারত এর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ বর্ণনা হচ্ছে যে, আমি একজন মডার্ণ যুবক ছিলাম। ফিল্ম, নাটক দেখাতে আমি ব্যস্ত থাকতাম। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত বয়ানের ক্যাসেট "টিভির ধ্বংসলীলা" শুনার সৌভাগ্য অর্জন হল, যেটা আমার জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। এরই মধ্যে আমার APENDIX এর রোগ ধরা পড়ল আর ডাক্তার অপারেশনের পরামর্শ দিলেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

এ সময় দা'ওয়াতে ইসলামীর একজন মুবাল্লিগের ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে জীবনে প্রথমবার আশিকানে রসূল এর সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণের তিন দিনের মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফিলার বরকতে অপারেশন ছাড়া আমার রোগ দূর হতে লাগল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার উৎসাহ উদ্দীপনায় মদীনার ১২ চাঁদ লেগে গেল। এখন প্রতি মাসে তিনদিনের মাদানী কাফিলাতে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকি। প্রতিমাসে মাদানী ইনআমাতের কার্ড জমা দিয়ে থাকি এবং মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের উদ্দেশ্যে জাগানোর জন্য অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে সদায়ে মদীনা দিয়ে থাকি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

بے عمل با عمل بنتے ہیں سر بسر
تُو بھی اے بھائی کر قافلے میں سفر
اچھّی صُحبت سے ٹھنڈا ہو تیرا جگر
کاش! کرلے اگر قافلے میں سفر

বে-আমল বা-আমল বন্‌তে হে ছর বছর,
তু ভী আয় ভা-য়ি কর কাফিলে মে সফর।
আচ্ছি সুহবত ছে ঠান্ডা হো তেরা জিগর,
কা-শ! করলে আগর কাফিলে মে সফর।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　　　صلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

বেহুশ না করে অপারেশন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! মাদানী কাফিলাতে সফরের কিরূপ বরকত রয়েছে। এটা মনে রাখবেন! রোগ ব্যাধি ও মুসীবত মুসলমানদের জন্য সাধারণত রহমত লাভের কারণ হয়ে থাকে। এই মাত্র আপনারা শুনলেন যে, ইসলামী ভাইয়ের এপেন্ডিক্স-এর ব্যথা হয়েছে অতঃপর মাদানী কাফিলাতে সফর করে সুস্থ হলো। এভাবে তিনি মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আর মাদানী পরিবেশের সাথে তিনি পাকাপোক্তভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়াটা নিশ্চয় রহমতের অধিকারী হওয়ার মাধ্যম। কোন কাজে বা রোগে কষ্ট হলেও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে প্রচুর পরিমাণে সাওয়াব ও প্রতিফল অর্জন করা উচিত। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰه تعالٰی ধৈর্য্যধারণের ধরণ ও সেটার মাধ্যমে সাওয়াব ও প্রতিফল লাভের আগ্রহও কী চমৎকার ছিল। যেমন- হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "নুযহাতুল কারী" এর ২য় খন্ডের ২১৩ থেকে ২১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যাঁর সম্মানিত পিতা ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ও সম্মানিত মাতা ছিলেন হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনেত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ । তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর ভাগিনা ও হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর আপন ভাই এবং মদীনা শরীফের প্রসিদ্ধ “ফুকাহায়ে সাবআহ্” (অর্থাৎ- সাতজন বিখ্যাত ওলামায়ে কিরাম) এর একজন ছিলেন। আবিদ, দুনিয়াত্যাগী ও রাত জেগে ইবাদতকারী বুযুর্গ ছিলেন।

প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এক চতুর্থাংশ কুরআনে পাক দেখে দেখে তিলাওয়াত করতেন ও এক চতুর্থাংশ কুরআন শরীফ রাত্রে তাহাজ্জুদে তিলাওয়াত করতেন। খলীফা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক বলতেন যে, যার জান্নাতী লোক দেখার ইচ্ছা তিনি যেন হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে দেখেন। একবার তিনি সফর করে ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের নিকট গেলেন। তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মুবারক পায়ে আকিলা হয়ে গেল। এটা ঐ রোগ যা শরীরের অঙ্গে পঁচন ধরায়। সুতরাং ওয়ালিদ পরামর্শ দিলেন যে, অপারেশন করিয়ে নিন। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ রাজী হলেন না। কিন্তু রোগ বৃদ্ধি পেয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল। ওয়ালীদ আরয করলেন, ‘আলীজা! এখনতো পা কেটে ফেলা জরুরী অন্যথায় এ রোগ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ রাজী হয়ে গেলেন। সুতরাং ডাক্তার আসল। তিনি বললেন, মদপান করে নিন যাতে কাটার সময় কষ্ট অনুভব না হয়। বললেন, আল্লাহ্ এর হারাম কৃত বস্তুর মাধ্যমে আমি সুস্থতা চাইনা। আরয করলেন, “অনুমতি হলে কোন ঘুমের ঔষধ দিয়ে দিই।” বললেন, আমি চাই না যে, কোন অঙ্গ কাঁটা হবে আর আমার কষ্ট অনুভব হবে না এবং কষ্ট ও ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জিত সাওয়াব থেকে আমি বঞ্চিত থেকে যাব। আরয করা হলো, ঠিক আছে। কিছু লোককে অনুমতি দিন যেন আপনাকে ধরে রাখে। বললেন, তারও প্রয়োজন নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

অবশেষে প্রথমে পায়ের গোস্ত ছুরি দিয়ে ও এরপর হাঁড় করাত দিয়ে কাটা হলো। কিন্তু তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতি শত মারহাবা! মুখে আহ্! শব্দ পর্যন্ত করলেন না। একাধারে আল্লাহ্ এর যিকরে মগ্ন ছিলেন। এমনকি লোহার চামচ দিয়ে যায়তুন শরীফের ফুটন্ত তেল দিয়ে তখন ক্ষতস্থানকে দাগ দেয়া হলো তখন প্রচন্ড ব্যথার কারণে বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন হুশে এলেন তখন চেহারা মুবারক থেকে ঘাম মুছতে লাগলেন আর কর্তনকৃত পা মুবারক হাতে নিয়ে উলট পালট করতে করতে বললেন, ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি আমাকে তোর উপর আরোহন করিয়েছেন। আমি তোর মাধ্যমে কখনো কোন গুনাহের দিকে যাই নি। অপারেশনের সকল কার্যক্রম এভাবে সম্পাদন হলো যে, ওয়ালীদ কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন তার খবরও হলো না। যখন দাগ দেয়ার সময় গন্ধ ছড়াল তখন বুঝতে পারলেন।

(নুযহাতুল কারী, খন্ড-২য়, পৃ-২১৩-২১৫)

ছেলের শাহাদাত

এ সফরে হযরত সায়্যিদুনা উরওয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দ্বিতীয় পরীক্ষা এটা হলো যে, তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ছেলে হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন উরওয়াহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ওয়ালীদের ঘোড়াশালায় গেলে তখন কোন চতুস্পদ জন্তু তাঁকে মেরে শহীদ করে দিল। যখন মদীনা শরীফে زَادَہَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا ফিরে এলেন তখন এ অংশ তিলাওয়াত করলেন,

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ

لَقَدْ لَقِیْنَا مِنْ سَفَرِنَا ہٰذَا نَصَبًا ﴿۶۲﴾

নিশ্চয় আমরা আমাদের এ সফরে বড় কষ্টের সম্মুখীন হলাম।

(সূরা-কাহাফ, আয়াত-৬২, পারা-১৫)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

হযরত উরওয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দানশীলতা

হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দানশীলতা ও উদারতার অবস্থায় এমন পর্যায়ে পৌছে যেত যে, যখন বাগানে ফল পেঁকে যেত তখন বাউন্ডারী খোলে দিতেন। এতে লোকেরা এসে খেতেন ও বেঁধে নিয়েও যেতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন নিজের বাগানে আসতেন তখন সূরাতুল কাহাফের আয়াতের এ অংশটুকু মুখে পাঠ করতেন ঃ

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- (৩৯) এবং কেন এমন হলো না যে, যখন তুমি আপন বাগানে প্রবেশ করেছো তখন বলতে, ‘আল্লাহ্ যা চান, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমাদের কোন শক্তি নেই।

(পারা-১৫, সূরা-কাহাফ, আয়াত-৩৯)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمّد

হেলান দিয়ে খাওয়া সুন্নাত নয়

তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, “আমি হেলান দিয়ে খাইনা।” (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫তম, পৃষ্ঠা-১০২, হাদীস নং-৪০৭০৪)

হেলান দিয়ে খেয়োনা

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, “তোমরা হেলান দিয়ে খাবার খেয়ো না।” (মাজমাউয্ যাওয়াইদ, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-২২, হাদীস নং-৭৯১৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

হেলান দিয়ে খাওয়ার চারটি অবস্থা

খাওয়ার সময় হেলান দেয়ার চারটি অবস্থা রয়েছে:- (১) একটি বাহু যমীনের দিকে করে (অর্থাৎ- ডানে বা বামে ঝুকে বসা (২) চার যানু (অর্থাৎ- দুই পা দুদিকে ফেলে) বসা (৩) এক হাত যমীনের উপর রেখে (সেটার উপর) ভর দিয়ে বসা (৪) দেয়াল (কিংবা চেয়ারের পেছনে) ইত্যাদিতে হেলান দিয়ে বসা। এ চারটি অবস্থা ঠিক নয়। দু’ যানু অথবা দু’ হাঁটু দাঁড় করিয়ে বসে খাওয়া উত্তম, চিকিৎসা বিজ্ঞান মতেও উপকারী। দাঁড়িয়ে খাবার খাওয়া ঠিক নয়।

(মিরাত শরহে মিশকাত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-১২)

হেলান দিয়ে খাওয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত ক্ষতিসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হেলান দিয়ে খাওয়া সুন্নাত নয়। এ সুন্নাতের উপর আমল না করার তিনটি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত ক্ষতিও রয়েছে। (১) খাবার ভালভাবে চিবানো যায় না আর এতে যতটুকু পরিমাণ লালা মিশ্রিত হওয়া প্রয়োজন ততটুকু মিশ্রিত হয় না, যা পাকস্থলীতে গিয়ে জমাট বাঁধা খাদ্যগুলোকে হজম করতে পারে আর এভাবে হজম ব্যবস্থাপনায় প্রভাব পড়বে। (২) হেলান দিয়ে বসাতে পাকস্থলী প্রসারিত হয়ে পড়ে, সুতরাং এভাবে অপ্রয়োজনীয় খাবার পাকস্থলীতে চলে যাবে আর হজম শক্তি নষ্ট হয়। (৩) হেলান দিয়ে খাওয়াতে নাড়িভূড়ি ও কলিজার ক্ষতিসাধন করে।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, “হেলান দিয়ে পানি পান করাও পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকারক।”

(ইহ্ইয়াউল উলূম, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

রুটিকে সম্মান করো

খাবারের সময় রুটির টুকরা পড়ে গেলে উঠিয়ে খেয়ে নেয়া সুন্নাত। যেমন-উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন, তাজেদারে মাদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বরকতময় ঘরে তাশরীফ আনলেন, রুটির টুকরো পতিত অবস্থায় দেখে সেটা নিয়ে মুছলেন অতঃপর খেয়ে নিলেন এবং বললেন, "আয়িশা! رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا ভাল জিনিসের সম্মান করো কারণ এ বস্তু (অর্থাৎ-রুটি) যখন কোন সম্প্রদায় থেকে চলে গেছে তখন (আর) ফিরে আসেনি।"

(ইবনে মাজাহ, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-৫০, হাদীস নং-৩৩৫৩)

খাবারের অপচয় থেকে তাওবা করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল প্রত্যেকে বরকতহীনতা ও দারিদ্র্যতার কারণে হা হুতাশ করছে। হতে পারে যে, খাবারের সম্মান না করার কারণে এ শাস্তি। আজকাল কোন মুসলমান এমন নেই, যে খাবার নষ্ট করে না। চারিদিকে খাবারের অসম্মানের বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বিয়ের অনুষ্ঠান হোক কিংবা বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ تعالیٰ নিয়ায (ফাতিহা, ওরশ) এর তাবাররুক। আফসোস! শত কোটি আফসোস! দস্তরখানা ও কার্পেটের উপর নির্দয়ভাবে খাবার ফেলা হয়। খাওয়ার সময় হাড্ডি থেকে মাংস ও মসল্লা ভালভাবে পরিস্কার করে খাওয়া হয় না। গরম মসল্লার সাথেও খাবারের প্রচুর অংশ নষ্ট করা হয়। থালায় অবশিষ্ট থাকা খাবার ও পেয়ালা, ডেক্সী (পাত্রে) অবশিষ্ট থাকা ঝোল পুনরায় ব্যবহার করার মানসিকতা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নেই। এভাবে প্রচুর পরিমাণে খাবার প্রায়ই ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়া হয়। এ পর্যন্ত যতটুকুই অপচয় করেছেন, দয়া করে তা থেকে তওবা করে নিন! ভবিষ্যতে খাবারের একটি দানাও এবং ঝোলের এক ফোঁটাও যেন অপচয় না হয় এর জন্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

দৃঢ় সংকল্প করে নিন। কিয়ামত এর অণু পরিমানেরও হিসাব হবে। নিশ্চয় কেউই কিয়ামতের দিন হিসাব দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। তওবা, আন্তরিকভাবে তওবা করে নিন। দুরূদে পাক পড়ে আরয করুন, ইয়া আল্লাহ্! আজ পর্যন্ত আমি যতটুকু অপচয়ই করেছি তা থেকে ও সকল ছোট বড় গুনাহ্ থেকে তওবা করছি, আর তোমার দেয়া তওফিকে ভবিষ্যতে গুনাহ্ সমূহ্ থেকে বাঁচার পূর্ণভাবে চেষ্টা করব। ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার তওবা কবুল করে নাও ও আমাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب
بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے

সদকা পেয়ারে কি হায়া কা কে না লে মুঝছে হিসাব,
বখ্শ্ বে-পুছে লাজায়ে কো লাজানা কিয়া হায়।

(হাদায়েখে বখশিশ)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহান বাণী :-

وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ
এবং আহার করো ও পান করো এবং সীমাতিক্রম করো না। নিঃসন্দেহে, সীমাতিক্রমকারীদেরকে তিনি পছন্দ করেন না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

অপচয় কাকে বলে?

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তফসীরে নঈমীর ৮ম খন্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় বলেন, অপচয়ের অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। (১) হালাল বস্তু সমূহকে হারাম জানা (২) হারাম বস্তুসমূহ ব্যবহার করা (৩) প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পানাহার বা পরিধান করা (৪) যা মন চায় তা পানাহার বা পরিধান করা (৫) রাত দিন বারংবার পানাহার করতে থাকা, যাতে পাকস্থলী খারাপ হয়ে যায়, ফলে অসুস্থ হয়ে পড়া (৬) বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক বস্তুসমূহ পানাহার করা (৭) সর্বদা খাওয়া দাওয়া, পরিধানের খেয়ালে থাকা যে, এখন কি খাব, পরে কি খাব (রুহুল বয়ান, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-১৫৪) (৮) অলসতার জন্য খাওয়া (৯) গুনাহ্ করার জন্য খাওয়া (১০) ভাল পানাহার, উত্তম (পোষাক) পরিধানে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া যে কখনো সামান্য মূল্যের সাধারণ জিনিসের পানাহার করতে না পারা, (১১) ভাল খাবারকে নিজের মর্যাদার ফল মনে করা। মোটকথা হচ্ছে যে, এ একটি শব্দের মধ্যে অনেক নির্দেশাবলী অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন যে, "সর্বদা ভরা পেটে থাকা থেকে বেঁচে থাক। কারণ এটা শরীরকে অসুস্থ, পাকস্থলীকে খারাপ ও নামাযে অলসতা প্রদান করে। পানাহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, কেননা এটা শত রোগের চিকিৎসা। আল্লাহ্ তা'আলা মোটা ব্যক্তিকে পছন্দ করে না।"

(কাশফুল খিফা, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-২২১, হাদীস নং-৭৬০)

যে ব্যক্তি শাহওয়াত (অর্থাৎ- প্রবৃত্তি, আকাঙ্খা) কে নিজের দ্বীনের (ধর্ম) উপর প্রাধান্য দেবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। (রূহুল মাআনী, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-১৬৩, মুলতান তাফসীরে নঈমী, খন্ড-৮ম, পৃষ্ঠা-৩৯০, মারকাযুল আওলিয়া, লাহোর)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

হালকা গড়নের মানুষের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কম খাওয়ার সাথে সাথে বিশেষতঃ ময়দা, মিষ্টি ও চর্বিজাতীয় এবং এসবের তৈরী খাবার ব্যবহার (ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী) কম করাতে শরীরের ওজন কমে যায়। ফুলন্ত পেট পূর্বের অবস্থায় এসে যায় ও ঐ ব্যক্তি স্মার্ট (SMART) থাকে।

* মোটা হওয়ার কারণে কোন মুসলমানকে নিয়ে হাসা, উত্যক্ত করে মনে কষ্ট দেয়া গুনাহ্।

* কম আহারকারী হালকা গড়নের শরীরধারী মুসলমানকে পছন্দ করেন। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত রয়েছে, নবীয়ে করীম, রঊফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্‌র (নিকট) তোমাদের মধ্যে ঐ বান্দা সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় যে কম আহারকারী ও হালকা গড়নের শরীরধারী।

(আল জামি উস সাগীর, পৃষ্ঠা-২০, হাদীস নং-২২১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমলের উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য মাদানী পরিবেশের প্রয়োজন। অন্যথায় অস্থায়ীভাবে উৎসাহের সৃষ্টি হলেও পরে ভাল সংস্পর্শের অভাবে স্থায়ীত্ব লাভ হয় না। তাই আশিকানে রসূল এর সংস্পর্শ লাভের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর বরকতে চারিদিকে সুন্নাতের সাড়া জেগেছে। আসুন, দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি ঈমান তাজাকারী "ঘটনা" শুনে নিজের হৃদয়কে ফুল বাগানে পরিণত করুন। যেমন-

এক অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ

তেহসীল ঠান্ডা, জেলা আমবিটকর নগর ইউপি, ভারতের এক ইসলামী ভাইয়ের অনেকটা এরকম বর্ণনা হচ্ছে যে, আমি কুফরের অন্ধকার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

জগতে ঘুরছিলাম। একদিন কেউ মাকতাবাতুল মদীনার একটি রিসালা "ইহতিরামে মুসলিম" আমাকে উপহার দিলেন। আমি পড়ে অবাক হলাম যে, যেসব মুসলমানকে আমি সর্বদা ঘৃণার চোখে দেখতাম। তাদের মাযহাব "ইসলাম" পরস্পরের মধ্যে এ ধরণের শান্তির সংবাদ দিচ্ছে। রিসালার লেখার প্রভাব তীব্র হয়ে আমার অন্তরে প্রভাব ফেলল আর আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসার ঝর্ণা ঢেউ তুলতে লাগল। একদিন আমি বাসে সফর করছিলাম, কিছু দাড়ি ও ইমামা (পাগড়ী) ধারী ইসলামী ভাইয়ের কাফিলাও বাসে আরোহন করল।

* আমি দেখতেই বুঝে গেলাম এরা মুসলমান। আমার অন্তরে যেহেতু আগে থেকেই ইসলামের ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছিল তাই আমি সম্মানের দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখতে লাগলাম। এরই মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন ইসলামী ভাই নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে না'ত শরীফ পড়া শুরু করলেন। আমার কাছে তার ধরণ সীমাহীন ভালো লাগল। আমার আগ্রহ দেখে তাদের মধ্য থেকে একজন আমার সাথে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। তিনি বুঝে গেলেন যে, আমি মুসলমান নই। তিনি মুচকি হেসে খুবই হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে আমাকে বললেন, আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি। ইহতিরামে মুসলিম রিসালা পড়ে যেহেতু আমি পূর্বেই আন্তরিকভাবে ইসলাম প্রেমিক হয়ে গিয়েছিলাম, তার বিষয়সূলভ আচরণ আমার অন্তরে আরো প্রভাব ফেলল। আমি না করতে পারলাম না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এ বর্ণনা দেয়ার সময় আমি মুসলমান হয়েছি চার মাস গত হয়েছে। আমি নিয়মিতভাবে নামায পড়ছি, দাড়ি সাজানোর নিয়্যত করে নিয়েছি, দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মাদানী কাফিলা সমূহে সফরের সৌভাগ্যও অর্জন করছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

کافِروں کو چلیں مُشرِکوں کو چلیں دعوتِ دین دیں قافلے میں چلو
دین پھیلایئے سب چلے آیئے مل کے سارے چلیں قافلے میں چلو

কাফেরো কো চলে মুশরিকো কো চলে,
দা'ওয়াতে দ্বীন দে কাফিলে মে চলো।
দ্বীন পে-লা-য়ে ছব চলে আ-য়ে,
মিলকে সা-রে চলে কাফিলে মে চলো।

মানুষকে লজ্জা করে সুন্নাত বর্জন করা হতো না!

আমাদের সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আকায়ে নামদার, মদীনার তাজদার, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় সর্বদা বিভোর থাকতেন। দুনিয়ার কোন আকর্ষণ ও অকৃতজ্ঞ সমাজ ব্যবস্থার মিথ্যা বাহাদুরী, সম্মান তাঁদের কাছ থেকে সুন্নাতের আমল ছাড়াতে পারত না।

যেমন হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা মা'কিল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ (যিনি সেখানকার মুসলমানদের সর্দার ছিলেন)। খাবার খাচ্ছিলেন, (তখন) তাঁর হাত থেকে লোকমা পড়ে গেল। তিনি (তা) তুলে নিলেন ও পরিস্কার করে খেয়ে নিলেন। এটা দেখে গেঁয়ো লোকেরা চোখ দিয়ে একে অপরকে ইশারা করল, (যে, কি আশ্চর্য কথা যে, পতিত লোকমা তিনি খেয়ে নিলেন) কেউ তাঁকে رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন, আল্লাহ্ আমীরের মঙ্গল করুন। হে আমাদের সর্দার! এসব গেঁয়ো লোক বাঁকা দৃষ্টিতে ইশারা করছে যে, আমীর সাহিব رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ পতিত লোকমা খেয়ে নিলেন, অথচ তাঁর সামনে খাবার বিদ্যমান রয়েছে।" তিনি বলল, "এ অনারবীদের কারণে আমি ঐ বস্তুকে ত্যাগ করতে পারি না, যেটা আমি মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছি। আমরা একে অপরকে নির্দেশ দিতাম যে, লোকমা পড়ে গেলে তখন সেটাকে পরিস্কার করে খেয়ে নেয়া উচিত, শয়তানের জন্য রেখে দেয়া উচিত নয়।" (ইবনে মাজা শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-১৭, হাদীস নং-৩২৭৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

رُوحِ ایماں مغزِ قرآں جانِ دین

ہَست حُبِّ رحمةٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ

রূহে ঈমাঁ মগজে কুরআঁ জান দী,
হাস্তে হুব্বে রহমাতুল্লিল আলামীন।

বেশী বেশী ইনফিরাদী কৌশিশ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো? বিখ্যাত সাহাবী ও মুসলমানদের সর্দার সায়্যিদুনা মা'কিল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সুন্নাতকে কিরূপ ভালবাসতেন। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ অনারবীদের ইশারা করাকে সামান্য পরিমাণ পরওয়া করলেন না এবং স্বাভাবিকভাবে সুন্নাতের উপর আমল চালু রাখলেন। আর আজ অনেক মূর্খ মুসলমান এমনই রয়েছে যে, "আধুনিক পরিবেশে" দাড়ি মুবারাক এর ন্যায় মহান সুন্নাত পরিত্যাগকে আল্লাহরই পানাহ! "দূরদর্শিতা" মনে করে। সত্যিকারের দূরদর্শিতা এটাই যে, হাজারো খারাপ পরিবেশ হোক, বিরোধী ব্যক্তিদের জোর হোক, বদ মযহাবের শোর হোক, যা কিছুই হোক না কেন আপনি দাড়ি শরীফ, ইমামায়ে পাক (পাগড়ী) ও সুন্নাতে ভরা সাদা পোষাকে থাকুন। মানুষের সংশোধনের জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ করতে থাকুন। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতের আলো একটি থেকে আর একটি জ্বলতে থাকবে, সত্যের উন্নতি হবে, শয়তান অপদস্ত হবে, চারিদিকে সুন্নাতের আলো চমকাবে। প্রত্যেক আশিক, প্রিয় মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমিক হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের আলোতে ছেয়ে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

خاک سورج سے اندھیروں کا اِزالہ ہوگا
آپ آئیں تو مِرے گھر میں اُجالا ہوگا
ہوگا سَیراب سرِ کوثر و تسنیم وُہی
جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا

খাক সূরুজ ছে আন্ধীহিরো কা ইজালা হোগা,
আ-প আয়ে তো মেরে ঘর মে উজালা হোগা।
হোগা সায়রাব ছরে কাউছার ও তাসনীম উহী,
জিছকে হাতো মে মদীনে কা পিয়ালা হোগা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !   صلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

ইনফিরাদী কৌশিশের এক মাদানী বাহার দেখুন

দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মাদীনা (বাবুল মাদীনা করাচী) থেকে আশিকানে রসূলের ৯২ দিনের এক মাদানী কাফিলা কলম্বোতে সফররত ছিল। যেদিন "এরো" জেলায় ৩০ দিনের জন্য মাদানী কাফিলা সফরে রওয়ানা হবে, সে সময় এক ইসলামী ভাই এক অমুসলিম যুবককে আমীরে কাফিলার নিকট আনলেন। আমীরে কাফিলা সরকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান চরিত্র, ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে বেশ কিছু সুগন্ধিময় মাদানী ফুল পেশ করে তাকে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করলেন। এতে তিনি কিছু প্রশ্ন করলেন যেগুলোর জবাব দেয়া হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কম বেশি এক ঘন্টার ইনফিরাদী কৌশিশের পর ঐ অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

کافِر آجائیں گے راہِ حق پائیں گے
اِن شاءَ اللہ ' چلیں قافِلے میں چلو
کُفر کا سر جُھکے دیں کا ڈنکا بجے
اِن شاءَ اللہ ' چلیں قافِلے میں چلو

কাফির আ-যায়ে গে রাহে হক পা-য়ে গে,
ইনশাআল্লাহ চলে কাফিলে মে চলো।
কুফর কা ছর ঝুকে দ্বী-কা ঢংকা বাজে,
ইনশা আল্লাহ, চলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب !　　صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

সন্তানকে কম বিবেক বুদ্ধি হওয়া থেকে রক্ষা করার উপায়

আল্লাহর হাবীব, হাবীবে লবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি দস্তরখানা থেকে খাবারের পতিত টুকরো (অংশ) তুলে নিয়ে খাবে সে প্রাচুর্য্যময় জীবন-যাপন করবে এবং তার সন্তান ও সন্তানের সন্তানেরা কম বিবেকবান (অল্প মেধা সম্পন্ন) হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে।"

(কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১১১, হাদীস নং-৪০৮১৫)

দারিদ্র্যতার প্রতিকার

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা হুদরা বিন খালিদকে رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বাগদাদের খলীফা মামুনুর রশীদ নিজের ঘরে দা'ওয়াত করলেন। খাওয়া শেষে খাবারের যেসব দানা ইত্যাদি পড়ে গিয়েছিল, সম্মানিত মুহাদ্দিস বেছে বেছে তা খেতে লাগলেন। মামুন আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "হে শায়খ! এখনো আপনার পেট ভরেনি? বললেন, কেন ভরবে না!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

আসল কথা হচ্ছে যে, আমার কাছে হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ বিন সালামা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন, "যে ব্যক্তি দস্তরখানায় পতিত টুকরোগুলো বেছে বেছে খাবে সে দারিদ্র্যতার ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে যাবে।"
আমি এ হাদীসে মুবারাকার উপর আমল করছি। এ কথা শুনে খলীফা মামুন সীমাহীন প্রভাবিত হলেন ও নিজের এক খাদিমকে ইশারা করলে সে এক হাজার দীনার রুমালে বেঁধে নিয়ে আসল। মামুন তা হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর সামনে উপহার স্বরূপ পেশ করলেন। হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ হাদীসে মুবারাকার উপর আমলের বরকত হাতোহাত (সাথে সাথে) প্রকাশ পেয়ে গেল।

(সামরাতুল আওরাক, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-৮)

লজ্জায় সুন্নাত ত্যাগ করো না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی সুন্নাতের উপর আমল করার ব্যাপারে দুনিয়ার বড় থেকে বড় সর্দার এমনকি বাদশাদের পর্যন্ত পরওয়া করতেন না। এ ঘটনা থেকে আমাদের ঐ সকল ইসলামী ভাইদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা মানুষের খেয়ালের কারণে পানাহারের সুন্নতগুলো বর্জন করে দেন। এছাড়া দাড়ি শরীফ ও ইমামা মুবারকের সম্মানের তাজকে মাথায় সাজানো থেকে পাশ কেটে চলেন। নিশ্চয় সুন্নাতের উপর আমল করা উভয় জগতে সৌভাগ্যের মাধ্যম। অনেক সময় দুনিয়াতে সরাসরি এর বরকত প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه শাহী দরবারে সুন্নাতের উপর আমল করার বরকতে এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেয়ে গেলেন ও তিনি সম্পদশালী হয়ে গেলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

جو اپنے دل کے گلدستے میں سنّت کو سجاتے ہیں
وہ بے شک رحمتیں دونوں جہاں میں حق عَزَّوَجَلَّ سے پاتے ہیں

জু আপনে দিলকে গুলদাস্তে মে সুন্নাত কো সাজাতে হে,
উও বে-শক রহমতে দো-নো জাহা মে হক ছে পাতে হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে রুজীর মধ্যে বরকতের অনেক কারণ রয়েছে অনুরূপভাবে রুযীতে সংকীর্ণতারও বহু কারণ রয়েছে। যদি এগুলো হতে বাঁচা যায় তবে اِنْ شَآءَاللهُ عَزَّوَجَلَّ বরকতই বরকত দেখতে পাবেন। আপনাদের অবগতির জন্য দারিদ্র্যতার ৪৪টি কারণ আরয করছি।

দারিদ্র্যতার ৪৪টি কারণ

(১) হাত না ধুয়ে খাবার খাওয়া (২) খালি মাথায় খাওয়া (৩) অন্ধকারে খাওয়া (৪) দরজায় বসে পানাহার করা (৫) মৃত ব্যক্তির কাছে বসে খাওয়া (৬) জানাবাত (অর্থাৎ- সহবাস বা স্বপ্ন দোষের পর গোসলের পূর্বে) খাবার খাওয়া (৭) (পাত্র থেকে) খাওয়ার জন্য বের করা খাবার খেতে দেরী করা (৮) খাটে/বিছানায় দস্তর খানা বিছানো ব্যতীত খাওয়া (৯) খাটে নিজে মাথার দিকে বসা ও খাবার বিছানায় পা রাখার দিকে রাখা (১০) দাঁত দিয়ে রুটি ছেড়া (বারগার ইত্যাদি আহারকারীও সতর্কতা অবলম্বন করুন) (১১) কাঁচের বা মাটির ভাঙ্গা পাত্র ব্যবহার করা যদিও তা দিয়ে পানি পান করা হয়। (বাসন বা কাপের ভাঙ্গা অংশের দিক দিয়ে পানি, চা ইত্যাদি পান করা মাকরূহ। মাটির ফাটল ধরা বা এমন বাসন যেসবের ভেতরের অংশ থেকে সামান্য পরিমাণ মাটি উঠে গেছে তা দিয়ে খাবার খাবেন না, কারণ কাদা ময়লা ও জীবানু পেটে গিয়ে রোগ সৃষ্টির কারণ হতে পারে) (১২) খাওয়ার বাসন পরিস্কার না করা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

(১৩) যে বাসনে খাওয়া হয়েছে তাতেই হাত ধোয়া (১৪) খিলাল করার সময় খাদ্যের যেসব অংশ বের হয় তা পুনরায় মুখে দেয়া (১৫) পানাহারের পাত্র খোলাবস্থায় রেখে দেয়া। পানাহারের পাত্র بِسْمِ اللّٰهِ বলে ঢেকে রাখা উচিত। কারণ বালা-মুসিবত (সেগুলোর উপর) অবতীর্ণ হয় ও তা নষ্ট করে দেয় অতঃপর ঐ খাদ্য ও পানীয় রোগব্যাধি আনে (১৬) রুটিকে যেখানে সেখানে রাখা, যাতে বেআদবী হয় ও পায়ে লাগে। (সুন্নী বেহেস্তী যেওয়ার, ৫৯৫-৬০১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুরহানুদ্দিন যারনূজী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه দারিদ্র্যতার যেসব কারণ বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে এগুলোও রয়েছে (১৭) অধিক ঘুমানোর অভ্যাস (এতে মূর্খতারও সৃষ্টি হয়) (১৮) উলঙ্গ হয়ে শোয়া (১৯) নির্লজ্জভাবে পেশাব করা (মানুষের সামনে সাধারণ রাস্তাঘাটে সংকোচহীনভাবে পেশাবকারীরা মনোযোগ দিন!) (২০) দস্তরখানায় পতিত দানা ও খানার অংশ ইত্যাদি উঠিয়ে নেয়াতে অবহেলা করা (২১) পিঁয়াজ ও রসুনের ছিলকা (চামড়া) জ্বালানো (২২) ঘর কাপড় দিয়ে ঝাড়ু দেয়া (২৩) রাতে ঝাড়ু দেয়া (২৪) আবর্জনা ঘরেই রেখে দেয়া (২৫) মাশায়িখের (বুযুর্গদের) আগে আগে পথ চলা (২৬) মাতা-পিতাকে নাম ধরে ডাকা (২৭) হাত কাঁদা বা মাটি দিয়ে ধৌত করা (২৮) দরজার এক অংশের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো (২৯) টয়লেটে অযূ করা (৩০) শরীরের উপরেই কাপড় ইত্যাদি সেলাই করা (৩১) পোষাক দিয়ে মুখ শুকানো (অর্থাৎ শরীরে পরিহিত কাপড় দিয়ে মুখ মুছা) (৩২) ঘরে মাকড়শার জাল লাগাবস্থায় থাকতে দেয়া (৩৩) নামাযে অবহেলা করা (৩৪) ফজরের নামাযের পর মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়া (৩৫) ভোরে বাজারে যাওয়া (৩৬) বাজার থেকে দেরী করে আসা (৩৭) নিজের সন্তানকে বদ দু'আ দেয়া (প্রায় মহিলারা কথায় কথায় নিজের বাচ্চাদের বদ দু'আ করে থাকেন আর পরে দারিদ্র্যতার কারণে কান্নাও করেন!) (৩৮) গুনাহ্ করা বিশেষতঃ মিথ্যা বলা (৩৯) চেরাগ ফুঁক দিয়ে নিভানো (৪০) ভাঙ্গা চিরুনী ব্যবহার করা (৪১) মাতা-পিতার জন্য কল্যাণের দুআ না করা (৪২) ইমামা (পাগড়ী) বসে বাঁধা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

(৪৩) পায়জামা বা সেলোয়ার (প্যান্ট) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিধান করা (৪৪) নেক আমলে দেরী করা বা ছলচাতুরী করা।

(তা'লীমুল মুতাআল্লিমি তারীকুত তাআল্লুম, ৭৩, ৭৬, বাবুল মদীনা করাচী)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

পতিত রুটি খাওয়ার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রহমত অনেক বড়। অনেক সময় দেখতে আমল অনেক ছোট হয় কিন্তু সেটার ফযীলত অনেক বেশি হয়ে থাকে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন উম্মে হারাম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, দু'জাহানের সুলতান, সরওয়ারে যীশান, মাহবুবে রহমান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতাপূর্ণ বাণী হচ্ছে, “রুটির সম্মান করো, কারণ তা আসমান ও যমীনের বরকতের অংশ। যে ব্যক্তি দস্তরখানা থেকে পতিত রুটি খেয়ে নেবে তার ক্ষমা হয়ে যাবে।” (আল জামিউস সাগীর, পৃষ্ঠা-৮৮, হাদীস নং-১৪২৬)

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হায়! এমন যদি হত আমরা সামান্য সঙ্কোচবোধ দূর করে দিয়ে দস্তরখানায় পতিত রুটি ও ভাতের দানা ইত্যাদি তুলে নিয়ে খেয়ে নিতাম এবং ক্ষমা লাভের অধিকারী হয়ে যেতাম।

طالبِ مغفرت ہوں یا اللہ
بخش دے بہرِ مصطفےٰ یا ربّ!

তালিবে মাগফিরাত হো ইয়া আল্লাহ্,
বখ্‌শ দে বেহ্‌রে মুস্তফা ইয়া রব!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

রুটির টুকরোর ঘটনা

একদা সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا যমীনে রুটির টুকরো পড়া অবস্থায় দেখলেন তখন গোলামকে বললেন, এটা পরিস্কার করে রেখে দাও। যখন গোলাম থেকে সন্ধ্যায় ইফতারের সময় ঐ টুকরো চাইলেন, সে আরয করল, তাতো আমি খেয়ে ফেলেছি। বললেন, যা তুই আযাদ (মুক্ত)। কারণ আমি তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছি, যে রুটির পতিত টুকরো তুলে নিয়ে খেয়ে নেয়, তখন (সেটা) তার পেটে পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন।" এখন যে ক্ষমার অধিকারী হয়ে গেল আমি তাকে কিভাবে গোলাম বানিয়ে রাখি? (তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃষ্ঠা-৩৪৮, হাদীস নং-৫১৪)

মাদানী চিন্তাধারা

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আমাদের বুযুর্গদের কিরূপ মাদানী চিন্তাধারা ছিল যে, পতিত রুটি খেয়ে গোলাম ক্ষমার অধিকারী হয়ে যাওয়াতে মুনিবও নিজের গোলামী থেকে মুক্ত করে দিলেন। ইয়া রব্বে মুস্তফা صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাতুফাইলে মুস্তফা صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকেও মাদানী চিন্তাধারা সুন্নতের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা দান করো ও আমাদেরকেও এ তাওফিক দাও যে, যখন যমীনে রুটির টুকরো পতিত অবস্থায় দেখি, তখন সম্মানের সাথে তুলে নিয়ে চুমু দিয়ে পরিস্কার করে খেয়ে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। ইয়া ইলাহী! সুন্নাতের উপর আমলের ব্যাপারে আমাদের সঙ্কোচ বোধ যেন দূর হয়ে যায় এবং আমাদের ক্ষমা করো। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

سُنّتوں سے مجھے مَحبّت دے

میرے مرشد کا واسطہ یارب!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

সুন্নাতু ছে মুঝে মহব্বত দে,
মেরে মুর্শেদ কা ওয়াসেতা ইয়া রব!

দস্তর খানা বাড়াও!

আমাদের বুযুর্গদের অভ্যাস এযে, খাবার শেষ করার পর এরূপ কখনো বলেন না যে, “দস্তরখানা উঠাও” বরং এটা বলেন, “দস্তরখানা বাড়াও” বা “খানা বাড়াও”। এরূপ বলাতে পরোক্ষভাবে দস্তরখানা প্রসার, খানা বৃদ্ধি বরকত, প্রাচুর্য্য ও বিস্তৃতিরই দু'আ হয়ে থাকে। (সুন্নী বেহেস্তী যেওয়ার, পৃষ্ঠা-৫৬৬ থেকে সংকলিত)

যখন আমি “ভয়ানক উট” নামক রিসালা পড়লাম...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উভয় জগতের বরকত লাভের জন্য কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। দা'ওয়াতে ইসলামীর বরকতের কথা কী বলব! কলিকাতা ভারতের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ আরয করছি। তিনি বলেন, আমি সুন্নাতে ভরা জীবন থেকে অনেক দূরে একটি ফ্যাশন পাগল যুবক ছিলাম।

এক রাতে ঘরে ফেরার সময় মাঝ পথে সবুজ পাগড়ীর (ইমামা) বাহার দৃষ্টিগোচর হলো। নিকটে গিয়ে জানতে পারলাম যে, বোম্বাই থেকে দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রসূলের মাদানী কাফিলা এসেছে, তাই এখানে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমার মনে হলো যে, এসব মানুষ দীর্ঘ পথ সফর করে আমাদের শহর কলিকাতায় এসেছেন, তাদের কথা শুনা উচিত। সুতরাং আমি ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করলাম। ইজতিমা শেষে তারা মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত রিসালা বন্টন শুরু করলেন। সৌভাগ্যক্রমে একটি রিসালা আমার হাতেও পৌঁছে গেল। সেটার উপর লেখা ছিল ভয়ানক উট। সবশেষে আমি ঘরে আসলাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আগামীকাল পড়ব এ মানসিকতায় রিসালাটি রেখে দিলাম ও শোয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ঘুমের পূর্বে এমনিতেই যখন রিসালার পাতা উল্টালাম তখন আমার দৃষ্টি এ লাইনের উপর পড়ল, শয়তান লক্ষ অলসতা প্রদান করবে, তবুও আপনি এ রিসালা অবশ্যই পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার মধ্যে মাদানী পরিবর্তন দেখতে পাবেন। এ বাক্যটি আমার ভিতর খুব গভীরভাবে রেখাপাত করল। আমি ভাবলাম, সত্যিই শয়তান আমাকে এ রিসালা কিভাবে পড়তে দেবে, কালকে কে দেখবে! নেকীতে দেরী করা উচিত নয়, এটা এ মুহূর্তে পড়ে নেয়া উচিত। এ কথা ভেবে আমি পড়া শুরু করলাম। ঐ পাক পরওয়ারদিগারের শপথ, যাঁর মহান দরবারে হাযির হয়ে কিয়ামতের দিন হিসাব দিতে হবে! যখন আমি ভয়ানক উট রিসালাটি পড়লাম, তখন তাতে দুষ্ট কাফিরদের কাছ থেকে সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর চালানো যুলম নিপীড়নের বেদনাদায়ক বর্ণনা পাঠ করে আমি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলাম। আমার ঘুম দূর হয়ে গেল। দীর্ঘক্ষণ ধরে আমি কাঁদতে থাকি। রাতের মধ্যেই আমি সংকল্প করলাম যে, সকালে হাতোহাত মাদানী কাফিলাতে সফর করব।

যখন সকালে মা-বাবার নিকট আরয করলাম তখন তারা খুশীমনে অনুমতি দিয়ে দিলেন আর আমি তিন দিনের জন্য আশিকানে রসূলের সাথে মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলাম। কাফিলা ওয়ালারা আমাকে বদলে দিয়ে কি থেকে কি বানিয়ে দিলেন! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি নামাযী হয়ে ফিরলাম। সবুজ ইমামা (পাগড়ী) শরীফের তাজ দ্বারা সবুজ হয়ে গেলাম। শরীর মাদানী পোষাকে সজ্জিত হয়ে গেল। আমার মা যখন আমাকে পরিবর্তন হতে দেখলেন তখন সীমাহীন খুশী হলেন ও খুব দু'আ করলেন। আত্মীয়স্বজন সবাই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি তেহসীল মুশাওয়ারাতের খাদিম (নিগরান) হিসাবে যথাসাধ্য সুন্নাত প্রসারের সৌভাগ্য অর্জন করছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

عاشِقانِ رسول لائے جنّت کے پھول
آؤ لینے چلیں قافلے میں چلو
بھاگتے ہیں کہاں آبھی جائیں یہاں
پائیں گے جنتیں قافلے میں چلو

আশিকানে রসূল লায়ে জান্নাতকে ফুল,
আ-ও লেনে চলে কাফিলে মে চলো।
ভাগ্-তে হে কাহা আ-ভী যায়ে ইহা,
পা-য়ে গে জান্নাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

রিসালা বন্টন করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ একজন বেনামাযী মডার্ণ যুবককে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে। এটাও জানা গেল যে, মাকতাবাতুল মদীনার পক্ষ থেকে মুদ্রিত সুন্নাতে ভরা রিসালা বন্টন করার অনেক ফায়দা রয়েছে।

ঐ মডার্ণ যুবক ভয়ানক উট নামক রিসালাটি পড়ে ছটফট করে সাথে সাথে মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেল আর তার মাথা সবুজ শ্যামল হয়ে গেল। তাই নিজের আত্মীয় স্বজনের ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে, ওরশ ও সমাবেশ, বিবাহ ও শোকের অনুষ্ঠান, জানাযা ও বরযাত্রী এবং মীলাদের জুলুসে সুন্নাতে ভরা রিসালা সমূহ ও রং বেরংয়ের আলাদা আলাদা মাদানী ফুলের লিফলেট মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সুলভ মূল্যে ক্রয় করে প্রচুর পরিমাণে বন্টন করুন। বিয়ের কার্ডেও একটি করে রিসালা গেঁথে দিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।”

যদি আপনার প্রদানকৃত রিসালা বা লিফলেট পড়ে কারো হৃদয়ে পরিবর্তন এসে যায় আর সে নামাযী ও সুন্নত পালনে অভ্যস্ত হয়ে যায় তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনারও উভয় জগতে সফলতা অর্জিত হবে।

ہر مہینے جو کوئی بارہ رِسالے بانٹ دے
ان شاء اللہ دو جہاں میں اُس کا بیڑا پار ہے

হার মাহিনে জু কুয়ি বারা রিসালা বা-ট দে,
ইনশা আল্লাহ দো-জাহা মে উছকা বে-ড়া পার হায়।

আঙ্গুল চাটা সুন্নাত

হযরত সায়্যিদুনা আমির বিন রবীয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিন আঙ্গুল দ্বারা খাবার খেতেন ও যখন (তা থেকে) অবসর হতেন তখন সেগুলো চেটে নিতেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-২৩, হাদীস নং-৭৯২৩)

খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে তা অজানা

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, “তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুলগুলো ও থালা চাটার নির্দেশ দিয়েছেন ও বলেছেন, “তোমাদের জানা নেই যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।”

(সহীহ্ মুসলিম, পৃষ্ঠা-১১২২, হাদীস নং-২০২৩)

খাবারের বরকত লাভের নিয়ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস শত কোটি আফসোস! আজকাল মুসলমানদের খাওয়ার ধরণ দেখে এরূপ মনে হয় যে, অনেক কম সংখ্যক সৌভাগ্যবানই এমন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

রয়েছেন, যারা সুন্নাত অনুসারে খাবার খান ও সেটার বরকত লাভ করেন। বর্ণনাকৃত হাদিসে মুবারকে বলা হয়েছে, "তোমাদের জানা নেই যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।" সুতরাং আমাদের চেষ্টা করা উচিত যে, খাবারের এক বিন্দুও যেন নষ্ট না হয়। হাড্ডি ইত্যাদি এতটুকু চেটে চুষে নেয়া উচিত যে, খাবারের এক বিন্দুও যেন নষ্ট না হয়। হাড্ডি ইত্যাদি এতটুকু চেটে চুষে নেয়া উচিত যে, তাতে যেন গোস্তের কোন অংশ ও কোন ধরণের খাদ্যের চিহ্ন বাকী না থাকে। প্রয়োজনবশতঃ বাসনে হাড্ডিকে ঝেড়ে নিন, যাতে কোন দানা ইত্যাদি আটকে থাকলে বেরিয়ে আসে ও খেয়ে নেয়া সম্ভব হয়। যদি সম্ভব হয় তবে খাবারের সাথে রান্নাকৃত গরম মসল্লা যথা-এলাচী, কালো মরিচ, লবঙ্গ, দারু চিনি ইত্যাদিও খেয়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ উপকারই হবে। যদি খাওয়া সম্ভব না হয় তবুও কোন গুনাহ্ নেই। বিরিয়ানী ইত্যাদি থেকে কাঁচা মরিচ বের করে ফেলে দেয়ার পরিবর্তে সম্ভব হলে খাওয়া শুরু করার পূর্বেই সেগুলো বেছে নিয়ে সংরক্ষণ করে রাখুন এবং পরে কোন খাবারে পিষে দিয়ে দিন। অনেকে মাছের চামড়াও ফেলে দেন এটাও খেয়ে নেয়া উচিত। মোটকথা, খাদ্যের সকল অংশের প্রতি লক্ষ্য রেখে সেটার প্রতিটি অক্ষতিকারক বস্তু খেয়ে নেয়া উচিত। এছাড়া আঙ্গুলগুলো ও বাসন এমনভাবে চাটুন যাতে তাতে খাবারের অংশ অবশিষ্ট না থাকে।

আঙ্গুলগুলো চাটার নিয়ম

হযরত সায়্যিদুনা কাব বিন উ'জরা رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, আমি মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বৃদ্ধাঙ্গুল, শাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যম আঙ্গুল একত্র করে তিন আঙ্গুলে খেতে দেখেছি। অতঃপর আমি দেখলাম যে, মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেগুলো মুছে নেয়ার পূর্বে চেটে নিলেন, সর্বপ্রথম মধ্যম অতঃপর শাহাদাতের ও এরপর বৃদ্ধাঙ্গুল শরীফ চাটলেন। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-২৯, হাদীস নং-৭৯৪১)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

আঙ্গুলগুলো তিনবার চাটা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আঙ্গুলগুলো তিনবার করে চাটা সুন্নাত। যদি তিনবারের পরও আঙ্গুলগুলোতে খাবার লেগে থাকতে দেখা যায় তবে এর চেয়ে বেশিবার চেটে নিন। শেষ পর্যন্ত যাতে খাদ্যের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর না হয় । শামায়িল তিরমিযীতে রয়েছে তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (খাওয়ার পরে) নিজ আঙ্গুল গুলো তিন তিন বার করে চাটতেন।

(শামায়িলে তিরমিযী, পৃ:৬১, হাদীস নং : ১৩৮)

বরতন চাটা সুন্নাত

তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় বাণী হচ্ছে, যে ব্যক্তি রেকাবী (থালা) ও নিজ আঙ্গুলগুলোকে চেটে নেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে পরিতৃপ্ত রাখেন।

(তাবরানী কবীর, খন্ড:১৮, পৃ:২৬১, হাদীস নং:৬৫৩)

শেষে বরকত বেশী হয়ে থাকে

সরকারে নামদার, মদীনার তাজদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "খাবারের থালা ততক্ষণ না উঠানো চাই, যতক্ষণ আহারকারী সেটা চেটে না নেয় অথবা অন্য কারো দ্বারা চাটিয়ে না নেয়। কারণ "খাওয়ার শেষে বরকত (অধিক) হয়ে থাকে।" (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫তম, পৃ-১১১)

থালা ক্ষমার দু'আ করে

হযরত নুবাইশা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন যে, মক্কী মাদানী সারকার, মাহবুবে রহমান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে খাওয়ার পর থালা চেটে নেবে, ঐ থালা তার জন্য ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করবে।"

(ইবনে মাজাহ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৪, হাদীস নং-৩২৭১)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, ঐ থালা বলে, "হে আল্লাহ্! একে জাহান্নাম থেকে নিরাপদে রাখুন, যেভাবে সে আমাকে শয়তান থেকে নিরাপদে রেখেছে।"

(কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫তম, পৃ-১১১, হাদীস নং-৪০৮২২)

বিখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, " খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ, মিশ্রিত থালা পরিস্কার করা ব্যতীত রেখে দিলে তা শয়তান চাটে।" (মিরাত-৩, খন্ড-৬, পৃ-৫২)

থালা চাটার হিকমত

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "থালা চেটে খাওয়া, খাওয়ার আদব, এটাকে (থালাকে) বরবাদ হওয়া থেকে রক্ষা করা। থালা ঐ অবস্থায় রেখে দেয়াতে তার উপর মাছি বসে। থালাতে লেগে থাকা খাদ্য কণা আল্লাহরই পানাহ! নালা, আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়, এর ফলে সেটার প্রতি ভীষণ বেআদবী হয়ে থাকে। যদি এক ওয়াক্তে প্রত্যেকে কয়েকটি করে দানাও থালার মধ্যে রেখে দিয়ে নষ্ট করে তাহলে প্রতিদিন কত মণ খাবার বরবাদ হবে! মোটকথা, থালা চেটে নেয়ার মধ্যে অনেক হিকমত নিহিত রয়েছে।" (মিরাত-৩, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-৩৮)

ঈমান তাজাকারী বাণী

মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "পেয়ালা চেটে নেয়া আমার নিকট এর চেয়ে অধিক প্রিয় যে, পেয়ালা পরিমাণ খাবার সদকা (দান) করব।" (অর্থাৎ চাটার মধ্যে যেহেতু বিনয়তা রয়েছে সুতরাং সেটার সাওয়াব ঐ সদকার সাওয়াব থেকেও বেশি)।

(কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫তম, পৃ-১১১, হাদীস নং-৪০৮২১)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

সুন্নাতের বরকত

প্রিয় মাদানী আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে রিকাবী (থালা) ও নিজের আঙ্গুলগুলো চাটে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার পেট পূর্ণ করে।" (অর্থাৎ- দুনিয়াতে দরিদ্রতা থেকে রক্ষা পাবে, কিয়ামতের ক্ষুধা থেকে নিরাপদ থাকবে, দোযখ থেকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। কেননা দোযখে কারো পেট ভরবে না।) (তাবরানী কাবীর, খন্ড-১৮তম, পৃ-২৬১, হাদীস নং-৬৫৩)

একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "যে খাবারের থালা চেটে নেয় ও ধুয়ে সেটার পানি পান করে নেয়, সে একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব লাভ করে।" (ইহইয়াউল উলূমুদ্দীন, খন্ড-২য়, পৃ-৭)

ধুয়ে পান করার নিয়ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুধুমাত্র খাবারের থালাকেই চাটা যথেষ্ট নয়। যখনই কোন পেয়ালা বা গ্লাস ইত্যাদিতে চা, দুধ, লাচ্ছি, ফলের রস (JUICE) ইত্যাদি ব্যবহার করেন, সেগুলোকেও চেটে নিন ও ধুয়ে পান করে নিন। অনুরূপভাবে তরকারী কিংবা অন্য কোন খাদ্যের সম্মিলিত পেয়ালা, কড়াই অথবা ডেক্সি খালি হয় বা তাতে সামান্য পরিমাণই খাদ্য অবশিষ্ট থেকে গেলে তবে সেটা ও (তরকারী) বের করার চামচকেও সম্ভব হলে পরিস্কার করে নিন। প্রায়ই ডেক, ডেক্সি ও বড় পাত্রের ভেতর কিছু না কিছু খাদ্য থেকে যায়, যা নষ্ট করে ফেলা হয়। এরূপ হওয়া উচিত নয়। যতটুকু সম্ভব সেটা থেকে সম্পূর্ণ খাবার বের করে নিন। একটি দানাও নষ্ট হতে দেবেন না। এমনও হতে পারে যে, সেটা ধুয়ে পানি জমা করে ফ্রিজে রেখে দিয়ে রান্নায় ব্যবহার করুন। তবে এসব কিছু আল্লাহ তাআলার তওফীকে সম্ভব পর হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

এটাও মনে রাখবেন যে, থালা বা গ্লাস ইত্যাদি চাটা বা ধোয়াতে এ সতর্কতা জরুরী যে, তাতে যেন সম্পূর্ণ খাবার শেষ হয়ে যায়। যদি থালার মধ্যে খাদ্য কণা লেগে থাকে তবে এটা ধোয়া বলা হবে না। এটা অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, একবার ধোয়ে পান করাতে প্রায়ই থালা পরিস্কার হয় না সুতরাং দুই বা তিনবার পানি ঢেলে ভালভাবে উপরের কিনারাসহ চতুর্দিকে আঙ্গুল ঘুরিয়ে ধুয়ে পান করাটা উত্তম।

ধুয়ে পান করার পর অবশিষ্ট ফোঁটা

ধুয়ে পান করার পরও থালা কিংবা পেয়ালা ইত্যাদিতে কয়েক ফোঁটা পানি থেকে যায় সুতরাং আঙ্গুল দিয়ে জমা করে পান করে নিন। পানি বা পানীয় দ্রব্য পান করে গ্লাস বা বোতল বাহ্যিকভাবে খালি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কিছুক্ষণ পরে দেখা হলে তখন দেখা যাবে সেটার চতুর্দিক থেকে নেমে তলায় কয়েক ফোঁটা জমা হয়েছে, এগুলোও পান করে নিন। কারণ হাদীসে পাকে রয়েছে, "তোমরা জাননা যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।" হায়! এমন যদি হত, এভাবে ধুয়ে পান করা নসীব হতো যে, খানার ঐ পাত্র, লাচ্ছির গ্লাস বা চায়ের পেয়ালা (কাপ) ইত্যাদি এমন হয়ে যেত, যেন বুঝা না যায় যে, এটাতে এইমাত্র কিছু খাওয়া হয়েছে কিংবা শরবত ইত্যাদি পান করা হয়েছে!

চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে পাত্র ধুয়ে পান করার উপকারীতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ কোন সুন্নাত হিকমত থেকে খালি নয়। আধুনিক বিজ্ঞানও আজ স্বীকার করছে যে, ভিটামিন বিশেষত: "ভিটামিন বি কমপ্লেক্স" খাবারের উপরিভাগে কম ও পাত্রের তলায় বেশী হয়ে থাকে। এছাড়া খাদ্যে বিদ্যমান খনিজ লবণ শুধুমাত্র তলাতেই থাকে, যা পাত্র চাটাতে ও ধুয়ে পান করাতে অনেক রোগ প্রতিরোধের কারণ হয়ে থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

গুর্দার পাথর কিভাবে বের হলো?

দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে সফর করার বরকতে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ও বিভিন্ন রোগ ব্যাধির প্রতিকার হয়। যেমন এক ইসলামী ভাইয়ের অনেকটা এরকম বর্ণনা হচ্ছে যে, আমাদের ১২ দিনের মাদানী কাফিলা বেলুচিস্থান থেকে ফেরার পথে কোন এক ষ্টেশনে নামল। কাফিলা ওয়ালারা ইনফিরাদী কৌশিশে মশগুল হলেন। এরই মধ্যে সেখানে এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি মাদানী কাফিলার বরকত কুড়ানোর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলতে লাগলেন, আমি গুর্দার পাথরের দরুন ভীষণ কষ্টের মধ্যে ছিলাম। ডাক্তার অপারেশন করতে বলেছিলেন। পথিমধ্যে এক ইসলামী ভাই আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে শান্তনা দিলেন যে, ভয় করবেন না, মাদানী কাফিলাতে সফর করে নিন। সফরে দু‘আ কবুল হয়ে থাকে। আল্লাহ্ আপনার সমস্যা সমাধান করে দেবেন। তার ক্ষমতাপূর্ণ বাচন ভঙ্গি আমার অন্তর জয় করে নিল আর আমি তিন দিনের মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ তিন দিনের মধ্যেই আমার পাথর বের হয়ে গেল। আমি যখন ডাক্তারকে বললাম, তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন, কেননা সম্ভবত আমার পাথর এ ধরনের ছিল যে, অপারেশন ছাড়া ডাক্তারদের নিকট এটার কোন চিকিৎসাই ছিল না।

گرچہ بیماریاں تنگ کریں پتھریاں پاؤ گے صحتیں قافلے میں چلو
گھر میں ناچاقیاں ہوں یا تنگدستیاں پائیں گے برکتیں قافلے میں چلو

গরছে বীমারিয়া তংগ করে পাথ্যরিয়া,
পা-ওগি সিহ্যাতী কাফিলে মে চলো।
ঘর মে না-চা-কিয়া হো ইয়া তঙ্গদাস্তিয়া,
পা-য়েগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

গরম খাবারের নিষেধাজ্ঞা

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, “গরম খাবার ঠান্ডা করে নাও, কারণ গরম খাবারে বরকত হয় না।” (মুসতাদরাক লিল হাকিম, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৩২, হাদীস নং-৭১২৫)

খাবার কতটুকু ঠান্ডা করা যাবে!

হযরত সায়্যিদাতুনা জুয়াইরিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খাবারের ভাপ নিঃশ্বেষ হওয়ার পূর্বে তা খাওয়া অপছন্দ করতেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-৫ম, পৃ-১৩, হাদীস নং-৭৮৮৩)

গরম খাবারের ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাবার ঠান্ডা করে খাওয়া উচিত। তবে এটা জরুরী নয় যে, এতটুকু ঠান্ডা করে নেয়া যে, জমাট বেঁধে স্বাদহীন হয়ে যায়। বরং কিছুটা ঠান্ডা হতে দিন যেন ভাপ উঠা বন্ধ হয়ে যায়। প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه বলেন, “খাবার কিছুটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ও ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা না করা বরকতের কারণ আর এভাবে খাওয়াতে কষ্টও হয় না।” (মিরাত - ৩, খন্ড - ৬ষ্ঠ, পৃ-৫২)

প্রচন্ড গরম খাবার খাওয়াতে কিংবা ভীষণ গরম গরম চা অথবা কফি ইত্যাদি পান করাতে মুখ ও গলায় ফোস্কা, পাকস্থলীর ফোলা ইত্যাদি হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এছাড়া এরপর পরই ঠান্ডা পানি পান করাতে দাঁতের মাড়ি ও পাকস্থলীর ক্ষতি সাধন করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

খাবারে মাছি

পানাহারের কোন বস্তুতে কোন মাছি পড়লে তখন ঐ খাবার ফেলে দেয়াটা অপচয় ও গুনাহ্। মাছিকে তাতে ডুবিয়ে বের করে ফেলে দিন ও ঐ খাবার বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করুন। যেমন আল্লাহর হাবীব, হাবীবে লাবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, “যখন খাবারে মাছি পতিত হয়, তখন সেটাকে ডুবিয়ে দাও (ও ফেলে দাও) কারণ সেটার এক ডানায় শেফা ও অন্যটাতে রোগ রয়েছে। খাবারে পড়ার (বসার) সময় সে প্রথমে রোগওয়ালা ডানাটি রাখে। তাই সম্পূর্ণ (মাছি) টিকেই ডুবিয়ে দাও।”

(আবু দাউদ শরীফ, খন্ড-৩য়, পৃ-৫১১, হাদীস নং-৩৮৪৪)

বিজ্ঞানের স্বীকারোক্তি

প্রিয় মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টির প্রতি জান কুরবান! আমাদের প্রিয় প্রিয় আকা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যা পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছিলেন এখন বিজ্ঞানও সেটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। যেমন বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে, মাছির এক ডানায় বিপদজনক ভাইরাস (VIRUS) ও অন্যটায় ভাইরাস প্রতিরোধক (ANTIVIRUS) জীবানু থাকে। মাছি যখন কোন খাদ্য অথবা পানীয় অর্থাৎ চা, দুধ বা পানি ইত্যাদিতে পড়ে তখন ভাইরাসযুক্ত ডানা প্রথমে ফেলে, যার দরুন খাদ্যে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে আর আহারকারী রোগ ব্যাধির শিকার হতে পারেন। যদি এখন মাছি ডুবিয়ে দেন তবে অন্য ডানার প্রতিরোধক ভাইরাস জীবানু ঐ বিপদজনক জীবানুকে ধ্বংস করে ফেলে আর তাতে খাবার ভাইরাস মুক্ত হয়ে যায়।

গোস্ত ছিঁড়ে খাও

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বর্ণনা করেন যে, নবীদের তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

হচ্ছে, “গোস্ত (খাওয়ার সময়) ছুরি দিয়ে কেটোনা, কারণ এটা অনারবীদের নিয়ম আর গোস্ত দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাও, কারণ এটা (এরূপ করে খাওয়াটা) অধিক মজাদার ও সুস্বাদু।” (আবু দাউদ শরীফ, খন্ড-৩য়, পৃ-৫১১, হাদীস নং-৩৮৪৪)

যদি গোস্তের বড় টুকরা যথা ভুনাকৃত রান ইত্যাদি হয় তবে প্রয়োজনবশতঃ ছুরি দিয়ে কেটে নেয়াতে অসুবিধা নেই।

মুরগীর রানের কালো রেখাগুলো বের করে ফেলুন

সরকারে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর বিশ্লেষণ (গবেষণা) অনুযায়ী জবাইকৃত পশুর ২২টি বস্তু এমন রয়েছে, যা খাওয়া হারাম। সেসবের মধ্যে হারাম মগজ অন্ত র্ভূক্ত, যা সাদা রেখার ন্যায় হয়ে থাকে। আর তা মগজ থেকে শুরু হয়ে গর্দান অতিক্রম করে সম্পূর্ণ মেরুদন্ডের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়া গর্দানের উভয় পার্শ্বে হলুদ রংয়ের দুটো মজবুত পাট্টা কাঁধ পর্যন্ত টানা থাকে এটা খুবই শক্ত হয়ে থাকে। সহজে গলে না। এগুলো ও শরীরের গ্রন্থি বা রগ খাওয়াও হারাম। জবাইকৃত পশুর গোস্তের ভেতর যে রক্ত থেকে যায় তা যদিও পবিত্র কিন্তু ঐ রক্ত খাওয়া হারাম। সুতরাং গোস্তের ঐ অংশ যাতে প্রায়ই রক্ত থেকে যায় সেগুলো ভালভাবে দেখে নিন। যেমন মুরগীর রান্নাকৃত গোস্তের মধ্যে ঘাড়, ডানা ও রান ইত্যাদির ভেতর থেকে কালো রেখাগুলো বের করে নিন। কারণ এগুলো রক্তের রগ। রক্ত রান্না হওয়ার পর কালো হয়ে যায়। মুরগীর ঘাড়ের পাট্টা ও হারাম মগজও খাবেন না।

১২ বছর আগে হারানো ভাই মিলে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলা সমূহে আশিকানে রসূলের সাথে সফর করতে থাকুন। ইলমে দ্বীন অর্জনের সাথে সাথে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ দুনিয়াবী সমস্যাবলীও সমাধান হতে থাকবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

যেমন দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মাদানী কাফিলা সবুজপুর, হরীপুর, সারহদে সুন্নাতে ভরা সফররত অবস্থায় ছিল। এতে এক ইসলামী ভাই বলেছেন যে, আমার বড় ভাইজান রোজগারের উদ্দেশ্যে বিদেশ গিয়েছিলেন। আজ ১২ বৎসর হয়ে গেল তার কোন খোঁজখবর নেই। তার তিন সন্তান ও তাদের মায়ের ব্যয়ভার আমাদের ঘাড়ে ছিল আর দারিদ্র্য অবস্থা বিরাজ করছিল। আমি আশিকানে রসূলের সাথে দু'আ করার নিয়্যত নিয়ে মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়েছি।

মাদানী কাফিলা শেষ হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পর এক মাদানী মাশওয়রাতে ঐ ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করলেন। তার অনুভুতি দেখার মত ছিল। কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফিলাতে সফরের বরকতে আমাদের প্রতি দয়া হয়ে গেল। ১২ বৎসর যাবৎ হারানো ভাইজানের ফোন এসেছে এবং তিনি আমাদেরকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

جو کہ مفقود ہو وہ بھی موجود ہو
ان شاء اللہ عزوجل، چلیں قافلے میں چلو
دُور ہوں سارے غم ہوگا ربّ عزوجل کا کرم
غم کے مارے سُنیں قافلے میں چلو

জু কে মাফকূদ হো উও ভী মওজুদ হো,
ইনশাআল্লাহ, চলে কাফিলে মে চলো।
দূরহো সা-রে গম হোগা রব কা করম,
গমকে মারে সুনে কাফিলে মে চলে।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

দু'আ কবুল না হওয়ার মধ্যেও হিকমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ এ ধরনের অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে কাফিলাতে সফর করে দু'আকারীদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। অনেক লোক এমন পাবেন যাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। যদি কখনো আপনার দু'আ কবুল হওয়ার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর নাও হয় তবুও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর রাজী থাকুন, কারণ অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে, আমরা যা কিছু চাচ্ছি তা না পাওয়ার মধ্যে আমাদের জন্য কল্যাণ হয়ে থাকে। যেমন আমার আকা আলা হযরত এর সম্মানিত পিতা হযরত আল্লামা মওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه "আহসানুল বি'আ" গ্রন্থে বলেন, "আল্লাহ তাআলার হিকমত হচ্ছে যে, কখনো তুমি মূর্খতার কারণে কোন বস্তু তাঁর নিকট চাও আর তিনি মেহেরবানী করে তোমার দু'আকে এ কারণে কবুল করেন না যে, তোমার জন্য (তা) ক্ষতিকারক। যেমন তুমি সম্পদ প্রত্যাশী, (অথচ) তা পেয়ে গেলে তোমার ঈমানের জন্য ভয় রয়েছে অথবা তুমি সুস্থতা প্রার্থী আর তা আল্লাহর জ্ঞানে (তোমার জন্য আখিরাতের ক্ষতির মাধ্যম) তাই তিনি তোমার দু'আ কবুল করলেন না সুতরাং, এরূপ খন্ডন, কবুলের চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ- এরূপ দু'আ কবুল না হওয়াই তোমার জন্য উপকারী। তুমি এই আয়াতে মুবারকা -

عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হয়।"

(সূরা-বাকারা, আয়াত-২১৬, পারা-২)

এর প্রতি দৃষ্টি দাও এবং এ খন্ডন (অর্থাৎ- দু'আ কবুল না হওয়ার) জন্য শোকর আদায় করো। কখনো দু'য়ার বদলে আখিরাতের সাওয়াব মঞ্জুর হয়ে থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

তুমি দুনিয়ার নিকৃষ্ট সম্পদ প্রত্যাশা করছ আর পরওয়ারদিগার আল্লাহ আখিরাতের উৎকৃষ্ট নে'মতরাজী তোমার জন্য একত্রিত করেন। (তাই এখন তুমিই বল) এটা শোকরের ব্যাপার নাকি অভিযোগের বিষয়।

খিলাল

খাবার খাওয়ার পর কোন কাঠ (শলা) বা খড়খুটো দিয়ে খিলাল করা সুন্নাত। অনেক ইসলামী ভাই খিলালের জন্য ম্যাচের বারুদ উঠিয়ে ফেলে দেন, এরূপ করা উচিত নয়। কারণ এভাবে বারূদ নষ্ট হয়ে থাকে। অন্য কোন শলা দিয়ে খিলাল করে নেয়া চাই। খিলালের গুরুত্ব সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-হযরত সায়্যিদুনা আবূ নহু رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি খাবার খায় (ও দাঁতের মধ্যে কিছু থেকে যায়) তা যদি খিলালের মাধ্যমে বের করে তবে (যেন) ফেলে দেয় আর জিহ্বা দিয়ে বের করলে (যেন) গিলে ফেলে। যে এরকম করল ঠিক করলো আর না করলেও অসুবিধা নেই।"

(আবু দাঊদ শরীফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪৬, হাদীস নং-৩৫)

কিরামান কাতিবীন ও খিলাল বর্জনকারী

হযরত সায়্যিদুনা আবূ আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন যে, হুযূর সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাস্সাম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, "খিলালকারী কতই না উত্তম। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন বস্তুর খিলালকারী? বললেন, ওযুতে খিলালকারী এবং খাওয়ার পর খিলালকারী। ওযুর খিলাল কুলি করা, নাকে পানি দেয়া এবং আঙ্গুলগুলোর মাঝখানে (খিলাল করা) এবং খাবারের খিলাল খাবারের পর করা হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

আর কিরামান কাতিবীন এর জন্য এর চেয়ে অধিক কোন বিষয় কঠিন নয় যে, তাঁরা যে ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছেন, তাকে এ অবস্থায় নামায পড়তে দেখেন যে, তার দাঁতগুলোর মাঝে কোন বস্তু থাকে।"

(তাবরানী কবীর, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৭৭, হাদীস নং- ৪০৬১)

পান আহারকারীরা মনোযোগ দিন!

আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, বেশি পরিমাণে পান খাওয়াতে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা বিশেষতঃ যখন দাঁতগুলোতে ফাঁক থাকে।

অভিজ্ঞতা অনুসারে জানা যায় যে, সুপারীর ক্ষুদ্র অংশ ও পানের প্রচুর ছোট ছোট টুকরা এভাবে মুখের চতুর্পাশ্বে ও কিনারায় অবস্থান করে থাকে (অর্থাৎ- মুখের কোণাগুলোতে ও দাঁতের ফাঁক গুলোতে ঢুকে যায় তখন তিনবার নয় বরং দশবার কুলিও এগুলো পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কারের জন্য যথেষ্ট হয় না। খিলাল ও গুলোকে বের করতে পারে না, মিসওয়াকও না। শুধুমাত্র কুলি ব্যতীত যে, পানি ফাঁকগুলোতে প্রবেশ করিয়ে ঝাঁকুনি (নাড়াচাড়া) দেয়াতে জমে থাকা ক্ষুদ্র অংশগুলোকে ক্রমান্বয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। এটারও কোন সীমা নির্ধারিত হতে পারে না এবং এরূপ পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করার ব্যাপারেও ভীষণ তাগিদ রয়েছে।

বিভিন্ন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে, যখন বান্দা নামাযের জন্য দন্ডায়মান হয়, (তখন) ফিরিশতা তার মুখের উপর নিজের মুখ রাখেন, সে যা পড়ে (তা) তার মুখ থেকে বের হয়ে ফিরিশতার মুখে যায়, ঐ সময় যদি খাদ্যের কোন বস্তু তার দাঁতগুলোতে থাকে, (তখন) ফিরিশতার তা থেকে এরূপ কষ্ট হয় যা, অন্য কোন বস্তু থেকে হয় না।"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

রসূলে আকরাম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ রাতে নামাযের জন্য দাঁড়াও, তবে (তার) উচিত যে, মিসওয়াক করে নেয়া। কেননা যখন সে নিজের নামাযের মধ্যে কিরাত (আদায়) করে, তখন ফিরিশতা নিজের মুখ তার মুখের উপর রাখে এবং যে বস্তু তার মুখ থেকে বের হয়, তা ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৯ম, পৃ-৩১৯)

তাবরানী কাবীরের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, উভয় ফিরিশতার জন্য এর চেয়ে অধিক কোন বিষয় ভারী নয় যে, তারা নিজের সাথীকে নামায পড়তে দেখে অথচ তার দাঁতগুলোতে খাদ্যাংশ আটকে থাকে।

(মু'জামুল কাবীর, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৭০৭, ফতাওয়া রযবীয়্যাহ্, খন্ড-১ম, পৃ-৬২৪-৬২৫, রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)

দাঁতে দূর্বলতা

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে উমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, "যে খাবার (গোস্তের কণা ইত্যাদি) মাড়িতে থেকে যায়, তা মাড়িকে দুর্বল করে দেয়।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-৫ম, পৃ-৩২, হাদীস নং-৭৯৫২)

খিলাল কি রকম হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই কোন খাবার খান, এরপর খিলাল করার অভ্যাস করা উচিত। উত্তম হচ্ছে যে, খিলাল যেন নিম কাঠের হয়, কারণ এটার তিক্ততা দ্বারা মুখ পরিস্কার হয় ও এটা মাড়ির জন্য উপকারী। বাজারে TOOTH PICKS প্রায়ই মোটা ও নরম হয়ে থাকে। নারিকেলের অব্যবহৃত শলাকা অথবা খেজুর গাছের ডাল দ্বারা ব্লেড দিয়ে অনেক শক্ত খিলাল তৈরী হবে। অনেক সময় মুখের কোণার দাঁতে গর্ত হয়ে থাকে আর তাতে গোস্ত ইত্যাদির অংশ আটকে যায়, যা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

শলা ইত্যাদি দিয়ে বের হয় না। এ ধরনের খাদ্যকণা বের করার জন্য মেডিকেল ষ্টোরে বিশেষ ধরনের সুতা (FLOSSERS) পাওয়া যায়। এছাড়া অপারেশনের যন্ত্রপাতির দোকানে স্টিলের, দাঁতের খিলালও CURVE SICKLE SCALER পাওয়া যায়। কিন্তু এসব জিনিসের ব্যবহার পদ্ধতি জানা অত্যন্ত জরুরী অন্যথায় মাড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে।

খিলালের সাতটি নিয়্যত

হাদীসে পাকে রয়েছে, আল্লাহ্‌র মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ইরশাদ হচ্ছে, “মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।” (তাবরানী মু’জ্জম কবীর, খন্ড-৬ষ্ট, পৃ-১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

খিলাল শুরু করার পূর্বে এবং খাওয়া শুরু করার পূর্বেই এ নিয়্যতগুলো করে সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করুন। (১) খাওয়ার পর খিলালের সুন্নাত আদায় করব (২) খিলাল শুরু করার পূর্বে بِسْمِ اللّٰه পড়ব, (৩) মিসওয়াক করার জন্য সহায়তা অর্জন করব (কেননা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্যকণা যখন পঁচে যায় তখন মাড়ি দূর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে ও তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করে। সুতরাং মিসওয়াক করা কঠিন হয়ে পড়ে) (৪) ওযুতে পরিপূর্ণভাবে কুলি করতে সহায়তা লাভ করব, (মুখের ভিতরের প্রতিটি অংশে ও দাঁতের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলোতে যেন পানি প্রবাহিত হয় সেভাবে তিনবার কুলি করা অযুতে সুন্নতে মুআক্কাদা আর উল্লেখিত নিয়মে গোসলে একবার কুলি করা ফরয এবং তিনবার করা সুন্নত) (৫) দাঁতগুলোকে রোগব্যাধি থেকে রক্ষার চেষ্টা করে ই’বাদতে শক্তি অর্জন করব। (কারণ খিলাল করার দরুন খাদ্যকণা বের হয়ে যাবে আর এভাবে মাড়ির রোগ থেকে রক্ষা হবে আর সুস্থ শরীরে ইবাদত করতে শক্তি অর্জিত হয়),

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(৬) মুখকে দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা করে মসজিদে প্রবেশ করা বহাল রাখতে সাহায্য লাভ করবো (স্পষ্ট যে, খাদ্যকণা দাঁতে আটকে থাকলে তখন তা পঁচে দুর্গন্ধের কারণ হবে আর যখন মুখে দুর্গন্ধ হবে তখন মসজিদে প্রবেশ করা হারাম) (৭) ফিরিশতাগণকে কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচব (মুখে খাদ্য কণা থাকা অবস্থায় নামাযে কুরআনে পাক পাঠ করাতে ফিরিশতাদের কষ্ট হয়।)

কুলি করার নিয়ম

ওযুতে এভাবে কুলি করা জরুরী যে, মুখের প্রতিটি অংশ ও দাঁতের সমস্ত ফাঁক ইত্যাদিতে যেন পানি পৌঁছে যায়। অযুতে এভাবে তিনবার কুলি করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। আর গোসলে একবার ফরয ও তিনবার সুন্নাত। যদি রোযা অবস্থায় না হয় তবে গড়গড়াও করে নিন। গোস্তের অংশ ইত্যাদি বের করা জরুরী। তবে যদি কোন (খাদ্য) কণা কিংবা সুপারী ইত্যাদির কণা বেরই হচ্ছে না তবে এখন আর এমন শক্তি প্রয়োগ করবেন না যে, মাড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কেননা যে অসহায় সে অপারগ।

খিলাল করার চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত হিকমত

আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আজ থেকে ১৪০০ বছরেরও অধিক সময়ের পূর্বেই অনেক রোগ থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য খিলালের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন শত শত বৎসর পর বিজ্ঞানীদের বুঝে এসেছে। যেমন খিলালের হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে ডাক্তারেরা বলেন, "খাওয়ার পর খাদ্যকণা দাঁত ও মাড়ির মধ্যখানে আটকে যায়, যদি তা খিলাল করে বের করে ফেলা না হয় তবে তা পচেঁ যায় আর তা থেকে এক বিশেষ ধরনের (PLASMA) 'র সৃষ্টি হয়ে মাড়িকে ফুলিয়ে দেয় আর এরপর দাঁত ও মাড়ির মধ্যের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে দাঁত পড়ে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খিলাল না করাতে দাঁতে পাইরিয়া (PHYORRHEA) রোগও হয়ে থাকে। যার কারণে মাড়িতে পুঁজের সৃষ্টি হয়, যা খাদ্যের সাথে পেঠে যায় এবং এরপর মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়।

দাঁতের ক্যান্সার

চা ও পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি খাবার কম খাওয়ার সাথে সাথে চা ও পানও কম খাওয়ার মানসিকতা তৈরী করুন। এমন যেন না হয় যে, আপনি খাবার কম খাবেন আর ধোঁকাবাজ নফস আপনাকে ক্ষুধা মিঠানোর আশা দিয়ে চা ও পানের মাত্রা বৃদ্ধি করার বিপদে যেন ফাঁসিয়ে না দেয়। চা গোর্দার জন্য ক্ষতিকারক। পান, গুটকা, মাইনপূটী (পানে ব্যবহৃত নানা ধরনের মসলা বা বস্তু) ও সুগন্ধযুক্ত সুপারী ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করার মধ্যেই উপকার রয়েছে। যারা এগুলো বেশি পরিমাণে খায় তাদের মাড়ি, মুখ ও গলার ক্যান্সার হওয়ার আশংকা থাকে। অধিক পান আহারকারীদের মুখের ভিতরের অংশ লাল হয়ে যায়। যদি মাড়িতে রক্ত কিংবা পুঁজ হয়ে যায়, আর তা তাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। তা পেটে যেতে থাকে। যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে পুঁজ বের হতে থাকে কিন্তু ব্যথা মোটেই হয় না। সম্ভবত তাদের তখনই জানা হবে যখন খোদা না করুন কোন কঠিন রোগ শিকড় গেড়ে বসে।

নকল খড়ের ধ্বংসলীলা

সম্ভবত পাকিস্তানে খড় তৈরী হয় না। সম্পদলোভী ঐসব মানুষ, যাদের কারো দুনিয়া ও নিজের আখিরাত বরবাদ হওয়ার চিন্তা নেই তারা মাটির সাথে চামড়ার রং মিশিয়ে ঐ মাটিকে খড় বলে বিক্রি করে। আর এভাবে বেচারা পাকিস্তানী পানখোর ময়লা মাটি খেয়ে নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং ভীষণ অসুস্থ হয়ে ধ্বংসের মুখে পড়ে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “ যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।”

জেনে শুনে নকল খড় কখনো ব্যবহার করবেন না। নকল খড়ের ব্যবসায়ীও নকল খড় দিয়ে পান বিক্রয়কারীও এ ধরনের কাজ থেকে সত্যিকার অর্থে তওবা করুন। এছাড়া জেনে শুনে মাটি ভক্ষণকারীরা তা থেকে বিরত থাকুন। মাটি খাওয়ার ব্যাপারে শরয়ী মাসআলা হলো এযে, সামান্য পরিমাণ মাটি খাওয়াতে অসুবিধা নেই কিন্তু ক্ষতি হতে পারে পরিমাণ মাটি খাওয়া হারাম।

(রদ্দুল মুখতার, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-৩৬৪, বাহারে শরীআত, খন্ড-২য়, পৃ-৬৩)

দাঁতে রক্ত আসার কারণ

অনেকের মিসওয়াক করার সময় রক্ত আসে, বরং ঐসব মানুষের রক্ত হয়তো খাবারের সাথে পেটেও পৌঁছে যায়। পেট খারাপ হওয়ার এটা একটা কারণ। এ ধরনের রোগীর কোষ্টকাঠিন্য ইত্যাদির চিকিৎসা করানো উচিত। শরীরের ওজন বৃদ্ধি ও বাত-ব্যাধি সৃষ্টিকারী খাদ্যসমূহ থেকে বেঁচে থাকুন ও ক্ষুধা থেকে কম খাবেন। অসময়ে কোন কিছু খাবেন না। দ্বিতীয় কারণ এযে, দাঁত পরিস্কারের ব্যাপারে উদাসীনতার কারণে খাদ্য কণা দাঁতের ফাঁকে জমা হয়ে চুনের ন্যায় শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে TATAR (টাটার) বলা হয়। এজন্য দাঁতের ডাক্তারের নিকট যান। যদি ভাল ডাক্তার হন এবং অন্য কোন সমস্যা না থাকে তবে একই সাথে সবকটি দাঁত পরিস্কার (SCALING) করে দেবেন। অন্যথায় কয়েকবার ঘোরাঘুরি করিয়ে একটু আধটু কাজ করে বেশি টাকা খরচ করাবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দাঁতের উত্তম চিকিৎসা হলো মিসওয়াক

সঠিক পদ্ধতিতে মিসওয়াক করা হলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ কখনো দাঁতের রোগ হবে না। আপনার মনে হয়তো এটা খেয়াল আসছে যে, আমি অনেকদিন থেকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

মিসওয়াক ব্যবহার করে আসছি কিন্তু আমারতো দাঁত ও পেট উভয়ই খারাপ। আমার সরল প্রাণ ইসলামী ভাইয়েরা, এতে মিসওয়াকের নয় আপনার নিজেরই ভুল রয়েছে। আমি সাগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সম্ভবত আজকাল লক্ষজনের মধ্যে এক-আধজন ব্যক্তি এমন হবে, যারা সঠিক নিয়ম অনুসারে মিসওয়াক ব্যবহার করে থাকেন। আমরা প্রায় তাড়াহুড়া করে দাঁতের উপর মিসওয়াক ঘষে অযু করে চলে যাই। অর্থাৎ- এভাবে বলুন যে, আমরা মিসওয়াক নয় বরং "মিসওয়াকের প্রথা" আদায় করি।

মিসওয়াকের ১৪টি মাদানী ফুল

(১) মিসওয়াক মোটা হতে হবে কনিষ্ঠা আঙ্গুল পরিমাণ, (২) মিসওয়াক যেন এক বিঘত অপেক্ষা লম্বা না হয়, লম্বা হলে এর উপর শয়তান বসে, (৩) মিসওয়াকের আঁশগুলো যেন নরম হয়, কারণ শক্ত আঁশ দাঁত ও মাড়ির মধ্যে ফাঁক সৃষ্টির কারণ হয়, (৪) মিসওয়াক তাজা হলে তো ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে নরম করে নিন, (৫) তার আঁশগুলো দৈনিক কাটতে থাকুন কারণ আঁশগুলো ততক্ষণ ফলদায়ক থাকে যতক্ষণ ওগুলোতে তিক্ততা বাকী থাকে, (৬) দাঁত সমূহের পাশা-পাশি (উপরে নিচে নয়) মিসওয়াক করুন, (৭) যখনই মিসওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করবেন, (৮) প্রত্যেকবার মিসওয়াক ধুয়ে ফেলবেন, (৯) মিসওয়াক ডান হাতে এইভাবে ধরবেন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল নিচে, মাঝখানের তিন আঙ্গুল উপরে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল মিসওয়াকের মাথায় থাকে, (১০) প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে অতঃপর ডান দিকের নিচের অংশে তারপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহে মিসওয়াক করুন, (১১) চিৎ হয়ে শোয়াবস্থায় মিসওয়াক করলে প্লীহা বেড়ে যাওয়ার এবং (১২) মুষ্টিবদ্ধ করে মিসওয়াক করলে অর্শ্বরোগ হওয়ার আশংকা থাকে, (১৩) মিসওয়াক ওযুর পূর্বেকার সুন্নত, তবে মিসওয়াক করা তখনই সুন্নাতে মুআক্কাদা যখন মুখে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

দুর্গন্ধ থাকে, (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ হতে সংগৃহীত, খন্ড-১ম, পৃ-২২৩, রেযা ফাউন্ডেশন), (১৪) ব্যবহৃত মিসওয়াকের আঁশগুলো, তাছাড়া যখন এটা (মিসওয়াক) ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায় তখন যেখানে সেখানে ফেলে দিবেন না, কারণ এটা সুন্নাত আদায় করার উপকরণ। কোন স্থানে সাবধানে রেখে দিন অথবা দাফন করে ফেলুন না হয় নদীতে ফেলে দিন।

(বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীআত, খন্ড-২য়, পৃ-১৭-১৮ দেখুন)

দাঁতের নিরাপত্তার জন্য ৪টি মাদানী ফুল

(১) যে কোন বস্তু খাওয়া, চা ইত্যাদি পান করার পর ৩ বার এভাবে কুলি করুন যেন, প্রতিবার পানিকে মুখে এক আধ মিনিট পর্যন্ত ভালভাবে ঝাঁকুনি দেয়ার পর ফেলা হয়। (২) যখনই সুযোগ হয় মুখে কুলির পানি পুরে নিন এবং কয়েক মিনিট ঝাঁকুনি দিতে থাকুন এরপর ফেলে দিন। এ কাজটা প্রতিদিন বিভিন্ন সময়ে কয়েকবার করবেন। (৩) যদি আলোচ্য নিয়মে কুলি করার জন্য সাধারণ পানির পরিবর্তে লবণ মিশ্রিত কুসুম গরম পানি ব্যবহার করা যায়, তবে তা আরো ফলদায়ক হবে। যদি নিয়মিতভাবে করেন তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্য কণা ধুয়ে ধুয়ে বেরুতে থাকবে। তা মাড়িতে অবস্থান করে পঁচবেনা। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এভাবে করাতে মাড়িতে রক্ত আসার অভিযোগও থাকবে না। (৪) যায়তুন শরীফের তেল দাঁতে ঘষলে মাড়ি এবং নড়াচড়াকৃতও দাঁত মজবুত হয়ে যায়।

মুখের দুর্গন্ধের চিকিৎসা

যদি মুখে দুর্গন্ধ আসে তবে ধনিয়া চিবিয়ে খাবেন। এছাড়া টাটকা কিংবা শুকনো গোলাপ ফুল দিয়ে দাঁত মাজলেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হবে। তবে যদি পেট খারাপ হওয়ার কারণে দুর্গন্ধ আসে তাহলে "কম খাওয়ার" সৌভাগ্য অর্জন করে ক্ষুধার বরকতগুলো কুঁড়িয়ে নেয়াতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পা ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যথা, কোষ্টকাঠিন্য, বুকের জ্বালা পোড়া, মুখের ফোস্কা, বারংবার হওয়া সর্দি-কাশি ও গলার ব্যথা, মাড়িতে রক্ত আসা ইত্যাদিসহ অনেক ধরনের রোগের সাথে সাথে মুখের দুর্গন্ধ থেকেও মুক্তি পাবেন। ক্ষুধা থেকে কম খাওয়াতে শতকরা আশি ভাগ রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। (বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাতের অধ্যায় ক্ষুধার ফযীলত পাঠ করুন) যদি নফস বা কুপ্রবৃত্তির লোভের চিকিৎসা হয়ে যায় তাহলে অনেক রোগ এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا
کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے

রযা নফসে দুশমন হে দমমে না আনা,
কাহা তুমনে দে-খে হে চান্দরানে ওয়ালে।

(হাদায়েখে বখশিশ)

মুখের দুর্গন্ধের মাদানী চিকিৎসা

এ দুরূদ শরীফ সুযোগ পেলেই এক নিঃশ্বাসে ১১ বার পাঠ করুন,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ الطَّاهِرِ

মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে।

এক নিঃশ্বাসে পড়ার নিয়ম

একই নিঃশ্বাসে পাঠ করার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে যে, মুখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়া শুরু করুন আর যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু বাতাস ফুসফুসে ঢুকিয়ে নিন। এবার দুরূদ শরীফ পড়া শুরু করুন। কয়েকবার এভাবে অনুশীলন করলে নিঃশ্বাস শেষ হওয়ার পূর্বে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পরিপূর্ণ ১১ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আলোচ্য নিয়মানুসারে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

সাধ্য অনুসারে থামিয়ে রাখার পর মুখ দিয়ে বের করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

সারা দিনের মধ্যে যখনই সুযোগ হয়, বিশেষত: খোলা আকাশের নিচে প্রতিদিন কয়েকবার এরূপ করে নেয়া উচিত। আমাকে সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ কে একজন বয়স্ক হাকীম সাহিব বলেছেন যে, আমি নিঃশ্বাস নেয়ার পর (আধা ঘন্টা পর্যন্ত অথবা বলেছেন) দু ঘন্টা পর্যন্ত বাতাসকে শরীরের ভিতরে থামিয়ে রাখি আর এরই মধ্যে নিজের ওযীফা সমূহও পাঠ করতে পারি। ঐ হাকীম সাহেবের কথায় নিঃশ্বাস থামিয়ে রাখতে সক্ষম এমন সব অভিজ্ঞ অনুশীলনকারী ব্যক্তিবর্গ পৃথিবীতে রয়েছেন, যারা সকালে নিঃশ্বাস নেন আর সন্ধ্যায় বের করেন!

পাঁচটি সুগন্ধিময় মুখ

মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক মহান মুজিযা লক্ষ্য করুন, যার বরকতে পাঁচজন সৌভাগ্যবান সাহাবী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ এর মুখ সব সময়ের জন্য সুগন্ধিময় হয়ে গিয়েছিল। যেমন হযরত সায়্যিদাতুনা উমাইরা বিনতে মাসউদ আনসারিয়্যা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন যে, আমরা পাঁচ বোন হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদাপূর্ণ খিদমতে বাইআত হওয়ার জন্য উপস্থিত হলাম। তিনি صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তখন শুকনো গোস্ত আহার করছিলেন। তিনি صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুকনো গোস্তের এক টুকরা চিঁবিয়ে নরম করে আমাদেরকে প্রদান করলে আমাদের প্রত্যেকে সামান্য সামান্য করে খেয়ে নিলাম। (এটার বরকতে) সারা জীবন আমাদের মুখ থেকে সর্বদা খুশবু (সুগন্ধ) আসত। (আল খাসায়িসুল কুবরা, খন্ড-১ম, পৃ-১০৫)

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন যে, মদীনা শরীফে একজন নির্লজ্জ ও দুর্ব্যবহারকারী মহিলা ছিল। একদা সে হুযুর صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

তখন শুকনো গোস্তের টুকরা আহার করছিলেন। সেও তা থেকে চাইল। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে নিজের সামনের অংশ কিছুটা দিয়ে দিলেন। সে বলল, "না"। নিজের মুখ শরীফে যা আছে তা প্রদান করুন। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুখ মুবারক থেকে বের করে (তাকে) প্রদান করলেন। তখন সে তা নিজের মুখে দিল আর খেয়ে নিল। ঐ ঘটনার পর থেকে ঐ মহিলা থেকে কখনো দুর্ব্যবহার বা মন্দ কথা-বার্তা শুনা যায় নি। (আল খাসায়িসুল কুবরা, খন্ড-১, পৃ-১০৫)

মুষলধারে বৃষ্টি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ হাতে আসবে বরং দুনিয়াবী পেরেশানীগুলোও দূরীভূত হবে। আশিকানে রসূলের নৈকট্যে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ দু'আও কবুল হবে। আমীরুল মুমিনীন হযরত মওলায়ে কায়িনাত আলী মুরতাজা, শেরে খোদা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, মক্কী মাদানী সরকার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন,

اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُورِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ- দু'আ মু'মিনীনের হাতিয়ার ও দ্বীনের স্তম্ব এবং যমীন ও আসমানের নূর।

(মুসনাদে আবী ইয়ালা, খন্ড-১ম, পৃ-২১৫, হাদীস নং-৪৩৫)

বিশেষতঃ সফরে দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। আর যদি আশিকানে রসূলের মাদানী কাফিলা হয় তবে কী বলব! যেমন দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রসূলের সুন্নাত প্রশিক্ষণের এক মাদানী কাফিলা নিকইয়াল কাশ্মীর, এ সফররত ছিল। স্থানীয় লোকেরা দু'আর জন্য আবেদন জানিয়ে বললেন যে, নিকইয়ালের মুসলমানরা অনেক দিন যাবৎ বৃষ্টি হতে বঞ্চিত। সুতরাং মাদানী কাফিলা ওয়ালাগণ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

সমষ্টিগতভাবে দু'আর ব্যবস্থা করলেন। নিকইয়ালের অনেক মুসলমান অংশগ্রহণ করল। দিনের বেলা ছিল। খাঁ খাঁ রোদ পড়ছিল। আশিকানে রসূলেরা কেঁদে কেঁদে ভাবাবেগপূর্ণ দু'আ শুরু করলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! দেখতে দেখতেই রহমতের মেঘ ছেয়ে গেল। চারদিক অন্ধকার করে মেঘের গর্জন এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগল। আনন্দের শ্লোগান উঠতে লাগল। লোকেরা বৃষ্টিতে ভিজে গেলেন। উপস্থিত জনসাধারণের অন্তর দা'ওয়াতে ইসলামীর ভালবাসা ও মাদানী কাফিলা ওয়ালা আশিকানে রসূলের মহব্বতে ভরে গেল। দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের উপর আল্লাহর এ মহান অনুগ্রহ খোলা চোখে দেখার বদৌলতে অনেক ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন আর নিকইয়ালে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ ধূম ধামের সাথে চলতে লাগল ।

قافلہ میں ذرا' مانگو آکر دعاء
ہوں گی خوب بارِشیں قافلے میں چلو
عاشِقانِ رسول لے لو جو کچھ بھی پھول
تم کو سنّت کے دیں قافلے میں چلو

কাফিলে মে জরা, মাঙ্গোঁ আ-কর দু'আ,
হোগী খুব বা-রিশে কাফিলে মে চলো।
আশিকানে রসূল লেলো জু কুছ ভি ফুল,
তুমকো সুন্নতকে দী কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

হাতের তৈলাক্ততা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে, “যে এ অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে যে, তার হাতে (খাবারের) তৈলাক্ততার চিহ্ন থাকে আর তার (উপর) কোন মুসিবত আসে, তাহলে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে যেন তিরস্কার না করে।”

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-৫ম, পৃ-৩৩, হাদীস নং-৭৯৫৪)

সাপের ভয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার পর হাতগুলো সাবান ইত্যাদি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে তোয়ালে দ্বারা মুছে নেয়া উচিত, যাতে খাবারের ঘ্রাণ ও তৈলাক্ততা দূরীভূত হয়ে যায়। অন্যথায় আপনি অন্য কারো সাথে মুসাফাহ করলে গন্ধের কারণে তার ঘৃণা হতে পারে। প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরতে মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন, “এ হাদীসে পাক থেকে মুসিবত থেকে উদ্দেশ্য সাপ কিংবা ইদুঁরের কামড়। এ দু’টো প্রাণী খাবারের খুশবুর প্রতি ধাবিত হয় অথবা এ থেকে উদ্দেশ্য কুষ্ট রোগ। কেননা খাবার দ্বারা চর্বিযুক্ত হওয়া হাত শরীরের ঘামের সাথে লেগে যে জায়গায় স্পর্শ হয়ে যায়, সে জায়গায় কুষ্টের সাদা দাগ সৃষ্টি হওয়ার ভয় থাকে।” (মিরাত শরহে মিশকাত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-৩৮)

খলীলে মিল্লাত, মুফতী মুহাম্মদ খলীল খান বরকাতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন, “খাওয়া শেষ করে হাত ধোয়া ছাড়া শুয়ে পড়লে শয়তান হাত চাটে এবং আল্লাহর পানাহ! কুষ্ট রোগের কারণ হয়ে থাকে।” (সুন্নী বেহেশতী যেওর, পৃ-৬০৭)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।”

অন্যের থালা ব্যবহার করাটা কেমন?

কারো ঘর থেকে হাদিয়া স্বরূপ কোন খাবার আসলে থালা সাথে সাথে খালি করে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিন। যদি ঐ সময় দিতে না পারেন তবে আমানত স্বরূপ রেখে দিন এবং পরে ফিরিয়ে দিন। কিন্তু মনে রাখবেন! অন্যের ঐ থালা নিজে ব্যবহার করা জায়িয নেই। (প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬৯) যদি জীবনে কখনো এ গুনাহ হয়ে থাকে তাহলে বাসনের মালিকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আল্লাহর দরবারে তওবা করে নিন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !   صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمّد

খাওয়ার ২৫টি সুন্নাত

(১) হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হেলান দিয়ে খেতেন না। (সুনানে আবী দাউদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৮৮, হাদীস নং-৩৭৬৯ থেকে সংকলিত)

(২) টেবিলের উপর রেখে খাবার খেতেন না। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৩য়, পৃ-২৪, হাদীস নং-৫৫৩৮৬ থেকে সংকলিত)

(৩) যা কিছু পেতেন খেয়ে নিতেন। (সহীহ মুসলিম, পৃ-১১৩৪, হাদীস নং-২০৫২ থেকে সংকলিত)

(৪) পরিবারের লোকদের নিকট থেকে খাবার চেয়ে নিতেন না এবং তাদের নিকট প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করতেন না। যদি তারা উপস্থাপন করতেন তাহলে খেয়ে নিতেন এবং তারা যা কিছু সামনে রাখতেন তা গ্রহণ করতেন আর যা কিছু পান করাতেন তা পান করে নিতেন। (আত্‌তাহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, খন্ড-৮ম, পৃ-২৪৮ থেকে সংকলিত)

(৫) অনেক সময় নিজে উঠে পানাহারের বস্তুগুলো নিয়ে নিতেন। (সুনানে আবী দাউদ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৫, হাদীস নং-৩৮৫৬ থেকে সংকলিত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

(৬) তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের সামনে থেকে শুরু করতেন। (শুউবুল ঈমান, খন্ড-৫ম, পৃ-৭৯, হাদীস নং-৫৮৪৬ থেকে সংকলিত)

(৭) এবং তিন আঙ্গুল দ্বারা আহার করতেন। (মুসান্নিফে আবী শায়বাহ, খন্ড-৫ম, পৃ-৫৫৯, হাদীস নং-৩ থেকে সংকলিত)

(৮) আর কোন সময় চার আঙ্গুল দিয়েও খেয়ে নিতেন। (আল জামিউস সগীর, পৃ-২৫০, হাদীস নং-৬৯৪২ থেকে সংকলিত)

কিন্তু দুই আঙ্গুল দ্বারা খাবার খেতেন না। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "এটা শয়তানের খাওয়ার পদ্ধতি।" (জামিউস সাগীর সম্বলিত কদীর খন্ড-৫ম, পৃ-২৪৯, হাদীস নং-৬৯৪০ থেকে সংকলিত)

(৯) জবের অমসৃণ আটার রুটি আহার করতেন। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৩য়, পৃ-৫৩১, হাদীস নং-৫৪১০ থেকে সংকলিত)

(১০) তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খাবার প্রায়ই খেজুর ও পানি দিয়ে হত। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৩য়, পৃ-৫২৩, হাদীস নং-৫৩৮৩ থেকে সংকলিত)

(১১) তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুধ ও খেজুর একত্রে ব্যবহার করতেন এবং সেটাকে উত্তম খাবার সাব্যস্ত করেছেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-৫ম, পৃ-৩৮৫, হাদীস নং-১৫৮৯৩ থেকে সংকলিত)

(১২) হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় খাদ্য ছিল গোস্ত। (জামি' তিরমিযী, খন্ড-৫ম, পৃ-৫৩৩, হাদীস নং-১৭৮ থেকে সংকলিত)

(১৩) তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করতেন, "গোস্ত কানের শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধি করে আর দুনিয়া ও আখিরাতের খাবারের সর্দার। যদি আমি আল্লাহর নিকট চাইতাম যে, আমাকে প্রতিদিন গোস্ত প্রদান করুন তবে প্রদান করতেন। (আত্তাহাফুস্ সাদাতুল মুত্তাক্বীন, খন্ড-৮ম, পৃ-২৩৮ থেকে সংকলিত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

(১৪) হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গোস্ত ও লাউ দিয়ে তরকারী তৈরী করে খেতেন (অর্থাৎ- গোস্ত ও কদু শরীফের তরকারীতে রুটির টুকরা ভালভাবে ভিজিয়ে আহার করতেন।) (আত্তাহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, খন্ড-৭ম, পৃ-২৩৯ থেকে সংকলিত)

(১৫) হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন গোস্ত খেতেন, তখন সেটার দিকে পবিত্র মাথাকে ঝুঁকাতেন না। (আত্তাহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, খন্ড-৭ম, পৃ-২৩৯ থেকে সংকলিত) বরং সেটাকে নিজের মুখ মুবারকের দিকে উঠাতেন অতঃপর দাঁত মুবারক দিয়ে কাটতেন। (জামি তিরমিযী, খন্ড-৩য়, পৃ-৩২৯ হাদীস নং-১৮৪২ থেকে সংকলিত)

(১৬) হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট ছাগলের গোস্তের মধ্যে রান ও ঘাড়ের গোস্ত পছন্দনীয় ছিল। (জামি' তিরমিযী, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৩০, হাদীস নং-১৮৪২, ১৮৪৪ থেকে সংকলিত)

(১৭) হুযুর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুর্দা (খাওয়া) পছন্দ করতেন না, কারণ তা প্রস্রাবের (থলির) নিকটবর্তী হয়ে থাকে। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৭ম, পৃ-৪১, হাদীস নং-১৮২১২ থেকে সংকলিত)

(১৮) হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্লীহা (তিনি খাওয়ার প্রতি) ঘৃণা ছিল কিন্তু সেটাকে হারাম সাব্যস্ত করেননি। (আত্তাহাফুস সা'দাতুল মুত্তাকীন, খন্ড-৮ম, পৃ-২৪৩ থেকে সংকলিত)

(১৯) হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুবারক আঙ্গুলগুলো দিয়ে থালা চেটে খেতেন এবং ইরশাদ করতেন, "খাবারের শেষাংশে বরকত বেশী থাকে। (শুউবুল ঈমান, খন্ড-৫ম, পৃ-৮১, হাদীস নং-৫৮৫৪)

(২০) হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট তাজা ফলের মধ্যে তরমুজ ও আঙ্গুর বেশি পছন্দনীয় ছিল। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৭ম, পৃ-৪১, হাদীস নং-১৮২০০ থেকে সংকলিত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(২১) তরমুজ, রুটি ও চিনি দিয়ে আহার করতেন। (আত্‌তাহাফুস সা'দাতুল মুত্তাকীন, খন্ড-৮ম, পৃ-২৩৬ থেকে সংকলিত)

(২২) অনেক সময় ভেজা খেজুরের সাথে (তরমুজ) খেতেন। (জামি তিরমিযী, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৩২, হাদীস নং-১৮৫০ থেকে সংকলিত)

(২৩) উভয় হাতের দ্বারা সাহায্য নিতেন। একদা ভেজা খেজুর ডান হাতে খাচ্ছিলেন আর বীচি বাম হাতে রাখছিলেন। একটি ছাগল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটাকে বীচি সহকারে ইশারা করলেন, সেটা তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাম হাত থেকে বীচিগুলো খেতে লাগল এবং তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান হাতে খাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবসর হলেন। তখন সেটাও চলে গেল। (আততাহাফুস সা'দাতুল মুত্তাকীন, খন্ড-৮ম, পৃ-২৩৭ থেকে সংকলিত)

(২৪) হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাঁচা রসুন, কাঁচা পিঁয়াজ ও গিনদনা (এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত সবজী) খেতেন না। (তারীখে বাগদাদ, খন্ড-২য়, পৃ-২৬২ থেকে সংকলিত)

(২৫) তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কোন খাদ্যকে মন্দ বলেন নি। যদি ভাল লাগতো খেয়ে নিতেন আর পছন্দ না হলে তার মুবারক হাত থামিয়ে নিতেন। (সহীহ মুসলিম, পৃ-১১৪১, হাদীস নং-২০৬৪ থেকে সংকলিত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللهُ تعالٰى علٰى محمَّد

খাওয়ার ৯২টি মাদানী ফুল ঃ

খাওয়ার নিয়্যত করে নিন

(১) খাওয়ার উদ্দেশ্য যেন স্বাদ গ্রহণ ও খাহেশ (মনবাসনা, রসনা)পূর্ণ করা না হয় বরং খাওয়ার সময় এ নিয়্যত করে নিন, "আমি আল্লাহর ইবাদতের শক্তি অর্জনের জন্য খাচ্ছি।" মনে রাখবেন! খাবারে ইবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়্যত ঐ অবস্থায় সঠিক হবে যখন ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার ইচ্ছা থাকে অন্যথায় শুরু থেকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

নিয়্যতই মিথ্যা হবে, কারণ খুব পেটভর্তি করে খাওয়াতে ইবাদতের জন্য শক্তি লাভের পরিবর্তে আরো অলসতার সৃষ্টি হয়। খাওয়ার মহান সুন্নত এ যে, ক্ষুধা লাগা। কারণ ক্ষুধা ছাড়া খাওয়াতে শক্তি অর্জন দূরের কথা, বরং স্বাস্থ্য খারাপ ও অন্তর কঠিন হয়ে যায়। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু তালিব মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, এক বর্ণনায় রয়েছে, “পরিতৃপ্ত থাকাবস্থায় খাওয়া শ্বেতরোগের সৃষ্টি করে।” (কুতুল কূলুব, খন্ড-২য়, পৃ-৩২৬ মারকাযে আহলে সুন্নত, বরকতে রযা, হিন্দ)

(২) এমন দস্তরখানা বিছাবেন, যাতে কোন অক্ষর, শব্দ, ইবারত, কবিতা বা কোম্পানী ইত্যাদির নাম বাংলা, ইংরেজী, যে কোন ভাষায় লেখা যেন না থাকে।

(৩) খাওয়ার পূর্বে ও পরে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধোয়া সুন্নাত। কুলি করে মুখের সামনের ভাগও ধুয়ে নিন। তবে খাওয়ার পূর্বে ধোয়া হাত মুছবেন না। মদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, খাওয়ার আগে ও পরে অযু করা (অর্থাৎ-হাত-মুখ ধোয়া) রিযিকে প্রশস্ততা (আনয়ন) করে ও শয়তানকে দূর করে।” (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৫, পৃ-১০৬, হাদীস নং-৪০৭৫৫)

(৪) যদি খাওয়ার জন্য কেউ মুখ ধৌত না করে তবে এটা বলা যাবে না যে, সে সুন্নাত বর্জন করেছে। (বাহারে শরীআত, খন্ড-১৬তম, পৃ-১৮, মদীনাতুল মুর্শিদ বরলী শরীফ থেকে সংকলিত)

(৫) খাওয়ার সময় বাম পা বিছিয়ে দিন আর ডান হাঁটু দাড় করিয়ে রাখুন, অথবা পাছার উপর বসে যান এবং উভয় হাঁটু দাড় করিয়ে রাখুন কিংবা দু’যানু হয়ে বসুন। তিন প্রকার থেকে যেভাবেই বসবেন সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

পর্দার মধ্যে পর্দা করার অভ্যাস করুন

(৬) ইসলামী ভাই হোক বা ইসলামী বোন, সকলে চাদর কিংবা জামার আঁচল দিয়ে পর্দার মধ্যে পর্দা অবশ্যই করবেন। অন্যথায় যদি কাপড় আঁট সাঁট হলে কিংবা জামার আঁচল উঠানো থাকলে পরিবারের লোকেরা ও অন্যান্যরা কু-দৃষ্টির

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

গুনাহে লিপ্ত হতে পারে। যদি "পর্দার মধ্যে পর্দা" করা সম্ভব না হয় তাহলে দুযানু হয়ে বসুন। তাহলে সুন্নাতও আদায় হয়ে যাবে এবং নিজে থেকেই পর্দাও হয়ে যাবে। খাওয়া ছাড়াও বসার সময় পর্দার মধ্যে পর্দা করার অভ্যাস গড়ুন।

(৭) চারযানু হয়ে অর্থাৎ চেপ্টা হয়ে বসে খাওয়া সুন্নাত নয়। এতে পেট বের হয়ে যায়।

(৮) প্রথম লোকমায় بِسْمِ اللّٰهِ দ্বিতীয় লোকমার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰن আর তৃতীয় লোকমার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করুন। (ইহইয়াউল উলুম, খন্ড-৩য়, পৃ-৬)

(৯) بِسْمِ اللّٰهِ উচ্চ আওয়াজে পড়ুন, যাতে অন্যদেরও স্মরণ হয়ে যায়।

(১০) শুরু করার সময় এ দু'আ পড়া হলে, যদি খাবারের মধ্যে বিষও থাকে, তবে اِنْ شَآءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ প্রভাব ফেলতে পারবে না।

দু'আটি নিম্নরূপ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ يَاحَيُّ يَاقَيُّوْم

অনুবাদ ঃ আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি যাঁর নামের বরকতে যমীন ও আসমানের কোন বস্তু ক্ষতিসাধন করতে পারে না। ওহে চিরজীবী ও চিরস্থায়ী।

(১১) যদি শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়তে ভুলে যান তবে খাবারের মাঝে স্মরণ হলে এরূপ বলে নিন :

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ

অর্থ ঃ- আল্লাহর নামে খাওয়ার শুরু ও শেষ।

খাওয়ার সময়ও আল্লাহর যিকর করতে থাকুন

(১২) যে কেউ খাওয়ার সময় প্রতিটি লোকমায় يَاوَاجِدُ পাঠ করবে ঐ খাবার তার পেটে নূর হবে ও রোগ দূর হবে। অথবা

(১৩) প্রতি লোকমার পূর্বে اللّٰه বা بِسْمِ اللّٰهِ বলতে থাকুন, যাতে খাওয়ার লোভ আল্লাহর যিকর থেকে উদাসীন করে না দেয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

প্রতি দুই লোকমার মাঝে اَلْحَمْدُ لِلّٰه অথবা بِسْمِ اللهِ يَا وَاجِدُ বলতে থাকুন। এভাবে প্রতি লোকমার শুরু بِسْمِ الله দ্বারা, মধ্যবর্তী يَا وَاجِدُ আর গ্রাসের শেষে আল্লাহর প্রশংসার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

(১৪) মাটির বাসনে খাওয়া উত্তম। কেননা যে নিজের ঘরে মাটির বাসন তৈরী করায়, ফিরিশতা তার ঘরের যিয়ারত করতে আসেন।” (রদ্দুল মুখতার, খন্ড-৯ম, পৃ-৪৯৫)

(১৫) তরকারী বা চাটনীর পেয়ালা রুটির উপর রাখবেন না। (প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯০)

(১৬) হাত কিংবা ছুরি রুটি দিয়ে মুছবেন না। (প্রাগুক্ত)

(১৭) যমীনে দস্তরখানা বিছিয়ে খাওয়া সুন্নাত। হেলান দিয়ে, খালি মাথায় অথবা হাতে যমীনের উপর ভর দিয়ে, জুতা পরিধান করে, শুয়ে বা চার যানু (অর্থাৎ- চেপ্টা হয়ে) বসে খাবেন না।

(১৮) রুটি যদি দস্তরখানায় এসে যায় তাহলে তরকারীর অপেক্ষা না করে খাওয়া শুরু করে দিন। (রদ্দুল মুখতার, খন্ড-৯ম, পৃ-৪৯০)

(১৯) শুরু ও শেষে লবণ বা লবণ জাতীয় কিছু খাবেন। এতে ৭০টি রোগ দূরীভূত হয়। (প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯১)

(২০) রুটি এক হাতে ছিড়বেন না, কারণ এটা অহংকারীদের পদ্ধতি।

(২১) রুটি বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে ছিঁড়বেন। কেননা এটা সুন্নাত। হাত বাড়িয়ে তরকারীর পাত্রের মাঝখানে বা উপরে রেখে রুটি ও পাউরুটি ইত্যাদি ছেঁড়ার অভ্যাস গড়ুন। এতে রুটির ক্ষুদ্র অংশ তরকারিতে পড়বে। অন্যথায় দস্ত রখানায় পড়ে নষ্ট হতে পারে।

(২২) ডান হাতে খাবেন। বাম হাতে খাওয়া, পান করা, লেন-দেন করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন

(২৩) তিন আঙ্গুল অর্থাৎ মধ্যমা, শাহাদাত ও বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা খাবার খাবেন। কেননা এটা সুন্নাতে আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام । অভ্যাস করার জন্য যদি চান তবে প্রাথমিক পর্যায়ে ডান হাতের অনামিকা আঙ্গুলকে বাঁকা করে তাতে রাবার ব্যান্ড পড়ে নিন অথবা রুটির টুকরা ঐ দুটো আঙ্গুলে দিয়ে হাতের তালুতে রেখে চেপে ধরুন কিংবা উভয় কাজ এক সাথে করুন। যখন অভ্যাস হয়ে যাবে তখন اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ রাবার ইত্যাদির প্রয়োজন পড়বে না। হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী কারীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "পাঁচ আঙ্গুলে খাওয়া লোভীদের আলামত।" (মিরকাত, খন্ড-৮ম, পৃ-৯) যদি ভাতের দানা পৃথক পৃথক হয় এবং তিন আঙ্গুল দিয়ে লোকমা বানানো সম্ভব না হয় তবে চার কিংবা পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খেতে পারেন।

রুটির কিনারা ছেঁড়া

(২৪) রুটির কিনারা ছিঁড়ে ফেলে দেয়া এবং মধ্যের ভাগ খেয়ে নেয়া মানে অপচয় করা। তবে যদি পার্শ্ব কাঁচা থেকে যায়, সেটা খাওয়াতে ক্ষতি হলে তবে ছিঁড়তে পারেন। অনুরূপভাবে এটা জানা আছে যে, রুটির কিনারা অন্যরা খেয়ে নেবে, নষ্ট হবে না তবে ছিঁড়াতে ক্ষতি নেই। এ বিধান সেটারও যে, রুটির যে অংশ ফোলা রয়েছে তা খেয়ে নেয় আর অবশিষ্ট অংশ বাদ দিয়ে দেয়।

(বাহারে শরীআত, খন্ড-১৬তম, পৃ-১৮-১৯)

দাঁতের কাজ ভূড়ি দিয়ে করাবেন না

(২৫) লোকমা ছোট করে নিন ও এরূপ সতর্কতার সাথে নিন যেন চপাত চপাত আওয়াজের সৃষ্টি না হয়। যদি ভালভাবে চাবানো ছাড়া গিলে ফেলেন তবে হজম করার জন্য পাকস্থলীকে ভীষণ কষ্ঠ করতে হবে। সুতরাং দাঁতের কাজ ভূড়ি দিয়ে করাবেন না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২৬) যতক্ষণ পর্যন্ত কণ্ঠনালীর নীচে নেমে না যাবে ততক্ষণ দ্বিতীয় গ্রাসের দিকে হাত অগ্রসর করা বা গ্রাস উঠিয়ে নেয়া খাওয়ার প্রতি লোভের আলামত।

(২৭) রুটিকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাওয়া সীমাহীন দোষণীয় কাজ ও বরকত শূণ্যতার মাধ্যম। তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে খাওয়া মানে খ্রীষ্টানদের অনুকরণ করা।

(সুন্নী বেহেশতী যেওয়ার, পৃ-৫৬৫)

খাবারের পূর্বে ফল খাওয়া উচিত

আমাদের দেশে ফলমূল খাওয়ার পরে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। অথচ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "যদি ফল থাকে তবে তা প্রথমে পেশ করা উচিত। কারণ ডাক্তারী মতে তা আগে খাওয়া অত্যাধিক উপযোগী। এটা তাড়াতাড়ি হজম হয়। তাই এটাকে পাকস্থলীর নিম্নাংশে থাকা উচিত আর কুরআনে পাক থেকেও ফল পূর্বে থাকার ব্যাপারে জানা যায়। যেমন আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾
وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- এবং ফলমুল যা তারা পছন্দ করবে, এবং পক্ষীমাংস (থাকবে), যা তারা চাইবে।

(সূরা-ওয়াকিয়া, আযাত-২০,২১, পারা-২৭)

আমার আকা আলা হযরত মওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা উদ্ধৃত করেন, "খাওয়ার আগে তরমুজ খাওয়াতে পেটকে ভালভাবে ধুয়ে দেয় আর রোগ মূল থেকে নিঃশেষ করে দেয়।"

(ফাতাওয়া রযবীয়্যাহ্ নতুন সংস্করণ, খন্ড-৫ম, পৃ-৪৪৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

খাবারের দোষ দেবেন না

(২৯) খাবারকে কোন প্রকার দোষ দেবেন না। যেমন-এরূপ বলবেন না যে, মজা নেই, কাঁচা থেকে গেছে, লবণ কম হয়েছে, কাঁচা বা পানসে পানসে ইত্যাদি ইত্যাদি। পছন্দ হলে খেয়ে নিন, নয়তো হাত সরিয়ে নিন। তবে রান্নাকারীকে মরিচ-মসল্লা কম-বেশি হওয়ার ব্যাপারে অবহিত করার উদ্দেশ্যে একাকীভাবে দিক নির্দেশনা দেয়াতে অসুবিধা নেই।

ফলের দোষ দেয়া অধিক মন্দ কাজ

(৩০) ফলের দোষ দেয়া মানুষের রান্নাকৃত খাবারের তুলনায় অধিক মন্দ কাজ। কারণ খাবার রান্না করাতে মানুষের হাত বেশি রয়েছে অপরদিকে ফলের ব্যাপারে এমনটা নয়।

(৩১) খাবার বা তরকারী মাঝখান থেকে নেবেন না, কারণ মাঝখানে বরকত অবতীর্ণ হয়।

(৩২) নিজের পার্শ্ব থেকে খাবেন, চতুর্দিকে হাত দেবেন না।

(৩৩) যদি একটি থালায় বিভিন্ন ধরনের খাবার থাকে তবে অপরদিক থেকেও নিতে পারেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খাওয়ার সময় ভাল ভাল কথা বলুন

(৩৪) খাওয়ার সময় ভাল মনে করে চুপ থাকাটা অগ্নিপূজারীদের নিয়মনীতি। তবে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে অহেতুক কথা-বার্তা বলা সব সময়েই ঠিক নয়। সুতরাং খাওয়ার সময় ভাল ভাল কথা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

বলতে থাকুন। যেমন যখনই ঘরে মিলেমিশে বা মেহমান ইত্যাদির সাথে খেতে বসেন, তখন পানাহারের সুন্নাতগুলো বলতে থাকুন। সৌভাগ্যের বিষয় হবে! যদি খাবারের এসব মাদানী ফুলগুলোর ফটোকপি ফ্রেমে বাইন্ডিং করে বা মোটা কাগজে লাগিয়ে খাওয়ার স্থানে লটকিয়ে দেয়া হয় এবং খাওয়ার সময় পড়ে শুনানো হয়।

(৩৫) খাওয়ার সময় এ ধরনের কথা-বার্তা বলবেন না, যা শুনে মানুষের ঘৃণার উদ্বেগ হয়। যেমন ডায়রিয়া, (আমাশয়), বমি ইত্যাদির আলোচনা করা।

(৩৬) কারো খাবারের লোকমার দিকে বাঁকা দৃষ্টি দেবেন না।

ভাল ভাল গোস্তের টুকরাগুলো উৎসর্গ করুন

(৩৭) খাবার থেকে ভাল ভাল গোস্তের টুকরাগুলো বেছে নেয়া বা একত্রে খাওয়ার সময় এজন্য বড় বড় লোকমা দিয়ে তাড়াতাড়ি গিলে ফেলা যে, আবার যেন আমি পিছে পড়ে না যাই, অথবা নিজের দিকে বেশি পরিমাণ খাবার গুটিয়ে নেয়া মোটকথা যেন কোনভাবে অন্যকে বঞ্চিত করা, যা দেখে অপরজন খারাপ ধারনা করার স্বীকার হয়, এগুলো অশালীনতা ও লোভীদের নিদর্শন। ভাল বস্তুগুলো নিজের ইসলামী ভাই কিংবা পরিবারের লোকদের জন্য উৎসর্গ করার নিয়্যতে পরিত্যাগ করলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব পাবেন। যেমন উভয় জগতের সুলতান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমা মূলক বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু অন্যকে দিয়ে দেয়, তাকে ক্ষমা করে দেবেন।" (আততাহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, খন্ড-৯ম, পৃ-৭৭৯)

পতিত খাবার খেয়ে নেয়ার ফযীলত

(৩৮) খাওয়ার সময় যদি কোন খাবার বা সামান্য অংশ পড়ে যায় তবে তা উঠিয়ে মুছে খেয়ে নিন। কেননা তাতে মাগফিরাত (ক্ষমা) লাভের সুসংবাদ রয়েছে।

(৩৯) হাদিসে পাকে রয়েছে, যে খাবারের পতিত অংশ উঠিয়ে খেয়ে নেবে, সে প্রাচুর্যের জীবন কাটায় এবং তার সন্তান বংশধর স্বল্প বিবেক সম্পন্ন (অল্প মেধাবী)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫তম, পৃ-১১১, হাদীস নং-৪০৮১৫)

(৪০) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উদ্ধৃত করেন, "রুটির টুকরা ও অংশগুলো উঠিয়ে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রাচুর্য্যতা অর্জিত হবে। বাচ্চা সুস্থ, নিরাপদ ও ক্রুটিপূর্ণ হবে এবং ঐ টুকরোগুলো জান্নাতের হুরের মোহরানা হবে।" (ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-২য়, পৃ-৭)

(৪১) পতিত টুকরোকে উঠিয়ে চুমু দেয়া জায়িয।

(৪২) দস্তরখানায় যে দানা ইত্যাদি পড়ে গেছে সেগুলো মুরগী, পাখী, গরু, ছাগল ইত্যাদিকে খাওয়ানো জায়িয। অথবা এমন জায়গায় নিরাপদে রেখে দিন, যেন পিঁপড়া খেয়ে নেয়।

খাবারে ফুঁক দেয়া নিষেধ

(৪৩) খাবার ও চা ইত্যাদিকে ঠান্ডা করার জন্য ফুঁক মারবেন না কারণ এতে বরকত শূন্যতা হয়। অধিক গরম খাবার খাবেন না। খাওয়ার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। (রদ্দুল মুখতার, খন্ড-৯ম, পৃ-৪৯১ থেকে সংকলিত)

(৪৪) খাওয়ার মাঝখানেও ডান হাতে পানি পান করুন। এমন যেন না হয় যে, হাত খাদ্য মিশ্রিত হওয়ার কারণে বাম হাতে গ্লাস ধরে ডান হাতের আঙ্গুল লাগিয়ে মনকে মানিয়ে নেয়া যে, ডান হাতে পান করছি।

পানি চুষে পান করতে শিখুন

(৪৫) পানি হোক বা কিংবা যে কোন পানীয় সর্বদা بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে ছোট ছোট ঢোকে পান করা উচিত। কিন্তু চুষাতে যেন আওয়াজের সৃষ্টি না হয়। পানি হোক কিংবা অন্য কোন পানীয়, বড় বড় ঢোকে পান করাতে কলিজায় রোগের সৃষ্টি হয়। শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলুন। আফসোস! চুষে চুষে পান করার সুন্নাতের উপর এখন সম্ভবত খুব কম সংখ্যক আমল করে। দয়া করে, এটার অনুশীলন করুন এবং এ সুন্নাতকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

(৪৬) যখন কিছুটা ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকে তখন খাওয়া থেকে বিরত হয়ে যান।

স্বাদ শুধুমাত্র জিহ্বার গোড়া পর্যন্ত

(৪৭) পেট ভরে খাওয়া সুন্নাত নয়। বেশি খেতে মন চাইলে তখন নিজেকে এভাবে বুঝান যে, শুধুমাত্র জিহ্বার আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত স্বাদ থাকে, কণ্ঠনালীতে পৌঁছতেই স্বাদ শেষ হয়ে যায়। তাই কিছু সময়ের মজার জন্য সুন্নাতের সাওয়াব ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এছাড়া বেশি খাওয়াতে শরীর ভারী হয়ে যায়, ইবাদতে অলসতা আসে, পাকস্থলী খারাপ হয় এবং অনেকের মেদ চলে আসে। কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাষ্টিক, সুগার ও হৃদযন্ত্র ইত্যাদির রোগ হওয়ার আশংকা বেড়ে যায়।

(৪৮) খাবার শেষ করার পর প্রথমে মধ্যমা। এরপর শাহাদাত আঙ্গুল এবং শেষে বৃদ্ধাঙ্গুল তিনবার করে চাটুন। মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খাবার খাওয়ার পর মুবারক আঙ্গুলগুলোকে তিনবার চেটে নিতেন।

(শামায়িলে তিরমিযী, পৃ-৬১, হাদীস নং-১৩৮)

বাসন চেটে নিন

(৪৯) বাসনও চেটে নিন। হাদীসে পাকে রয়েছে, "যে ব্যক্তি খাওয়ার পর বাসন চেটে নেয়, তখন ঐ বাসন তার জন্য দু'আ করে ও বলে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করুন, যেমনিভাবে তুমি আমাকে শয়তান থেকে মুক্ত করেছ।" (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫তম, পৃ-১১১, হাদীস নং-৪০৮২২)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, বাসন তার জন্য ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে। (ইবনে মাজাহ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৪, হাদীস নং-৩২৭১)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।”

(৫০) যে বাসনে খেয়েছেন সেটা চেটে নেয়ার পর ধুয়ে পান করুন إِنْ شَآءَاللهُ عَزَّوَجَلَّ একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব অর্জিত হবে। (ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-২য়, পৃ-৭)

ধুয়ে পান করার নিয়ম

(৫১) চাটা ও ধোয়া ঐ সময় বলা হবে যখন খাদ্যের কোন অংশ ও ঝোলের কোন চিহ্ন ইত্যাদি অবশিষ্ট থাকবে না। তাই অল্প পানি নিয়ে বাসনের উপরের কিনারা থেকে নীচ পর্যন্ত চতুর্দিকে আঙ্গুল ইত্যাদি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে পান করা উচিত। দুই বা তিনবার এরূপ ধুয়ে পান করুন। তাহলে إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ বাসন খুবই পরিস্কার হয়ে যাবে।

(৫২) পান করার পর বাসন বা থালার মধ্যে রয়ে যাওয়া সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট পানিও আঙ্গুল দিয়ে জমা করে পান করে নেয়া উচিত। এমন যেন না হয় যে, মসল্লার কোন ক্ষুদ্রাংশ কোথাও আটকে থাকে আর এতে বরকতও চলে যায়! কারণ হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে যে, “তোমরা জাননা যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।” (সহীহ মুসলিম, পৃ-১১২৩, হাদীস নং-১০২৩)

(৫৩) তরকারীর ঝোল মিশ্রিত ছোট পেয়ালা, চামচ এছাড়া চা, লাচ্ছি, ফলের রস, (JUICES) শরবত ও অন্যান্য পানীয় মিশ্রিত পেয়ালা গ্লাস ও জগ ইত্যাদি ধুয়ে এভাবে পান করে নিন যে, খাদ্যের কোন অংশ বা চিহ্ন যেন অবশিষ্ট না থাকে এবং এভাবে প্রচুর বরকত কুড়িয়ে নিন।

(৫৪) গ্লাসে অবশিষ্ট মুসলমানের পরিস্কার পানিকে ব্যবহার উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও অহেতুক ফেলে দিয়ে নষ্ট করাটা অপচয় আর অপচয় করা হচ্ছে হারাম। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, পৃ-৫৬৭)

(৫৫) শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলুন। শুরু ও শেষে কুরআন ও হাদিসের দু'আ সমূহ স্মরণ থাকলে পাঠ করুন।

(৫৬) সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধুয়ে নিন, যাতে গন্ধ ও তৈলাক্ততা দূর হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

খাওয়ার পর মাসেহ করা সুন্নাত

(৫৭) হাদিসে পাকে এটাও রয়েছে, (খাবার শেষ করার পর) মদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাত ধৌত করলেন ও হাতের আর্দ্রতা দিয়ে মুখ ও হাতের কব্জি ও পবিত্র মাথা মাসেহ করে নিলেন এবং নিজের প্রিয় সাহাবী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে বললেন, "ইকরাশ! যে বস্তুকে আগুন ছোঁয়েছে। (যা আগুন দ্বারা রান্না করা হয়েছে) সেটা খাওয়ার পর এটা হচ্ছে ওযু।" (তিরমিযী শরীফ, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৩৫, হাদীস নং-১৮৫৫)

(৫৮) খাবারের পর দাঁত খিলাল করা সুন্নাত।

অতীতের গুনাহ্ মাফ

(৫৯) হুযুর তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি খাবার খেলো আর এ বাক্যগুলো বলল, তবে তার অতীতের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

দু'আ বাক্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

অনুবাদ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে খাবার খাইয়েছেন এবং আমাকে কোন প্রকারের যোগ্যতা ও শক্তি ছাড়া এই রিযিক দান করেছেন।

(তিরমিযী শরীফ, খন্ড-৫, পৃ-২৮৪)

(৬০) খাওয়ার পর এ দু'আটিও পড়ুন : -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

অনুবাদ :- আল্লাহর কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন ও মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ, খন্ড-৩য়, পৃ-৫১৩, হাদীস নং-৩৮৫০)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

(৬১) যদি কেউ মেহমানদারী করান তবে এ দু'আটিও পাঠ করুন :

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

অনুবাদ : হে আল্লাহ! তাকে খাওয়াও যে আমাকে খাইয়েছেন ও তাকে পান করাও যে আমাকে পান করিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম, পৃ-১৩৬, হাদীস নং-২০৫৫)

(৬২) খাওয়ার পর এ দু'আটিও পড়ুন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ

অনুবাদ : হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ খাবারে বরকত দান করো এবং এটা থেকে উত্তম খাবার আমাদেরকে খাওয়াও। (আবূ দাউদ শরীফ, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৭৫, হাদীস নং-৩৭৩০)

(৬৩) দুধ পান করার পর এ দু'আ পড়ুন ঃ-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

অনুবাদ : হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বরকত দিন ও আমাদেরকে এ থেকে অধিক দান করুন। (প্রাগুক্ত)

(৬৪) মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট হালুয়া, মধু, সিরকা, (আখ বা আঙ্গুরের টক শরবত) খেজুর, তরমুজ, শশা (ক্ষীরাই) কদু শরীফ খুবই পছন্দনীয় ছিল।

(৬৫) গোস্তের মধ্যে বাহু, ঘাড় ও কোমরের গোস্ত পছন্দনীয় ছিল।

(৬৬) আকায়ে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কখনো খেজুর ও তরমুজ কিংবা খেজুর ও শশা অথবা খেজুর ও রুটি একত্র করে খেতেন।

(৬৭) খুরচন (এক প্রকার মিষ্টি) সরকার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট পছন্দনীয় ছিল।

(৬৮) সারীদ অর্থাৎ- তরকারীর ঝোলের মধ্যে ভেজানো রুটির টুকরা সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুবই পছন্দনীয় ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(৬৯) এক আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া শয়তানের দুই আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া অহংকারীর নিয়মনীতি। তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া সুন্নাতে আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام

কতটুকু খাবেন?

(৭০) ক্ষুধাকে তিন ভাগ করা উত্তম। এক ভাগ খাবার, এক ভাগ পানি ও এক ভাগ বাতাস। যেমন তিনটি রুটি খাওয়াতে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলে তাহলে একটি রুটি খাবেন, একটি রুটির পরিমাণ পানি ও অবশিষ্টটুকু বাতাসের জন্য খালি রেখে দিন। যদি পেট ভরেও খেয়ে নেন তবে মুবাহ হবে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু কম খাওয়ার দ্বীনি ও দুনিয়াবী বরকত রয়েছে। পরীক্ষা করে দেখে নিন, إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পেট এমনভাবে ঠিক হয়ে যাবে যে, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে পেটের কুফ্লে মদীনা দান করুন। অর্থাৎ-হারাম থেকে বাঁচা ও হালাল খানাও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাওয়া থেকে রক্ষা করুক।

কাইলূলা সুন্নাত

(৭১) দুপুরের খাবারের পর কাইলূলা করুন। (দুপুরের সময় শোয়াকে কাইলূলা বলা হয়।) আর বিশেষ করে এটা রাতে ইবাদতকারীদের জন্য সুন্নাত যে, এতে রাতের ইবাদত করা সহজ হয়। আর ডাক্তারদের অভিমত হচ্ছে সন্ধ্যায় খাওয়ার পর ১৫০ কদম হাঁটা।

(৭২) খাওয়ার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه অবশ্যই বলুন।

(৭৩) দস্তরখানা উঠানোর পূর্বে উঠে যাবেন না।

(৭৪) খাওয়ার পর ভালভাবে হাত ধুয়ে মুছে নিন। সাবানও ব্যবহার করতে পারেন।

(৭৫) কাগজ দিয়ে হাত মোছা নিষেধ।

(৭৬) তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে পারেন, পরিহিত বস্ত্র দিয়ে হাত মুছবেন না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

বরকত উঠে যাওয়ার কাজ সমূহ

(৭৭) মুফতী মুহাম্মদ খলীল খান বারকাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "যে বাসনে খাবার খেয়েছে, তাতে হাত ধোঁয়া অথবা হাত ধুয়ে জামা বা লুঙ্গির আঁচলে মুছে নেয়া (খাবার থেকে) বরকতকে উঠিয়ে দেয়।"

(সুন্নী বেহেশতী যেওয়ার, পৃ-৫৭৮ থেকে সংকলিত)

(৭৮) খাবার খাওয়ার সাথে সাথে প্রচন্ড ব্যায়াম করা বা অতিরিক্ত ভারী বস্তু উত্তোলন করা, টেনে নেয়া ইত্যাদি কঠোর পরিশ্রমের কাজ করাতে ভূড়ি উঠে যাওয়া, এ্যাপেন্ডিক্স হওয়া বা পেট বেড়ে যাওয়া রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

(৭৯) খাওয়ার পর উচুঁ আওয়াজে اَلْحَمْدُ لِلّٰه ঐ সময় বলবেন যখন সবাই খাবার শেষ করে নেয় অন্যথায় আস্তে বলুন। (রদ্দুল মুখতার, খন্ড-৯ম, পৃ-৪৯০) খাওয়ার পর দু'আ সমূহ ঐ সময় পড়ানো উচিত যখন প্রত্যেকে খাওয়া শেষ করে নেয়, অন্যথায় যে আহাররত থাকবে সে লজ্জা পাবে।

কারো গাছের ফল খাওয়া কেমন?

(৮০) কোন বাগানে গেছেন সেখানে ফল পড়ে আছে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বাগানের মালিকের অনুমতি পাওয়া যাবে না ততক্ষণ ফল খেতে পারবেননা আর অনুমতি দুই ধরনের হতে পারে। প্রকাশ্যভাবে অনুমতি যেমন-মালিক বলে দিলেন যে, পড়ে থাকা ফলগুলো খেতে পারবে অথবা দলিলগত অনুমতি অর্থাৎ ঐ স্থানে এমন প্রচলন অভ্যাস রয়েছে যে, বাগানের মালিক পড়ে থাকা ফলগুলো খাওয়ার ব্যাপারে মানুষকে নিষেধ করে না। গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে খাওয়ার অনুমতি নেই তবে যখন প্রচুর ফল থাকে আর জানা থাকে যে, ছিঁড়ে খাওয়াতে মালিক কিছু মনে করবেন না তখন ছিঁড়েও খাওয়া যেতে পারে। তবে কোন অবস্থায় এটা অনুমতি নেই যে, সেখান থেকে ফল নিয়ে আসা যাবে।

(আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-২২৯ থেকে সংকলিত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

এসব অবস্থায় প্রচলন ও অভ্যাসের খেয়াল রাখতে হবে আর যদি প্রচলন ও অভ্যাস না থাকে অথবা জানা থাকে যে, মালিক কিছু মনে করবে তাহলে পড়ে থাকা ফলও খাওয়া বৈধ হবে না।

জিজ্ঞাসা না করে খাওয়া কেমন?

(৮১) বন্ধুর ঘরে গিয়ে কোন কিছু রান্নাকৃত পেয়ে নিজে নিয়ে খেয়ে নিল অথবা তার বাগানে গিয়ে ফলছিড়ে খেয়ে নিল। যদি জানা থাকে যে, সে কিছু মনে করবে না তাহলে খাওয়া জায়িয কিন্তু এখানে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক সময় এমনও হয় যে, ও মনে করল যে, সে কিছু মনে করবে না, অথচ সে কিছু মনে করল। (আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-২২৯ থেকে সংকলিত)

(৮২) জবাইকৃত (পশু-পাখির) হারাম "মজ্জা" খাওয়া হারাম। সুতরাং রান্না করার সময়, ঘাড়, সীনা কিংবা পাজরের হাড়যুক্ত গোস্ত ও মেরুদন্ডের হাড়ের গোস্তকে ভালভাবে ধোঁয়ে হারাম মজ্জা আলাদা করে নিন।

(৮৩) মুরগীর হারাম মজ্জা হালকা হয়ে তাকে, তাই সেটা বের করতে অসুবিধা হয়। সুতরাং রান্নার করার সময় থেকে গেলে অসুবিধা নেই। তবে খাবেন না। অনুরূপভাবে মুরগীর ঘাড়ের পাট্টা ও কালো রেখা বিশিষ্ট রক্তের রগও খাবেন না।

(৮৪) জবাইকৃত বস্তুর "গ্রন্থি, ফোঁড়া, গিঁড়া, গোটা খাওয়া মাকরূহে তাহরিমী। সুতরাং রান্না করার পূর্বেই তা ফেলে দিন।

মুরগীর হৃৎপিন্ড

(৮৫) মুরগীর হৃৎপিন্ড ফেলে দেয়াটা অপচয়। এটাকে লম্বার মধ্যে কেটে বা যেভাবেই সম্ভব হয় সেভাবে কেটে তা থেকে রক্ত ভালভাবে পরিস্কার করার পর রান্না করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

রান্নাকৃত রক্তের রগগুলো খাবেন না

(৮৬) জবাইকৃত বস্তুর গোস্তের ভেতর যে রক্ত থেকে যায় তা পবিত্র কিন্তু ঐ রক্ত খাওয়া হারাম। সুতরাং গোস্তের ঐসব অংশ যেগুলোতে প্রায়ই রক্ত থেকে যায় সেগুলোকে ভালভাবে দেখে নিন। যেমন-মুরগীর ঘাড়, ডানা ও পা ইত্যাদির ভিতর থেকে কালো রেখাগুলো বের করে নিন কারণ এগুলো রক্তের রগ। রক্ত রান্না হওয়ার পর কালো হয়ে যায়।

"বিসমিল্লাহ করো" বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

(৮৭) একজন খাবার খাচ্ছে আর অন্যজন এলো, তখন প্রথমজন তাকে বলল, "এসো খাবার খাও" অপরজন বলল, "বিসমিল্লাহ করো!" এরকম বলা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় দু'আ মূলক শব্দ বলা উচিত। যেমন বলুন, "আল্লাহ বরকত দিন।" (বাহারে শরীআত, খন্ড-১৬তম, পৃ-৩২ থেকে সংকলিত)

পঁচে যাওয়া গোস্ত খাওয়া হারাম

(৮৮) গোস্ত পঁচে গেলে তা খাওয়া হারাম। অনুরূপভাবে যেসব খাবার খারাপ হয়ে যায় তাও খাওয়া ঠিক নয়। খারাপ হওয়ার লক্ষণ হলো এযে, তাতে গাদ (সাদা আবরণ) দুর্গন্ধ বা টক গন্ধ সৃষ্টি হওয়া, যদি ঝোল থাকে তবে তাতে ফেনা এসে যায়। ডাল, খিচুড়ী ও টক মিশ্রিত তরকারী তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

পুরো কাঁচা মরিচ

(৮৯) খাবারের মধ্যে রান্নাকৃত পুরো কাঁচা বা লাল মরিচ খাওয়ার সময় ফেলে দেয়ার পরিবর্তে সম্ভব হলে পূর্বেই বেছে নিয়ে আলাদা করে নিন এবং পিষে পুনরায় কাজে লাগান। এভাবে রান্নাকৃত গরম মসল্লাও যদি ব্যবহার উপযোগী থাকে তবে নষ্ট করবেন না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

অতিরিক্ত রুটিগুলো কি করবেন?

(৯০) অতিরিক্ত রুটি ও ঝোল ইত্যাদি ফেলে দেয়া অপচয়। মুরগী, ছাগল বা গরু ইত্যাদিকে খাওয়াবেন। কয়েক দিনের থেকে যাওয়া রুটিগুলো টুকরো করে ঝোল দিয়ে রান্না করে নিন। اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ উৎকৃষ্ট খাবার প্রস্তুত হয়ে যাবে।

কাঁকড়া ও চিংড়ি মাছ খাওয়া কেমন?

(৯১) মাছ ছাড়া সমুদ্রের প্রতিটি প্রাণী খাওয়া হারাম। যে মাছ মারা ছাড়া নিজেই মরে পানিতে ভেসে উঠে তাও হারাম। কাঁকড়া খাওয়াও হারাম। চিংড়ি মাছের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। খাওয়া জায়িয তবে না খাওয়া উত্তম।

(৯২) ফড়িং মরে গেলেও তা খাওয়া হালাল। ফড়িং ও মাছ দুটোই জবাই করা ছাড়াও হালাল।

ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের এত বেশিবার "আদাবে তুআম" পাঠ করার তাওফীক দিন যেন খাওয়ার সুন্নাত ও আদবগুলো মুখস্ত হয়ে যায় এবং আমাদের এগুলোর উপর আমল করারও তাওফীক দান করুন।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

চুপ থাকাটা ক্ষমতা ব্যতীত ভীতি প্রদর্শনের অস্ত্র

১৭ মুহররমুল হারাম, ১৪২৭ হি:

তালিবে গমে

মদীনা ও

বকী

ও

মাগফিরাত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

জ্বিনদের খাদ্যের বর্ণনা ঃ

দুরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার সুলতান, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী বাণী হচ্ছে, “যে আমার উপর জুমুআর দিন এক শতবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার একশত অভাব পূরণ করবেন। সত্তরটি আখিরাতের ও ত্রিশটি দুনিয়ার। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১ম, পৃ-২৫৬, হাদীস নং-২২৩৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى علٰى محمَّد

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে জ্বিনদের প্রতিনিধি

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত, তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান মর্যাদাপূর্ণ খিদমতে জ্বিনদের এক প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয়ে আরয করল, “আপনার উম্মত হাড্ডি, গোবর ও কয়লা দ্বারা যেন ইসতিঞ্জা (প্রস্রাব, পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জন) না করেন, কারণ আল্লাহ তা‘আলা এগুলোর মধ্যে আমাদের রিযিক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই নবিয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (উম্মতকে) তা থেকে বারণ করেছেন।” (আবূ দাউদ শরীফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪৮, হাদীস নং-৩৯)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

জ্বিন মানুষ থেকে নয়গুণ বেশি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জ্বিনেরাও আল্লাহর একটি সৃষ্টি। যাদেরকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এরা পানাহার করে এবং বিয়ে-শাদীও করে। মানুষের তুলনায় এদের সংখ্যা নয়গুণ বেশী। হযরত সায়্যিদুনা আমর বিকালী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, "যখন মানুষের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন জ্বিনদের নয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।" (জামিউল বয়ান, খন্ড-৯ম, পৃ-৮৫, হাদীস নং-২৪৮০৩)

মুসলমানদের দস্তরখানায় জ্বিন

হযরত সায়্যিদুনা জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه একজন তাবেয়ী বুযুর্গ থেকে উদ্ধৃত করেন, "সকল মুসলমানদের ঘরের ছাদে মুসলমান জ্বিন বাস করে। যখন দুপুর ও রাতে দস্তরখানা বিছানো হয় অর্থাৎ ঘরের লোকেরা খাবার খায় তখন জ্বিনেরা খেতে শুরু করে! তাদের মাধ্যমে আল্লাহ দুষ্ট জ্বিনদের তাড়িয়ে দেন। (লকতুল মারজান ফী আহকামিল জান, কৃতঃ সুয়ুতী, পৃ-৪৪)

সরকার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাপের কানাকানি

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন হঠাৎ একটি সাপ এলো আর তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুবারক বাহুর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল অতঃপর সেটা নিজের মুখ হুযুরে আকরাম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কানের নিকট নিয়ে গেল যেন তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাথে কানাকানি করছে। তখন "নবিয়ে কারীম, রাউফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "হ্যাঁ ঠিক আছে।" এরপর ঐ সাপটি ফিরে গেল। আমি হুযুরে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

(এ ব্যাপারে) জিজ্ঞাস করলাম। তখন সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে বললেন যে, সেটা জ্বিনদের একজন ছিল আর সে একথা বলে গেছে যে, আপনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার উম্মতদের নির্দেশ দিন যে, তারা (যেন) গোবর ও পুরানো হাড্ডি দিয়ে ইসতিঞ্জা (শৌচক্রিয়া) না করেন, এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা তাতে আমাদের রিযিক তৈরী করে দিয়েছেন। (লকতুল মারজান ফী আহকামিল জান, পৃ-৪৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসহায়দের আশ্রয়স্থল দরবারে জ্বিনও ফরিয়াদ নিয়ে আসে আর এটাও জানা গেল যে, হাড্ডি ও গোবর জ্বিনদের খাদ্য। আমাদের জন্য হাড্ডি, গোবর ও কয়লা দ্বারা ইসতিঞ্জা করা মাকরূহ। এ প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনা শুনুন। যেমন ঃ

কালো মানুষ

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, হিজরতের আগে একদা সরকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কায়ে মুকাররমার পার্শ্ববর্তী স্থানে তশরীফ নিলেন, সেখানে হুযূর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার জন্য একটি লাইন টেনে দিলেন আর বললেন, "যতক্ষণ আমি তোমার নিকট আসব না, তুমি কারো সাথে কোনরূপ কথা-বার্তা বলবে না, অতঃপর বললেন, কোন কিছু দেখে ভয়ও করো না, অতঃপর একটু সামনে গিয়ে বসে গেলেন। হঠাৎ তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিকট কালো মানুষ এসে উপস্থিত হল, যেন তারা হাবসী আর তারা ঐ আকৃতিতে (এসেছে) যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ তখন এরই উপক্রম ছিলো যে, ঐ সমস্ত জ্বিন তাঁর নিকট প্রচন্ড ভীড় জমাবে।

(পারা-২৯, সুরা জ্বিন, আয়াত-১৯)

অতঃপর তারা যখন হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিল তখন আমি তাদের (মুখ) থেকে শুনলাম যে, তারা বলছিল, ইয়া রসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের ঘর অনেক দূরে, এখন আমরা যাচ্ছি। আপনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে পথের পাথেয় দান করুন। জ্বিন ও ইনসানের সুলতান, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "গোবর তোমাদের খাদ্য আর তোমরা যে হাড্ডির নিকট যাবে তাতে তোমাদের জন্য গোস্ত হবে এবং যে গোবরের নিকট যাবে তা তোমাদের জন্য খেজুর হয়ে যাবে।" যখন তারা ফিরে গেল তখন আমি হুযুরে আকদাস হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে আরয করলাম, "এরা কারা?" হুযুর রহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "এরা নাসীরীন শহরের জ্বিন ছিল। (লকতুল মারজান ফী আহকামিল জান, পৃ-৪৭)

شہنشاہ و گدا جِنّ و بَشر اور اولیاءُ اللہ
ہے سب کا تیرے ٹکڑوں پر گُزارا یارسولَ اللہ

শাহান শাহ ও গদা জিন্নো বাশার আওর আউলিয়া উল্লাহ
হে ছব কা তেরে ঠোকড়ো ফর গুজারা ইয়া রাসূলাল্লাহ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللهُ تعالٰى على محمّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

জ্বিনেরা লেবুকে ভয় পায়

কাযী আলী বিন হাসান খালঈ " সাওয়ানিহে হায়াত" এ রয়েছে যে, জ্বিনেরা তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করত। একবার দীর্ঘদিন ধরে আসল না। তখন কাযী সাহিব তাদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাস করলে জ্বিনেরা বললো যে, আপনার ঘরে লেবু ছিল আর আমরা এমন ঘরে যাই না যাতে লেবু থাকে। (প্রাগুক্ত, পৃ-১০৩)

জ্বিনেরা সাদা মোরগকে ভয় পায়

মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি বাণী ঃ

(১) সাদা মোরগ রাখো। এজন্য যে, যে ঘরে সাদা মোরগ থাকবে, তাতে না শয়তান এ ঘরের কাছে আসবে আর না জাদুকর ঐ ঘরগুলোর নিকটবর্তী হবে, যা এ ঘরের আশে-পাশে রয়েছে। (আল মা'জুমুল আওসাত, খন্ড-১ম, পৃ-১২০১, হাদীস নং-৬৭৭)

(২) সাদা মোরগকে মন্দ বলো না, কেননা এটা আমার দোস্ত ও আমি তার দোস্ত আর এটার শত্রু আমার শত্রু। যতদূর এটার আওয়াজ পৌঁছে তা জ্বিনদেরকে দূর করে দেয়। (লকতুল মারজান ফী আহকামিল জান, পৃ-১৬৫)

জ্বিন ও তাদের জানোয়ারের খাদ্য

জ্বিন জাতীর যে প্রতিনিধি হুযুরে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত দরবারে হাযির হয়েছিল এবং নিজেদেরও তাদের জানোয়ারদের জন্য খাবার চেয়েছিল, তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য হাড্ডি রয়েছে যাতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম নেয়া হয়। অর্থাৎ হালাল পবিত্র জানোয়ারের হাড্ডি হলে তা তোমাদের হাতে এ অবস্থায় হয়ে যাবে যেভাবে ঐ সময় ছিল যখন তাতে গোস্তে ভরা ও পরিপূর্ণ ছিল (অর্থাৎ- গোস্ত পৃথককৃত হাড্ডি তোমরা গোস্তসহ পাবে) আর সব বিষ্টা তোমাদের চতুস্পদ জন্তুর জন্য খাদ্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

আর এরপর মানুষদের ইরশাদ করলেন, হাড্ডি ও গোবর দ্বারা ইসতিঞ্জা করো না, কেননা এগুলো তোমাদের ভাই (মুসলমান জ্বিন) এর খাবার।

(সহীহ মুসলিম, পৃ-২৩৬, হাদীস নং-৪৫০)

জ্বিনেরা অপহরণও করে থাকে

একজন আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ইশার নামায আদায়ের জন্য যখন ঘর থেকে বের হলেন তখন তাঁকে জ্বিনেরা অপহরণ করে নিল এবং কয়েক বৎসর যাবৎ গোপন রাখল। এরপর তিনি যখন মদীনায়ে মুনাওওয়ারাতে তশরীফ আনলেন তখন আমিরুল মুমিনীন হযরতে সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস করলেন। তখন তিনি বললেন যে, আমাকে জ্বিনেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল আর আমি অনেকদিন পর্যন্ত তাদের কাছে ছিলাম। এরপর মুসলমান জ্বিনেরা (ঐ জ্বিনদের সাথে) জিহাদ করল আর তাদের মধ্য থেকে অনেকের সাথে আমাকেও বন্দী করা হল। মুসলমান জ্বিনেরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, এ মানব সন্তান মুসলমান, তাকে বন্দী করা ঠিক হবে না। অতঃপর তারা আমাকে আমার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিল যে, ইচ্ছা করলে আমি তাদের সাথে থাকতে পারি অথবা নিজ পরিবার পরিজনের কাছে চলে আসতে পারি। আমি ঘরে আসার ইচ্ছা করলাম। তখন ঐ জ্বিনেরা আমাকে মদীনায়ে মুনাওওয়ারা زَادَہَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا তে নিয়ে আসল।

আমিরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাদের খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে ঐ আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন, তারা লাওবিয়া (নামক সবজী) খেয়ে থাকে এবং ঐ সব বস্তু যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না (যেমন- بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করা ব্যতীত আহারকৃত বস্তু) অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাদের পান করার ব্যাপারে জিজ্ঞাস করলেন, তখন বললেন, যদফ- (হায়াতুল হায়ওয়ানুল কুবরা ১ম খন্ড, পৃ-২৯৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

যদফ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে যে ইয়েমনী ঘাস , যা বক্ষনকারী কখনো পিপাসার্থ হয় না। অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পানি ইত্যাদীর ঐ বর্তন (পাত্র) যা ঢেকে রাখা হয় না। (আননিহায়া ফি গরীবিল হাদীস ওয়াল আছর, খন্ড-১ম, পৃ-২৪০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !   صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

জ্বিন ও যাদু থেকে রক্ষার জন্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে কাফির জ্বিনদের বিভিন্ন খবর প্রকাশ পেল অর্থাৎ তারা লাওবিয়াও খায় এবং যেসব খাবার খাওয়ার সময় بِسْمِ الله পাঠ করা হয় না তাও ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া পানাহারের বস্তু থাকা সত্ত্বেও যেসব বাসন (পাত্র) খোলা রাখা হয় তা থেকেও খেয়ে নেয়। এছাড়া এটাও জানা গেল যে, জ্বিনেরা মানুষকে অপহরণও করে নেয় আর এটা খুবই দুঃচিন্তার বিষয় যে, এদের কাছ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পার্থিব কোন অস্ত্র বরং মানব বাহিনী ফলপ্রসু নয়। এর জন্য "মাদানী হাতিয়ার" প্রয়োজন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান "মাকতাবাতুল মদীনার" এর পক্ষ থেকে মুদ্রিত ১৬ পৃষ্টার পকেট সাইজ রিসালা ৪০ রূহানী ইলাজ হতে চারটি মাদানী হাতিয়ার উপস্থাপন করছি।

(১) يَامُهَيْمِنُ, ২৯ বার (দিনের যে কোন সময়) প্রতিদিন পাঠকারী اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রত্যেক বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকবে।

(২) يَاوَكِيْلُ ৭ বার যে প্রতিদিন আসরের সময় পাঠ করে নেবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রত্যেক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

(৩) يَامُمِيْتُ ৭ বার প্রতিদিন পাঠ করে যে নিজের শরীরের উপর ফুঁক মেরে নেবে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তার উপর যাদু প্রভাব ফেলতে পারবে না।

(৪) يَاقَادِرُ যে ওযু করার সময় প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সময় পাঠ করার অভ্যাস করে নেবে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ শত্রু (জ্বিন ও মানব) তাকে অপহরণ করতে পারবে না। (ওযুতে প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সময় দুরূদ শরীফও পাঠ করুন। কারণ এটা মুস্তাহাব আর يَاقَادِرُ পাঠ করতে থাকুন) প্রত্যেকে আপন আপন পীর মুর্শিদের অনুমতিক্রমে (এসব থেকে) নিরাপদ থাকার ওয়াযীফাও পাঠ করতে থাকুন।

**** (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় শাজারায়ে কাদিরীয়্যাহ, রযবীয়্যাহ্, আত্তারিয়্যাহ সংকলন করেছেন।) এতে নিরাপদ থাকার বিভিন্ন ওয়াযীফা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ শাজারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতে অনুবাদ করা হয়েছে। যেমন- এটি লেখার সময় পর্যন্ত আরবী, বাংলা, সিন্ধী, হিন্দী, গুজরাতী, ইংরেজী ও ত্রুকেন, ফরেঞ্জ। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের মুরীদ ও তালিবদেরকে এটা পাঠ করা সাধারণ অনুমতি প্রদান করেছেন। এ পকেট সাইজ শাজারা মাকতাবাতুল মদীনার প্রতিটি শাখা থেকে হাদিয়া প্রদান পূর্বক সংগ্রহ করতে পারেন।

জ্বিনেরা হত্যাও করে ফেলে

অনেক সময় মুসলমান জ্বিনেরা পাপী মানুষকে শাস্তিও দিয়ে থাকে। যেমন- ইবনে আক্বীল “কিতাবুল ফুনূন” এ বলেন, আমাদের একটি ঘরছিল। যে কেউ এটাতে থাকত এবং রাতে ঘুমাত তবে সকালে তার লাশই পাওয়া যেত!

একদা একজন পশ্চিমা মুসলমান আসল আর সে এ ঘরটি পছন্দ করে কিনে নিল। সে সেখানে রাত কাটাল আর সকালে একেবারে ভাল ও জীবিত অবস্থায় ছিল। এতে প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে গেল। ঐ ব্যক্তি ঐ ঘরে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

করার পর কোথাও চলে গেল। যখন তার কাছে (এ ঘরে নিরাপদ থাকার কারণ) জিজ্ঞাসা করা হল তখন সে বলল, যখন আমি এ ঘরে রাত কাটাতাম তখনই ইশার নামাযের পর কুরআনে করীম তিলাওয়াত করতাম। একবার একজন রহস্যে ভরা যুবক কুয়া থেকে বের হয়ে আমাকে সালাম করল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। সে বলতে লাগল, ভয় করবেন না, আমাকেও কিছু কুরআনে করীম শিক্ষা দিন।

সুতরাং আমি তাকে কুরআনে করীম শিক্ষা দিতে লাগলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ঘরের ব্যাপারটা কি রকম? সে বলল, "আমি মুসলমান জ্বিন।" আমি কুরআনে পাকও তিলাওয়াত করে থাকি আর নামাযও আদায় করি। এ ঘরে প্রায়ই অধিকাংশ শরাবী ও পাপী লোক থাকার জন্য এসেছে, তাই আমি তাদেরকে গলা টিপে হত্যা করেছি। আমি তাকে বললাম, রাতে আপনাকে ভয় লাগে, দয়া করে দিনে আসতে থাকুন। সে বলল, ঠিক আছে। সুতরাং সে দিনে কুয়া থেকে বাইরে আসত আর আমি তাকে পড়াতাম। একদা এমন হল যে, ঐ জ্বিন আমার কাছে কুরআন শিখছিল। তখন এক আমিল ঐ মহল্লায় আসল আর ডাক দিয়ে বলছিল, "আমি সাপে দংশন, বদনযর ও জ্বিন-পরীর আছরের জন্য ঝাড় ফুঁক দিয়ে থাকি।" ঐ জ্বিন বলল, "এটা কে?" আমি বললাম, "এটা ঝাড়ফুঁককারী।" জ্বিন বলল, "একে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসুন।" অতএব আমি গেলাম আর তাকে ডেকে আনলাম। হঠাৎ ঐ জ্বিন ছাদের উপর একবড় অজগরে রূপ নিল! ঐ আমিল (সাপ মনে করে) সেটাকে ধরে নিজের ঝুড়িতে আবদ্ধ করে ফেলল।

আমি তাকে নিষেধ করলে সে বলল, "এটা আমার শিকার এটা আমি নিয়ে যাব।" আমি তাকে একটি আশরাফী (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম তখন সে তা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। সে চলে যাওয়ার পর ঐ অজগরটি নড়াচড়া করে পূর্বের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু সে দূর্বল হয়ে পীতবর্ণ ধারণ করল! আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কী হয়েছে?" জ্বিন জবাব দিল যে, "ঐ আমিল মুবারক নাম সমূহ পাঠ করে ফুঁক দিয়েছে তাই আমার এ অবস্থা হয়েছে।"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার জীবিত থাকার আশা নেই। যখন আপনি কুয়াতে চিৎকারের আওয়াজ শুনবেন তখন এখান থেকে চলে যাবেন। ঐ পশ্চিমা মুসলমান বলল যে, আমি রাতে চিৎকারের আওয়াজ শুনলাম তখন আমি ঘর ছেড়ে দূরে চলে গেলাম।

(লকতুল মারজান ফী আহকামিল জান, পৃ-১০৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ কম্পন সৃষ্টিকারী ঘটনা থেকে এটা শিক্ষা পাওয়া গেল যে, অনেক সময় তামাসা করতে গিয়ে চরম মূল্য দিতে হয়। সম্ভবত ঐ জ্বিন অজগর সেজে ঐ আমিলকে এই ভাবে উপহাস করার চেষ্টা করেছিল যে, দেখে নেই সে কি করে? কিন্তু ঐ আমিল নিজের কাজে দক্ষ ছিল আর সে আসমায়ে মুবারাকা পাঠ করে এমন ফুঁক মারল যে, ঐ বেচারা জ্বিনের বেঁচে থাকার আশায় রইলো না। সুতরাং কাউকে দূর্বল মনে করে উপহাস করা উচিত নয়। এছাড়া জানা গেল যে, গুনাহের অমঙ্গলের কারণে দুনিয়াতেই বালা-মুসীবত আসতে পারে। যেভাবে, ঐ জ্বিন আক্রান্ত ঘরে আগত শরাবী ও মন্দকর্মকারীদের জ্বিন গলা টিপে হত্যা করে ফেলত। এ থেকে ঘরে ফিল্ম, নাটক দর্শনকারী ও বিভিন্ন ধরনের গুনাহের মধ্যে ব্যস্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কেননা আবার যেন এমন না হয় যে, দুনিয়াতেই গুনাহের শাস্তি স্বরূপ কোন জ্বিন চেপে না বসে!

এছাড়া এটাও জানা গেল যে, ইবাদত ও তিলাওয়াতের কারণে বালা-মুসীবত দূরীভূত হয়। যেরূপ ঐ রহস্যে ভরা ঘরের জ্বিন নামাজী ও তিলাওয়াত কারী মুসলমানদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিল। সুতরাং নিজের ঘরকে নামাজ, তিলাওয়াত ও না’ত দ্বারা সাজিয়ে রাখুন আর ফিল্ম, নাটক ও গান-বাজনার অমঙ্গল পরিবেশ থেকে দূরে থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কল্যাণই কল্যাণ হবে। গুনাহের অভ্যাস থেকে মুক্তিও ইবাদতের প্রশিক্ষণ লাভের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রসুলদের সাথে সফর করুন। গুনাহের অভ্যাস থেকে মুক্তিও ইবাদতের প্রশিক্ষণ লাভের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আশিকানে রসুলদের সাথে সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। আখিরাতের মহান সাওয়াবের সাথে সাথে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ দুনিয়াবী বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি লাভের উপায়ও হবে।

আমার হারাম মজ্জার ব্যথা শেষ হয়ে গেল

যেমন– বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে, ২০০১ সালে আমার হারাম মজ্জায় ব্যথা চলে এসেছিল। যার কারণে আমি খুবই কষ্টের মধ্যে ছিলাম। দীর্ঘ দিন ধরে চিকিৎসা করেছি কিন্তু কোন লাভ হল না। ডাক্তার বলেছেন যে, অপারেশন ছাড়া এ কষ্ট থেকে বাঁচার আর কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অপারেশন অকৃতকার্যও হতে পারে। এক ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশের কারণে সাহস করে ৩০ দিনের মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফিলার বরকতে কোন অপারেশন ছাড়াই আর আমি সুস্থ হয়ে গেলাম।

گر کوئی مرض ہے تو مری عرض ہے　　　پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو
دردِ سر ہو اگر یا ہو دردِ کمر　　　پاؤ گے صِحّتیں قافلے میں چلو

ঘর কুয়ি মরজ হে তু মেরি আর্‌য হে,
পা-ও গে রাহাতে কাফিলে মে চলো।
দরদে সর হো আগর ইয়া হো দরদে কোমর,
পা-ওগে সিহ্যাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب !　　　صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে এটা আরয করব যে, এরুপ হওয়াটা আবশ্যক নয় যে, মাদানী কাফিলার মুসাফিরের রোগ ব্যাধি ও পেরেশানী সমূহ দূরীভূত হয়ে যাবে। এসব কিছু আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আপনারা সবাই জানেন যে, সুস্থতা লাভের নিশ্চয়তা না থাকা সত্ত্বেও লোকেরা চিকিৎসার পেছনে লাখ লাখ টাকা খরচ করে আর আরোগ্য না হওয়ার পরও কেউ চিকিৎসা বাদ দেয়না বরং উন্নত থেকে উন্নততর চিকিৎসা করানোর পরও রোগী শেষ নিঃশ্বাষ ত্যাগ করে বসে। তবুও কেউ চিকিৎসার বিরোধিতা করে না। তাহলে যদি মাদানী কাফিলাতেও রোগ না সাড়ে তবে শয়তানের কু-মন্ত্রনার শিকার না হওয়া উচিত।

শুধুমাত্র দুনিয়াবী সমস্যার সমাধান পাওয়ার নিয়্যাত করার পরিবর্তে মাদানী কাফিলাতে ই'লমে দ্বীন শিক্ষা ও আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতও করে নেয়া উচিত। আর এটাও মনে রাখবেন যে, আরোগ্য লাভ করাও রহমত, আবার রোগ-ব্যাধিও রহমত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যম। আমাদের সর্বাবস্থায় ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত। রোগ-ব্যাধি ও মুসীবতের অনেক ফযীলত রয়েছে আর সৌভাগ্যবান মুসলমান ধৈর্যধারণ করে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করেন। যেমন–

আমি অন্ধ থাকতে চাই!

হযরত সায়্যিদুনা আবু বছীর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অন্ধ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একবার হযরত সায়্যিদুনা বাকের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খিদমতে হাজির হলাম। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমার চেহারায় হাত বুলিয়ে দিলেন তখন আমার চোখগুলোতে দৃষ্টি চলে আসল। যখন পুনরায় হাত বুলিয়ে দিলেন তখন পুনরায় অন্ধ হয়ে গেলাম। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমাকে বললেন, "আপনি এ দু'টো বিষয় থেকে কোন বিষয়টি অবলম্বন করতে চান? (১) আপনার চোখগুলো দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে যাবে আর কিয়ামতের দিন আপনার কাছে দৃষ্টিশক্তির নে'মত ও অন্যান্য আমলের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

হিসাব নেয়া হবে। (২) আপনি অন্ধই থাকবেন আর হিসাব-নিকাশ ছাড়া জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ হবে। হযরত সায়্যিদুনা আবু বাছীর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "আমি আরয করলাম জান্নাতে হিসাব ছাড়া প্রবেশ করতে চাই, আমি অন্ধ থাকতে চাই।" (শাওয়াহিদুন, নুবুওয়াত, পৃ-২৪১ হতে সংকলিত, মাকতাবাতুল হাকীকা, ইস্তাম্বুল, তুর্কী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ নিজ মাকবুল বান্দাগণকে এরূপ উচ্চ মর্যাদা ও উৎকর্ষতা দান করেছেন যে, তাঁরা অন্ধকে দৃষ্টি শক্তিও দান করতে পারেন আর বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদও দিতে পারেন। আর এটাও জানা গেল যে, মুসীবতে ধৈর্যধারণ করাতে মহান প্রতিদান পাওয়া যায়। চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়াতে ধৈর্যধারণকারীর জন্য স্বয়ং হাদীসে কুদসীর মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, আল্লাহ বলেন, "যখন আমি আমার বান্দার চোখ (দৃষ্টিশক্তি) নিয়ে নেব আর সে ধৈর্যধারণ করে, তবে চোখের বিনিময়ে তাকে জান্নাত প্রদান করব। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৬, হাদীস নং-৫৬৫৩)

ٹُوٹے گو سر پہ کوہِ بلا صَبر کرٗ　　　اے مسلماں ! نہ تُو ڈگمگا صَبر کر

لب پہ حرفِ شکایت نہ لا صبر کر　　　کہ یہی سنّتِ شاہِ اَبرار ﷺ ہے

টুটে গো সরপে কুহে বেলা সবর কর,
আই মুসলমা! না তু ডাগমগা সবর কর।
লবপে হরফে শিকায়াত না লা-সবর কর,
কে ইয়েহি সুন্নাতে শাহে আবরার হে।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب !　　صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

تُوبُوا اِلَی اللّٰہ!　　اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب !　　صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

শিক্ষণীয় ৯৯ টি ঘটনা

দুরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, "যখন বৃহস্পতিবার দিন আসে, আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাগণকে প্রেরণ করেন, যাঁদের নিকট রূপার কাগজ ও স্বর্ণের কলম থাকে। তাঁরা লিখেন, কে বৃহস্পতিবার দিন ও জুমুআর রাত (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) আমার উপর অধিক পরিমাণে দুরূদে পাক পাঠ করে।" (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১, পৃ-২৫০, হাদীস নং-২১৭৪)

(১) তিনটি পাখি

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে তিনটি পাখি হাদিয়া স্বরূপ পেশ করা হলো। তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি পাখি নিজের বাঁদীকে খাওয়ার জন্য দান করলেন। দ্বিতীয় দিন বাঁদী সে পাখিটি নিয়ে এলো। তখন রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তাকে ইরশাদ করলেন যে, আমি তো তোমাকে নিষেধ করেছি যে, পরবর্তী দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রেখোনা। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী দিনের রিযিক দান করেন। (শুউবুল ঈমান, খন্ড-২য়, পৃ-১১৮, হাদীস নং-১৩৪৭)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

পরবর্তী দিনের জন্য জমা রাখা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় আকা মাক্কা-মাদানী মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খোদার উপর ভরসার অবস্থান নিশ্চয় সকলের উর্ধে ছিল। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের জন্য পরবর্তী দিনের খাবার কখনো সঞ্চয় করে রাখতেন না। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের সম্পদের কখনো যাকাত দেননি। এ কারণে যে, কখনো সম্পদ জমা করেই রাখেননি। সে জন্য যাকাত ফরয হত না। প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُوَالسَّلا م ছেলের গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন, হযরত আদহাম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের ছেলে ইবরাহীমের জন্য দু'আ করলেন, "হে খোদা একে মৃত্যু দান করুন, কারণ একে চুমু দেয়ার কারণে কিছুটা সময় আমি তোমার থেকে উদাসীন হয়ে গেছি। এসব ঐ সকল বুযুর্গদের জযবা ছিল। মূলত: "যে বস্তু বন্ধুর মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয় সেটা ছিঁড়ে ফেল।" হযরত সায়্যিদুনা আবু যার গিফারী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ অত্যন্ত ধার্মিক সাহাবী ছিলেন। তাঁর আবেগের সত্যায়ণকারী হচ্ছে এ কবিতা

کوڑی نہ رکھ کفن کو، تج ڈال مال و دھن کو
جس نے دیا ہے تن کو، دیگا وُہی کفن کو

কু-ড়ি না রাখ্ কাফন কো, তিজ ঢাল মাল ও ধন কো
জিছনে দিয়া হে থনকো, দে-গা উহি কাফন কো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

এটা মনে রাখবেন! হালাল সম্পদ জমা করা হারাম নয়। যেমন-মুফতী সাহিব আরো বলেন, সম্পদ জমা রাখা, মৃত্যুর পর তা রেখে যাওয়া বৈধ, যদি তা থেকে যাকাত, ফিতরা, কুরবানী ও বান্দার হক আদায় করা হয়ে থাকে।

(মিরাত, খন্ড-৩য়, পৃ-৮৮, ৮৯ থেকে সংকলিত)

(২) মৃত ছাগল মাথা নেড়ে উঠে গেল

হযরত সায়্যিদুনা কা'ব বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন, হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হুযুরে পুরনুর, শফিয়ে ইয়ামুন নুশূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল দরবারে উপস্থিত হলে তাঁর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আলোকময় চেহারা মোবারককে পরিবর্তিত অবস্থায় পেলেন।

এটা দেখে তখনই তিনি নিজের ঘরে গেলেন ও নিজের স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্যপূর্ণ চেহারা মোবারক পরিবর্তন অবস্থায় দেখেছি। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, ক্ষুধার কারণে এমনটা হয়েছে। তোমার কাছে কোন কিছু আছে কি? বললেন, "আল্লাহর কসম! এ ছাগল ও সামান্য পরিমাণ আটা ছাড়া আর কিছু নেই। তৎক্ষণাৎ ছাগলটি জবাই করে দিলেন আর বললেন যে, তাড়াতাড়ি গোস্ত ও রুটি প্রস্তুত কর। যখন খাবার তৈরী হয়ে গেল তখন একটি বড় পেয়ালায় নিয়ে সরকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং খানা পেশ করলেন।

রহমতে আলম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "হে জাবির! নিজ সম্প্রদায়কে একত্রিত কর। আমি লোকদেরকে নিয়ে বরকতময় খিদমতে হাযির হলাম। বললেন, "তাদেরকে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত করে আমার নিকট পাঠাতে থাকো। এভাবে তারা খেতে লাগল। যখন একদল পরিতৃপ্ত হয়ে যেত তখন তারা বের হয়ে যেত আর অন্যদল আসত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

শেষ পর্যন্ত সবাই খেয়ে নিল আর পাত্রে যতটুকু খাবার আগে ছিল সকলে খাওয়ার পরও ততটুকু বিদ্যমান ছিল।

মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্রের মাঝখানে হাড়গুলো জমা করলেন আর সেগুলোর উপর নিজের মুবারক হাত রাখলেন এবং কিছু পড়লেন, যা আমি শুনিনি। সাথে সাথে যেটার গোস্ত খেয়েছিলাম ঐ ছাগটিই হঠাৎ মাথা নেড়ে উঠে গেল! তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে বললেন, নিজের ছাগল নিয়ে যাও!" আমি ছাগলটি আমার স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا এর নিকট নিয়ে আসলাম। সে (অবাক হয়ে) বলল, "এটা কি?" আমি বললাম, "আল্লাহর কসম! এটা আমাদের সে ছাগলটিই যেটা আমরা জবাই করেছিলাম। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'আয় আল্লাহ এটাকে জীবিত করে দিলেন! এটা শুনে তাঁর সম্মানিত স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا হঠাৎ বলে উঠলেন আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم । (আল খাসায়িসুল কুবরা, খন্ড-২য়, পৃ-১১২)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) মৃত মাদানী মুন্না (ছেলে) জীবিত হয়ে গেল!

প্রসিদ্ধ আশিকে রসূল হযরত আল্লামা আবদুর রহমান জামী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের মাদানী মুন্নাদের (ছোট্ট ছেলেদের) উপস্থিতিতে ছাগলটি জবাই করেছিলেন। যখন কাজ শেষ করে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ চলে গেলেন তখন ঐ দুজন মাদানী মুন্না ছুরি নিয়ে ছাদে চলে গেল। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলল, এসো আমিও তোমার সাথে ঐরূপ করব,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

যেমন আমাদের আব্বাজানা ঐ ছাগলটির সাথে করেছেন। সুতরাং বড় ভাই ছোট ভাইকে বাঁধল এবং কণ্ঠনালীতে ছুরি চালিয়ে দিল আর মাথা আলাদা করে হাতে তুলে নিল! যেমাত্র তাদের আম্মাজান رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا এ দৃশ্য দেখলেন, তখন তার পিছু নিলে সে ভয়ে পালানোর সময় ছাঁদ থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করলেন।
ঐ ধৈর্যশীল মহিলা আহাজারী ও কোন ধরনের শোর-চিৎকার করলেন না যে, আবার যেন তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পেরেশান হয়ে না যান। অত্যন্ত ধৈর্য ও শান্তভাবে দু'জনের ছোট্ট লাশগুলো ভিতরে নিয়ে সেগুলোর উপর কাপড় টেনে দিলেন এবং কাউকে বললেন না। এমনকি হযরত জাবির رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ কেও বললেন না। যদিও মনোবেদনায় অন্তর ভীষণ ব্যথিত ছিল, কিন্তু চেহারাকে স্বাভাবিক ও হাস্যেজ্জল রাখলেন এবং খাবার ইত্যাদি রান্না করলেন। সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন এবং তাঁর صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সামনে খাবার পেশ করা হল।

এ সময় জিব্রাঈল আমীন عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, জাবিরকে বলুন নিজের ছেলেদেরকে আনতে যাতে তারা আপনার صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাথে খাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা জাবির رضی اللہ تعالٰی عنہ কে ইরশাদ করলেন, "তোমার ছেলেদেরকে আন!" তিনি সাথে সাথে বাইরে এলেন এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞাস করলেন, "ছেলেরা কোথায়?" তিনি বললেন যে, "হুযুর পুরনূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমতে আরয করুন যে, তারা উপস্থিত নেই।" মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "আল্লাহ তাআলার ফরমান এসেছে যে, তাদের তাড়াতাড়ি ডাক!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।”

শোকাহত স্ত্রী কাঁদতে লাগল ও বললেন, “হে জাবির! এখন আমি তাদেরকে আনতে পারব না। হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন, “আসলে কি হলো?” কাঁদছেন কেন? স্ত্রী তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে সব ঘটনা বললেন এবং কাপড় উঠিয়ে মাদানী মুন্নাদের দেখালেন। তখন তিনিও কাঁদতে লাগলেন। কারণ তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

ব্যাস, হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দুই জনের ছোট্ট ছোট্ট লাশগুলোকে নিয়ে হুযুরে আনওয়ার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদমে রেখে দিলেন। ঐ সময় ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসতে লাগল। আল্লাহ তাআলা জিব্রাঈলে আমীন عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام প্রেরণ করলেন আর বললেন, “হে জিব্রাইল! আমার মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বল, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ইরশাদ করেছেন, “হে প্রিয় হাবীব! আপনি দু'আ করুন, আমি এদেরকে জীবিত করে দেব।” হুযুরে আকরাম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দু'আ করলেন আর আল্লাহর নির্দেশে উভয় মাদানী মুন্না তৎক্ষণাৎ জীবিত হয়ে গেল। (শাওয়াহিদ্ নুবুওওয়াহ, পৃ-১০৫, মাদারিজুন্নবুওওয়াত, খন্ড-১ম, পৃ-১৯৯)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

قلبِ مُردہ کو مِرے اب تو جِلا دو آقا ﷺ
جامِ اُلفت کا مجھے اپنی پلا دو آقا ﷺ

কল্‌বে মুরদা কো মেরে আবতো জ্বিলাদো আ-কা
জামে উলফত কা মুঝে আপনি পিলাদো আ-কা

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আমার প্রিয় আকা, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেমন শান যে, সামান্য পরিমাণ খাবার অনেক মানুষ খেয়ে নিল তারপরও তাতে কোন প্রকার কমতি হল না আর এরপর ছাগলের গোস্তের অবশিষ্ট হাড়ে গোস্ত চামড়া পরিধান করে হুবহু ঐ ছাগলই মাথা নেড়ে দাঁড়িয়ে গেল। এছাড়া হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মৃত্যুবরণকারী মাদানী মুন্নাদেরকে (ছেলেদেরকে) আল্লাহর ইচ্ছায় জীবিত করে দিলেন।

مُردوں کو جِلاتے ہیں رَوتوں کو ہنساتے ہیں
آلام مٹاتے ہیں بگڑی کو بناتے ہیں
سرکار کِھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں
سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں

মুরদোকো জ্বিলাতে হে রাউতোকো হাসাতে হে,
আ-লাম মিঠাতে হে বিগড়ি বানাতে হে।
ছারকার খিলাতে হে, সরকার পিলাতে হে,
সুলতানো গাদা ছব কো ছরকার নিভাতে হে।

(৪) সাতটি খেজুর

হযরত সায়্যিদুনা ইরবাজ বিন সারিয়া رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, তাবুক যুদ্ধের রাতে তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন, হে বিলাল! তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে? হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরয করলেন, "হুযুর! আপনার প্রতিপালকের শপথ! আমরাতো আমাদের খাদ্যের থলে খালি করে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

বসেছি। রহমতে আলম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, ভালভাবে দেখো, নিজের খাদ্যের থলে ঝেড়ে নাও হয়তো কিছু বের হবে। (সে সময় আমরা তিনজন ছিলাম) সবাই নিজ নিজ খাদ্যের থলে ঝাড়লে মোট ৭টি খেজুর বেরিয়ে আসল।

তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেগুলোকে একটি পৃষ্ঠার উপর রেখে সেগুলোর উপর আপন মুবারক হাত রাখলেন এবং ইরশাদ করলেন, "بِسْمِ اللّٰه পড়ে খাও।" আমরা তিনজন মাহবুবে খোদা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় হাতের নীচ থেকে উঠিয়ে খুব ভালভাবে খেলাম। হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন যে, আমি বীচিগুলো বাম হাতে রাখছিলাম। যখন আমি পরিতৃপ্ত হয়ে সেগুলো গণনা করলাম তখন ৫৪টি ছিল! এভাবে ঐ দু'জন সাহাবী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন। যখন আমরা খাবার থেকে হাত উঠিয়ে নিলাম তখন সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও আপন বরকতময় হাত উঠিয়ে নিলেন। ঐ সাতটি খেজুর আগের মত বিদ্যমান ছিল। তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "হে বিলাল! এগুলো হিফাযতে রেখো এবং এগুলো থেকে কেউ খাবে না।" বিলাল رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, আমরা এগুলো খায়নি।

যখন পরবর্তী দিন এলো এবং খাওয়ার সময় হল তখন সরকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ সাতটি খেজুরই আনার জন্য ইরশাদ করলেন। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুনরায় আগের মত সেগুলোর উপর হাত মুবারক হাত রাখলেন আর বললেন, "بِسْمِ اللّٰه পড়ে খাও।" এবার আমরা দশজন ছিলাম। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে গেলাম। হুযুর তাজদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতের হাত উঠালে তখন ৭টি খেজুরই হুবহু বিদ্যমান ছিল। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, "হে বিলাল! যদি আমার আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জা না হতো তবে মদীনা ফিরে যাওয়া পর্যন্ত এ সাতটি খেজুর থেকেই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

খেতাম। অতঃপর সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ খেজুরগুলো একটি ছেলেকে দান করে দিলেন। সে ওগুলো খেয়ে চলে গেল।

(আল খাসায়িসুল কুবরা, খন্ড-২য়, পৃ-৪৫৫)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ বিশাল ক্ষমতা দান করেছেন। সাতটি খেজুরে কি ধরনের বরকত হল যে, কয়েকজন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان পেট ভরে খেলেন।

مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

মালেকে কওনাইন হে গো পাছ কুছ রাখতে নেহি,
দো জাহা কী নেমতে হে উন কে খালী হাত মে।

(৫) আমি প্রতিদিন দুইটি ফিল্ম দেখতাম।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন, দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ অসংখ্য মানুষের ভাগ্যে মাদানী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। যেমন আত্তারাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এক ইসলামী ভাইয়ের নিজের ঘটনা অনেকটা এরূপ লিখেছেন। আমি খুব বেশি গুনাহের মধ্যে ডুবে থাকতাম। প্রায় প্রতিদিন দুটি ফ্লিম দেখতাম। সর্বদা নিজের সাথে রেডিও রাখতাম। একটি বিক্রি করে আরেকটা কিনতাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

রাতে শোয়ার সময়ও শিয়রে রেডিও চালু করে রাখতাম। রেডিও শুনতে শুনতে যখন আমার ঘুম এসে যেত তখন আমার আম্মীজান উঠে এসে রেডিও বন্ধ করে দিতেন। সম্ভবত ১৪১৬ হিজরী ছিল, আমি আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে হায়দ্রাবাদ গিয়েছিলাম। সে আমাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ফয়যানে মদীনা নিয়ে গেল। বাবুল মদীনা করাচী থেকে আপনার (অর্থাৎ সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ) টেলিফোনের মাধ্যমে বয়ান শুনলাম। শুনতেই আমার জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে গেল। খোদার ভয়ে কেঁদে কেঁদে গুনাহ থেকে তওবা করলাম এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। আত্তারাবাদে দা'ওয়াতে ইসলামীর এক আশিকে রসূল ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে আমাকে এক মুষ্ঠি পরিমাণ দাঁড়ি রাখালেন।

میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا
لاج رکھ لی مرے لجپال نے رُسوا نہ کیا

মাইতো না-দানা তা দা-নিস্তা ভী কিয়া কিয়া না কিয়া,
লাজ রাখলি মেরে লাজপাল নে রুছওয়া না কিয়া।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

(৬) সামান্য খাবারে বরকত

হযরত সায়্যিদুনা সুহাইব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, আমি তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য সামান্য পরিমাণ খাবার রান্না করলাম এবং তাঁকে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য হাযির হলাম। তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর সাথে উপবিষ্ট ছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

লজ্জায় আমি কিছু বলতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সারকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার দিকে দেখলেন। আমি তাঁকে ইশারায় খাওয়ার জন্য আসার আবেদন জানালাম। বললেন, "আর এরা?" আমি আরয করলাম, "না।" মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিশ্চুপ হয়ে গেলেন আর ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হুযুরে আনওয়ার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুনরায় আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন। আমি পুনরায় আগের মত ইশরায় আরয করলাম। বললেন, "এরা?" (অর্থাৎ তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যদেরকে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন) আমি বললাম, "না।" দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বারের জবাবে আমি আরয করলাম, "খুব ভাল" অর্থাৎ- এদেরকেও নিয়ে চলুন। আর সাথে এটাও বলে দিলাম যে, আপনার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জন্যই শুধুমাত্র সামান্য পরিমাণ খাবার রান্না করেছি। শাহে খাইরুল আনাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে সাথে নিয়ে আসলেন। সবাই ভালভাবে খেলেন। তবুও খাবার থেকে গেল। (আল খাসায়িসুল কুবরা, খন্ড-২য়, পৃ-৮২)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনার তাজেদার হুযুর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসীত গুণাবলী নিশ্চয় বরকত অবতীর্ণের মাধ্যম। আর তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সদকায় আমাদের উপর সর্বদা রহমত বর্ষিত হচ্ছে। খাবার কম হওয়ার কারণে শুধুমাত্র প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দা'ওয়াত ছিল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

কিন্তু তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে সামান্য খাবারও অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর জন্য শুধু যথেষ্ট হলো না বরং অবশিষ্ট থেকে গেল।

یہ سن کر سخی آپ ﷺ کا آستانہ رضی اللہ تعالٰی عنہما　　ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ
نواسوں کا صدقہ نگاہِ کرم ہو　　ترے در پہ تیرے گدا آگئے ہیں

ইয়ে সুন কর সাখী আ-পকা আ-স্তানা, হে দামন পাসারে হুয়ে সব যামানা
নাওয়াসু কা সদকা নিগাহে কারাম হো, তেরে দর পে তেরে গদা আগায়ে হে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শান ও তাঁর থেকে প্রকাশ পাওয়া মু'জিযা সমূহের কথা কি বলব! তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গোলামদের নিকট থেকেও মহান কারামত সমূহ প্রকাশ পায়। যেমন

(৭) জশনে বিলাদতের তাবাররুকের মধ্যে বরকত

মুরাদাবাদ (ভারত)-এ একজন আশিকে রসূল প্রতি বৎসর রবিউন নূর শরীফে ধূমধাম করে প্রিয় আকা মক্কী মাদানী মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশনে বিলাদত পালন করতেন আর বিশাল আকারে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করতেন। সরকারে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খলীফা খাযাইনুল ইরফানের প্রণেতা হযরত সদরুল আফাযিল আল্লামা মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাতে বিশেষভাবে আগমন করতেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

একবার মীলাদ মাহফিলে নিয়মের বাইরে অনেক বেশি লোক সমাগম হলো। মাহফিল শেষে নিয়মানুসারে এক পোয়া করে (প্রায় ২৫০ গ্রাম) লাড্ডু বন্টন করা শুরু হল। কিন্তু তা অর্ধেকের মত কম হতে লাগল। মাহফিল আয়োজনকারী ভয় পেয়ে হযরত সাদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَيْه এর কারামত সম্পন্ন দরবারে এই ঘটনা আরয করল। তিনি رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَيْه নিজের রুমাল বের করে দিলেন ও বললেন, “লাড্ডুর পাত্রের উপর এটা বিছিয়ে দিন” আর বিশেষভাবে জোর দিয়ে বললেন যে, “তাবাররুক যেন রুমালের নীচ থেকে বের করে করে বন্টন করা হয়, এবং পাত্র খুলে যেন দেখা না হয়।” সুতরাং প্রচুর লাড্ডু বন্টন করা হল এবং প্রত্যেকেই লাড্ডু পেলেন। শেষে যখন পাত্র খোলা হল, তখন দেখা গেল যে, রুমাল আচ্ছাদিত করার সময় পাত্রে যে পরিমাণ লাড্ডু ছিল এখনও সে পরিমাণ মওজুদ রয়েছে। (তারীখে ইসলাম কী আযীম শাখসিয়াত সদরুল আফাযিল, পৃ-৩৪৩ থেকে সংকলিত)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

چاہیں تو اِشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی
یہ شان ہے خِدمتگاروں کی سردار ﷺ کا عالم کیا ہوگا

চা-হে তো ইশারো ছে আপনে কায়াহি পলটদে দুনিয়া কি,
ইয়ে শান হে খিদমত গারো কি সরদার কা আলম কিয়া হোগা।

(৮) পিতার উপর থেকে আযাব উঠে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে অন্তর্ভূক্ত হওয়া ব্যক্তিরা اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ উভয় জগতের কল্যাণের অধিকারী হয়ে যায়। এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

আমি ঈদের পরের দিন আশিকানে রসূলের সাথে মাদানী কাফিলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করি। এরই মধ্যে মরহুম পিতা যিনি ইন্তিকাল করেছেন দুই বছর অতিবাহিত হয়েছে। আমার স্বপ্নের মাঝে খুব ভাল অবস্থায় আগমন করলেন। আমি জিজ্ঞাস করলাম, "আব্বু! ইন্তিকালের পর কি অবস্থায় আছেন?" বললেন, "কিছুদিন ধরে গুনাহের শাস্তি ভোগ করি কিন্তু এখন আযাব উঠে গেছে। তুমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ কখনো ত্যাগ করো না, কারণ এর বরকতে আমার উপর দয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রহমত সত্যিই অনেক বড়। নেককার সন্তান সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকে আর তাদের দু'আর ওসীলায় মৃত্যুবরণকারী মাতা-পিতার সহজ ব্যবস্থা হয়ে যায়। সন্তানকে পূণ্যবান হিসেবে গড়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ একটি উত্তম মাধ্যম।

ہیں اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی
ہے بے حد محبّت بھرا مدنی ماحول
یہاں سنّتیں سیکھنے کو ملیں گی
دِلائے گا خوفِ خدا عزوجل مدنی ماحول
نبی ﷺ کی محبّت میں رونے کا انداز
تم آجاؤ سکھلائے گا مدنی ماحول

হে ইসলামী ভাই সভী ভাই ভাই,
হে বে-হদ মহব্বত ভরা মাদানী মাহল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

ইহা সুন্নতে শিখনে কো মিলে গি,
দিলায়েগা খওফে খোদা মাদানী মাহল।
নবী কি মহব্বত মে রোনেকা আন্দায
তুম আ-যাও শিখলায়েগা মাদানী মাহল

(৯) ৩০০ মানুষ শুকর হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَا م এর আপাদমস্তক মর্যাদাপূর্ণ দরবারে হাওয়ারীগণ (তাঁর সাথীগণ) আরয করলেন যে, আপনার প্রতিপালক (কি) আপনার দু'আতে এ দয়াটুকু করবেন যে, আমাদের কাছে আসমান থেকে নে'মত সমূহে ভরা গায়বী দস্তরখানা অবতীর্ণ হবে? এ কথায় হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَا م বললেন, “এ ধরনের প্রশ্নাবলী করবে না। আল্লাহকে ভয় কর। ইচ্ছামত মুজিযা দেখতে চেয়ো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে এসব থেকে বিরত থাকো।” প্রতি উত্তরে আরয করলেন, “হুযুর! আমাদের এ আবেদন আপনার عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَا م এর নুবুওয়াত কিংবা রব তাআলার পরিপূর্ণ কুদরতে কোন প্রকার সন্দেহের ভিত্তিতে নয় বরং এটার চারটি উদ্দেশ্য রয়েছে :

(১) প্রথমত, আমরা ঐ গায়বী খাবার খাব। বরকত লাভ করব, তাতে আমাদের অন্তর আলোকিত হয়ে যাবে। আমাদের আল্লাহর নৈকট্য আরো অধিক অর্জিত হবে।

(২) দ্বিতীয়ত এর, আপনি عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَا م আমাদের সাথে ওয়াদা করে বলেছেন যে, তোমরা মকবুলুদ দু'আ, রব্ব তাআলা তোমাদের কথা শুনেন, এর দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের হয়ে যাবে, আমাদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে যাবে। আমাদের পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারে সান্ত্বনা লাভ হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

(৩) তৃতীয়ত এর, আপনার عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বিশ্বস্ততার ব্যাপারটি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে যেন জানা হয়ে যায়।

(৪) চতুর্থত এর, আমরা এ আসমানী মুজিযা লক্ষ্য করে নেব এবং অন্যদের জন্য আমরা প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে যাব এছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য আমাদের এ ঘটনা ঈমানের তাজা করার মাধ্যম হবে। আমরা আপনার চিরস্থায়ী সাক্ষী হয়ে যাব।

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی এর বক্তব্য এযে, যখন হাওয়ারীগণ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে সব দিক থেকে আশ্বস্ত করলেন যে, আমরা এ (খাবার) দস্তরখানা শুধুমাত্র আনন্দ উদ্দীপনা উপভোগের জন্য চাচ্ছি না বরং এতে আমাদের দ্বীনি উদ্দেশ্য রয়েছে। তখন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام চটের পোষাক পরিধান করলেন এবং কেঁদে কেঁদে দু'আ করলেন

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَیْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِیْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَ اٰیَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ﴿۱۱۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ
"হে আল্লাহ্! হে প্রতিপালক! আমাদের উপর আকাশ থেকে একটা 'খাদ্য-খাঞ্চা' অবতরণ করুন, যা আমাদের জন্য ঈদ (আনন্দ-উৎসব) হবে আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য এবং আপনারই নিকট থেকে নিদর্শন; এবং আমাদেরকে রিযিকদান করুন, আর আপনিইতো সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।"

(সূরা-মায়েদা, আয়াত-১১৪, পারা-৭)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

তাঁরা সবাই এটা অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখছিলেন যে লাল বর্ণের দস্তরখানা মেঘের সাথে মিশে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল। শেষ পর্যন্ত মানুষের মাঝখানে রাখা হল। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م এ দস্তরখানাটি দেখে অনেক কাঁদলেন ও দুআ করলেন, “মাওলা! আমাকে কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত করো। ইলাহী! এটা এ সকল হাওয়ারীদের জন্য রহমত বানাও। আযাব বানিওনা। হাওয়ারীগণ এটা থেকে এমন সুগন্ধ অনুভব করলেন যে, যা এর আগে কখনো অনুভব করেন নি।

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م ও হাওয়ারীগণ শোকরের সাজদায় পড়ে গেলেন। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م বললেন যে, “এটা কে খুলবে? এ দস্তরখানা লাল গিলাফে আচ্ছাদিত ছিল। সকলে আরয করলেন, “হুযুর! আপনিই খুলেন। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م পুনরায় তাজা ওযু করলেন, নফল নামায পড়লেন, দীর্ঘক্ষণ দু'আ করলেন অতঃপর দস্তরখানা থেকে গিলাফ সরালেন। তাতে এসব বস্তু ছিল; সাতটি মাছ, সাতটি রুটি, এসব মাছের উপর আঁশ ছিল না, ভেতরে কাঁটা ছিল না। তা থেকে তেল ঝরছিল, ওগুলোর মাথার অগ্রভাগে সিরকা, লেজের দিকে লবণ, আশে-পাশে সবজী ছিল। কিছু বর্ণনায় রয়েছে যে, পাঁচটি রুটি ছিল। একটি রুটিতে যায়তূন, অন্যটিতে মধু, তৃতীয়টিতে ঘি, চতুর্থটিতে মাখন, পঞ্চমটিতে ভুনা গোস্ত ছিল। শামউন নামক হাওয়ারী জিজ্ঞাসা করলেন যে, “হে রূহুল্লাহ! এ খাবার জান্নাতের নাকি যমীনের?” বললেন, “না যমীনের, না জান্নাতের” এটা কেবল কুদরতী।” প্রথমে অসুস্থ ও ফকীর, ক্ষুধার্ত, কুষ্ঠরোগী ও পঙ্গুদেরকে ডাকা হল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م বললেন, "بِسْمِ اللّٰهِ পড়ে খাও, তোমাদের জন্য মুবারক আর অস্বীকারকারীদের জন্য মুসিবত।" এরপর অন্যদেরকেও তিনি এরূপ বললেন। সুতরাং প্রথম দিন সাত হাজার তিনশত জন খেল। অতঃপর ঐ দস্ত রখানা উঠে গেল। লোকেরা দেখতে লাগল। উড়ে তাদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সকল রোগী মুসিবতগ্রস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে গেল, ফকীরেরা ধনী হয়ে গেল। এরপর এ দস্তরখানা ধারাবাহিকভাবে ৪০ দিন অথবা ১ দিন পর ১ দিন আসতে থাকল। লোকেরা খেতে থাকল। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م এর নিকট ওহী আসল যে, এখন থেকে এটা থেকে শুধুমাত্র ফকীর, গরীবরা খাবে কোন ধনী যেন না খায়।

যখন এ ঘোষণা দেয়া হল তখন ধনীরা অসন্তুষ্ট হল আর বলল যে, এটা শুধু জাদু! এসব অস্বীকারকারীরা ৩০০ জন ছিল। এসব লোকেরা রাতে নিজের সন্তান-সন্ত তিসহ ভালভাবে ঘুমাল কিন্তু সকালে যখন উঠল তখন শুকর হয়ে গিয়েছিল। রাস্ত ায় এদিক-সেদিক দৌঁড়াচ্ছিল, ময়লা, পায়খানা খাচ্ছিল। যখন লোকেরা তাদের এ অবস্থা দেখল তখন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م এর কাছে গেল। অনেক কান্নাকাটি করল। এ শুকরগুলোও তাঁর চতুর্পাশ্বে একত্রিত হল আর কাঁদতে লাগল। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م তাদেরকে নাম ধরে ডাকতেন আর তারা জবাবে মাথা নাড়ত কিন্তু কথা বলতে পারত না। তিনদিন পর্যন্ত সীমাহীন অপমান নিয়ে বেঁচে রইল। চতুর্থদিন সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। এদের মধ্যে কোন বাচ্চা ও মহিলা ছিল না সবাই পুরুষ ছিল। যত জাতিকে দুনিয়াতে বিকৃত করা হয়েছে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের বংশ পরস্পরা অগ্রসর হয়নি, এটা কুদরতের কানুন। (আত তফসীরে কবীর, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৪৬৩ থেকে সংকলিত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

তিরমিযী শরীফের হাদীসে রয়েছে, নবী করীম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক বাণী হচ্ছে, আসমান থেকে রুটি ও গোস্তের দস্ত রখানা অবতীর্ণ করা হল আর নির্দেশ দেয়া গেল যে, খিয়ানত করবে না, পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে না। কিন্তু তারা খিয়ানত করল, আর পরবর্তী দিনের জমাও করল তাই তাদেরকে বানর ও শুকরের আকৃতি করে দেয়া হল।

(জামি তিরমিযী, খন্ড-৫ম, পৃ-৪৪, হাদীস নং-৩০৭২)

তাদেরকে তাগিদ করা হয়েছিল যে, এ দস্তরখানা থেকে পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করে লুকিয়ে রাখবে না। কিছু লোক পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করলে তাদেরকে শুকর বানিয়ে দেয়া হয়। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন আমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর ফরমানে ইবরাত নিশান হচ্ছে, দস্তরখানা ওয়ালা ঈসায়ী, ফিরআউনী লোক ও মুনাফিকদের কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব হবে।

(আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড-৩য়, পৃ-২৩৭)

শুকরের নাম নিলে কি ওযু ভেঙ্গে যায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর মর্যাদা স্মারক শান আপনারা দেখলেনতো! তাঁর দু'আয় আল্লাহ নে'মতপূর্ণ দস্ত রখানা অবতীর্ণ করে দিলেন। দুনিয়ায় যেসব নে'মতের শোকর আদায়কারী তারা সফলকাম ও নে'মতের (খাবার) অস্বীকারকারীরা অকৃতকার্য হয়ে যায়। নে'মতের আধিক্য দেখে নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তিদের কর্মের পরিণতি অপমান ও অপদস্ততা হয়ে থাকে। যেমনটা এ কুরআনী ঘটনা থেকে জানা গেল যে, ৩০০ জন নাফরমান শুকরের আকৃতিতে বিকৃত হয়ে গেল। এবং তিনদিন পর্যন্ত এদিক-সেদিক ধাক্কা খেতে থাকে আর চতুর্থ দিন অপমান অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হল। **আমরা আল্লাহর ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।**

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

অনেকের এ ধারণা হয় যে, "শুকরের নাম নেয়াতে মুখ অপবিত্র হয়ে যায় ও তাতে অযু ভেঙ্গে যায়! এটা একেবারে ভুল ধারণা। শুকর শব্দ কুরআনে করীমেও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এ শব্দ মুখে নেয়াতে মুখ অপবিত্র হয় না এবং অযুও ভেঙ্গে যায় না।"

(১০) তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেল?

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর সামনে এক ব্যক্তি আরয করল, "ইয়া রূহুল্লাহ্! আমি আপনার বরকতপূর্ণ সংস্পর্শে থেকে আপনার খিদমত করতে ও শরীআতের জ্ঞান অর্জন করতে চাই।" তিনি عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তাকে অনুমতি দিলেন। চলতে চলতে যখন উভয়ে একটি নদীর কিনারায় পৌঁছলেন তখন তিনি عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন, "এসো খাবার খেয়ে নিই।" তাঁর عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর নিকট তিনটি রুটি ছিল। একটি করে রুটি উভয়ে খেয়ে নিলে যখন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নদী থেকে পানি পান করছিলেন তখন ঐ ব্যক্তি তৃতীয় রুটিটি লুকিয়ে ফেলল।

যখন তিনি عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام পানি পান করে ফিরে আসলেন তখন রুটি না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেল?" সে মিথ্যা বলল, "আমি জানিনা।" তিনি عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নীরব রইলেন, একটু পরে বললেন, "এসো, আগে চলি।" রাস্তায় একটি হরিণী দেখা গেল যেটার সাথে দুইটি বাচ্চা ছিল। তিনি عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام হরিণীর একটি বাচ্চাকে নিজের কাছে ডাকলে সেটা এসে গেল। তিনি عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام সেটা জবাই করে ভুনা করে উভয়ে খেলেন। গোস্ত খাওয়ার পর তিনি عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام হাড়ঁগুলো একত্রিত করে বললেন, "قُمۡ بِاِذۡنِ اللهِ (আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জীবিত হয়ে উঠে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

যাও) হরিণীর বাচ্চা জীবিত হয়ে তার মায়ের সাথে চলে গেল। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م ঐ ব্যক্তিকে বললেন, “তোমাকে ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আমাকে এ মুজিযা দেখানোর শক্তি দান করেছেন। সত্যি করে বল, “তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেল?” সে বলল, “আমি জানিনা।” বললেন, “এসো আগে চলি।” চলতে চলতে একটি সমুদ্রের নিকট পৌঁছে বসে গেলেন। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م ঐ ব্যক্তির হাতে ধরে পানির উপর হেঁটে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছে গেলেন। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م ঐ ব্যক্তিকে বললেন, “তোমাকে ঐ খোদার শপথ! যিনি আমাকে এ মুজিযা দেখানোর শক্তি দান করেছেন। সত্যি করে বল যে, ঐ তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেল?” সে বলল, “আমি জানিনা।” তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م বললেন, “এসো আগে চলি।” যেতে যেতে এক মরুভূমিতে পৌঁছলেন। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م বালুর একটি স্তুপ তৈরী করলেন আর বললেন, “হে বালুর স্তুপ! আল্লাহর নির্দেশে স্বর্ণ হয়ে যাও।” তা সাথে সাথে স্বর্ণে পরিণত হল। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م সেটাকে তিন ভাগ করার পর বললেন, “এ একভাগ আমার ও একভাগ তোমার এবং এক ভাগ তার যে ঐ তৃতীয় রুটিটি নিয়েছে।” একথা শুনতেই ঐ ব্যক্তি বলে উঠল, “ইয়া রূহুল্লাহ্! ঐ তৃতীয় রুটিটি আমিই নিয়েছি। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م বললেন, “এসব স্বর্ণ তুমিই নিয়ে নাও। অতঃপর তাকে ত্যাগ করে সামনে অগ্রসর হলেন। ঐ ব্যক্তি স্বর্ণ চাদরে মুড়িয়ে একাকী রওয়ানা হয়ে গেল।

রাস্তায় তার সাথে দু’জন লোকের সাক্ষাৎ হল। তারা যখন তার কাছে স্বর্ণ দেখল, তখন তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হল যাতে স্বর্ণ নিয়ে নিতে পারে। ঐ ব্যক্তি প্রাণ রক্ষার জন্য বলল, “তোমরা আমাকে হত্যা কেন করবে! (চলো) আমরা এ স্বর্ণগুলো তিনভাগ করে নিই এবং এক ভাগ করে বন্টন করে নিই। ঐ দু’জন এ কথায় রাজী হয়ে গেল। ঐ ব্যক্তি বলল, এটা ঠিক হবে যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

আমাদের একজন সামান্য স্বর্ণ নিয়ে নিকটস্থ শহরে গিয়ে খাবার কিনে আনবে যাতে পানাহার করে স্বর্ণ বন্টন করে নেব। সুতরাং তাদের একজন শহরে গেল। খাবার কিনে ফেরার সময় সে ভাবল, এটা ঠিক হবে যে, খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেব, যাতে তারা দু'জন খেয়ে মরে যাবে। আর সম্পূর্ণ স্বর্ণ আমিই পেয়ে যাব। এটা ভেবে সে বিষ কিনে খাবারের সাথে মিশিয়ে দিল। ওদিকে ঐ দু'জন এ ষড়যন্ত্র করল যে, যেমাত্র সে খাবার নিয়ে আসবে আমরা উভয়ে মিলে তাকে মেরে ফেলব। তারপর সম্পূর্ণ স্বর্ণ অর্ধেক করে ভাগ করে নেব। সুতরাং যখন ঐ ব্যক্তি খাবার নিয়ে পৌঁছল। তখন তারা উভয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে মেরে ফেলল। এরপর আনন্দিত হয়ে খাওয়ার জন্য বসলে বিষ নিজের কাজ করল আর এরা দু'জনও অস্থির হয়ে মরে গেল আর স্বর্ণ সেভাবেই পড়ে রইল।

এরপর হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَا م ফিরে আসার সময় কিছু লোক তাঁর সাথে ছিল। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَا م স্বর্ণ ও লাশ তিনটির দিকে ইশারা করে সাথীদের বললেন, "দেখো দুনিয়ার এ অবস্থা, সুতরাং তোমাদের জন্য আবশ্যক যে, এটা থেকে বেঁচে থেকো।

(ইত্তেহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, খন্ড-৯ম, পৃ-৮৩৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সম্পদের ভালবাসা কিভাবে ফাঁদ তৈরী করে, গুনাহের প্রতি উৎসাহ দেয়, দরজায় দরজায় ঘুরায়, লুটতরাজ করায়, এমনকি লাশও ফেলায়, কিন্তু তা করেও হাতে আসে না আর এলেও ভীষণ কষ্ট দেয় এবং ভীষণভাবে কাঁদায়। সুতরাং আমাদের বুযুর্গানের দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى ধন-সম্পদের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

সম্পদের তিরস্কারে বুযুর্গদের বাণী

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন,

(১) হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, খোদার শপথ! যে ব্যক্তি টাকাকে (অর্থাৎ-সম্পদ) সম্মান করে, আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত তাকে অপমানিত করে।

(২) বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম দিরহাম ও দীনার তৈরী হলে শয়তান সেগুলোকে তুলে নিজের কপালে রাখল অতঃপর সেগুলোকে চুম্বন করে বলল, যে এগুলোকে ভালবাসবে, সে আমার গোলাম।

(৩) হযরত সায়্যিদুনা সামীত বিন আজলান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, "টাকা-পয়সা (মাল ও দৌলত) হচ্ছে মুনাফিকদের লাগাম। এগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে দোযখের দিকে টানা হবে।"

(৪) হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন মুআয رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, টাকা হলো বিচ্ছু। যদি তুমি এটার বিষ নামানোর নিয়ম না জানো তবে এটাকে ধরো না, কারণ যদি এটা দংশন করে বসে তাহলে এটার বিষ তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। আরয করা হলো, এটার বিষ নামানোর পদ্ধতি কি? বললেন, "হালাল পন্থায় অর্জন করা এবং এটার ওয়াজিব হক্বগুলো আদায় করা"

(৫) হযরত সায়্যিদুনা আলা বিন যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, দুনিয়া খুব সাজ সজ্জা করে আমার সামনে অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে এলো। আমি বললাম, "আমি তোমার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় চাই।" সেটা বলল, "যদি আপনি আমার কাছ থেকে নিরাপদ থাকতে চান, তবে টাকা-পয়সাকে ঘৃণা করুন। কেননা টাকা-পয়সার ঐ বস্তু যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ প্রত্যেক রকমের দুনিয়াবী বস্তু অর্জন করে।" সুতরাং যে এ দুইটি (অর্থাৎ- দিরহাম ও দিনার) থেকে সবর করবে অর্থাৎ দূরে থাকবে সে দুনিয়া থেকেও ধৈর্য ধরতে পারবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আরো আরবী কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, এগুলোর অনুবাদ হচ্ছে, "আমিতো এ রহস্য পেয়ে গেছি। সুতরাং তুমি এছাড়া আর কিছু ধারণা করো না এবং এটা মনে করো না যে, তাকওয়া এ দিরহামের নিকট রয়েছে। তাই যখন তুমি এ (সম্পদ) এর উপর শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও এটা ত্যাগ করবে তখন জেনে রেখো যে, তোমার তাকওয়া হচ্ছে একজন মুসলমানের তাকওয়া। কোন মানুষের জামায় তালি বা গোড়ালির উপর সেলোয়ার অথবা তার কপাল, যাতে (সাজদার) চিহ্ন রয়েছে, তা দেখে ধোঁকা খেয়ো না বরং এটা দেখো যে ঐ ব্যক্তি ধন-দৌলতকে ভালবাসে নাকি তা থেকে দূরে থাকে।"

(ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৩য়, পৃ-২৮৮)

حُبِّ دنیا سے تُو بچا یا ربّ! عَزَّوَجَلَّ
اپنا شَیدا مجھے بنا یا ربّ! عَزَّوَجَلَّ

হুব্বে দুনিয়া ছে তু বাঁচা ইয়া রব!
আপনা শায়দা মুঝে বানা ইয়া রব!

(১১) মাদানী মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাবরী চুলের কয়েদী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে বড় বড় চোর-ডাকাতদের সঠিক পথে চলে আসার অনেক ঘটনা শুনা যায়। দা'ওয়াতে ইসলামীর বিশাল কর্মকান্ড সুন্দর ও সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দেশে ও শহরে বিভিন্ন ধরনের মজলিস গঠন করা হয়। তার মধ্যে মজলিসে রাবিতা বিল উলামা ওয়াল মাশায়িখও রয়েছে, যা অসংখ্য উলামায়ে কিরাম দ্বারা গঠিত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ মাজলিসের একজন ইসলামী ভাই প্রসিদ্ধ দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন জামিয়া রশিদিয়্যা (পীরজোগুঠ, বাবুল ইসলাম, সিন্ধু) গেলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে জেল খানায় দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের কথা শুরু হলে সেখানকার শায়খুল হাদীস সাহিব মাদানী এরকম বলতে লাগলেন যে, জেলখানার মাদানী কর্মকান্ডের দীপ্তিময় মাদানী ফলাফল আমি নিজেই আপনাকে শুনাচ্ছি। পীরজোগুঠ অঞ্চলে এক ডাকাত ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল। তাকে আমি চিনি। কিছুদিন আগে পুলিশের সাথে তার কানামাচি খেলা চলত। অনেকবার গ্রেফতার হয়েছে। কিন্তু তদবীর করে ছাড়া পেয়ে যায়। অবশেষে কোন অপরাধের শাস্তি স্বরূপ বাবুল মদীনা, করাচীর পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। শাস্তি হল এবং জেল খানায় চলে গেল। শাস্তি ভোগ করে ছাড়া পাওয়ার পর আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসল। আমি প্রথমে তাকে চিনতে পারিনি। কারণ আমি তাকে দাড়ি শেভ করা ও খোলা মাথায় দেখেছিলাম। কিন্তু এখনকার চেহারায় প্রিয় প্রিয় আকা, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার চিহ্ন নূরানী দাড়ি জলমল করছিল। মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের তাজ নিজের বাহার দেখাচ্ছিল। কপালে নামাযের নূর আলাদাভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমার অবাক হওয়া দেখে সে বলল, বন্দীবস্থায় জেলখানার ভেতর اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ পেয়ে গেলাম। আর আশিকানে রসূলের ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে আমি গুনাহের শৃংখলগুলো কেটে নিজেকে মাদানী মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাবরী চুলের কয়েদী বানিয়ে দিলাম।

رحمتوں والے نبی ﷺ کے گیت گاتا ہوں میں
گنبد خضرا کے نظاروں میں کھو جاتا ہوں میں
جاؤں تو جاؤں کہاں میں کس کا ڈھونڈوں آسرا
لاج والے لاج رکھنا تیرا کہلاتا ہوں میں

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

রহমতো ওয়ালে নবীকে গীত যব গা-তাহো মে,
গুম্বদে খাজরা কে নাজারো মে খো যা-তা হো মে।
জাও তো জাও কাহা মে কিস কা ডুন্ডো আসেরা,
লাজ ওয়ালে লাজ রাখনা তেরা কেহলাতা হো মে।

(১২) হাতে ফোস্কা পড়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা সুওয়াইদ বিন গাফলা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন যে, আমি আমিরুল মু'মিনীন হযরত শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর আপাদমস্তক মর্যাদাপূর্ণ খিদমতে রাজধানী কুফাতে উপস্থিত হলাম। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট জব শরীফের রুটি ও এক পেয়ালা দুধ রাখা ছিল। রুটি শুকনো ও এমন শক্ত ছিল যে, কখনো নিজের হাতে ও কখনো হাঁটুর উপর রেখে ভাঙ্গতেন। এটা দেখে আমি তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বাঁদী ফিদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে বললাম, তার প্রতি আপনার দয়া হয় না? দেখুননা রুটির উপর ভূসি লেগে আছে, তাঁর জন্য জব শরীফ চালান দিয়ে চেলে নরম রুটি তৈরী করবেন, যাতে ভাঙ্গতে কষ্ট না হয়। ফিদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললেন, আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আমাদেরকে ওয়াদা করিয়েছেন যে, তাঁর জন্য কখনো যেন জব শরীফ পরিস্কার করে (রুটি) তৈরী করা না হয়।

এরই মধ্যে আমিরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আমার প্রতি লক্ষ্য করলেন আর বললেন, "হে ইবনে গাফলা! আপনি এ বাঁদীকে কি বলছিলেন?" আমি যা কিছু বলেছিলাম তা বললাম ও আবেদন জানালাম, "হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি আপনার প্রতি দয়া করুন এবং এ কষ্ট করবেন না।" তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন, "হে ইবনে গাফলা! উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, মাক্কী মাদানী সরকার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর পরিবার-পরিজন কখনো পূর্ণ তিন দিন গমের রুটি পেট ভরে আহার করেন নি এবং কখনো তাঁর صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জন্যও আটা পরিস্কার করে (রুটি) তৈরী করা হতো না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

একদা মদীনায়ে মুনাওয়ারা زَادَہَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا এ ক্ষুধা আমাকে খুবই কষ্ট দিলে তখন আমি শ্রমিক হিসেবে উপার্জন করার জন্য বের হলাম। দেখলাম যে, এক মহিলা মাটির ঢিলা জমা করে সেগুলো ভেজাতে চাচ্ছিলেন। আমি তার কাছে প্রতি বালতি পানির বিনিময়ে একটি করে খেজুর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলাম এবং ষোল বালতি ঢেলে ঐ মাটিগুলো ভিজিয়ে দিলাম। এমনকি আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। অতঃপর ঐ খেজুর নিয়ে আমি হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে হাজির হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলাম, তখন তিনি صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও তা থেকে কিছু খেজুর আহার করলেন। (সফীনায়ে নূহ, খন্ড-১ম, পৃ-৯৯)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمّد

تُوبُوا اِلَی اللّٰہ ! اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمّد

(১৩) অন্তর নরম করার মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমিরুল মুমিনীন, হযরত শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর সরলতার প্রতি আমাদের প্রাণ উৎসর্গ হোক। এমন এমন কষ্ট সহ্য করার পরও মুখে কখনো অভিযোগ করেন নি। খাবারের সাথে সাথে তাঁর পোষাকও সীমাহীন সাধা-সিধে ছিল। একবার তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ সামনে আরয করা হল, “আপনি আপনার জামায় তালি কেন লাগান?” বললেন-

یَخْشَعُ الْقَلْبُ وَیَقْتَدِیْ بِہِ الْمُؤْمِنُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

অর্থাৎ- এতে মন নরম থাকে আর মুমিন ব্যক্তি এটার অনুসরণ করে। (অর্থাৎ- মুমিনের অন্তর নরম হওয়াই উচিত) (হিলিয়াতুল আউলিয়া, খন্ড-১ম, পৃ-১২৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

(১৪) জুতা সেলাই করছিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন, আমি একদিন আমিরুল মুমিনীন হযরত শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বরকতময় খিদমতে হাযির হলে দেখলাম যে, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজ জোতা মুবারকে জোড়া লাগাচ্ছিলেন। আমি আশ্চর্য্য হলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের দুই জুতা শরীফ এবং পোশাক মোবারক এর মধ্যে তালি লাগাতেন এবং ছাওয়ারীতে নিজের পিছনে অন্যকে বসাতেন।

(সফীনায়ে নুহ, খন্ড-১ম, পৃ-৯৮)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

کہدے کوئی گھیرا ہے بلاؤں نے حسن کو
اے شیر خدا بہرِ مدد تیغ بکف جا

কেহদে কু-ই ঘীরা হায় বালা-ও নে হাসন কো
আয় শেরে খোদা বাহরে মদদ তীগে বক্‌ফ্ জা

(১৫) সুস্বাদু ফালুদা

আমিরুল মুমিনীন হযরত শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বরকতময় খিদমতে একবার সুস্বাদু ফালুদা পেশ করা হলে বললেন, "এটার সুগন্ধ, রং ও স্বাদ কতইনা উত্তম?" এটা আমি পছন্দ করি না যে, নিজের নফসকে এমন বস্তুর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

অভ্যস্ত করব, যার অভ্যাস তার নেই। (হিলইয়াতুল আওলিয়া, খন্ড-১ম, পৃ-১২৩, হাদীস নং-২৪৭)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

নেয়ামত যেমন হিসাবও তেমন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমিরুল মুমিনীন হযরত শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর নফস দমনের সাধনাকে মারহাবা! আহ! যদি এমন হত! আমরাও প্রচন্ড গরমে নফসের দাবীতে আইচক্রীম কিংবা ফালুদা খাওয়ার সময় ও ঠান্ডা পানীয় পান করার সময় আমিরুল মুমিনীন, হযরত শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর এ ঈমান তাজাকারী ঘটনাকে কখনো কখনো স্মরণ করে নিতাম। মনে রাখবেন! নফসকে যতটুকু আরাম আয়েশে অভ্যস্ত করা হয় সেটা ততটুকু দুষ্ট ও আয়েশ প্রিয় হয়ে যায়।

দেখুন! যখন ফ্যান আবিস্কার হয়নি, তখনও মানুষ জীবন চালিয়ে যেত আর এখন অনেকের এয়ার কন্ডিশন রুমে শোয়ার অভ্যাস হয়ে গেছে, তাদের এখন গরমে এসি ছাড়া ঘুম আসতে কষ্ট হয়। এভাবে যে উত্তম ও সুস্বাদু এবং গরম গরম খাবার খেতে অভ্যস্ত, সাধারণ খাবার দেখে তাদের "মুড অফ" (মন খারাপ) হয়ে যায়। বরং হঠাৎ কখনও কোন সময় ঘরে তাদের ইচ্ছার বিপরীত খাবার দেয়া হলে বকবক করে, ঝগড়া-বিবাদ করে, স্ত্রীর সাথে এমনকি নিজের মায়ের সাথে পর্যন্ত ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যায় আর এভাবে মনে কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের কবীরা গুনাহ করে বসে। যদি আপনি কখনো এ ধরনের ভুল করে থাকেন তবে আমার পরামর্শ হচ্ছে যে, তওবা করে নিন এবং যার যার মনে কষ্ট দিয়েছেন তার থেকে ক্ষমাও চেয়ে নিন। অন্যথায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলে মৃত্যুর পর খুবই আফসোস করতে হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

মনে রাখবেন! দুনিয়ায় নে'মত যত উত্তম হবে কিয়ামতের দিন সেটার হিসাবও ততটুকু বেশি হবে। আখিরাতের হিসাবের ব্যাপারে উত্তমের মাপকাটি নিজ নিজ পছন্দের নিরিখে হবে। যেমন যে ভাতের পরিবর্তে রুটি বেশি পছন্দ করে তার জন্য ভাতের বিপরীতে রুটি বড় নেয়ামত আর সে হিসাবে তার থেকে রুটির হিসাব বেশি হবে আর যে ভাত বেশি পছন্দ হবে তার জন্য রুটির পরিবর্তে ভাতের হিসাব অধিক হবে। وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاس

(অর্থাৎ- আর এটা দিয়ে প্রতিটি বস্তুকে অনুমান করে নিন) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : অতঃপর নিশ্চয় অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নে'মতসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(সূরা-তাকাসুর, আয়াত-৮, পারা-৩০)

নেয়ামতের প্রকারভেদ ও সেগুলোর ব্যাপারে কিয়ামতে জিজ্ঞাসাবাদ

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এ আয়াতে মুবারকার ভিত্তিতে এটাও বলেন, এ জিজ্ঞাসা প্রতিটি নে'মতের ব্যাপারে হবে। শারীরিক বা মানসিক, প্রয়োজনের হোক বা আরাম আয়েশের, ঠান্ডা পানি, গাছের ছায়া, এমনকি আরামের ঘুমের ও। যেমনটা হাদীস শরীফে রয়েছে এবং (نعيم) শব্দের ব্যবহার থেকেও জানা যায়। কোন অধিকার ছাড়া যা দান করা হয় তা হলো "নে'মত"। আল্লাহ তাআলার প্রতিটি দান হচ্ছে নে'মত, চাই সেটা শারীরিক হোক কিংবা মানসিক। এটা দু'প্রকার (১) কাসবী (২) ওয়াহবী। যে নে'মত আমাদের উপার্জনের দ্বারা লাভ হয় তা কাসবী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

যেমন-সম্পদ, ক্ষমতা ইত্যাদি। যা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা এর দানে হয় তা ওয়াহবী। যেমন-আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। কাসবী নে'মতের ব্যাপারে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। (১ কোথা হতে অর্জন করেছ? (২) কোথায় খরচ করেছ? (৩) এটার কৃতজ্ঞতায় কি করেছ? আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে শেষের দুটো প্রশ্ন করা হবে। (নুরুল ইরফান, পৃ-৯৫৬)

لاج رکھ لے گنہگاروں کی　　نام رحمٰن عَزَّوَجَلَّ ہے ترا یارب ! عَزَّوَجَلَّ
عیب میرے نہ کھول محشر میں　　نام ستّار عَزَّوَجَلَّ ہے ترا یارب ! عَزَّوَجَلَّ
بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل　　نام غفّار عَزَّوَجَلَّ ہے ترا یارب ! عَزَّوَجَلَّ

লাজ রাখলে গুনাহ গারুকি　নাম রহমান হে তেরা ইয়া রব!
আয়ব মেরে না খুল্ মাহশার মে　　নাম সাত্তার হে তেরা ইয়া রব!
বে সবব বখশদে না পুছ আমল　　নাম গাফ্ফার হে তেরা ইয়া রব!

"মুবাহ্" কখন ইবাদতে পরিণত হয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুবাহ্ (অর্থাৎ-এমন আমল যাতে সাওয়াব হয় না, গুনাহ্ও হয়না) কাজের সাথে যদি ভাল নিয়্যত মিলানো হয় তবে তা সাওয়াবের কাজ হয়ে যায়। এখন যতটুকু ভাল নিয়্যত বেশি হবে ততটুকু সাওয়াবও সংযোজন হতে থাকবে। কিন্তু ঐ ভাল নিয়্যতের সম্পর্ক আখিরাতের আমলের সাথে হওয়া জরুরী। ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল আশবাহু ওয়ান নাযায়ির, -এ রয়েছে, "মুবাহ্ সমূহের ব্যাপার নিয়্যতের ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যদি এগুলো দ্বারা ইবাদতে শক্তি অর্জন করা বা তা পর্যন্ত পৌঁছা উদ্দেশ্য হয় তবে তা (মুবাহ্ও) হলো ইবাদত। (আল আশবাহু ওয়ান নাযায়ির, খন্ড-১ম, পৃ-২৮, বাবুল মদীনা, কারাতাশী)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আনন্দের জন্য মুবাহের ব্যবহার

চেষ্টা করা উচিত যে, যে সকল মুবাহ কাজ করা হয় বা মুবাহ খানা খাওয়া হয় তাতে অধিকতর ভাল ভাল নিয়্যত মিলিয়ে নেয়া, যাতে বেশি পরিমাণে সাওয়াব লাভ হয়। যদিও ভাল নিয়্যত ছাড়া শুধুমাত্র আমোদ প্রমোদের জন্য মুবাহ্ বস্তু ব্যবহারকারী গুনাহগার নয় তবুও হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মহান বাণী হচ্ছে, "তাকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে আর যার সাথে হিসাবে ঝগড়া বিবাদ হয়েছে তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। যে মানুষ দুনিয়াতে মুবাহ বস্তুসমূহ ব্যবহার করে যদিও তাকে কিয়ামতে আযাব হবে না কিন্তু ততটুকু পরিমাণ নে'মত আখিরাতে কমে যাবে। ভেবেতো দেখুন! কত বড় ক্ষতিকর বিষয় যে, মানুষ ধ্বংসশীল নে'মতসমূহ অর্জনের জন্য খুব তাড়াতাড়ি করে আর তার পরিবর্তে পরকালীন নে'মতসমূহ কমানোর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।"

(ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৫ম, পৃ-৯৮)

পরকালে শতভাগ কমতি

পিজা, পরটা, কাবাব, চমুচা, গরম গরম পিঁয়াজু-বেগুনী, আইসক্রীম, ঠান্ডা পানীয়, মজাদার ফালুদা, মিষ্টি মধুর শরবত ইত্যাদি উন্নত খাবারের সৌখিন প্রিয় ব্যক্তিরা, এছাড়া আলিশান কুঠির, বড় দালান, নিত্য নতুন দামী পোষাক, সব ধরনের আরাম-আয়েশীরা, ধনীরা, পুঁজিপতিরা, দুনিয়ায় প্রচুর আনন্দ উপভোগকারীরা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারীরা, ক্ষমতার কামনা-বাসনায় লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করার বিষয়, হায়! হায়! হায়! "তাযকিরাতুল আওলিয়া" নামক গ্রন্থে হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, যখন দুনিয়াতে কাউকে নে'মত দান করা হয় তখন আখিরাতে সেটার শতভাগ কম করে দেয়া হয়। কেননা সেখানেতো শুধু তাই লাভ হবে যা দুনিয়াতে আয় করেছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

সুতরাং মানুষের ইচ্ছাধীন যে, আখিরাতে (তার) অংশ কম করবে নাকি বৃদ্ধি করবে। আরো বলেন, দুনিয়াতে উত্তম পোষাক ও ভাল খাওয়ার অভ্যাস করো না, কারণ হাশরে এসব বস্তু থেকে বঞ্চিত করা হবে। (তাযকিরাতুল আওলিয়া, খন্ড-১ম, পৃ-১৭৫)

صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب
بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے

সদকা পিয়ারে কি হায়া কা কেহ না লে মুঝ ছে হিসাব
বখ্‌শ বে পুছে লাজায়ে কো লাজানা কিয়া হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ার সমস্ত মজা অবশেষে নিঃশেষ হয়ে যাবে। হায় যদি এমন হত! যদি মৃত্যুর আগে আগে আমাদের লোভ-লালসা নিঃশেষ হয়ে যেত। হায়! হায়! দুনিয়ার তামাশা আর এ বেওফা দুনিয়ার প্রতি আসক্তদের অন্ধকার জীবন! আমি আপনাদেরকে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনাচ্ছি, কেউ আছেন কি শিক্ষাগ্রহণকারী!

(১৬) রং তামাশা আর নাচের আসর চলছিল.......

১৪২৬ হিজরীর ৩রা রমযানুল মুবারক ৮.১০.০৫ ইং তারিখে ইসলামাবাদের আড়ম্বরপূর্ণ ভবন "মারগালা টাওয়ার" এ কিছু পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রেমিক মুসলমান ইহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে মিলে আল্লাহর পানাহ রমযানুল মুবারকের সম্মানকে ভুলে গিয়ে মদ্যপান করে খুব নাচ রংয়ের অনুষ্ঠান করছিল। এরা নিজের শেষ পরিণাম সম্পর্কে একেবারে বেখবর হয়ে গুনাহের এসব ঘৃণিত কাজে তখনও মশগুল ছিল। হঠাৎ করে ভয়ানক ভূমিকম্প এলো আর তা আরাম-আয়েশের পূজারীদের সমস্ত আনন্দ ও মাতলামীকে একেবারে ধূলোয় মিশিয়ে দিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

یاد رکھو! موت اچانک آئیگی
ساری مستی خاک میں مل جائیگی

ইয়াদ রাক্কো! মওত আচানক আয়েগী
সারী মাস্তী খাক মে মিল জায়েগী।

গুনাহের কারণে ভূমিকম্প আসে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সরকারে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওয়ালিয়্যে নে'মত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মরতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নত, মাহিয়ে বিদআত, পীরে তরিকত, হযরত আল্লামা মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "(ভূমিকম্পের) আসল কারণ হল মানুষের গুনাহ।" (ফতাওয়া রযবীয়্যাহ্, খন্ড-২৭ তম, পৃ-৯৩)

আহ! আজকাল গুনাহ সমূহের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং মন্দ থেকে বেঁচে থাকাতো একদিকে পড়ে আছে, অপরদিকে যেন নেক কাজ ও সুন্নাতের উপর আমল কারীদের জন্য যমীন সঙ্কীর্ণ করে দেয়া হয়েছে। হায়! হায়! ১৪২৬ হিজরীর ৩রা রমযানুল মুবারক, ৮.১০.০৫ রোজ শনিবারে কিছুলোক নানা ধরনের গুনাহের মধ্যে মশগুলো ছিল, হঠাৎ ভয়ানক ভূমিকম্প এলো আর পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলকে উজাড় করে দিয়েছে। ভূমিকম্পের ব্যাপারে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলার মুসাফির আশিকানে রসূলদের শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ গুলো পড়ুন এবং প্রচুর তওবা ও ইসতিগফার করুন।

(১৭) জীবিত মেয়ে শিশুকে প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করে ফেলল

কাশ্মীরের কোন এক এলাকায় এক ব্যক্তি যার পাঁচটি মেয়ে ছিল। ৬ষ্ঠ বার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা হল। একদিন সে তার স্ত্রীকে বলল যে, যদি এবারও তুমি মেয়ের জন্ম দাও, তাহলে আমি তোমাকে মেয়ে শিশুসহ হত্যা করে ফেলব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

রমযানুল মুবারকের তৃতীয় রাত পুনরায় একটি মেয়ে শিশু ভূমিষ্ট হল। সকালে মেয়ের মায়ের আহাজারীকে পরোয়া না করে ঐ নির্দয় পিতা আল্লাহর পানাহ! নিজের ফুলের মত জীবিত মেয়েটিকে তুলে নিয়ে প্রেসার কুকারে ঢুকিয়ে চুলায় চড়িয়ে দিল। হঠাৎ প্রেসার কুকার ফেটে গেল আর সাথে সাথেই ভয়ানক ভূমিকম্প এসে পড়ল! আর দেখতে দেখতেই জালিম পিতা যমীনের ভিতর জীবিত ধসে গেল। মেয়ের মাকে আহত অবস্থায় রক্ষা করা হলো। আর সম্ভবত তার মাধ্যমে এ বেদনাদায়ক ঘটনা প্রকাশ হলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

تُوبُوا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

(১৮) কাটা মাথা

ইসলামাবাদের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ মারগালা টাওয়ারের ধ্বংস স্তুপ থেকে এক ব্যক্তির কাটা মাথা পাওয়া গেছে। শরীর পাওয়া যায় নি। কিছু লোক মাথা দেখে চিনতে পেরে বলল যে, এ দুর্ভাগা যখন আযান শুরু হত তখন গানের আওয়াজ আরো উচুঁ করে দিত। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ভয়ানক ভূমিকম্প পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ-পাঞ্জাবের কিছু এলাকা ছাড়া কাশ্মীর ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সীমাহীন ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন আর আহতদেরতো কোন হিসাবই নেই। কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিক্বানে রসূলের সুন্নত প্রশিক্ষণের কিছু মাদানী কাফিলাও ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় হারিয়ে গেছে। তবে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তা খুব শীঘ্রই জীবিত ও নিরাপদে পাওয়া গেল। এগুলো থেকে একটি মাদানী কাফিলার মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন। যেমন ঃ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(১৯) ইয়া রাসূলাল্লাহ্ লেখার বরকত

বাবুল মদীনা করাচীর লান্ডি এলাকার ১৭ জন ইসলামী ভাইয়ের মাধ্যমে সংগঠিত ৩০ দিনের একটি মাদানী কাফিলার ইসলামী ভাইদের অনেকটা এরকম বর্ণনা হলো যে, আমাদের মাদানী কাফিলা আব্বাসপুর তেহসীল নকর বালা কাশ্মীরের জামে মসজিদে গাউছিয়াতে অবস্থান করছিল। ১৪২৬ হিজরীর ৩রা রমযানুল মুবারকের ৮.১০.০৫ ইং তারিখ এ ফজর ও ইশরাকের নামায ইত্যাদি আদায় করার পর জাদওয়াল (রুটিন) অনুযায়ী আশিকানে রসূলরা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক প্রচন্ড আর্কষণে সবাই অস্থির অবস্থায় জেগে উঠলেন। জ্ঞান তখনও ঠিক ছিল, পূর্বে মসজিদের দেয়াল ভেঙ্গে পড়তে লাগল। কিন্তু ইয়া রসূলাল্লাহ্! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্লোগানের প্রতি আমাদের প্রাণ উৎসর্গ হোক! মসজিদের দক্ষিণ দিকের দেয়ালের ঐ অংশ যাতে "ইয়া রসূলাল্লাহ্! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم " লেখা ছিল, তা পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল আর ছাদ সেটার উপর পড়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরা এভাবে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে নিরাপদে বের হয়ে আসতে সক্ষম হলাম। চতুর্দিকে ঘর-বাড়ী চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেছে। আহতদের শোর-চিৎকারে বাতাস ভারী হয়ে এসেছে। অনেক জায়গায় মানুষ ধ্বংস স্তূপের নীচে পড়ে গেছে। অনেকের প্রাণ বের হয়ে গেছে আর অনেকে শেষ হেচকি নিচ্ছিল। আমরা মানুষের সাথে মিলে-মিশে সাহায্যের কাজ করলাম। মসজিদের সামনের এক দালান ছিল, ধ্বংস স্তূপ থেকে একটি দেড় বছরের মেয়েকে জীবিত বের করতে সক্ষম হয়েছি। যেভাবে সম্ভব হয়েছে সেভাবে অনেক শহীদের জানাযা পড়ে এবং তাদের দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের প্রচেষ্টার ফলে দুর্দশাগ্রস্থ সেখানকার মুসলমানদের দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি ভালবাসা দেখার মত ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

یارسُولَ اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے
جس نے یہ نعرہ لگایا اُس کا بیڑا پار ہے

ইয়া রাসূলাল্লাহ কে নারে ছে হামকো পিয়ার হে
জিস নে ইয়ে নারা লাগায়া উছ কা বেড়া পার হে।

(২০) দুর্গম ঘাঁটি

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ একদা তাঁর বন্ধুদের সাথে বসা ছিলেন। তাঁর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ সম্মানিতা স্ত্রী এসে বললেন, আপনি এখানে এদের সাথে বসে আছেন আর খোদার শপথ ঘরে এক মুষ্ঠি আটাও নেই। তিনি জবাব দিলেন, এটা কেন বলছ যে, আমাদের সামনে একটি অত্যন্ত দুর্গম ঘাঁটি রয়েছে, যা থেকে হালকা আসবাবপত্রওয়ালা ছাড়া কেউ মুক্তি পাবে না। এটা শুনে তিনি খুশী মনে ফিরে গেলেন। (রওযুর রিয়াহীন, পৃ-১০, আল মায়মুনা, মিসর)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

অভিযোগ করা উচিত নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! সাহাবিয়ে রসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ কিরূপ অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন। আর তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী ও কি ধরনের বাধ্যগত ছিলেন যে, ঘরে খাওয়ার কিছু না থাকা সত্ত্বেও হযরতের খোদাভীতিতে পরিপূর্ণ বাক্য শুনে মন রক্ষার খাতিরে ফিরে গেলেন। দারিদ্র্যতা ও পারিবারিক অশান্তিকে ভয় পেয়ে অভিযোগ ও আপত্তি করার পরিবর্তে সর্বদা আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করা উচিত এবং তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

زباں پر شکوۂ رنج والم لایا نہیں کرتے
نبی ﷺ کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے

জবাঁ পর শিকওয়ায়ে রঞ্জ ও আলাম লায়া নেহী করতে
নবী কে নাম লেওয়া গম সে গাবরায়া নেহী করতে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمّد

(২১) পেরেশানগ্রস্থের দু'আ

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খিদমতে এক ব্যক্তি আরয করল, হুযুর! পরিবার পরিজনের চিন্তা ভাবনা আমাকে পেরেশান করে রেখেছে। আমার জন্য দু'আ করুন। জবাব দিলেন, তোমার পরিবার পরিজন যখন তোমার নিকট আটা ও রুটি না থাকার অভিযোগ করে তখন তুমি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার নিকট দু'আ করবে, কেননা তোমার সে সময়ের দু'আ কবুল হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। (রওজুর রিয়াহীন, পৃ-১১ থেকে সংকলিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকাশ থাকে যে, যার দারিদ্র্যতার সীমা বেশি সে সীমাহীন দুঃখী ও চিন্তাগ্রস্থ হবে আর দুঃখীদের দু'আ কবুলহয়ে থাকে। যেমনটা- হযরত আল্লামা মওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের চমৎকার গ্রন্থ "আহসানুল বিআ লিআদাবিদ দুআ" এর ১১১ পৃষ্ঠায় যেসব লোকের দু'আ কবুল হয় তাদের মধ্যে প্রথম নম্বরে লিখেছেন, "প্রথম মুদতার (অর্থাৎ-দুঃখী)" এ গ্রন্থের পাদটীকায় সরকারে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "এটার দিকে অর্থাৎ দুঃখী ও অসহায় এবং অকৃতকার্যদের দু'আ কবুল হওয়ার দিকেতো স্বয়ং কুরআনে কারীমে ইরশাদ বিদ্যমান রয়েছে :

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

اَمَّنۡ یُّجِیۡبُ الۡمُضۡطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَ یَکۡشِفُ السُّوۡٓءَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ না তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন তাঁকে আহ্বান করে এবং দূরীভূত করে দেন বিপদাপদ।

(পারা-২০, সুরা-নামল, আয়াত নং-৬২)

(২২) মারহাবা! হে দারিদ্র্যতা!

কোন এক নেককার ব্যক্তিকে যখন তার সন্তান-সন্ততিরা বলল, আজ রাতে খাওয়ার জন্য কিছুই নেই। বললেন, “আমাদের এমন উচুঁ মর্যাদা লাভ হয়নি যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখবেন! এ স্তর তিনিতো তাঁর বন্ধুদের দান করেন। মাশায়িখের মধ্যে অনেকের এ অবস্থা ছিল যে, তাঁদের যখন দারিদ্র্যতা আসত তখন বলতেন, “মারহাবা! হে নেককারদের নিদর্শন”! (অর্থাৎ- হে নিঃস্বতা ও দারিদ্র্যতা! তুমিতো আল্লাহ ওয়ালাদের আলামত, তোমায় মোবারকবাদ যে, আমাদের নিকট তোমার আগমন ঘটেছে। (রওজুর রিয়াহীন, পৃ-১১)

وہ عشقِ حقیقی کی لذّت نہیں پا سکتا
جو رنج و مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا

উহ ইশকে হাকিকী কি লাজ্জাত নেহী পা সেকতা
জু রঞ্জ ও মুসীবত সে দো চার নেহী হোতা।

অহেতুক চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনাতে ঐসব অধৈর্য্য লোকদের জন্য যথেষ্ট শিক্ষা রয়েছে। যারা দুনিয়াবী ভবিষ্যতের অপ্রয়োজনীয় ভাবনায় থাকে ও মাথা মারে এবং অহেতুক দুঃখ করে। তাদের মেয়ে এখনওতো ছোট্ট তবু ও তার বিয়ের জন্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যায়। ফরয হওয়া সত্ত্বে ও হজ্জের সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখে আর তাদের আপত্তি এটাই যে, প্রথমে মেয়ের বিয়ের "ফরয" কাজ আদায়ের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাই! অথচ জীবনের কোন ভরসা নেই। মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত নিজে বেঁচে থাকবে কি থাকবে না এটার গ্যারান্টি কারো কাছে নেই। নাকি মেয়ে যৌবনে পদার্পন করার পূর্বেই মৃত্যুর দরজা দিয়ে কবরের সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়, এটা কারো জানা নেই। আহ! অনেক মানুষ হায় দুনিয়া! হায় দুনিয়া! করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। কিন্তু জীবদ্দশায় আখিরাতের প্রতি তাদের কোন লক্ষ্য থাকে না। মুসলমানদের সাহস ও সুবিশ্বাস নিয়ে কাজ করা উচিত। তাদের অযথা "অন্যের চিন্তা করে লাভ নেই, অথচ উভয় জগতের পালনকর্তা হচ্ছেন আমাদের রক্ষক ও সাহায্যকারী মহান আল্লাহ।

مَصائب میں کبھی حرفِ شکایت لب پہ مت لانا
مصیبت میں خدا عَزَّوَجَلَّ بندوں کو اپنے آزماتا ہے

মাসায়িব মে কভী হরফে শিকায়াত লব পে মত লানা
মসীবত মে খোদা বান্দোকো আপনে আ-জমাতা হায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর এমন এমন অনেক ধৈর্য্যশীলবান্দারা পৃথিবীতে ছিলেন, যাঁরা মুসিবতকে এভাবে আলিঙ্গন করেছেনযে, আল্লাহর নিকট ঐ সমস্ত মুসিবত দূরীভুত হওয়ার জন্য দু'আ করাকেও তাসলীম ও রিযা (আল্লাহর সন্তুষ্টি) স্তরের বিপরীত জেনেছেন। যেমন -

(২৩) বিস্ময়কর রোগী

হযরত সায়্যিদুনা ইউনূস عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইলে আমীন عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلام কে বললেন, আমি সমগ্র পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইবাদত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

কারীকে দেখতে চাই। হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইলে আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁকে عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে এমন এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলেন যার হাত-পা গুলো কুষ্ঠ রোগের কারণে গলে ঝরে পৃথক হয়ে গিয়েছিল আর তিনি মুখে বলছিলেন, "ইয়া আল্লাহ! তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা করেছ, এ অঙ্গগুলোর মাধ্যমে আমাকে ফায়দা দান করেছ, আর যখন ইচ্ছা করেছ, নিয়ে নিয়েছ এবং আমার আশা শুধু তোমার সত্ত্বায় অবশিষ্ট রেখেছ। হে আমার সৃষ্টিকর্তা! আমার মাকসুদতো শুধু তুমি আর তুমিই।" হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন, "হে জিব্রাইলে আমীন! আমি আপনাকে নামাযী, রোযাদার মানুষ দেখাতে বলেছি।" হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈলে আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জবাব দিলেন, এ মুসবিতে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ইনি এমনই ছিলেন। তখন আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যে, তার চোখগুলোও যেন নিয়ে নিই। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈলে আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ইশারা করলে তার চোখগুলো বের হয়ে গেল! কিন্তু আবিদের মুখে ঐ কথাই বললেন, "ইয়া আল্লাহ! যতদিন তুমি ইচ্ছা করেছ, এ চোখের মাধ্যমে আমাকে ফায়দা দান করেছ, আর যখন ইচ্ছা করেছ, এগুলো ফিরিয়ে নিয়েছ। হে আল্লাহ! আমার আশার স্থল শুধুমাত্র আপন সত্ত্বাকে রেখেছি, সুতরাং আমার উদ্দেশ্যতো তুমিই আর তুমি।"

হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈলে আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আবিদকে বললেন, এসো আমি আর তুমি একত্রে মিলে দু'আ করি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে পুনরায় চোখ ও হাত-পা যেন ফিরিয়ে দেন আর তুমি পূর্বের ন্যায়ই ইবাদত করতে পার। আবিদ বললেন, কখনো না। হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈলে আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন, "কেন করবেন না" আবিদ জবাব দিলেন, "যখন আমার রব্ব এর সন্তুষ্টি এরই মধ্যে রয়েছে তাহলে আমি সুস্থতা চাই না।" হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন, সত্যিই আমি অন্য কাউকে ইনার চেয়ে বড় আবিদ দেখিনি। হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈলে আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন, "এটা ঐ পথ যে, ইলাহী এর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এ থেকে উত্তম কোন রাস্তা আর নেই।" (রাওজুর রিয়াহীন, পৃ-১৫৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

جے سوہنا مرے دُکھ وِچ راضی

میں سکھ نوں چُلھے پاواں

জে সোহ্না মেরে দুখ্ বিচ্ রাযী,

মে শিখনু চুল্লে পা-ওয়া

মুসিবতের কথা গোপন রাখার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! ধৈর্যধারণকারী হলে এমন হওয়া উচিত! এমন কোন মুসিবত বাকী ছিল, যা ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দেহে ছিল না। এমনকি শেষ পর্যন্ত চোখের আলো নিভিয়ে দেয়া হল অথচ তাঁর ধৈর্যশীলতায় অণু পরিমাণও পার্থক্য আসল না, তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার ঐ মহান মঞ্জিলে অবস্থান করছিলেন যে, আল্লাহর নিকট আরোগ্য প্রত্যাশা করার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন না,(আল্লাহ যখন অসুস্থ রাখা পছন্দ করেছেন, তাই আমি সুস্থ হতে চাই না।) سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ এটা তাদেরই অংশ। এমনই আল্লাহ ওয়ালার বাণী ঃ

نَحْنُ نَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ اَهْلُ الدُّنْيَا بِالنِّعَمِ

অর্থাৎ-"আমরা বিপদ-আপদ ও মুসিবত লাভ করাতে এমনই আনন্দিত হই যেমনটা দুনিয়াদারেরা দুনিয়াবী নে'মতসমূহ লাভ করে আনন্দিত হয়।"

মনে রাখবেন! মুসিবত অনেক সময় মু'মিনের জন্য রহমত হয়ে থাকে আর ধৈর্যধারণ করে মহান প্রতিদান কামানোর হিসাব ছাড়া জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। যেমন - হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন যে, রসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

"যার জান মালে মুসিবত এলো আর সে সেটাকে গোপন রাখল এবং মানুষের কাছে প্রকাশ করলো না, তবে আল্লাহর উপর অত্যাবশ্যক যে, তাকে ক্ষমা করা।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-১০ম, পৃ-৪৫০, হাদীস নং-১৭৮৭২)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, "মুসলমানের নিকট রোগ, পেরেশানী, দুঃখ, কষ্ট ও চিন্তা থেকে যে মুসিবত আসে এমনকি যদি কাঁটা বিদ্ধও হয়, তাহলে আল্লাহ্ সেটাকে তার গুনাহের কাফ্ফারা বানিয়ে দেন।"

(সহীহ বুখারী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৩, হাদীস নং-৫৬৪১)

چُپ کر سِیں تاں موتی مِلسن، صبر کرے تاں ہیرے
پاگلاں وانگوں رولا پاویں ناں موتی ناں ہیرے
চুপ করচীতা মূতি মিলসন, সবর করে তা হীরে,
পা-গলা ওয়াংগু রাওলা পা-বী না মূতি না হীরে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ!　　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

(২৪) বিবি আয়িশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর ঈসালে সাওয়াবের ঘটনা

ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "পূর্বে আমি যদি কোন খাবার তৈরী করতাম তবে সেটার সাওয়াব হুযুর তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও হযরত আমিরুল মুমিনীন শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ও হযরত খাতুন জান্নাত ফাতিমাতুয্ যাহরা ও হযরত হাসানাইনে কারীমাইন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পবিত্র রূহ সমূহের জন্যই বিশেষতঃ ঈসালে সাওয়াব করতাম এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُنَّ এর নাম অন্ত র্ভূক্ত করতাম না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, নুরানী রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন। আমি তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বরকতময় খিদমতে সালাম আরয করলে তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার প্রতি মনোযোগ দিলেন না এবং মুবারক চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন ও আমাকে ইরশাদ করলেন, "আমি 'আয়িশা (সিদ্দীকার) ঘরে খাবার খাই, যে কেউ আমাকে খাবার পাঠাতে চায় সে যেন (হযরত) আয়িশার ঘরে পাঠায়।"

তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মনোযোগ না দেয়ার কারণ এটা ছিল যে, আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে খাবারে অন্তর্ভূক্ত (অর্থাৎ- ঈসালে সাওয়াব) করতাম না। এরপর থেকে আমি হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বরং সকল উম্মাহাতুল মুমিনীন এমনকি সকল আহলে বাইতকে অন্তর্ভূক্ত করে নিই এবং সকল আহলে বাইতকে নিজের জন্য ওসীলা সাব্যস্ত করি। (মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী, খন্ড-২য়, পৃ-৮৫)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

সকলের জন্য ঈসালে সাওয়াব করা উচিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, যাদেরকে ঈসালে সাওয়াব করা হয় তাদের নিকট তা পৌঁছে যায়। এটাও জানা গেল যে, ঈসালে সাওয়াব নির্ধারিত বুযুর্গদের করার পরিবর্তে সকলের প্রতি করা উচিত। আমরা যতজনকেই ঈসালে সাওয়াব করব, সবার নিকট সমান সমানই পৌঁছবে আর আমাদের সাওয়াবেও কোন প্রকার কম হবে না। (আরো জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সুলভ মূল্যে ফাতিহার পদ্ধতি নামক রিসালা সংগ্রহ করে পাঠ করুন) এটাও জানা গেল যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মুল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে সীমাহীন ভালবাসতেন। হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন "সালাসিলের যুদ্ধ" থেকে ফিরলেন তখন তিনি আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপনার নিকট সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক প্রিয় কে?" ইরশাদ করলেন, "আয়িশা" رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا তিনি পুনরায় আরয করলেন, "পুরুষদের মধ্যে?" বললেন, "তাঁর পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ।

(সহীহ বুখারী, খন্ড-২য়, পৃ-৫১৯, হাদীস নং-৩৬৬২)

بنتِ صدّیق آرام جانِ نبی   اُس حریمِ برأت پہ لاکھوں سلام
یعنی ہے سورۂ نور جن کی گواہ   اُن کی پُرنور صورت پہ لاکھوں سلام

বিনতে সিদ্দিক আ-রামে জানে নবী,   উছ হারীমে বারাআত পে লাখো সালাম।
য়া'নি হে সূরায়ে নূর জ্বিন কি গাওয়া,   উনকি পুর নূর সূরত পে লাখো সালাম।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب !   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২৫) বৃদ্ধা মহিলার ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের উপর রিমঝিম রিমঝিম করে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। নেকীর দা'ওয়াতের এলাকায়ী দাওরায়ও যে কি চমৎকার বাহার। যেমন ইংল্যান্ডের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা নিজ ভাষায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আমরা একবার মুসলমানদের মাদানী পরিবেশের এলাকাতে যাকে আমরা "মক্কী হালকা" বলে থাকি। সেখানে এলাকায়ী দাওরা করে নেকীর দা'ওয়াত দেয়ার জন্য ঘরে ঘরে যাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে এক ঘরে করাঘাত করলে একজন বৃদ্ধা মহিলা বের হলেন, যিনি মীরপুর (কাশ্মীর) বাসী ছিলেন, উর্দূ ও ইংলিশ জানতেন না। আমরা মাথা নত রেখে পাঞ্জাবী ভাষায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

নেকীর দা'ওয়াত পেশ করলাম আর আরয করলাম যে, পরিবারের পুরুষদেরকে অমুক সময় মসজিদে পাঠাবেন।

আমরা যখন ফিরে যাচ্ছিলাম তখন তিনি বলতে লাগলেন, "এখন আমার কথাও শুন। আমাদের কাছে সময় কম থাকায় সামনে অগ্রসর হলাম কিন্তু আমাদের একজন ইসলামী ভাই দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃদ্ধা মহিলা বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ আমি কয়েকদিন আগেই এ মুবারক স্বপ্ন দেখেছি যে, মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবুজ পাগড়ীধারীদের সাথে মসজিদে নববী শরীফ থেকে বাইরের দিকে আসছিলেন।" আল্লাহর কুদরত যে, আজ এ ধরনের সবুজ পাগড়ীধারী আমার ঘরে নেকীর দা'ওয়াত দেয়ার জন্য এসেছেন। তাকে ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক ইজতিমার দা'ওয়াত দেয়া হল। এখন তিনি নিজের পরিবারের সকল ইসলামী বোনদের নিয়ে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করেন।

ہیں غلاموں کے جُھرمَٹ میں بدرُ الدُّجٰے
نور ہی نور ہر سُو مدینے میں ہے
হে গোলামুকে ঝুরমট মে বদরুদ্দোজা,
নূর হী নূর হার সো মদীনে মে হায়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

ইসলামী বোনদের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের উপর তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কত বড় দয়া! ইসলামী ভাইদের সাথে সাথে ইসলামী বোনদের মধ্যেও দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের ব্যাপকতা চলছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ লক্ষ লক্ষ ইসলামী বোনেরাও দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পয়গামকে গ্রহণ করেছেন। ফ্যাশন পূজারীতে মাতাল সমাজে সফল হওয়া অসংখ্য ইসলামী বোন গুনাহের ফাঁদ থেকে বের হয়ে উম্মাহাতুল মুমিনীন ও শাহযাদীয়ে কাওনাইন বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর প্রেমিকা হয়ে গেছে। গলায় ওড়না লটকিয়ে শপিং সেন্টারগুলোতে ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার চিত্ত বিনোদনের স্থানগুলোতে ঘুরাঘুরিকারী, নাইট ক্লাব ও সিনেমা হলে সৌন্দর্য্যে পরিণত হওয়া নারীদেরকে কারবালার শাহযাদীগণ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ এর লজ্জা-শরমের ঐ বরকত অর্জিত হয়েছে যে, মাদানী বোরকা তাঁদের পোষাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী মুন্নী ও ইসলামী বোনদেরকে কুরআনে কারীম হিফয ও নাযারা বিনামূল্যে শিক্ষা দেয়ার জন্য অনেক মাদরাসাতুল মদীনা ও আলিমা হিসেবে গড়ার জন্য অনেক জামিয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীতে "মহিলা হাফিয" ও মহিলা আলিম" এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে।

مری جس قدر ہیں بہنیں، سبھی مَدَنی بُرقع پہنیں
انہیں نیک تم بنانا مَدَنی مدینے والے

মেরী জিছ কদর হে বেহনে, সভী মাদানী বোরকা পেহনে,
উনহি নেক তুম বানানা, মাদানী মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “ যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।”

(২৬) মর্যাদা পূর্ণ রুমাল

হযরত সায়্যিদুনা উব্বাদ বিন আবদুস সামাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, আমরা একদিন হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ঘরে উপস্থিত হলাম। তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নির্দেশ পেয়ে তাঁর বাঁদী দস্তরখানা বিছালেন। বললেন, রুমালও নাও।

সে একটি রুমাল নিয়ে আসল, যেটা ধোয়ার প্রয়োজন ছিল। নির্দেশ দিলেন, এটাকে রুটির চুলায় ফেলে দাও। সে প্রজ্জলিত রুটির চুলায় তা ফেলে দিল। কিছুক্ষণ পর যখন সেটা আগুন থেকে বের করা হল তখন তা দুধের ন্যায় সাদা ছিল। আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এর মধ্যে কি রহস্য আছে? হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন, এটা ঐ রুমাল, যা দ্বারা হুযুর পুরনূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন নুরানী চেহারা মুবারক পরিস্কার করতেন, যখন (এটা) ধোয়ার প্রয়োজন হয় তখন আমরা এটাকে এভাবে আগুনে ধুয়ে নিই। কারণ যে বস্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মুবারক চেহারায় লাগে, আগুন সেটাকে জ্বালায় না। (আল খাসায়িসুল কুবরা, খন্ড-২য়, পৃ-১৩৪)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সাদক্বায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আরিফে কামিল হযরত সায়্যিদুনা মওলানা রূমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه “মাসনভী শরীফ” এ মুবারক এ ঘটনাটি লেখার পর বলেন,

اے دلِ ترسندہ از نار و عذاب　　با چُناں دست و لبے کُن اقتراب

چُوں جماوے را چُناں تشریف داد　　جانِ عاشق را چہا خواہد کشاد

আয় দিলে তর ছিনদা আয নারো আযাব,
বাছুনা দস্ত লবে কুন ইকতিরাব।
ছো জমাবে রা ছুনা তাশরীফ দাদ, জানে আশেকরা রা ছাহা খাওয়াহাদ কাশাদ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(অর্থাৎ- হে ঐ হৃদয় যার মধ্যে জাহান্নামের শাস্তির ভয় রয়েছে, ঐ প্রিয় ঠোঁট ও পবিত্র হাতের সাথে নৈকট্য কেন অর্জন করছ না, যিনি প্রাণহীন বস্তু রুমালকে পর্যন্ত এমন ফযীলত ও বুযুর্গ দান করেছেন যে, সেটা আগুনে জ্বলছে না। তাহলে যারা তাঁর অতিশয় প্রেমিক, তাদের উপর জাহান্নামের শাস্তি কেনইবা হারাম হবে না।

آقا ﷺ کا گدا ہوں اے جہنّم تُو بھی سُن لے!
وہ کیسے جلے جو کہ غلامِ مَدَنی ہو

আকা কা গাদা হো আয় জাহান্নাম! তু ভী শুনলে!
উও কেইছে জলে জু কে গোলামে মাদানী হো।

(২৭) আবু হুরাইরার رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ খাদ্যের থলে

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, এক যুদ্ধে ইসলামী সেনাবাহিনীর নিকট খাওয়ার কিছু ছিল না। আল্লাহর প্রিয় রসূল صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে বললেন, তোমার নিকট কিছু আছে? আমি আরয করলাম, খাদ্যের থলের মধ্যে সামান্য পরিমাণ খেজুর আছে। বললেন, "নিয়ে এসো।" আমি নিয়ে আসলাম, যা মোট ২১টি ছিল। সরকার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এগুলোর উপর মুবারক হাত রেখে দু'আ করলেন অতঃপর বললেন, "দশজনকে ডাক!" আমি ডাকলাম, তারা এসে পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়ে চলে গেলেন। পুনরায় দশজনকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। তারা খেয়ে চলে গেলেন। এভাবে দশজন করে আসতেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়ে চলে যেতেন। শেষ পর্যন্ত সৈন্য বাহিনীর সবাই খেলেন আর যা অবশিষ্ট থেকে গেল সেগুলোর ব্যাপারে বললেন, "হে আবু হুরাইরা! এগুলো তোমার খাদ্যের থলের মধ্যে রেখে নাও আর যখন ইচ্ছা কর তাতে হাত দিয়ে তা থেকে বের করে নিও, কিন্তু খাদ্যের থলে উল্টিয়ে ফেলবেন না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, আমি হুযুর তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইহকালীন মুবারক জীবনের সময়, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক, হযরত সায়্যিদুনা উমার ফারুকে আযম ও হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খিলাফত আমল পর্যন্ত এসব খেজুর থেকে খাচ্ছিলাম এবং খরচ করতে থাকি। আনুমানিক পঞ্চাশ ওসক তো আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছি আর দুশত ওসক থেকে অধিক আমি খেয়েছি। যখন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ শহীদ হলেন তখন ঐ খাদ্যের থলে আমার ঘর থেকে চুরি হয়ে গেল। (আল খাসায়িসুল কুবরা, খন্ড-২য়, পৃ-৮৫)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

کون دیتا ہے دینے کو مُنہ چاہیے
دینے والا ہے سچّا ہمارا نبی ﷺ

কৌন দে-তা হে দে-নে কো মুহ চাহিয়ে,
দে-নে ওয়ালা হায় সাচ্ছা হামারা নবী।

(হাদায়েখে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এক ওসক ষাট সা' পরিমাণ আর এক সা' ২৭০ তোলা (অর্থাৎ-তিন সের ছয় ছটাক) পরিমাণ হয়ে থাকে। এ হিসাবে ঐ ২১টি খেজুর থেকে হাজার মণ থেকে বেশী খেজুর খাওয়া হয়েছে। এসব কিছু আল্লাহর দয়ার শান যে, তিনি নিজের প্রিয় মাহবুবে মুকাররম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে অগণিত ক্ষমতা ও মহান মুজিযা সমূহ দান করেছেন। নিশ্চয় সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মর্যাদার নিশান সম্বলিত শানতো অনেক বড়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সদকায় তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গোলামদেরও বড় বড় মর্যাদা দান করা হয়েছে। যেমন-আমার আকা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খলীফা হযরত সদরুল আফাযিল এর কারামত শুনুন।

(২৮) সদরুল আফাযিলের رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কারামত

হযরত মওলানা মানযুর আহমদ সাহিব গাওসাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের দেখা বিষয় বর্ণনা করেন যে, খাযাইনুল ইরফানের প্রণেতা সদরুল আফাযিল আল্লামা মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিত্যদিনের নিয়ম ছিল যে, ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه মসজিদে যাওয়ার পূর্বেই একটি চার ফুট সাইজের সামাওয়ার (সামাওয়ার তামা বা পিতলের ঐ ডবল পাত্রকে বলা হয়, যেটার ভিতরে আগুন জ্বলে আর বাইরে পানি গরম হয় অথবা চা রান্না হয়) এর ভিতর চায়ের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব দেয়া হত এবং আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হত। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه যখন নামায পড়ে ফিরে আসতেন তখন চা তৈরী হয়ে যেত।

তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বৈঠকে বসে যেতেন আর দেখতে দেখতেই তাঁর প্রতি অনুরাগীদের অনেক ভীড় জমে যেত। সাধারণত পঞ্চাশজন থেকে দুইশ জনের মত লোকের ভীড় হত। কখনো কখনো আগমনকারী এত অধিক হত যে, বৈঠকখানা ও দালানের বাইরের অংশ দুটোতে মোটেই জায়গা থাকতনা। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাশরীফ রাখতেই খাদিমগণ এককাপ চা পিনিচে নিয়ে চায়ের কাপের উপর একটি বিস্কুট রেখে তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه খিদমতে পেশ করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ঐ কাপটি নিজের মুবারক হাতে তুলে তাঁর ডান দিকে বসা ব্যক্তিকে দিয়ে দিতেন। এভাবে ৪-৬টি কাপ নিজে বন্টন করতেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাকীগুলো খাদিমগণ সবাইকে এভাবে একটি করে বিস্কুট ও এক কাপ করে চা বন্টন করতেন। এক কাপ চা ও একটি বিস্কুট তিনি আহার করতেন। মূলতঃ এটা সকালের নাস্তা। হযরত মওলানা সায়্যিদ মনযুর আহমদ সাহিব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه ও আস্থার সাথে বলেন যে, উপস্থিতি কম হোক কিংবা বেশি, আমি বিশেষভাবে এ বিষয় নোট করেছি যে, ঐ এক সামাওয়ারের চা-ই প্রতিদিন আগমণকারী সকল লোকের জন্য যথেষ্ট হত। কখনো এমন হয়নি যে, উপস্থিতির সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে তাই আরো ব্যবস্থা করার প্রয়োজন পড়েছে।

হযরত মওলানা সায়্যিদ মানযুর আহমদ সাহিব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর উপরোল্লিখিত বর্ণনা এ বিষয়ের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা হযরত সাদরুল আফাযিল এর প্রতিদিনের কারামত থেকে একটি উদারতাপূর্ণ কারামত।

(তারীখে ইসলাম কী আযীম শাখসিয়্যাত সাদরুল আফাযিল, পৃষ্টা-৩৩৩ থেকে ৩৩৪, তানযীমে আফকারে সদরুল আফাযিল, বোম্বাই)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ہم کو اے عطّار سُنّی عالِموں سے پیار ہے
اِن شاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے

হামকো আই আত্তার সুন্নী আলিমু ছে পেয়ার হে,
ইনশাআল্লাহ দো-জাহা মে আপনা বে-ড়া পার হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

(২৯) পঙ্গুদেরও অংশ মিলে

সারদারাবাদ (ফয়সালাবাদ)-এর আনারকলীর অধিবাসী হাকীম মুহাম্মদ আশরাফ কাদিরী চিশতী লিখেন যে, "আমার বিয়ে হওয়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত কোন সন্তান হয়নি। সন্তান লাভের জন্য ঔষধপত্র ব্যবহার করেছি, দু'আ প্রার্থনা করি ও ওযীফা সমূহ পাঠ করি কিন্তু আমার উদ্দেশ্য লাভ হল না। অবশেষে হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান হযরত মওলানা সর্দার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর বরকতময় খিদমতে সন্তান থেকে বঞ্চিত থাকার আলোচনা করে দু'আ প্রত্যাশী হলাম।

এদিন গুলোতে আমার প্রতিবেশী আবদুল গফুর চৌধুরী আমাকে বললেন, তিনদিন থেকে একজন বুযুর্গকে আমি স্বপ্নে দেখছি। দেখি তাঁর নিকটে আপনি দাঁড়ানো অবস্থায় রয়েছেন আর আপনার কোলে চাঁদের ন্যায় সুন্দর একটি ছেলে রয়েছে। ঐ বুযুর্গ বললেন, "হাকীম সাহেব! একটি ছাগল সদকা করুন, যা থেকে পঙ্গুরাও যেন ভাগ পায়।" সুতরাং আমি হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিকট স্বপ্নের কথা বললাম আর আরয করলাম, আমার মনে হচ্ছে যে, একটি ছাগল জবাই করে জামিয়া রযবীয়্যার লঙ্গর খানায় দিয়ে দেব। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "হাকীম সাহিব! এখানেতো আল্লাহ তাআলার দয়া রয়েছে, ছাগল আসতেই থাকে। এটা উত্তম হবে যে, জুমার দিন যেন ঘরে গোস্ত ও রুটি তৈরী করা হয় আর জুমার নামাযের পর খতম শরীফ পড়ানো হয়, রান্নাকৃত গোস্ত রুটিসহ সেখানে গরীবদেরকে যেন বন্টন করা হয়। তোমরা স্বামী-স্ত্রীও খাও আর তা থেকে সেখানকার পঙ্গুরাও যেন ভাগ পায়।"

এটা উল্লেখ্য যে, স্বপ্নের আলোচনা করার সময় আমি পঙ্গুদের ব্যাপারে বুযুর্গের বাণীটি মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে আরয করিনি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজেই তা বর্ণনা করেছেন আর তা তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه জীবন্ত কারামত ছিল যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

গায়বের কথা বলে দিলেন। তাঁর কথা মত কাজ করা হল। এরপর আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে এবং হযরত মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দু'আর ওসিলায় আমাকে ছেলে দান করলেন। (হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, পৃ-২৬০ থেকে সংকলিত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(৩০) বিশ্বাস থাকলে নামও কাজ করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পীরে তরিকত, হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান মওলানা মুহাম্মদ সর্দার আহমদ কাদিরী চিশতী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه অনেক বড় আলিমে দ্বীন ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বড় বড় উলামায়ে কিরামের নাম অন্ত র্ভূক্ত রয়েছে। তিনি একজন কারামত সম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন।

যেমন-মওলানা করম দ্বীন (খতীব, জামে মসজিদ, চক নম্বর-৩৫৬) বর্ণনা করেন যে, একবার আমি ঢানা ঘাওঘার আনওয়ালা, শরাকপুর শরীফ এর নিকটবর্তী স্থানে মহিষ আনার জন্য গেলাম। কিন্তু এ সফরে আমাকে অর্ধ মাথা ব্যথা খুবই পেরেশান করল। শারাকপূর শরীফ কাছেই ছিল। সেখানে গেলাম, কিন্তু জানতে পারলাম যে, উভয় সাহিবযাদা হজ্জ করতে গেছেন। ফিরে আসার সময় রাস্তায় ব্যথা দারুন যন্ত্রনা শুরু করল। কোন তাদবীর মাথায় আসছিল না। নদীর কিনারা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সম্মুখে একটি সাদা কাগজের টুকরা দেখলাম। আমি সেটা উঠালাম আর তাতে ওলিয়ে কামিল হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মুবারক নাম লিখে ব্যথার স্থানে বেঁধে দিলাম। তাঁর নামের তাবিজ বাঁধতেই اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ব্যথা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়ে গেল এবং শরীর একেবারে সুস্থ হয়ে গেল। (প্রাগুক্ত-পৃষ্ঠা-২৬১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

(৩১) টিউব লাইটও আনুগত্য করল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাঁর নামের এ শান তাঁর "কথা"র কি অবস্থা হবে! সুতরাং তাঁর মুখ নিঃসৃত কথা সম্পর্কেও একটি কারামত লক্ষ্য করুন। যেমন হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه জঙ্গ বাজার ঘুন্টা ঘর-এ অনুষ্ঠিত মীলাদ মাহফিলে বয়ান করছিলেন। বয়ানের বিষয়বস্তু ছিল প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানিয়্যাত। বয়ান চলছিল, প্রায় আধঘন্টা পরে তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه দৃষ্টি ডান দিকে লাগানো টিউব লাইটে পড়ল। এ টিউবটি কোন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কখনো চলছিল আবার কখনো নিভে যাচ্ছিল।

তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه টিউবকে লক্ষ্য করে বললেন, "আরে টিউব! তুই কখনো জ্বলছিস আর কখনো নিভে যাচ্ছিস।" হুযুরে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক নূরে সমগ্র সৃষ্টি জগৎ আলোকিত হয়ে গেছে আর তুই কেন অকৃতজ্ঞ হবি? খবরদার! খবরদার! তুই যদি আর নিভে যাস তবে.... তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এ ইঙ্গিতে নারায়ে রিসালাতের ধ্বনি উঠল। উপস্থিত সবাই দেখলেন যে, ঐ টিউবলাইট জলসা শেষ হওয়া পর্যন্ত অনবরত জ্বলতে থাকলো।

(প্রাগুক্ত, পৃ-২৬৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

গম পোকা ধরা থেকে রক্ষা পায়, মাথা ব্যথা দূরীভূত হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আমল সম্পন্ন উলামাদেরও কী শান! আমাদেরকে সর্বদা উলামায়ে আহলে সুন্নাতের সংস্পর্শে সম্পৃক্ত থাকা উচিত। উলামায়ে হক এর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে এ থেকে অনুমান করুন যেমন, হযরত সায়্যিদুনা কামালুদ্দীন আদদামীরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

কিছু জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে আমি জেনেছি যে, যদি মদীনায়ে মুনাওওয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর প্রসিদ্ধ “ফুকায়ে সাবআহ” অর্থাৎ সাতজন ফকীহ আলিমের পবিত্র নাম কোন কিছুতে লিখে গমের মধ্যে রেখে দেয়া হয়, তবে! খাদ্যের পোঁকা ধরবে না। যদি মাথা ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তির মাথায় লটকিয়ে (বা বেধেঁ) দেয়া হয়। অথবা এ সাতটি নাম পাঠ করে মাথায় ফুঁক দেয়া হয় তাহলে মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। ঐ সাতটি মুবারক নাম নিম্নরূপ : উবাইদুল্লাহ, উরওয়াহ, কাসিম, সাঈদ, আবু বকর, সুলাইমান, খারিজা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰى। (হায়াতুল হায়ওয়ানুল কুবরা, খন্ড-২য়, পৃ-৫৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, উলামায়ে হক ও আল্লাহর নেক বান্দাগণের নামেও আশ্চর্য্যজনক বরকত থাকে। যাঁদের নামের এ শান, তাঁদের কিতাব, বয়ান, সংস্পর্শ ও তাঁদের মাযার শরীফ গুলোতে উপস্থিতি এবং তাঁদের ঈসালে সাওয়াবের তাবাররুকের মর্যাদার ব্যাপারে কী বলবো!

(৩২) খামিরকৃত আটা দিয়ে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা হাবীব আজমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরজায় কোন এক ফকির কিছু চাইল। তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه সম্মানিতা স্ত্রী খামির করা আটা রেখে পড়শী থেকে আগুন নিতে গেলেন, যাতে রুটি রান্না করা যায়। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ঐ আটা তুলে ফকিরকে দিয়ে দিলেন। যখন স্ত্রী আগুন নিয়ে আসলেন তখন আটা অদৃশ্য। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন, “সেগুলো রুটি তৈরী করার জন্য নিয়ে গেছেন। অনেক জিজ্ঞাস করার পর তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه দান করে দেয়ার ঘটনাটি বললেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, “سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ! এটাতো ভাল কথা, তবে আমাদেরওতো খাওয়ার দরকার আছে। এরই মধ্যে এক ব্যক্তি একটা বড় থালা ভরে গোস্ত ও রুটি নিয়ে আসল। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন, “দেখো তোমাকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

কত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেয়া হল।" মূলতঃ রুটিও তৈরী করে দেয়া হল আর তার উপর গোস্তের তরকারীও পাঠিয়ে দিল। (রাওযুর রিয়াহীন, পৃ-১৫২)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

সদকা করাতে সম্পদ কমে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আল্লাহ তাআলার রাস্তায় দেয়া বস্তু কখনো বৃথা যায় না। আখিরাতে সাওয়াব ও প্রতিফলতো রয়েছেই, অনেক সময় দুনিয়াতেই তা অনেকগুন বাড়িয়ে সাথে সাথে উত্তম প্রতিদান দান করা হয়। আর এটা বিশ্বাসযোগ্য বিষয় যে, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় দেয়াতে বৃদ্ধি পায়, কমে না। যেমনটা হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, মক্কী-মাদানী সরকার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, সদকা সম্পদ কমায় না, আর আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করার কারণে বান্দার সম্মানই বৃদ্ধি করেন আর যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাআলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। (সহীহ মুসলিম, পৃ-১৩৯৮, হাদীস নং-২৫৮৮)

কুপ থেকে পানি ভরলে, পানি বৃদ্ধি পায়

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ বলেন, "যাকাত আদায়কারীর যাকাত প্রতি বছর বৃদ্ধি পেতেই থাকে, এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা। যে কৃষক ক্ষেতে বীজ ফেলে আসে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে বস্তাখালী করে ফেলে অথচ সত্যিকার অর্থে তাতে আরো যোগ করে ভর্তি করে নেয়। ঘরে রাখার বস্তাগুলো ইদুঁর, আঠালী পোঁকা ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, অথবা এটা উদ্দেশ্য যে, যে সম্পদ থেকে সদকা বের হয়, তা থেকে খরচ করতে থাকো, اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। কূপের পানি ভরতে থাক, তাহলে পানি বেড়েই যাবে। (মিরাতুল মানাযীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-৩য়, পৃ-৯৩)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

যাকাত না দেয়ার শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যাকাত আদায় করার যেমন অসংখ্য সাওয়াব রয়েছে, যে আদায় করে না তার জন্য সেখানে ভয়ানক আযাবও রয়েছে। যেমন- আমার আকা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত, মওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আযাবের দৃশ্য তুলে ধরতে গিয়ে ইরশাদ করেন যে, সোনা-চান্দির যাকাত দেয়া হবে না, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তাদের কপাল, পাঁজর, পিঠে দাগ দেয়া হবে। তাদের মাথা, স্তনের উপর জাহান্নামের গরম পাথর রাখা হবে যে, বুক ফেটে কাঁধ দিয়ে বের হয়ে যাবে আর কাঁধের হাড়ের উপর রাখা হলে, হাড় ভেঙ্গে বুক দিয়ে বেরিয়ে আসবে। পিঠ ভেঙ্গে পাঁজর দিয়ে বের হবে। মাথার পিছনের অংশ ভেঙ্গে কপাল দিয়ে উত্থিত হবে। যে সম্পদের যাকাত দেয়া হবে না, কিয়ামতের দিন প্রাচীন দুষ্ট রক্তপায়ী বড় অজগর হয়ে তার পিছু নেবে। সে হাতে বাধা দেবে, সেটা ঐ হাত চিবিয়ে নেবে। অতঃপর গলায় পেচিয়ে শৃঙ্খল হয়ে যাবে। তার মুখ নিজের মুখে নিয়ে চিবাতে থাকবে, (আর বলবে যে,) আমি হলাম তোর সম্পদ, আমি হলাম তোর ধন ভান্ডার। এরপর তার সমস্ত শরীর চিবিয়ে ফেলবে। (ফতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ্, নতুন সংস্করণ, খন্ড-১০ম, পৃ-১৫৩)

আমার আকা আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه যাকাত অনাদায়কারীদেরকে কিয়ামতের শাস্তির ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে বুঝিয়ে বলেন, হে প্রিয়! খোদা ও রসূল صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীকে এমনিতেই হাসি-ঠাট্টা মনে করছ কিংবা (কিয়ামতের একদিন অর্থাৎ) পঞ্চাশ হাজার বছর সময়ের এ (বেদনাদায়ক) মুসিবত সহ্য করা সহজ মনে করছ, দুনিয়ার আগুনে এক আধ পয়সা গরম করে শরীরের উপর রেখে দাও, এরপর কোথায় এ হালকা গরম, কোথায় ঐ রাগের আগুন! কোথায় এ একটি পয়সা, কোথায় সারাজীবনের জমানো সম্পদ!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।”

কোথায় এ এক মিনিটের দেরী! কোথায় ঐ হাজার দিন বছরের মুসিবত! কোথায় এ সামান্য দাগ, কোথায় ঐ হাড় ভেঙ্গে বের হওয়া শাস্তি। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের হিদায়াত দান করুন। (প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যাকাত ও খয়রাতের প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং আমলের জযবাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য একটি “মাদানী ঘটনা” পেশ করছি। যেমন-

(৩৩) এক কোরিয়া বাসীর ইসলাম গ্রহণ

এক মাদানী কাফিলা “কোরিয়া”-এর একটি এলাকায় পৌঁছল। সেখানে এক অমুসলিম কোরিয়াবাসী মাদানী কাফিলা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি মুসলমান? মাদানী কাফিলা ওয়ালারা বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরা মুসলমান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “মাথায় এটা কি বেঁধে রেখেছেন?” জবাব দিলেন, এটা হচ্ছে ইমামা (পাগড়ি) শরীফ যা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত। এভাবে তিনি দাড়ি শরীফ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, জবাব পেলেন, এটাও আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাত। আমি ইসলাম সম্পর্কে বই-পত্রে পড়েছি কিন্তু চোখে দেখিনি। আজ প্রথমবার ইসলামের কার্যবিধি (বাস্তব) প্রতিচ্ছবি দেখলাম। যা হৃদয়কে সীমাহীন প্রভাবিত করেছে, দয়া করে আমাকে কালিমা পড়িয়ে মুসলমান করে দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফিলা ওয়ালা 'আশিকানে রসূলের নূরানী দাড়ি ও আলোকময় ইমামা থেকে আলো বিচ্ছুরণকারী প্রিয় চেহারাগুলোর যিয়ারতের বরকতে ঐ কোরিয়ান কাফির ইসলাম কবুল করে ধন্য হলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

اُن کا دیوانہ عِمامہ اور زُلف و رِیش میں
واہ! دیکھو تو سہی لگتا ہے کتنا شاندار

উনকা দিওয়ানা, আমামা আওর জুলফো রীশ মে
ওয়াহ! দেখো তু সহী লাগতা হায় কিতনা শানদার।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !   صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ মুসলমানদের জীবন যাপনের ধরণ সীমাহীন খারাপ হতে চলেছে। আফসোস! শত কোটি আফসোস! অধিকাংশ মুসলমানের পোষাকের সাজগোজ, মাথা ও চেহারার ভঙ্গি ইত্যাদি সবকিছু কাফিরদের পঁচা সংস্কৃতির প্রতিচ্ছায়া। শয়তানের এ কুমন্ত্রণায় ফেঁসে না যাওয়া উচিত যে, আমরা যদি দাড়ি ও ইমামা শরীফ পরিহিত অবস্থায় থাকি তবে লোকেরা আমাদের থেকে দূরে সরে পড়বে। কখনো এমনটা নয়। লোকেরা মাদানী পোষাক-পরিচ্ছেদে নয়, মন্দ আচরণ, তীক্ষ্ম ব্যবহার ও দুশ্চরিত্রতা থেকে দূরে সরে থাকে। আপনি নিখুত আন্ত রিকতার সাথে সুন্নাতের প্রতিচ্ছবি হয়ে যান, নিজের চরিত্র সংশোধন করে নিন, জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখার চেষ্টা করুন, মিষ্টি কথা বলুন এরপর দেখবেন কিভাবে মানুষের অন্তর আপনার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে!

এইমাত্র আপনারা আশিকানে রসূলের ব্যাপারে শুনেছেন যে, কিভাবে সুন্নতে ভরা পোষাক-পরিচ্ছদ ও হাসি মিশ্রিত ভাষা বর্ষণ করে মিষ্টি মধুর কথা-বার্তায় শয়তানের পূজারীকে মাদানী মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভিখারী বানিয়ে দিল! দাড়ি শরীফ ও সবুজ ইমামা শরীফে ঝলমল করা, ফুল বর্ষণ করে আশিকানে রসূলের মাদানী পোষাক ও আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ এর ভাবাবেগপূর্ণ আহ্বানের বরকতে পরিপূর্ণ আরো একটি আনন্দময় ঘটনা শুনুন এবং বিমোহিত হোন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(৩৪) নূরানী চেহারা দেখে মুসলমান হয়ে গেল

১৪২৫ হিজরী (জানুয়ারী ২০০৫) এ দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিসে শূরার নিগরান ও মাজলিসে বাইনাল আক্বওয়ামী উমূরের কিছু সদস্য ও অন্যান্যদের মাদানী কাফিলা বাবুল মদীনা (করাচী) থেকে সফর করে দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছল। এরই মধ্যে সেখানে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা তৈরী করার জন্য জায়গা দেখতে এ কাফিলা এক জায়গায় গেল। সেখানে আগে থেকে উপস্থিত ইসলামী ভাইয়েরা মাদানী কাফিলাকে উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে স্বাগতম জানালেন। ঐ জায়গার মালিক যিনি খ্রীষ্টান ছিলেন, ইমামা ও দাড়ি সম্পন্ন উজ্জল ও আলো বিচ্ছুরিত চেহারাধারী আশিক্বানে রসূলের আলো ও আল্লাহ আল্লাহর ভাবাবেগপূর্ণ আওয়াজে মত্ত হয়ে গেলেন। ব্যাকুল হয়ে সামনে এসে নিগরানে শুরাকে বলতে লাগলেন, "আমাকে মুসলমান করে নিন।" তাকে সাথে সাথে খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে তওবা করিয়ে কালিমা শরীফ পড়িয়ে মুসলমান করে নেয়া হল। ইসলামী ভাইয়ের খুশীর সীমা রইল না। আল্লাহ তাআলার সুমধুর আহ্বানে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

تو داڑھی بڑھالے عمامہ سجالے
ہے اچھا نہیں ہے بُرا مدَنی ماحول
یقیناً مقدّر کا وہ ہے سکندر
جسے خیر سے مل گیا مدَنی ماحول

তু দাড়ি বাড়ালে, আমামা সাজালে
হায় আচ্ছা, নেহী হায় বুরা মাদানী মাহল
ইয়াকীনান মুকাদ্দার কা উও হায় সিকান্দার
জিছে খায়রছে মিল গিয়া মাদানী মাহল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

(৩৫) কাজী সাহেবের খামির

কোটি কোটি হাম্বলীদের হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর শাহযাদা হযরত সালিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ইস্পাহানের কাজী বা বিচারক ছিলেন। একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খাদিম হযরত সালিহের বাবুর্চীখানা থেকে খামির নিয়ে রুটি তৈরী করে ইমাম সাহেবের খিদমতে পেশ করল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো এত নরম কেন?" খাদিম খামির নেয়ার বর্ণনা দিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন, "আমার ছেলে যিনি ইস্পাহানের কাজী, তার ঘর থেকে কেন নিয়েছ! এ রুটি এখন আমি খাব না, এটা কোন ফকিরকে দিয়ে দাও তবে তাকে এটা বলে দেবে যে, এ রুটিতে কাজীর খামির অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।" ঘটনাক্রমে চল্লিশদিন পর্যন্ত কোন ফকির এলোনা, শেষ পর্যন্ত রুটিতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হল। খাদিম ঐ রুটি দজলা নদীতে ফেলে দিল।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর তাকওয়া বা খোদাভীতির প্রতি মারহাবা! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ঐ দিনের পর থেকে দজলা নদীর মাছ কখনো খাননি। (তাযকরিাতুল আউলিয়া, পৃ-১৯৭)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেনতো! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কিরূপ মুত্তাকী ও পরহিযগার ছিলেন যে, নিজের বিচারক ছেলের সম্পদ থেকেও বেঁচে থাকতেন। কাজী (অর্থাৎ-জর্জ) এর আয় যদিও বা হারাম নয় তবে পরিপূর্ণভাবে ন্যায় বিচার করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি তাঁরা ন্যায় বিচার করেন তবুও যেহেতু তাঁরা সরকারী কর্মচারী হন ও তাঁদের বেতন-ভাতা সরকার আদায় করে আর রাষ্ট্র প্রধানরা সাধারণত অত্যাচার ও শত্রুতা থেকে বাঁচতে পারেন না, এছাড়া তাঁদের কোষাগারে টাকা পয়সা পরিচ্ছন্ন হওয়াও কঠিন হয়ে থাকে যে, তাঁরা অধিকাংশ সময় অত্যাচার করে সম্পদ অর্জন করেন। সুতরাং শুধুমাত্র তাকওয়া ও সতর্কতার কারণে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কাজীর খামির ওয়ালা রুটি খাননি আর যখন ঐ রুটি দজলা নদীতে ফেলা হল তখন সেখানকার মাছ খাওয়া বর্জন করলেন যে, আবার যেন এমন মাছ পেটে চলে না যায়, যেটা ঐ রুটি খেয়েছে!

(৩৬) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কারামত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মহা মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কথিত আছে যে, কোন এক মহিলার হাত-পা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হল। সে তার ছেলেকে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিকট দু'আর জন্য পাঠাল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা শুনার পর অযু করে নামায পড়া শুরু করলেন। যখন ঐ যুবক ঘরে গিয়ে পৌঁছল তখন তার মা সুস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং নিজে এসে তার জন্য দরজা খুলল। (তাযকিরাতুল আউলিয়া-১৯৬)

আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের সম্মান করা বড় সাওয়াবের কাজ যেমন-

(৩৭) সম্মানের প্রতিদান

এক ব্যক্তি ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? জবাব দিল, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করল, কোন আমলটি কাজে এসেছে? জবাব দিল, একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নদীর কিনারায় ওযু করছিলেন আর সেখানে আমি উপরের দিকে অযু করতে বসে গেলাম। যখন আমার দৃষ্টি ইমাম সাহিব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর প্রতি পড়ল তখন সম্মানপূর্বক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

নীচের দিকে এসে পড়লাম। সুতরাং অলীর প্রতি সম্মান এর এ আমলটিই কাজে এসেছে এর উসিলায় গেল আর আমি ক্ষমা পেলাম। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃ-১৯৬)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

(৩৮) স্বর্ণের জুতা

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন খুযায়মা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন, যখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর ওফাত হল তখন আমি খুবই বিষন্ন হলাম। এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه নম্রভাবে পথ চলছিলেন। আমি আরয করলাম, "হে আবু আবদুল্লাহ! এ কেমন পথচলা?" বললেন, "এটা জান্নাতে খাদিমদের চলা।" আরয করলাম, "আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?" জবাব দিলেন, "আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার মাথায় তাজ সাজিয়েছেন ও পায়ে স্বর্ণের জুতা পরিধান করিয়েছেন ও আর বললেন, "হে আহমদ! এসব কিছু এ কারণে যে, তুমি কুরআনকে আমার (অর্থাৎ-আল্লাহর) বাণী বলেছ।" আল্লাহ তাআলা আরো বললেন, "হে আহমদ! আমার নিকট ঐ দু'আ করো, যা তুমি দুনিয়াতে করতে।" আমি আরয করলাম, "হে আমার প্রতিপালক! প্রতিটি বস্তু " .... আমি এখনও এতটুকু বলছি অমনী ইরশাদ হলো, "প্রতিটি বস্তু তোমার জন্য মওজুদ রয়েছে।" এতে আমি আরয করলাম, "প্রতিটি বস্তুতে তোমার কুদরতের দলিল।" বললেন, "তুমি সত্য বলেছ।"

আমি আরয করলাম, "ইয়া আল্লাহ! আমার কাছ থেকে হিসাব নিওনা, ব্যাস আমাকে ক্ষমা করে দাও।" বললেন, "যাও এমনই করলাম।" এরপর ইরশাদ করলেন, "হে আহমদ! এটা জান্নাত, এটাতে প্রবেশ কর।" যখন আমি প্রবেশ করলাম, তখন (দেখলাম) হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সেখানে পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর দুটো ডানা ছিল, যা দিয়ে তিনি খেজুরের একটি গাছ থেকে অন্য গাছের উপর উড়ে বসছিলেন আর তাঁর মুখে জারী ছিল, "সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করেছেন ও বাস্তবে আমাদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী করেছেন, জান্নাতে আমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঠিকানা করি, তাই আমলকারীদের খুবই উত্তম প্রতিফল রয়েছে।" আমি জিজ্ঞাস করলাম, "হযরত সায়্যিদুনা আবদুল ওয়াহহাব ওয়াররাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর কি অবস্থা? তখন বললেন, "আমি তাঁকে নূরের সমুদ্রে দেখে এসেছি। আমি হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন, "তিনি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত আছেন আর রাব্বে করীম আল্লাহ তাঁর দিকে লক্ষ্য করে বলছেন যে, "হে দুনিয়াতে পানাহার বর্জনকারী! এ জগতে খাও আর মজা করো।" (শরহুস সূদুর, পৃ-২৮৯)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

(৩৯) চাবুকের প্রতিটি আঘাতে ক্ষমার ঘোষণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আল্লাহর নেক বান্দাগণ দ্বীনের জন্য কষ্ট সহ্য করে দুনিয়া থেকে যখন বিদায় নেন তখন আল্লাহ তাঁদেরকে কিরূপ সম্মান দেন। জ্বী হ্যাঁ কোটি কোটি হাম্বলীদের ইমাম হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه সত্যের জন্য খুব বেশী কষ্ট সহ্য করেছেন। যেমন এক সময় আব্বাসীয় খলীফা মুতাসিম বিল্লাহের নির্দেশে জল্লাদ সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর বিবস্ত্র পিঠে পালাক্রমে চাবুক মারতে লাগল, যাতে তাঁর পবিত্র পিঠ রক্তে লাল হয়ে যায়, চামড়া মুবারক ফেঁটে যায়। এ সময় তাঁর পায়জামা শরীফ সরে যেতে লাগল। তখন তিনি আল্লাহর দরবারে দুআ করলেন, "ইয়া আল্লাহ! তুমি জান আমি সত্যের উপর রয়েছি, আমাকে উলঙ্গ হওয়া থেকে রক্ষা কর।"

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ পায়জামা শরীফ স্থানচ্যুত হওয়া থেকে থেমে গেল এবং এরপর তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বেহুশ হয়ে গেলেন। যতক্ষণ হুশ ছিল, চাবুকের প্রতিটি আঘাতে বলতেন, “আমি মুতাসিমের অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম।” পরে যখন লোকেরা তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিকট এর কারণ জানতে চাইলেন তখন বললেন, “মুতাসিম বিল্লাহ উভয় জগতের সুলতান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাজান হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বংশের সন্তান। আমার এটা লজ্জা হয় যে, কিয়ামতের দিন আবার যেন এটা বলা না হয় যে, আহমদ বিন হাম্বল, উভয় জগতের সুলতান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাজানের বংশধরকে ক্ষমা করেনি। (মাদানে আখলাক, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৭-৩৯ থেকে সংকলিত, দারুল কুতুবিল হানাফিয়াহ, বাবুল মদীনা, করাচী)

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে ধারাবাহিক আটাশ মাস (সোয়া ২ বৎসর থেকে বেশী) বন্দীবস্থায় রাখা হয়েছে। এ সময় তার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه উপর চাবুক মারা হত। শেষ পর্যন্ত তিনি বেহুশ হয়ে যেতেন। তলোয়ার গরম করে দাগ দেয়া হয়েছে, পদদলিত করা হয়েছে। কিন্তু মারহাবা! শত মারহাবা! এতগুলো মুসিবত আসার পরও তিনি অটল রইলেন। (আত তাবকাতুল কুবরা, খন্ড-১ম, পৃ-৭৯)

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা হাফিয বিন জাওযী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে ৮০টি চাবুক এভাবে মারা হল যে, যদি হাতিকে মারা হত তাহলে সেটাও চিৎকার করে উঠত! কিন্তু সাবাস ইমামের ধৈর্যশীলতা। (মাদানে আখলাক, খন্ড-৩, পৃ-১০৬ থেকে সংকলিত দারুল কুতুবিল হানাফিয়াহ, বাবুল মদীনা, করাচী)

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

تڑپنا اِس طرح بُلبُل کہ بال و پر نہ ہلیں
ادب ہے لازِمی شاہوں کے آستانے کا

তড়াপনা ইছ তরাহ্ বুলবুল কে বাল ও পর না হিলে,
আদব হায় লাজেমী শাহূকে আ-স্তানে কা।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

(৪০) চোর ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিল

যখন মুসিবতের দিনগুলোতে তাঁকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه চাবুকাঘাতকারীর মুখোমুখি পেশ করা হল, তখন আল্লাহ তাআলা “আবুল হাইসাম আইয়ার” নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করলেন। সে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিকট এসে বলল, “হে আহমদ! আমি অমুক চোর, আমাকে ১৮ হাজার চাবুকাঘাত করা হয়েছে, যাতে চুরির কথা স্বীকার করি, কিন্তু আমি স্বীকার করিনি, অথচ আমি জানতাম যে, আমি মিথ্যাবাদী। আপনি যেন চাবুকাঘাতে ভয় পেয়ে না যান, আপনিতো সত্যের উপর রয়েছেন। ব্যাস্ যখন চাবুকাঘাতে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ব্যথা অনুভব হত, তখন চোরের কথাগুলো মনে করতেন। এরপর থেকে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সর্বদা তার (চোর) এর জন্য রহমতের দুআ করতেন।

(আত তাবক্বাতুল কুবরা, খন্ড-১ম, পৃ-৭৮,৭৯)

হযরত সায়্যিদুনা বিশর বিন আল হারিস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, “তাঁকে (আগুনের) কুন্ডুলিতে (অর্থাৎ কারাগারে) ফেলে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর তিনি (দৃঢ়তার কারণে) লাল স্বর্ণ হয়ে বের হয়েছেন।” (প্রাগুক্ত-পৃ-৮০)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

ওলীগণের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আল্লাহর রাস্তায় আসা কষ্টগুলোকে হাসিমুখে সহ্যকারীদের আল্লাহর দরবারে এতে কিরূপ সম্মান দেন। এছাড়া আপনারা এটাও শুনলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه (দুনিয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করা ও নফসকে দমন করার কারণে আল্লাহ তাঁকে কিরূপ দয়া ও মেহেরবানী করেছেন। এছাড়া আমাদের গাউসুল আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه দুনিয়াকে দমন করতেন এবং পানাহারের প্রতি অনাসক্ত থাকতেন। সরকারে বাগদাদ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর উপর আল্লাহ এর রহমতের আলোচনা করতে গিয়ে আশিকে রসূল, ওলীয়ে কামিল, ইমামে আহলে সুন্নাত, মওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বারগাহে গাউসিয়্যাতে এ আরয করেন-

قسمیں دیدے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے
پیارا اللہ عَزَّوَجَلَّ ترا چاہنے والا ترا

কসমে দে-দে কে খিলাতা হায় পিলাতা হায় তুঝে,
পিয়ারা আল্লাহ তেরা চাহনে ওয়ালা তেরা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ধরনের প্রিয় বিষয়াবলী জানার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামী মাদানীর পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দ্বীন ও দুনিয়ার অগণিত কল্যাণ অর্জিত হবে। দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের কল্যাণে পরিপূর্ণ একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন এবং বিমোহিত হোন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

(৪১) মস্তিস্কের টিউমার অদৃশ্য হয়ে গেল

মহারাষ্ট্র ভারতের চান্দরপূর জেলার বালবাহারের এক ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে নিজের সম্পৃক্ততার ঘটনা অনেকটা এরকম বর্ণনা করেছেন। সাত বছর বয়সে পাথরের আঘাতে আমার বাম চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। চিকিৎসা করাতে অনেকটা ভাল হলো, তবে চোখের জ্যোতি কমে গেল। এ থেকে দৃষ্টান্তমূলক উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে আরো উদাসীনতার স্বীকার হয়ে আমি নাচ-গানের অনুষ্ঠানের স্বাদভোগকারী হয়ে গেলাম। নৃত্য ক্লাবের চোখ বন্ধ হয়ে আসা আলোক রশ্মিতে আমার ঐ চোখে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হল। চেক আপ করানোতে জানতে পারলাম যে, মাথায় টিউমার হয়েছে।

বড় বড় হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা করেছি, কোন ফায়দা হওয়াতো দূরের কথা, “যতই চিকিৎসা করেছি, ততই রোগ বৃদ্ধি পেতে লাগল”। এর কারণে ঘাড়ও বাঁকা হয়ে গেল এবং খাবার খাওয়াও মুশকিল হয়ে গেল! আমার কষ্টের কারণে পরিবার-পরিজনেরাও সীমাহীন পেরেশান ছিলেন। এ সময় দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রসূলের এক মাদানী কাফিলা আমাদের গ্রামে আসল। তাঁরা নেকীর দা'ওয়াত দিয়ে, ঘরের সবাইকে বয়ানে অংশ নেয়ার জন্য দা'ওয়াত দিলেন, কিন্তু আমি পেরেশনারীর কথা প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। মহল্লার মসজিদ থেকে মুবাল্লিগের বয়ানের আওয়াজ আমাদের ঘরেও শুনা যাচ্ছিল।

ঐ বয়ান শুনে আমাদের ঘরের সবাই সীমাহীন প্রভাবিত হলেন এবং “দুরুগ” এ অনুষ্ঠিতব্য সুন্নতে ভরা ইজতিমায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

ঐ ইজতিমায় সুন্নাতে ভরা বয়ানের পর ভাবাবেগপূর্ণ দু'আ হল। যখন ইজতিমা থেকে ফেরার সময় আমি C.T Scan করিয়েছি তখন এটা দেখে ডাক্তার অবাক হলেন যে, পূর্বের সবকটি রিপোর্টে ব্র্যান টিউমার বিদ্যমান ছিল কিন্তু এবারকার C.T Scan-এ টিউমার অনুপস্থিত! এ আশ্চর্যজনক ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে আমার পরিবার-পরিজনেরা আমার মাথায় ইমামা শরীফের তাজ সাজিয়ে দিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

عطائے حبیبِ خدا مَدَنی ماحول　　ہے فیضانِ غوث و رضا مَدَنی ماحول

اے بیمارِ عصیاں تُو آجا یہاں پر　　گناہوں کی دیگا دوا مَدَنی ماحول

سنور جائے گی آخرت ان شاء اللہ

تم اپنائے رکھو سدا مَدَنی ماحول

আতায়ে হাবীবে খোদা মাদানী মাহল,
হে ফায়যানে গউছো রযা মাদানী মাহল।
আয় বীমারে ইছইয়া তু আ-যা ইহা পর,
গুনাহো কি দে-গা দাওয়া মাদানী মাহল।
সানওয়ার যায়েগি আ-খিরাত ইনশাআল্লাহ,
তুম আপনায়ে রাখ্‌খো ছদা মাদানী মাহল।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

(৪২) মনের কথা জেনে গেলেন

হুযুর দাতা গঞ্জ বখ্‌শ হযরত সায়্যিদুনা আলী হাজভীরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, আমরা তিন বন্ধু হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইবনে আ'লা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাথে সাক্ষাত করতে "রামলা" নামক গ্রামের দিকে চলছি। রাস্তায় এটা ঠিক করলাম যে, আমাদের প্রত্যেকে কোন না কোন আশা নিজের মনে রেখে নিই। আমি এ আশা মনে রাখলাম, আমার কাছে হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইবনে আলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কাছ থেকে হুসাইন বিন মনছুর হাল্লাজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মুনাজাত ও কবিতা প্রয়োজন। অন্যজন এ আশা নির্ধারণ করল যে, আমি যেন প্লীহা রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করি। তৃতীয়জন বলল, আমার ইচ্ছা বর্ফী খাওয়া। যখন আমরা তার সামনে হাযির হলাম তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه হযরত সায়্যিদুনা হুসাইন বিন মানসুর হাল্লাজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কবিতা ও মুনাজাত লিখিয়ে আমার জন্য প্রস্তুত করে রাখলেন, যা আমাকে প্রদান করলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

অন্য দরবেশের পেটের উপর হাত ঘুরালেন, তাঁর প্লীহার কষ্ট দূরীভূত হয়ে গেল। তৃতীয়জনকে বললেন, বর্ফী হলো রাজ দরবারের খাবার কিন্তু আপনি পড়ে আছেন সূফীদের পোষাক! দুটো থেকে একটি অবলম্বন করুন। (অর্থাৎ বর্ফী খেলে সুফী পোষাক বাদ দিন, আর না হয় বর্ফী খাওয়ার আশা বাদ দিন।)

(কাশফুল মাহজুব, পৃ-৩৮৪)

আল্লাহ এর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

(৪৩) হুসাইন বিন মনছুর কি اَنَا الْحَق বলেছিলেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আল্লাহর দানে ওলী আল্লারা মানুষের মনের অবস্থা জেনে ফেলেন। তাইতো হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইবনে আলা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত হুযুর দাতা গঞ্জ বখশ হযরত সায়্যিদুনা আলী হাজভীরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ও তাঁর বন্ধুদের বাসনা পূরণ করে তৃতীয়জনকে সংশোধনের মাদানী ফুল প্রদান করলেন। এ ঘটনায় হযরত সায়্যিদুনা হুসাইন বিন মনছুর হাল্লাজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর শুভ আলোচনা বিদ্যমান। তাঁর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, তিনি আনাল হক্ব অর্থাৎ-আমি হক (খোদা)" বলেছিলেন। এ ভুল ধারণাকে খন্ডন করে আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত, মওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন,

"হযরত সায়্যিদুনা হুসাইন বিন মানসূর হাল্লাজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যাঁকে সাধারণ মানুষ "মানসূর" বলে থাকে, মানসূর হলো তাঁর পিতার নাম আর তাঁর পবিত্র নাম হলো হুসাইন। তিনি তাঁর যুগের যুগশ্রেষ্ঠ ওলী আল্লাহদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাঁর এক বোন বেলায়ত ও মারিফাতের মর্যাদায় তাঁর চেয়ে অতি উচ্চ স্তরে ছিলেন। তিনি শেষ রাতে জঙ্গলে চলে যেতেন এবং আল্লাহর স্মরণে বিভোর হয়ে যেতেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

একদিন তাঁর ঘুম ভাঙ্গলে বোনকে না পেয়ে ঘরের প্রতিটি স্থানে খোঁজ করলেন। খোঁজে না পেয়ে তাঁর মনে কুমন্ত্রণা আসল। পরবর্তী রাতে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুমের ভান করে জেগে রইলেন। তিনি (তাঁর বোন) নিজের সময়মত উঠে জঙ্গলের দিকে চলতে লাগলেন, ইনিও আস্তে আস্তে পিছু নিলেন। দেখতে থাকলেন, আসমান থেকে স্বর্ণের শিকল দিয়ে ইয়াকুতের পাত্র অবতীর্ণ হল আর মুবারক মুখের বরাবর আসল, তিনি পান করতে লাগলেন।

তিনি (হুসাইন বিন মনছুর) ধৈর্য ধরতে পারলেন না যে, জান্নাতের এ নে'মত (আমি) পাব না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে উঠলেন যে, "বোন! তোমায় আল্লাহ এর শপথ! সামান্য পরিমাণ আমার জন্য রেখো। তিনি (বোন) এক ঢোক রাখলেন। তিনি তা পান করলেন। তা পান করতেই প্রতিটি লতা-পাতা প্রতিটি জায়গা, প্রতিটি অনু-কণা থেকে তার কানে এ আওয়াজ আসতে লাগল যে, "এটার হকদার অধিক কে, যে আমার পথে জীবন দেবে? তিনি বলতে শুরু করলেন, "اَنَا الْحَق" অর্থাৎ নিশ্চয় আমি সবচেয়ে বেশি হকদার।" লোকেরা শুনে মনে করল, اَنَا الْحَق (অর্থাৎ-আমি হক), (লোকেরা) তাঁকে খোদায়ীত্বের দাবীদার মনে করল, আর এটা (অর্থাৎ-খোদায়ীত্বের দাবী) হলো কুফর। মুসলমান হয়ে যে কুফর করে, সে মুরতাদ আর মুরতাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। (সহীহ বুখারী, খন্ড-২য়, পৃ-৩১৫, হাদীস নং-৩০১৭-এ রয়েছে)

নবীদের সুলতান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, "যে নিজ ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করো।" (ফতাওয়া রযবীয়্যাহ্, খন্ড-২৬, পৃ-৪০০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা ও মাদানী কাফিলা সমূহে সফর আকীদা ও আমল সংশোধনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। যেমন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৪৪) আমি শরাবী ও চোর ছিলাম

বোম্বাই (ভারত) এর ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা অনেকটা এরকম যে, খারাপ সংস্পর্শের কারণে অল্প বয়সেই আমার মদ-জুয়ার কু-অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। হিরা ও স্বর্ণের চোরাচালানে পারদর্শিতার কারণে এ ময়দানে "কিং" হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলাম। আমার ঘরের কাছে দা'ওয়াতে ইসলামীওয়ালারা প্রত্যেক জুমাতে একত্রিত হয়ে দরস ও বয়ান করতেন। আমার মা আমাকে সেখানে যাওয়ার জন্য বলতেন, কিন্তু আমি শুনতাম না। অবশেষে মায়ের ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে একবার অংশগ্রহণ করলাম। মুবাল্লিগের বয়ান করার ধরণ আমার কাছে ভাল লাগল কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। শেষে ইনফিরাদী কৌশিশ করে মুবাল্লিগ আমাকে বোম্বাই এর গুওয়াল্ডী এলাকায় হওয়া সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলেন। আমি যাওয়ার অঙ্গীকার করলাম।

ইজতিমার রাতে বন্ধুদের সাথে শরাবখানায় গেলাম কিন্তু আজকে মন কিছুটা ক্লান্ত ছিল। সবাই মদ আনতে বলল কিন্তু আমি ঠান্ডা পানীয়ের অর্ডার দিলাম। এতে বন্ধুরা আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে দেখল। আমি বললাম, "আমাকে একজন লোক ইজতিমার দা'ওয়াত দিয়েছেন, আমি সেখানে বয়ান শুনতে যাব। একথা শুনতেই বন্ধুদের হাসির ফোয়ারা ছুটল আর বলতে লাগল, "দোস্ত! এটা কি মুহররম মাস! ওয়াজতো মুহাররমে হয়ে থাকে। তোমার সাথে হয়তো কেউ ঠাট্টা করেছেন।" আমিও চিন্তায় পড়ে গেলাম যে, সত্যিই ওয়াজতো মুহাররম শরীফে হয় কিন্তু তারপরও আমি মন বেঁধে এটা বলতে বলতে উঠলাম যে, যদি ওয়াইয না হয় তবে ফিরে আসবো। বাইরে বের হয়ে রিক্সা নিয়ে সোজা ইজতিমা স্থলে পৌঁছে গেলাম। সেখানে ভাবাবেগপূর্ণ দুআ আমাকে খুব কাঁদাল। কেঁদে কেঁদে আমি আমার গুনাহ সমূহ থেকে তওবা করলাম। ইজতিমা শেষ হওয়ার পর মুবাল্লিগ আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে মাদানী কাফিলাতে সফরের দাওয়াত দিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলাম। সেখানে আমি দাড়ি শরীফ ও ইমামা মুবারকের নিয়্যত করলাম। জুয়াড়ী ও শরাবী বন্ধুদের পিছু ছাড়লাম এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ গ্রহণ করলাম। আমার "ওয়াত" নামক একটি অস্থিরকারী রোগ ছিল যেটার কারণে এমন লাগত, যেন চোখে কঙ্করের কণা পড়েছে। ডাক্তারও এর চিকিৎসা থেকে অপারগ ছিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে আমি এ কষ্টদায়ক রোগ থেকেও মুক্তি পেলাম।

چھوڑ دے نَوشیاں' مت بکو گالیاں
آؤ توبہ کریں' قافلے میں چلو
اے شرابی تو آ' آجُوآری تُو آ
چُھوٹیں بدعادَتیں' قافلے میں چلو

ছোড়দে নাওশিয়া, মত বককো গা-লিয়া
আ-ও তওবা করে কাফিলে মে চলো।
আয় শারাবী তু আ-, আ- জুয়ারী তু আ
ছুটে বদ আ-দতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب !　　صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمّد

কাফিলার দা'ওয়াত দিতে থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের সুন্নতে ভরা বয়ান ও ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে জুয়াড়ী ও মদখোর তওবা করল ও মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল। আপনারাও মানুষকে মাদানী কাফিলাতে সফরের দা'ওয়াত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

দিতে থাকুন। এ ঘটনায় আপনারা একজন মদখোরের আলোচনা শুনেছেন। আফসোস শত কোটি আফসোস! আজকাল মুসলমানদের একটি অংশ মদপান করার দুর্ভাগ্যে জড়িত। সুতরাং প্রসঙ্গত মদ্যপান সম্পর্কে আমি কিছু আরয করছি।

এক ঢোক মদের শাস্তি

তাজদারে মাদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক বাণী হচ্ছে, "আল্লাহ আমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত ও হিদায়াত করে প্রেরণ করেছেন। আমাকে এজন্য প্রেরণ করেছেন যে, আমি যেন গান- বাজনার সরঞ্জাম ও অন্ধকার যুগের কাজগুলো নিশ্চিহ্ন করে ফেলি। আমার পরওয়ারদিগার আপন ইয্যাতের কসম করে বলেছেন, "আমার যে বান্দা এক ঢোকও মদ পান করবে, আমি তাকে সেটার অনুরূপ জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করাব আর আমার যে বান্দা আমার ভয়ে মদ পান পরিহার করবে, আমি তাকে জান্নাতে উত্তম সাথীর সাথে (পবিত্র শরাব) পান করাব।"

(আল মুআজমুল কাবীর লিত তাবরানী, খন্ড-৮ম, পৃ-১৯৭, হাদীস নং-৭৮০৩, ৭৮০৪)

কালিমা নসীব হয়নি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদ্যপায়ী ও তাস খেলোয়াড় ইত্যাদির মৃত্যুর সময় কালিমা নসীব না হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দুইটি ঘটনা শুনুন :

(৪৫) হযরত আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, এক ব্যক্তি মদ্যপায়ীদের সংস্পর্শে বসত, যখন তার মৃত্যুর সময় সন্নিকট হল, তখন কেউ তাকে কালিমা শরীফ শিক্ষা দিলে সে বলল, "তুমিও পান করো, আমাকেও পান করাও। কালিমা না পড়ে মরে গেল। (যদি মদ পানকারীদের সংস্পর্শের এ অবস্থা হয়, তাহলে মদ পান করার কি শাস্তি হবে!)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(৪৬) এক তাস খেলোয়াড়কে মৃত্যুর সময় কালিমা শরীফ শিক্ষা দেয়া হলে, সে বলতে লাগল, "শা-হাকা" (অর্থাৎ-তোমার বাদশাহ) এ কথা বলার পর তার প্রাণ বের হয়ে গেল। (কিতাবুল কাবায়ির, পৃ-১০৩ থেকে সংকলিত)

চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে মদের ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলাম যে মদ্যপানকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তার মধ্যে অগণিত হিকমত রয়েছে। আজ কাফিরেরাও এটার ক্ষতির ব্যাপারটি মেনে নিয়েছেন। যেমন-এক অমুসলিম বিশেষজ্ঞের অভিমত অনুযায়ী প্রথম প্রথম মানুষের শরীর মদের ক্ষতিগুলোর মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় এবং মদ্যপায়ী মনের আনন্দ উপভোগ করে কিন্তু শীঘ্রই শরীরের আভ্যন্তরীণ সহ্য ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায় আর চিরস্থায়ী বিষাক্ত আলামতগুলো দেখা দিতে থাকে। মদের সবচেয়ে অধিক প্রভাব কলিজার উপর পড়ে ও তা সংকোচিত হতে থাকে। গুর্দার উপর অতিরিক্ত বোঝা দাঁড়ায়, যা শেষ পর্যন্ত দূর্বল হওয়ার পরিণতিতে অকেজো (FALL) হয়ে পড়ে।

এছাড়াও অত্যাধিক মদ পান করাতে মস্তিস্ককে সংকোচিত করে দেয়। শিরাতে জ্বালা-পোঁড়া বা সংকোচিত হওয়ার ফলে শিরাতন্ত্রী দূর্বল হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। মদ্যপায়ীর পাকস্থলী ফোলে যায়, হাড়গুলো নরম ও খুবই দূর্বল হয়ে যায়। মদ শরীরের ভিটামিনের ভান্ডারগুলো নষ্ট করে ফেলে। বিশেষতঃ ভিটামিন ই ও ঈ সেটার লুটপাটের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। মদের সাথে সাথে যদি ধূমপানও করা হয়, তবে এটার ক্ষতিকারক প্রভাব আরো বেশি গুণে বৃদ্ধি পায় আর উচ্চ রক্তচাপ, ষ্ট্রোক ও হার্ট এ্যাটাকের প্রচন্ড ভয় থাকে। অত্যাধিক মদপানকারী ক্লান্তি, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব ও প্রচন্ড পিপাসায় আক্রান্ত থাকে। প্রচুর পরিমাণে মদপান করাতে হার্ট ও শ্বাস গ্রহণের কার্যকারীতা থেমে যায় এবং মদ্যপায়ী দ্রুত মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

گر آئے شرابی مٹے ہر خرابی   چڑھائے گا ایسا نشہ مَدَنی ماحول
اگر چور ڈاکو بھی آجائیں گے   تو سُدھر جائیں گے گر ملا مَدَنی ماحول
نمازیں جو پڑھتے نہیں ان کو لاریب
نمازی ہے دیتا بنا مدنی ماحول

গর আয়ে শারাবী মিঠে হার খারাবী,
ছাড়ায়েগা এইছা নাশা মাদানী মাহল।
আগর চোর-ডাকু ভী আযা-য়েগে তু,
ছুধর যায়েগে গার মিলা মাদানী মাহল।
নামাযী জু পড়তে নেহী হে উনকো লা-রাইব্,
নামাযী হে দে-তা বানা মাদানী মাহল

(৪৭) অন্ধ মদ্যপায়ী

আমার (অর্থাৎ-সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ) খুব ভালভাবে স্মরণ আছে যে, এক লম্পট প্রকৃতির সুঠামদেহী যুবক, যে ডয়াবাজারে (বাবুল মদীনা, করাচী) কুলির কাজ করত। সে খুব স্বাস্থ্যবান ও চতুরতার কারণে যথেষ্ট পরিচিত ছিল। একটি সময় আসল যখন সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর অত্যন্ত মনমরা হয়ে ভিক্ষা করত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, সে মদ্যপায়ী ছিল এবং একবার কম দামী মদ পান করার কারণে তার আলো অন্ধ হয়ে গেছে।

کرلے توبہ اور تُو مت پی شراب   ہوں گے ورنہ دو جہاں تیرے خراب
جو جُوا کھیلے ‘ پیئے ناداں شراب   قبر و حشر و بار میں پائے عذاب
نمازیں جو پڑھتے نہیں ان کو لاریب
نمازی ہے دیتا بنا مدنی ماحول

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

করলে তওবা আওর তু মত পী শারাব,
হো-গে ওয়ার না দো’জাহা তেরে খারাব।
জু জুয়া খেলে, পিয়ে না-দা শারাব,
কবর ও হাশর ও নার মে পায়ে আযাব।
নামাযে জু পড়তে নেহী উন কো লা রায়েব,
নামাযী হে দেতা বানা মাদানী মাহল।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

(৪৮) কাপড় নিজে নিজে প্রস্তুত হতে লাগল

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ নাহরওয়ানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه হযরত সায়্যিদুনা কাজী হামীদুদ্দীন নাগূরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মুরীদ ছিলেন। খুবই মর্যাদাপূর্ণ ও সাহিবে হাল বুযুর্গ ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه খুবই কম লোকদের পছন্দ করতেন কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা শায়ক আহমদ নাহরওয়ানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ব্যাপারে বলতেন, শায়খ আহমদ নাহরওয়ালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাথে আপন রব এর ধ্যানে মগ্ন থাকার বিষয়টি যদি ওজন দেয়া হয় তাহলে দশজন সুফীর ব্যস্ত থাকার সমান হবে। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه পেশা ছিল কাপড় তৈরী করা।

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ নাসীরুদ্দীন মাহমুদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন যে, ঘরে কাপড় তৈরীর সময় কখনো কখনো শায়খ আহমদ নাহারওয়ানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হত যে, তিনি আত্মহারা হয়ে বের হয়ে যেতেন কিন্তু কাপড় নিজে নিজে প্রস্তুত হতে থাকত।

একদিন তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত সায়্যিদুনা কাজী হামীদুদ্দিন নাগূরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তার সাক্ষাতে এলেন। ফিরে যাওয়ার সময় তাঁর মুর্শিদ বললেন, “হে আহমদ! আর কতদিন এ কাজ করতে থাকবে?”

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন। শায়খ আহমদ নাহাওয়ানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه তখনই (চরকার) পেরেক ঘষার জন্য উঠলেন, হঠাৎ তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه মুবারক হাত চরকার সাথে ফেঁসে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। এ ঘটনার পর শায়খ আহমদ নাহারওয়ানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه কাপড় তৈরীর পেশা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه মাযার শরীফ আনওয়ার বাদায়ুন শরীফ, ভারতে রয়েছে।

(মাকতুবাত সম্বলিত আখবারুল আখইয়ার, পৃ-৪৭)

আল্লাহ এর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب !   صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمّد

(৪৯) তরমুজ ওয়ালা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওলামা ও আওলিয়া মুসলমানের সকল গোত্র ও সকল পেশায় নিয়োজিতদের মধ্য থেকে হতে থাকেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবেন। আল্লাহর অনুগ্রহ কোন বংশ ও কোন গোত্রের সাথেই নির্দিষ্ট নয়। আল্লাহ যাকে চান, আপন রহমত দান করেন। সমগ্র পৃথিবীতে অসংখ্য ওলী আল্লাহ সর্বদা বিদ্যমান থাকেন আর তাঁদেরই বরকতে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খলভাবে চলে। যেমন হযরত সায়্যিদুনা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه কে কোন ব্যক্তি অভিযোগ করলেন যে, "হুযুর! আজকাল দিল্লীর ব্যবস্থাপনা "খুবই দূর্বল" হওয়ার কারণ কি? বললেন, "আজকাল এখানের সাহিবে খিদমত (অর্থাৎ-দিল্লীর আবদাল) দূর্বল। জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন সাহিব?" বললেন, "অমুক ফল বিক্রেতা, যিনি অমুক বাজারে তরমুজ বিক্রি করেন।" প্রশ্নকারী ব্যক্তি তাঁর নিকট গেলেন এবং তরমুজ কেটে কেটে ও পরীক্ষা করে করে সবগুলো পছন্দ হয় না বলে নষ্ট করে ঝুড়িতে রেখে দিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

এরূপ লোকসান কারীকেও তিনি (আবদাল) কিছু বললেন না।
কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, ব্যবস্থাপনা একেবারে ঠিক রয়েছে আর অবস্থাও পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাস করলেন যে, "দায়িত্বে কে আছেন?" শাহ সাহিব বললেন, "এক পানি পরিবেশক, যিনি চান্দানী চৌরাস্তায় পানি পান করায় তবে এক গ্লাসের মূল্য এক চাদাম (তখনকার সময় চাদাম সবচেয়ে ছোট পয়সা ছিল অর্থাৎ-এক পয়সার এক চতুর্থাংশ) নেন। ইনি এক চাদাম নিয়ে গেলেন আর তাঁকে দিয়ে তাঁর কাছে পানি চাইলেন। তিনি পানি দিলে ইনি (যে কোন বাহানা করে) পানি ফেলে দিলেন এবং আরেক গ্লাস চাইলেন। তিনি জিজ্ঞাস করলেন, "চাদাম আর আছে?" বললেন, "নেই।" তিনি একটি থাপ্পড় মারলেন আর বললেন, "আমাকে কি তরমুজওয়ালা মনে করেছ?"

(সাচ্চী হিকায়াত, খন্ড-৩য়, পৃ-৯৭, মাকতাবায়ে জামে নূর, দিল্লী)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রূহানী শাসনকর্তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ ওয়ালাগণ রূহানী শাসনকর্তা হয়ে থাকেন আর এটাও জানা গেল যে, আল্লাহ এর দয়ায় গায়েবের (অদৃশ্য) বিষয় এসব আল্লাহ ওয়ালাদের জ্ঞানের মধ্যে থাকে। প্রত্যেক ওলীর বেলায়তের প্রসিদ্ধি ও চারিদিকে ধূমধাম ছড়ানো জরুরী নয়। এ সকল হযরত সমাজের প্রতিটি স্তরে হয়ে থাকেন। কখনো কুলি বেশে, কখনো সবজী ও ফল বিক্রেতা আকৃতিতে, কখনো ব্যবসায়ী অথবা কর্মচারী রূপে, কখনো পাহারাদার কিংবা রাজমিস্ত্রী বেশে বড় বড় আওলিয়া থাকেন। প্রত্যেকে তাঁদেরকে সনাক্ত করতে পারেন না। তাই কোন মুসলমানকেই নিকৃষ্ট মনে করা আমাদের উচিত নয়। কিছু আউলিয়ায়ে কিরাম নির্দিষ্টভাবে "রূহানী শৃংখলার" সাথে জড়িত থাকেন। যেমন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

৩৫৬ জন আউলিয়ায়ে কিরাম

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে, সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার ৩০০ জন বান্দা এমন আছেন যে, তাঁদের অন্তর হযরত সায়্যিদুনা আদম সাফিয়্যুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অতিশয় পবিত্র অন্তরের উপর রয়েছে। আর ৪০ জনের অন্তর হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালীমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অতিশয় পবিত্র অন্তরের উপর রয়েছে,আর ৭ জনের অন্তর হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অতিশয় পবিত্র অন্তরের উপর রয়েছে আর ৫ জনের অন্তর হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অতিশয় পবিত্র অন্তরের উপর রয়েছে, আর ৩ জনের অন্তর হযরত সায়্যিদুনা মীকাঈল عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অতিশয় পবিত্র অন্তরের উপর রয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন এমন রয়েছেন, যাঁর অন্তর হযরতে সায়্যিদুনা ইস্রাফীল عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্রতম অন্তরের উপর রয়েছে।

যখন তাঁদের মধ্য থেকে "১ জন" ইন্তিকাল করেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর স্থলে "৩জন" থেকে একজনকে নির্ধারণ করেন আর " ৩জন" থেকে কোন এক জনের ইন্তেকাল হলে তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর স্থলে "৫ জন" থেকে একজনকে আর যদি "৫ জন" থেকে কোন একজন ইন্তিকাল করেন তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর স্থলে "৪০ জন" থেকে একজনকে আর এ "৪০ জন" থেকে কোন একজন ইন্তিকাল করেন তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর স্থলে "৩০০ জন" থেকে একজনকে আর যদি এ "৩০০ জন" থেকে কোন একজন ইন্তিকাল করেন তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর স্থলে সাধারণ লোকদের মধ্য হতে যে কাউকে নির্ধারণ করেন।

তাঁদের উসিলায় জীবন ও মৃত্যু লাভ হয়, বৃষ্টি বর্ষিত হয়, ফসল উৎপন্ন হয় এবং বিপদাপদ দূরীভূত হয়।"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে জিজ্ঞাসা করা হল, “তাঁদের উসিলায় কিভাবে জীবন ও মৃত্যু লাভ হয়?” বললেন, “তাঁরা আল্লাহ তাআলার নিকট উম্মতের আধিক্য চাইলে, তখন উম্মত অধিক হয়ে যায়, আর অত্যাচারীদের জন্য বদ দু'আ করলে তাদের শক্তি নষ্ট করে দেয়া হয়। তাঁরা দু'আ করলে বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়, যমীন মানুষের জন্য ফসল উৎপন্ন করে, মানুষের বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ স্থগিত করে দেয়া হয়।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, হাদীস নং-১৬)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

আবদাল

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী হাকীম তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন, হযরত সায়্যিদুনা আবূ দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে, নিশ্চয় আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام যমীনের আওতাদ ছিলেন। যখন নুবুওয়াতের ধারাবাহিকতা শেষ হলো তখন আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে এক সম্প্রদায়কে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করলেন, যাঁদেরকে আবদাল বলা হয়। তাঁরা (শুধুমাত্র) রোযা ও নামায, তাসবীহ ও তাকদীসে আধিক্যের কারণে মানুষের মধ্যে উত্তম হননি বরং নিজেদের উত্তম চরিত্র, সংযমশীলতা ও তাকওয়ার সত্যতা, চমৎকার নিয়্যত, সকল মুসলমানের চেয়ে নিজের বুকের নিরাপত্তা, আল্লাহ এর সন্তুষ্টির জন্য নম্রতা, ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা, দূর্বলতা ব্যতীত বিনয় ও সকল মুসলমানদের কল্যাণকামী হওয়ার কারণে উত্তম হয়ে থাকেন।

সুতরাং তাঁরা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام এর স্থলাভিষিক্ত। তাঁরা এমন সম্প্রদায় যে, তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজের পবিত্র সত্ত্বার জন্য নির্বাচন, নিজের জ্ঞান ও সন্তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

তারা ৪০ জন সিদ্দীক রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৩০ জন আল্লাহ তাআলার খলীল হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর বিশ্বাসের সদৃশ। তাঁদের ওয়াসীলায় পৃথিবীবাসীর উপর থেকে বিপদাপদ ও মুসীবত দূরীভূত হয়, তাঁদের ওয়াসীলাতেই বৃষ্টি হয় ও রিযিক প্রদান করা হয়, তাঁদের মধ্য থেকে কেউ তখনই ইন্তিকাল করেন, যখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা কাউকে আদেশ দিয়ে দেন। তাঁরা কাউকে অভিশাপ দেন না। নিজের অধীনস্তদেরকে কষ্ট দেননা, তাঁদের উপর হাত উঠান না, তাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করেন না, নিজের উপর মর্যাদাবানদেরকে হিংসা করেন না, দুনিয়ার লোভ করেন না, অহংকার করেন না এবং লোক দেখানো বিনয়ও করেন না।

তাঁরা কথা বলার মধ্যে সকল মানুষের চেয়ে উত্তম ও নফসের দিক দিয়ে অধিক পরহিযগার। দানশীলতা তাঁদের সত্ত্বায় অন্তর্ভূক্ত। পূর্ববর্তী বুযুর্গরা যেসব (অপ্রয়োজনীয়) বিষয়াবলী ত্যাগ করেছেন, সেসব থেকে নিরাপদ থাকা তাঁদের একটি গুণ। তাঁদের এগুণটি পৃথক হয় না যে, আজকে আশংকা অবস্থায় ও কালকে উদাসীনতায় পতিত হয় বরং তাঁরা আপন অবস্থায় সার্বক্ষণিকভাবে অটল থাকেন। তাঁরা নিজের ও নিজ প্রতিপালক এর মধ্যে এক ধরনের বিশেষ সম্পর্ক রাখেন। তাঁদেরকে ধুলোঝড় ও সাহসী ঘোড়া অতিক্রম করতে পারে না। তাঁদের অন্তর আল্লাহ এর সন্তুষ্টি ও ভালবাসায় আসমানের দিকে উঠে যায়।

অতঃপর (২৮ নং পারার সূরাতুল মুজাদিলাহের) ২২ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

اُولٰٓئِکَ حِزۡبُ اللّٰہِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزۡبَ اللّٰہِ ہُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۲۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : এটা আল্লাহ এর দল। শুনছো আল্লাহরই দল সফলকাম।

(সূরা-মুজাদালাহ, আয়াত-২২, পারা-২৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি আরয করলাম, "হে আবু দারদা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ! যা কিছু আপনি বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে কোন বিষয়টি আমার জন্য ভারী?" বললেন, "আপনি সেটার মধ্যবর্তী স্তরে ঐ সময় পৌঁছবেন যখন দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা (অন্তরে) রাখবেন আর দুনিয়ার প্রতি যখন ঘৃণা রাখবেন তখন আখিরাতের প্রতি ভালবাসা নিজের কাছে পাবেন আর আপনি যতটুকু দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হবেন ততটুকুই আখিরাতের প্রতি আপনার ভালবাসা হবে আর যতটুকু আপনি আখিরাতকে ভালবাসবেন ততটুকু নিজের লাভ ক্ষতিকারী বস্তুগুলোকে দেখতে পাবেন।

(আরো বললেন) যে বান্দার সত্যিকারের সন্ধান আল্লাহ এর দিকে থাকে, তাকে কথা ও কাজের যথার্থতা দান করে দেন আর নিজের নিরাপত্তায় নিয়ে নেন। এটার সত্যায়ন আল্লাহ এর কিতাব (কুরআনে মজীদ) এ রয়েছে। অতঃপর (১৪ নং পারার সূরাতুল নাহলের) ১২৮ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِیْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿۱۲۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁদের সাথে আছেন, যারা ভয় করে এবং যারা সৎকর্ম করে।

(সূরা-নাহল, আয়াত-১২৮, পারা-১৪)

(আরো বলেন) যখন আমরা এতে (কুরআনে মজীদে) দেখলাম, তখন এটা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণের চেয়ে অধিক স্বাদ অন্য কোন কিছুতে অর্জন হয় না।

(নাওয়াদিরুল উসূল লিহাকীমিত তিরমিযী, পৃ-১৬৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

আল্লাহ এর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہے تو دیکھ ان کو
ید بیضاء لئے ہیں اپنی اپنی آستینوں میں

না পূছ উন খিরকা পূশো কি আকীদত হে তু দেখ্ উনকো,
ইয়াদে বায়দা লিয়ে হে আপনি আপনি আ-স্তিনো মে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(৫০) ক্ষুধার্ত শিক্ষার্থীদের ফরিয়াদ

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসে কিরাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম তাবারানী, হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইবনুল মুকরী ও হযরত সায়্যিদুনা আবুশ শায়খ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰ এরা তিনজন মদীনায়ে মুনাওয়ারায় ইলমে দ্বীন অর্জন করতেন। এক সময় তাঁদের ক্ষুধার্ত দিন কাটছিল। রোযার পর রোযা রাখতে থাকেন। তবুও যখন প্রচন্ড ক্ষুধায় একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেলেন তখন তাঁরা তিনজন রহমতে আলম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোকময় রওযায় উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ জানালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "আল জু" আকা! ক্ষুধা! এরূপ আরয করে সায়্যিদুনা ইমাম তাবারানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه তখন আস্তানা মুবারকেই বসে রইলেন আর বললেন যে, এ দরজায় হয়তো মৃত্যু আসবে, নয়তো রিযিক। এখান থেকে এখন আর উঠবনা।

میں ان کے در پر پڑا رہوں گا
پڑے ہی رہنے سے کام ہو گا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

نگاہِ رحمت ضرورت ہوگی
طعام کا انتظام ہوگا

মাই উনকে দরপর পড়া রহোগা,
পড়েহী রেহনে ছে কাম হোগা।
নিগাহে রহমত জরুর হোগী,
তোআম কা ইনতিযাম হোগা।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনুল মুকরী ও হযরত সায়্যিদুনা আবু শায়খ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالیٰ নিজেদের স্থানে চলে আসলেন। কিছুক্ষণ পর কেউ দরজায় আঘাত করলেন। দরজা খুলে দেখতে পেলেন যে, একজন আলাভী বুযুর্গ দুই জন গোলামসহ খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর বলছেন যে, আপনারা রসূলে পাকের নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করেছেন, তাই এ মাত্র স্বপ্নে নবিয়ে রহমত, কাসিমে নে'মত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের সাক্ষাৎদানে ধন্য করে আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন আপনাদের নিকট খাবার পৌঁছে দেই। সুতরাং যা কিছু সুযোগমত আমারপক্ষে সম্ভব হয়েছে, তা নিয়ে এসেছি, আপনারা সাদরে গ্রহণ করুন। (তাযকিরাতুল হুফ্ফায়, খন্ড-৩য়, পৃ-১২১)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ہر طرف مدینے میں بِھیڑ ہے فقیروں کی
ایک دینے والا ہے کُل جہاں سُوالی ہے

হার তারাপ মদীনে মে ভীড় হে ফকীরো কি,
এক দে-নে ওয়ালা হে কুল জাহা সুআলী হায়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

নবী করিম ﷺ এর দরবারে প্রার্থনা শুনা হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ رَحِمَهُمُ اللّٰه تعالٰی জ্ঞানার্জনের জন্য কিরূপ কষ্ট সহ্য করতেন। ক্ষুধার পর ক্ষুধায় থেকে তাঁরা দ্বীনি জ্ঞানার্জন করেছেন। সীমাহীন কষ্ট ও প্রচুর ঘাম ঝরিয়ে রচনাবলী ও সংকলন সমূহের সুগন্ধিময় মাদানী পুস্পস্তবক তৈরী করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আফসোস! এখন অধিকাংশ মুসলমান তাঁদের দিকে একেবারেও খেয়াল করে না। এসব বুযুর্গদের আখিরাতের পুঁজি অন্বেষণের খেয়াল ছিল, আর আজকের মুসলমানদের অধিকাংশের শুধুমাত্র দুনিয়ার সম্পদ আয়ের প্রতি সর্বদা আকর্ষণ রয়েছে। এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰه تعالٰی এর উপর যখন কঠিন সময় আসত তখন অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার জন্য ফরিয়াদ করতেন।

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বের হওয়া আহ্বান অবশ্যই শুনা হয়। আমার আকা আলা হযরত, আশিকে মাহে রিসালাত, মওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه খাদায়িকে বখশিশ শরীফে বলেন,

واللہ عَزَّوَجَلَّ وہ سُن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے
اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے

ওয়াল্লাহ উও সুন্‌লে গে ফরইয়াদ কো পোঁছে গে,
ইতনা ভী তু হো কোয়ি জু “আহ্” করে দিল ছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ নবী صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফরিয়াদ তৎক্ষণাৎ শুনা হয়েছে আর সরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, শাহানশাহে আবরার, জনাবে আহমদে মুখতার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন পূরণ করলেন এবং নিজের ক্ষুধার্ত প্রেমিকদের জন্য খানা পাঠিয়ে দিলেন।

درِ رسول ﷺ سے اے راز کیا نہیں ملتا؟
کوئی پلٹ کے نہ خالی گیا مدینے میں

দরে রসূল ছে আয় রায কিয়া নেহী মিলতা?
কোয়ি পলটকে না খালি গিয়া মদীনে মে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীনি জ্ঞানার্জনের একটি মাধ্যম দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রসূল এর সাথে সফর করা। এতে জ্ঞানার্জন হওয়ার সাথে সাথে অনেক সময় দুনিয়াবী কষ্ট সমূহও দূর হয়ে যায়। যেমন-

(৫১) হেপাটাইটিস থেকে মুক্তিলাভ

এক ব্যক্তি হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শায়িত ছিলেন। হাঁটা-চলাও করতে পারতেন না। ডাক্তারেরা চিকিৎসা অসম্ভব বলে দিয়েছেন। তাঁর ছেলে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রসূল এর সাথে সফর করলেন আর সফরের সময় খুবই কেঁদে কেঁদে তার পিতার সুস্থতার জন্য দুআ করলেন। যখন মাদানী কাফিলার সফর থেকে ফিরে এলেন তখন তার খুশীর সীমা রইল না যে, তার পিতা সুস্থতার দিকে যাচ্ছিলেন এবং ভালভাবে হাঁটা চলা করছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

باپ بیمار ہو' سخت بیزار ہو
پائے گا صحتیں' قافِلے میں چلو
واہو بابِ کرم' دُور ہوں سارے غم
پھر سے خوشیاں ملیں' قافِلے میں چلو

বাপ বীমার হো, সখ্‌ত বে-যার হো,
পায়ে গা ছিহ্যতে, কাফিলে মে চলো।
ওয়াহো বাবে করম, দূরহো সা-রে গম,
পিরছে খুশিয়া মিলে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

(৫২) অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন রুটিওয়ালা

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আবদুল্লাহ তুসতারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এক সময় বললেন যে, বসরার অমুক রুটিওয়ালা হলেন ওলী আল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু। এ কথা শুনে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এক মুরীদ ঐ রুটিওয়ালার সাথে দীদার করার আশায় বসরা গেলেন এবং খুঁজতে খুঁজতে ঐ রুটিওয়ালার সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি ঐ সময় রুটি তৈরী করছিলেন। (আগের যুগে প্রায় সকল মুসলমান দাড়ি রাখতেন, সুতরাং ঐ যুগের রুটিওয়ালাদের নিয়মানুসারে) দাড়ি জ্বলে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য তিনি মুখের নিম্নাংশে কাপড় পড়ে রেখেছিলেন। ঐ মুরীদ মনে মনে বললেন, "যদি ইনি ওলী হতেন তবে কাপড় না পড়লেও তার দাড়ি জ্বলত না। এরপর তিনি রুটিওয়ালাকে সালাম করে কথা বলতে চাইলে ঐ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন রুটিওয়ালা সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, "তুমি আমাকে নিকৃষ্ট মনে করেছ, তাই আমার কথা থেকে লাভবান হতে পারবে না।" এ কথা বলার পর তিনি কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, পৃ-৩৬৩)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالٰى علٰى محمَّد

(৫৩) লুকায়িত ওলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, ওলী হওয়ার জন্য প্রচার ও বিজ্ঞাপন, আড়ম্বপূর্ণ জুব্বা ও পাগড়ী আর ভক্তদের দীর্ঘ লাইন হওয়া জরুরী নয়। আল্লাহ যাকে চান তাকে তা দান করেন। আল্লাহ নিজের আউলিয়া رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی কে বান্দাদের মাঝে লুকায়িতভাবে রাখেন। সুতরাং আমাদের উচিত প্রতিটি নেককার মানুষকে সম্মান করা। আমরা কি জানি কে লুকায়িত ওলী।

একবার আমি সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে আশিকানের রসূলের সাথে সফররত ছিলাম। আমাদের বগিতে একটি হালকা-পাতলা দাড়ি গোঁফহীন ও অনাকর্ষণীয় ছেলে সাধারণ পোষাক পরিহিতাবস্থায় সবার থেকে আলাদা বিভোর অবস্থায় বসা ছিল। কোন এক ষ্টেশনে ট্রেন থামল। শুধুমাত্র দুই মিনিটের বিরতি ছিল। ঐ ছেলেটি প্লাটফর্মে নেমে একটি বেঞ্চে বসে পড়ল।

আমরা সবাই আসরের নামাযের জামাআত করলাম। সবে মাত্র বড়জোর এক রাকাআত হয়েছে, ঐদিকে হুইসাল বেঁজে উঠল, লোকেরা শোরগোল শুরু করে দিল যে, গাড়ী চলে যাচ্ছে। সবাই নামায ভেঙ্গে ট্রেনের দিকে লাফ দিলে ঐ ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ল আর সে আমাকে ইশারায় বকা দিয়ে নামায পড়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন! আমরা পুনরায় জামাআতে দাঁড়ালাম। আশ্চর্য্যজনকভাবে ট্রেন দাঁড়িয়ে রইল। নামায থেকে অবসর হয়ে যেমাত্র আমরা আরোহণ করলাম ট্রেন চলতে শুরু করল আর ঐ ছেলেটি ঐ বেঞ্চটিতে বসে অন্যমনস্ক হয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

এদিক-সেদিক দেখছিলেন। এ থেকে আমি অনুমান করলাম যে, তিনি কোন “মাজযুব” ওলী হবেন, যিনি আমাদেরকে নামায পড়ানোর জন্য নিজের রূহানী শক্তি দ্বারা ট্রেনকে থামিয়ে রেখেছিলেন।

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদক্বায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তিনটি বস্তু, তিনটি বস্তুর মাঝে লুকায়িত

খলীফায়ে আলা হযরত ফকীহে আযম, মওলানা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ শরীফ কোটলভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه উদ্ধৃত করেন, “আল্লাহ তাআলা তিনটি বস্তুকে তিনটি বস্তুর মাঝে লুকায়িত রেখেছেন। (১) নিজের সন্তুষ্টি নিজের আনুগত্যের মাঝে ও (২) নিজের অসন্তুষ্টি অবাধ্যতার মাঝে এবং (৩) নিজের ওলীদের আপন বান্দাদের মাঝে লুকায়িত রেখেছেন।” সুতরাং প্রতিটি আনুগত্য ও প্রতিটি নেকীর কাজে আমল করা উচিত, জানিনা কোন নেকীতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান আর প্রতিটি অণু থেকে অণু পরিমাণ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, কেননা জানা নেই যে, তিনি কোন গুনাহের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে যান। যেমন কারো কাঠ দিয়ে খিলাল করা যদিও একটি সামান্য বিষয় অথবা কোন পড়শীর মাটি দিয়ে তার বিনা অনুমতিতে হাত ধুঁয়া মূলতঃ সামান্য একটি বিষয়, কিন্তু যেহেতু আমাদের জানা নেই, সেহেতু হতে পারে যে, এ মন্দ কাজে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি লুকায়িত রয়েছে তাই এ ধরনের ছোট ছোট বিষয়াবলী থেকেও বেঁচে থাকা উচিত।

(আখলাকুস সালিহীন, পৃ-৫৬, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی এর প্রতি সম্মান সৃষ্টি করার জন্য ফয়যানে আওলিয়াতে ভরপুর দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। নিজ শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করুন। এরপর দেখবেন, আপনার মধ্যে কিরূপ মাদানী রংয়ের সমাবেশ ঘটে। উৎসাহ দেয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি "বাহার" উপস্থাপন করছি।

(৫৪) আমার বদমাইশী বাটপারীর অভ্যাস কিভাবে দূর হল?

বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে, নব যৌবন ও সুস্বাস্থ্য আমাকে অহংকারী করে দিয়েছিল। নিত্য-নতুন আকর্ষণীয় পোষাক সেলানো, কলেজে আসা-যাওয়ার সময় বাসের টিকেটের কথা ভুলিয়ে দেয়া, কন্ট্রাক্টর ভাড়া চাইলে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া, অনেক রাত পর্যন্ত বেপরোয়া অবস্থায় সময় পার করা, জুয়া খেলায় টাকা-পয়সা অপব্যয় করা ইত্যাদিসহ সব ধরনের গুনাহ্ আমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। মা-বাবা বুঝাতে বুঝাতে ক্লান্ত হয়ে গেলেন, আমি গুনাহগারের সংশোধনের জন্য দু'আ করতে করতে আম্মীজানের চোখের পাতা ভিজে যেত। আমাদের এলাকার এক ইসলামী ভাই কোন কোন সময় স্বাভাবিকভাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমার দা'ওয়াত পেশ করতেন। আমিও শুনেও যেন না শুনার ভান করতাম।

একবার ইজতিমার দিন সন্ধ্যায় ঐ ইসলামী ভাই মহব্বতপূর্ণ ভঙ্গিতে একেবারে অনুরোধের সুরে বললেন যে, আজতো আপনাকে যেতেই হবে। আমি বাহানা করতে থাকি কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা আর দেখতে না দেখতেই রিক্সা থামালেন এবং অত্যন্ত বিনয় সহকারে এরূপ ভঙ্গিতে বসার জন্য আবেদন জানালেন যে, তখন আর আমি না করতে পারলাম না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

আমি বসে পড়লাম আর আমরা দা'ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম মাদানী মারকায গোলজারে হাবীবে জামে মসজিদে পৌঁছলাম। যখন দু'আর জন্য বাতিগুলি নিভিয়ে দেয়া হল তখন ইজতিমা শেষ হয়ে গেছে মনে করে আমি উঠে গেলাম। আমি কি জানতাম যে, এক্ষুনি আগত সময় টুকুতে আমার ভাগ্যে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হবে। যা হোক আমার ঐ উপকারী ইসলামী ভাই মহব্বতপূর্ণ ভঙ্গিতে বুঝিয়ে সুজিয়ে আমাকে থামালেন। আমি পুনরায় বসে গেলাম। অন্ধকারে উচ্চ আওয়াজে আল্লাহর যিকিরের শব্দ আমার অন্তরকে নাড়া দিল। খোদার কসম! আমি জীবনে কখনো এরকম রূহানিয়্যাত দেখিনি, শুনিয়নি!

এরপর যখন ভাবাবেগপূর্ণ দু'আ শুরু হল তখন ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীদের কান্নার আওয়াজ ধীরে ধীরে গভীর হতে লাগল, এমনকি আমার ন্যায় শক্ত মনের মানুষও ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। আমি নিজ গুনাহ সমূহ থেকে তওবা করলাম এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

تمہیں لطف آجائے گا زندگی کا
قریب آکے دیکھو ذرا مَدَنی ماحول
تَنَزُّل کے گہرے گڑھے میں تھے اُن کی
ترقی کا باعث بنا مَدَنی ماحول
یقیناً مقدّر کا وہ ہے سکندر
جسے خیر سے مل گیا مَدَنی ماحول

তুমহী লুত্ফ আ-যায়ে গা জিন্দেগী কা,
করীব আ-কে দে-খো জারা মাদানী মাহল।
তানাজ্জুলকে গেহরে ঘড়ে মে থে উনকি,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

তারাক্কী কা বাইছ বানা মাদানী মাহল।
ইয়াকিনান মুকাদ্দার কা উহ হে সিকান্দার,
জিসে খইর সে মিল গিয়া মাদানী মাহল।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম মাদানী মারকায

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাটি দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রথম সময়ের যখন ১৪০১ হিজরীতে বাবুল মদীনা করাচীতে দা'ওয়াতে ইসলামীর নামে মাদানী কাজের সূচনা করা হয়, সে সময় বাবুল মদীনাতে উপযুক্ত স্থানে কোন বড় মসজিদের ব্যবস্থা ছিল না, যেখানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা করা যেতে পারে। সে সময় সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ উলামা ও মাশায়িখে আহলে সুন্নাতের খিদমতে হাযির হয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর সহযোগীতা করার আবেদন করতাম। কেননা আমার হৃদয়ের আকুতি ছিল আর আমার মাঝে সারাক্ষণ এই চিন্তা ছিল, মুসলমানদের আকীদার সংরক্ষণ, অবস্থা ও আমলের সংশোধনের জন্য বড় পরিসরে মাদানী কাজ করা উচিত। আমার হৃদয়ের ব্যথাকে শব্দের সাঁচে কিছুটা এরূপে ঢালা যায়। **আমাকে নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! যা হোক এ বিষয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীকে সহযোগীতা করার জন্য মাদানী আবেদন নিয়ে খতীবে পাকিস্তান, হযরত আল্লামা মওলানা আল হাফিয আশ শাহ মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه এর মর্যাদাপূর্ণ ঘরে হাযির হলাম। আমি তাঁর খিদমতে দা'ওয়াতে ইসলামীর ব্যাপারে আরয করলে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন আর নিজের দস্তখত সহকারে দা'ওয়াতে ইসলামীর সমর্থনে লিখিত চিঠি প্রদান করেন। তাঁর মসলকে আহলে সুন্নতের প্রতি অনুরাগকে শত কোটি মারহাবা! না চাইতে বাবুল মদীনা করাচীর প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত তাঁর পৃষ্টপোষকতায় পরিচালিত জামে মসজিদ গুলজারে হাবীবে (গুলিস্থানে উকাড়াভী, বাবুল মদীনা, করাচী) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

অনুমতির সৌভাগ্য দান করলেন। সুতরাং দা'ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম মাদানী মরকয হল জামে মসজিদ "গুলজারে হাবীব।" তাঁর জীবদ্দশায় ও ইন্তেকালের পরও আমরা অনেক বছর সেখানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা করেছি। আশিকানে রসূলের সংখ্যা প্রতি নিয়ত বৃদ্ধি পেতে লাগল। অবশেষে গুলজারে হাবীব জামে মসজিদ ইজতিমার জন্য যথেষ্ট হচ্ছিল না। আল্লাহ উপায় করে দিলেন। সকল ইসলামী ভাই মিলে-মিশে অনেক দোঁড়াদৌঁড়ি করলেন, কম-বেশী পাকিস্তানী সোয়া দুই কোটি টাকার চাঁদা জমা করলেন ও (পুরানী) সবজী মন্ডীর পাশে বাবুল মদীনা করাচীতে প্রায় দশহাজার গজ পরিমাণ প্লট ক্রয় করলাম এরপর আরো কোটি টাকার চাঁদায় আযীমুশশান আন্তর্জাতিক মাদানী মরকয ফয়যানে মদীনা প্রতিষ্ঠা করা হল, যাতে চমৎকার মসজিদ, মাদানী কাজ করার জন্য বিভিন্ন মকতব ও জামিআতুল মদীনার সুন্দর দালান গড়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মুসলমান মদীনার ফয়য লাভ করছেন।

سنت کی بہار آئی فیضانِ مدینہ میں
رحمت کی گھٹا چھائی فیضانِ مدینہ میں

সুন্নাত কি বাহার আ-ই ফয়যানে মদীনে মে,
রহমত কি ঘাটা ছায়ি ফয়যানে মদীনে মে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمّد

(৫৫) খতীবে পাকিস্তানের একটি ঘটনা

খতীবে পাকিস্তান হযরত মওলানা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী জবরদস্ত আশিকে রসূল ছিলেন। মদীনায়ে মুনাওয়ারাতে বসে সাগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ কে ১৪১৭ হিজরীতে মদীনায়ে মুনাওয়ারাতে বসবাসরত হাজী গোলাম শাব্বীর সাহিব

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

এ ঈমান তাজাকারী ঘটনাটি শুনিয়েছেন। একবার হযরত কিবলা সায়্যিদ খুরশীদ আহমদ শাহ সাহিব আমাকে বললেন,

"একদিন মদীনায়ে মুনাওয়ারায় হযরত খতীবে পাকিস্তান মাওলানা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه আমার নিকট কাঁদতে কাঁদতে আসলেন আর বলতে লাগলেন আপনি আমার সাথে রওযা শরীফে চলুন, আমি সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করব।" আমি জিজ্ঞাস করাতে বললেন, গতকাল মসজিদুন নবভী শরীফে এক বেআদব বক্তা আল্লাহর মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদার শানে মানহানিকর কথা বললে আমি তার সাথে বিতর্ক শুরু করলাম।

এতে বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গেলে তার সহযোগীরা এসে পৌঁছল। তারা আমার সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করে যাতে আমি খুবই মর্মাহত হলাম। রাতে স্বপ্নে হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন আর বললেন, "ব্যাস, আমার খাতিরে সামান্যটুকু কঠোরতাও সহ্য করতে পারলে না!" হযরত ক্বিবলা উকাড়াভী সাহিব বলছিলেন, আসল কথা হল যে, মনে একটু অহংকার এসে গেল ও অপমান হওয়াকে আমি আমার মর্যাদাহানি মনে করলাম, এজন্যই হুযুরে পাক হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে উপদেশ দিয়ে দিলেন। তাই আমি সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার শরীফে হাযির হয়ে নিজের মনের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই।

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا
عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
جان کی اِکسیر ہے الفت رسولُ اللہ کی

খাক্ হো কর ইশক মে আ-রাম ছে ছুনা মিলা,
জান কি ইকসীর হায় উলফত রাসূলুল্লাহ কি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫৬) রাসূলে পাক ﷺ সাহায্যের ঈমান তাজাকারী ঘটনা

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকদেরকেও কী চমৎকার ভাবে আতিথেয়তা করা হয়। জানা গেল যে, সরকারে নামদার, মদীনার তাজদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুমতিক্রমে নিজের গোলামদের অবস্থাবলী ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সর্বদা খোঁজখবর রাখেন আর অনেক সময় স্বপ্নে দীদার দিয়ে ধন্য করে তাদেরকে সাহায্য ও সংশোধন করেন। এ বিষয়ে আরো একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেন যে, খোরাসানের এক হাজী সাহিব প্রতি বছর হাজ্জের সৌভাগ্য লাভ করেন। যখন মদীনায়ে মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا হাযির হতেন তখন সেখানের একজন আলাভী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা তাহির বিন ইয়াহইয়া رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খিদমতে নযরানা (উপহার) পেশ করতেন। একবার মদীনা শরীফে কোন এক হিংসুক বলল যে, তুমি বিনা কারণে নিজের সম্পদ নষ্ট করছ। তাহির সাহিব ভুল জায়গায় তোমার দেয়া নযরানা খরচ করে থাকেন।

তাই ধারাবাহিকভাবে দু' বছর তিনি হযরত সায়্যিদুনা শায়খ তাহির رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه খিদমত করলেন না। তৃতীয় বছর হজ্জের সফরের প্রস্তুতির সময় হুযুরে আকরাম শাফিয়ে মাহশার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

খোরাসানী হাজীর স্বপ্নে দীপ্তিময় হয়ে অনেকটা এভাবে উপদেশ দিলেন, “তোমার জন্য আফসোস! মন্দ লোকের কথা শুনে তুমি তাহিরের সাথে সদ্ব্যবহারের সম্বন্ধ বন্ধ করে দিয়েছ! এটার প্রতিকারের ব্যবস্থা নাও এবং আগামীতে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বেঁচে থাক।” তাই তিনি এক বিচ্ছেদকারী লোকের কথা শুনে কুধারণার বশবর্তী হওয়ার জন্য ভীষণভাবে লজ্জিত হলেন এবং যখন মদীনায়ে মুনাওয়ারায় হাযির হলেন তখন সর্বপ্রথম আলাভী (হযরত আলী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বংশীয়) বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ তাহির বিন ইয়াহইয়া رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর বারগাহে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখার সাথে সাথে বললেন, “যদি তোমাকে প্রিয় আকা মদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم না পাঠাতেন তবে তুমি আমার জন্য প্রস্তুতই ছিলে না! বিরুদ্ধাবাদীর এক তরফা কথা শুনে আমার ব্যাপারে ভুল ধারণা স্থির করে নিজের উদারতাসুলভ অভ্যাস ত্যাগ করে দিয়েছ, অবশেষে আল্লাহর মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তোমাকে সাবধান করলেন।” একথা শুনে খোরাসানী হাজী সাহিবের মাঝে ভাবাবেগের সঞ্চার হল। আরয করলেন, “হুযুর! আপনি এসব কিভাবে জানতে পারলেন?” বললেন, “আমি প্রথম বছরে জানতে পেরেছি। দ্বিতীয় বছরও তুমি উদাসীনতা প্রদর্শন করলে আমার অন্তর মনোবেদনায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। এতে মাদীনার সুলতান হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে দয়া করে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন আর তোমার স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে যা কিছু তোমাকে বলেছেন, তা আমাকে বলে দিয়েছেন। খোরাসানী হাজী সাহিব তাঁকে প্রচুর নযরানা পেশ করলেন, তাঁর হাত চুম্বন করলেন ও কপালে চুমু দেয়ার পর একতরফা কথা শুনে ভুল ধারণা করে মনো কষ্টের কারণ হওয়ায় আলাভী বুযুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর নিকট ক্ষমা চাইলেন। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, পৃ-৫৭১ থেকে সংকলিত)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی
اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے
خدا عزوجل نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے
دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے

না কিউ কর কহো ইয়া হাবীবী আগিস্‌নী,
ইছি নামছে হার মুসিবত টলি হায়,
খোদা নে কিয়া তুঝকো আ-গাহ্ সবছে,
দো-আলম মে জো কুছ খফী ও জলী হায়।

এক পক্ষের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আমাদের মীঠে মীঠে আকা মক্কী মাদানী মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের গোলামদের অবস্থাবলী সম্পর্কে অবগত থাকেন। পেরেশানগ্রস্থদের শিয়রে তাশরীফ নিয়ে সান্ত্বনা প্রদান করেন। ভুল-ত্রুটিকারীদের স্বপ্নে গিয়ে তাদেরকে সংশোধন করেন, নেকীর দা'ওয়াত দেন, গুনাহের জন্য তওবা করার নির্দেশ দেন, দু'জনের দূরত্ব কমান ও সম্পর্ক ছিন্নকারীদেরকে মিলমিশ করে দেন।

খোরাসানী হাজী সাহিব চোগলখুরের কথা শুনে কুধারণার শিকার হয়ে একতরফা মানসিকতা তৈরী করায় সায়্যিদুনা মুবাল্লিগীন, রহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে উপদেশ দিলেন। এ থেকে আমাদেরও শিক্ষা লাভ হল যে, নিজে চোগলখুরী না করা ও একতরফা কথা শুনে অন্যের ব্যাপরে কোন কু-ধারণা না করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

সৌভাগ্যের বিষয় হত! যদি শরয়ী অনুমতি ছাড়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু শুনার অভ্যাসেই পরিত্যাগ করা হত। কেননা এতে গীবত, চোগলখুরী, কুধারণা, দোষ-অন্বেষণ ও মনে কষ্ট দেয়ার মত বিভিন্ন কবীরা গুনাহের হারাম কাজও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী থেকে মুক্তি লাভ হবে।

চোগলখুর জান্নাতে যাবে না

সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরমানে ইবরাত নিশান হচ্ছে, চোগলখুর জান্নাতে যাবে না। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১১৫, হাদীস নং-৬১৫৬) অন্য জায়গায় ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রয়েছে, নিশ্চয় চোগলখুরী ও হিংসা-পরায়ণতা দোযখে নিয়ে যাবে।

সম্মান হানিকর ইরশাদ

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন কুরযী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে জিজ্ঞাস করা হল, “ইয়া সায়্যিদী! কোন বিষয়গুলি সম্মান হানিকর অভ্যাস?” বললেন, (১) অতিরিক্ত কথা বলা (২) গোপন কথা ফাঁস করা (৩) যে কোন মানুষের কথা (যা অন্যের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে) মেনে নেয়া। (আততা হাফুস সাদাতুল মুত্তাক্বীন, খন্ড-৯ম, পৃ-৩৫২)

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন যে, “যে ব্যক্তি তোমার নিকট কারো চোগলখুরী করে, সে তোমার বিরুদ্ধেও চোগলখুরী করে।” হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, এটা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত যে, চোগলখুরকে অপছন্দ করা চাই ও তার কথায় আস্থা না রাখা চাই এবং সত্য হিসেবেও মেনে না নেয়া উচিত। তাকে অপছন্দ কেন করা হবে না, যেহেতু সে মিথ্যা, গীবত, ধোঁকা, খিয়ানত, ঘৃণা, হিংসা, মুনাফিকী ও মানুষের মাঝে ঝগড়া-ফ্যাসাদ খাড়া করা ও ধোঁকাবাজী করা পরিত্যাগ করে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

সে ঐ সব মানুষের অন্তর্ভূক্ত যারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে মানুষকে মিলমিশ করার পরিবর্তে মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ও যমীনে ফ্যাসাদ প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ হচ্ছে,

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ পাকড়াও তো তাদেরকেই করা হয় যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অবাধ্যতা ছড়ায়।

(সূরা-শূয়ারা, আয়াত-৪২, পারা-২৫)

চোগলখুরও এ আয়াতে কারীমাতে দেয়া নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত আর হাদীসে মুবারাকা সমূহ থেকেও এটার সমর্থন রয়েছে। যেমন-

নেক বান্দার পরিচয় কি?

উভয় জগতের মালিক ও মুখতার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরমান হচ্ছে, "নিশ্চয় লোকদের মধ্যে ঐসব লোক মন্দ, যাদের কাছ থেকে মানুষেরা শুধুমাত্র তাদের অন্যায়ের কারণে বেঁচে (দুরে) থাকে।

(মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, খন্ড-২য়, পৃ-৪০৩, হাদীস নং-১৭১৯)

সমস্ত নবীদের নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরো আলীশান ফরমান হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার নেক বান্দা ঐ ব্যাক্তি, যাকে দেখলে আল্লাহর স্মরণ এসে যায় আর আল্লাহ তাআলার মন্দ বান্দা সে, যে চোখলখুরী করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটনায় ও নেক লোকদের দোষ অন্বেষণ করে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-২৯১, হাদীস নং-১৮০২০)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

অন্য এক স্থানে সারকারে মদীনায়ে মুনাওওয়ারা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরমানে ইবরাত নিশান হচ্ছে, খবরদার! মিথ্যা চেহারাকে কালো করে দেয় ও চোগলখুরী কবরের আযাব (এর মাধ্যম)।

(মুসনাদে আবী ইয়ালা, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-২৭২, হাদীস নং-৭৪০৪)

তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন, গীবত, ঘৃণা, চোগলখুরী ও নির্দোষ মানুষের দোষ অন্বেষণকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা (কিয়ামতের দিন) কুকুরের আকৃতিতে উঠাবেন।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ড-৩য়, পৃ-৩২৫)

یا ربّ محمد تو مجھے نیک بنادے
اَمراض گناہوں کے مِرے سارے مٹادے
میں غیبت و چغلی سے رہوں دُور ہمیشہ
ہر خصلتِ بد سے مرا پیچھا تُو چھُڑادے
میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ
چپ رہنے کا اللہ عَزَّوَجَلَّ! سلیقہ تُو سکھادے

ইয়া রব্বে মুহাম্মদ তু মুঝে নেক বানাদে,
আমরাজে গুনাহোকে মেরে সারে মিঠাদে।
মায় গীবত ও চুগলি ছে রহূ দূর হামীশা,
হার খাছ্লতে বদ ছে মেরা পীছা তু ছুড়াদে।
মায় ফালতু বা-তু ছে রহূ দূর হামীশা,
চুপ রেহনে কা আল্লাহ! ছলীকা তু শিখাদে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

(৫৭) মাযারে পাক থেকে ওলী আল্লাহ সাহায্য করলেন

প্রায় সাতশত বৎসর পূর্বের ঘটনা। সুলতানুল মাশায়িক, সায়্যিদুনা মাহবুবে ইলাহী নিযামুদ্দীন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, হযরত মওলানা কাতীলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আমাকে বলেছেন যে, দিল্লীতে এক বৎসর দূর্ভিক্ষ হল। সে সময় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে আমি খানার ব্যবস্থা করলাম আর মুসলমানদের মেহমানদারী করার স্পৃহায় নিজেকে নিজে বললাম, এ খানা একা না খাওয়া উচিত, অন্য কাউকেও অংশীদার করে নেয়া উচিত। এরই মধ্যে একজন ছেঁড়া কাপড় পরিহিত বুযুর্গ আমার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দাওয়াত দিলাম। তিনি গ্রহণ করলেন। আমরা উভয়ে খাওয়ার জন্য বসলাম।

আমি কথার মাঝখানে বুযুর্গের কাছে প্রকাশ করলাম যে, "আমার ২০ টাকা কর্জ রয়েছে।" তিনি বললেন, "আমি আপনাকে দিচ্ছি।" ইনাকেতো অনেক গরীব মনে হচ্ছে, জানিনা কিভাবে দেবেন? খানা শেষে তিনি আমাকে তাঁর সাথে একটি মসজিদে নিয়ে গেলেন, সেখানে একটি মাযারও ছিল। আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। শিয়রে দাঁড়িয়ে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করলেন ও দু'বার নিজের হাতের লাটি আস্তে করে কবর শরীফে লাগিয়ে বললেন, "আমার বন্ধুর ২০ টাকার প্রয়োজন রয়েছে। আপনি সাহায্য করুন।" অতঃপর আমার দিকে মুখ করে বললেন, "ভাই সাহেব! চলে যান আপনি ২০ টাকা পেয়ে যাবেন।"

মওলানা কাতীলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "আমি ঐ বুযুর্গের হাত চুম্বনের পর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরের দিকে চলতে শুরু করলাম। আমি ঐ সময় বিস্মিত ছিলাম যে, জানি না ঐ ২০ টাকা আমি কোত্থেকে পাব! আমার নিকট আমানত স্বরূপ একটি চিঠি ছিল, যেটা কারো ঘরে দেয়ার ছিল। সুতরাং আমি ঐ চিঠি নিয়ে "দরওয়াযায়ে কামাল" পৌঁছলাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

এক বাহাদুর নিজের ঘরের বারান্দায় বসা ছিলেন। তিনি আমাকে ডাক দিলেন এবং তার গোলামদেরকে পাঠালেন। তারা অত্যন্ত সম্মানের সাথে আমাকে উপরে নিয়ে গেল। বাহাদুর আমাকে খুবই আন্তরিকতা দেখালেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে চিনতে পারলাম না।

ঐ বাহাদুর এটাই বলছিলেন, আপনি কি ঐ ব্যক্তি নন, যিনি অমুক জায়গায় আমার সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিলেন? আমি তাঁকে বললাম, "আমি আপনাকে চিনি না।" তিনি বললেন, "আপনি নিজেকে কেন লুকাচ্ছেন। কোন অসুবিধা নেই, আমিতো আপনাকে চিনি।" এরপর তিনি ২০ টাকা নিয়ে খুবই আন্তরিকতার সাথে আমার হাতে দিলেন।

(ফাওয়ায়িদুল ফুওয়াদ, ২১তম মাজলিস, পৃ-১২৪)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

মৃত্যু কে দেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা বর্ণনাকারী হযরত মাহবুবে ইলাহী নিযামুদ্দীন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এ ঘটনাটি বিনা সংশয়ে বর্ণনা করে আমাদের ঈমান তাজা করে দিয়েছেন যে, যেভাবে ইহকালীন জীবনে আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰى থেকে কোন বস্তু চাওয়া যায় অনুরূপভাবে ওয়াফাতের পর তাঁদের মাযারে হাযির হয়ে কোন বস্তু দাবী করাও বৈধ। এটা উল্লেখ্য যে, সত্যিকার অর্থে দাতা হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। আউলিয়া আল্লাহ্ এর দিকে সম্পর্ক হচ্ছে রূপকার্থে। যেমন-সত্যিকার অর্থে রোগ থেকে আরোগ্য দানকারী হলেন আল্লাহ কিন্তু রোগী বলে, "ডাক্তার সাহিব আমাকে ভাল করে দিন।" এভাবে সত্যিকার অর্থে মৃত্যুদাতা হলেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা কিন্তু তাঁর নির্দেশে এ কাজের ভার মালাকুল মওত হযরত সায়্যিদুনা ইযরাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام এর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

যেমন কুরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ হচ্ছে,

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আপনি বলুন, তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করে মৃত্যুর ফিরিশতা, যে তোমাদের জন্য নিযুক্ত রয়েছে।

(পারা-২১, সূরা-সাজদা, আয়াত-১১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়া আল্লাহ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰى ওফাতের পর একেবারে জাগ্রতাবস্থায় সাক্ষাত দান করে কথা-বার্তাও বলেন। যেমন-

(৫৮) আওলিয়ার জীবন

হযরত সায়্যিদুনা শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন যে, আমার সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা শাহ আবদুর রহীম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলতেন যে, আমি হযরত সায়্যিদুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর আলোকময় মাযারে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হাযির হলাম। আমি এরূপ মনে করে যে, আমি গুনাহগার এরকম উপযুক্ত নয়, নিজের শরীর দ্বারা এ পবিত্র স্থানকে কেমনে মলিন করব, তাই দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে সময় তাঁর মুবারক রূহ প্রকাশিত হয়ে আমাকে বললেন, “সম্মুখে এসো! আমি দু’তিন পা অগ্রসর হলাম। তখন আমি দেখলাম যে, চারজন ফিরিশতা আসমান থেকে একটি আসন তাঁর কবর শরীফের নিকটবর্তী নিয়ে আসলেন। ঐ আসনে হযরত সায়্যিদুনা খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বসা ছিলেন। উভয় বুযুর্গ পরস্পর গোপন ও রহস্যের কথা-বার্তা বলছিলেন যা আমি শুনতে পাইনি। এরপর আসনটি ফিরিশতারা উঠিয়ে নিয়ে গেলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

হযরত সায়্যিদুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه পুনরায় আমার দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন, "সম্মুখে এসো!" আমি আগে দু'তিন পা অগ্রসর হলাম। এভাবে তিনি বলছিলেন আর আমি একটু একটু সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলাম। অবশেষে একেবারে তাঁর নিকটবর্তী হলাম। তখন তিনি বললেন, "শে'র সম্পর্কে তুমি কি বল?" আামি আরয করলাম, "শে'র এক ধরনের কথা, যা ভাল তা ভাল আর যা মন্দ তা মন্দ।" বললেন, "بَارَكَ الله" (অর্থাৎ-আল্লাহ বরকত দিন)। সুকণ্ঠ সম্পর্কে তুমি কি বল? আমি আরয করলাম, "এটা আল্লাহ এর অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান, দান করেন।" বললেন, "بَارَكَ الله"

পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "যেখানে এ দুইটি গুন একত্রিত হয় অর্থাৎ শে]র ও ভাল আর কণ্ঠও সুন্দর সে ব্যাপারে কি বল? আমি আরয করলাম, "এটা নুরুন আলা নুর, আল্লাহ যাকে চান দান করেন।" বললেন, "بَارَكَ الله" এসব কিছু কথা যা আমরা করি এর পূর্বে ছিল না, তুমিও কখনো কখনো এক দুই' শে'র শুনে নিও। আমি আরয করলাম, "হুযুর! আপনি এ কথা হযরত সায়্যিদুনা খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সম্মুখে কেন বলেননি?" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এ দুইটা থেকে আগের একটি কথা বলেছেন যে, আদব (নিয়ম) ছিল না কিংবা উপযুক্ততা ছিল না। (আনফালুস 'আরিফীন, পৃ-৪৪)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

دِر والا پہ اِک مَیلہ لگا ہے
عَجَب اِس دَر کے ٹکڑوں میں مزا ہے
یہاں سے کب کوئی خالی پھرا ہے
سَخی داتا کی یہ دولت سَرا ہے

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

দরে ওয়ালা পে ইক মায়লা লাগা হে,
আজব ইছ দরকে টুকরো মে মাজা হে।
ইহা ছে কব কো-ই খালি ফেরা হে,
সখি দা-তা কি ইয়ে দৌলত সা-রা হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

(৫৯) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ও শশা

আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আলিমে শরীআত, পীরে তরীকত, হযরত আল্লামা মওলানা আল হাজ আল হাফিয আল কারী আশ শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه একবার কোথাও আমন্ত্রিত ছিলেন। খানা দেয়া হল। সকলে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه খানা শুরু করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه শশার থালা থেকে এক টুকরো নিয়ে নিলেন।

তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه দেখা দেখি লোকেরাও শশার থালার দিকে হাত বাড়ালেন কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সকলকে থামিয়ে দিলেন আর বললেন, সবগুলো শশা আমি খাব। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সবগুলো শশা খেয়ে নিলেন। উপস্থিত লোকেরা আশ্চর্য্য হলেন যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তো খুব কম খানা খান। আজকে এতগুলো শশা কিভাবে খেলেন! লোকেরা জিজ্ঞাস করাতে বললেন, "আমি যখন প্রথম টুকরা খেয়েছি তখন সেটা তিতা ছিল।

এরপর যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি খাই তাও তিতা ছিল। সুতরাং আমি অন্যদেরকে থামিয়ে দিলাম যে, হয়তো কেউ শশা মুখে দিয়ে তিক্ত লাগলে থু থু করা শুরু করে দিবেন। যেহেতু শশা খাওয়া আমার প্রিয় মদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সুন্নাত, তাই আমার মনঃপূত হলো না যে, এটা খেয়ে কেউ থু থু করবে।"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

مجھ کو میٹھے مصطفےٰ ﷺ کی سنّتوں سے پیار ہے
ان شاء اللہ دو جہاں مین اپنا بیڑا پار ہے

মুঝ কো মীঠে মুস্তফা কি সুন্নতু ছে পেয়ার হায়,
ইনশাআল্লাহ দো-জাহা মে আপনা বে-ড়া পার হায়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

খেজুর ও শশা খাওয়া সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আলা হযরত কিরূপ জবরদস্ত আশিকে রসূল ছিলেন। সত্যিই আশিকের শান এমনই হয় যে, তিনি আপন মাহবুবের সাথে সম্পর্কিত বস্তুকে মন-প্রাণে পছন্দ করেন ও সেটাকে সম্মান করেন, তাইতো সরকারে আলা হযরত আকার পছন্দনীয় শশার প্রতি এমন সম্মান দেখালেন যে, তিক্ত শশাও খেয়ে নিলেন। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে জাফর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, আমি সরকারে মদীনায়ে হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে শশা ও খেজুর একসাথে খেতে দেখেছি।

(সহীহ মুসলিম, পৃ-১১৩০, হাদীস নং-২০৪৩)

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ বলেন, খেজুর প্রকৃতিগতভাবে গরম ও শুকনো আর শশা ঠান্ডা ও সিক্ত। এ দুটো একত্রিত হওয়াতে মধ্যম পন্থা হয়ে ফায়দা বেড়ে যায়। মাদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শশা ও খেজুরকে কখনো

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।”

পবিত্র পাকস্থলীতে জমা করেছেন কেননা সময়ে কখনো খেজুর, কখনো শশা খেয়েছেন। আর চিবানোর সময় একত্রিত করেছেন যে, খেজুর মুখ শরীফে রাখলেন ও শশা পবিত্র দাঁত দিয়ে কাটলেন এবং দুটো একত্রিত করে চিবিয়েছেন। কখনো খেজুর ও তরমুজও একত্রিত করে খেয়েছেন। খেজুর ও শশা একত্রিত করে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা মা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا বর্ণনা করেন, (স্বামীর ঘরে আসার পূর্বে আমি খুবই দূর্বল ছিলাম-আমার আম্মীজান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا আমাকে সুন্দর স্বাস্থ্যবান করার জন্য চেষ্টা করতেন, যাতে হুযুর হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট পাঠাতে পারেন। যখন কোন কৌশল ফলপ্রসু হলো না তখন তিনি আমাকে খেজুর ও শশা একত্রিত করে খাওয়ানো শুরু করলেন, এতে আমি (কিছু দিনের মধ্যেই) স্বাস্থ্যবান হয়ে গেলাম। (সুনানে ইবনে মাজা, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৩৭, হাদীস নং-৩৩২৪)

হুযুর হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয়তো খেজুর ছিলই, শশাও খুবই পছন্দনীয় ছিল। অনেক বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَھُمُ اللّٰہُ تعالیٰ এর ফাতিহাতে অন্যান্য খানার সাথে খেজুর ও শশা এবং তরমুজও রাখেন। তাঁদের আমলের ভিত্তি হলো আলোচ্য হাদীস। (মিরাত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-২০,২১ থেকে সংকলিত)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالیٰ علیٰ محمَّد

(৬০) ১৫ দিন পর্যন্ত খানা খাব না!

হযরত সায়্যিদুনা আবূ আবদুল্লাহ বিন খফীফ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এক জায়গায় দা'ওয়াতে ছিলেন। তাঁর এক ক্ষুধার্ত মুরীদ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খানা শুরু করার পূর্বেই খানার দিকে হাত বাড়ালেন! এতে এক পীর ভাই অসন্তুষ্টির ভঙ্গিতে তার নিকট খানার কোন বস্তু রাখলেন, যাতে তিনি বুঝে গেলেন যে, আমি পীরো মুর্শিদের পূর্বে খানার প্রতি হাত বাড়িয়ে খানার সম্মানের বিপরীত কাজ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

করেছি। অতএব নিজের নফসকে শাস্তি দেয়ার জন্য তিনি অঙ্গীকার করলেন যে, ১৫দিন পর্যন্ত কিছু খাব না। এভাবে তিনি নিজের বেয়াদবী থেকে তওবা করার প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। অথচ তিনি পূর্ব থেকেই ক্ষুধায় আক্রান্ত ছিলেন।

(আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, পৃ-১৭৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ এর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রথমে বুযুর্গ ব্যক্তি খানা শুরু করবেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একত্রে খাওয়ার সময় যদি কোন বুযুর্গ (সম্মানিত ব্যক্তি)ও খানায় অংশ নেন, তবে আদব হলো এ যে, যতক্ষণ তিনি খানা শুরু না করেন, ততক্ষণ কেউ যেন না খান। স্মরণ রাখবেন! বুযুর্গের জন্য বয়োঃবৃদ্ধ হওয়া শর্ত নয়, ইলম ও আমল থাকা প্রয়োজন। সুতরাং বয়োবৃদ্ধ লোকের উপস্থিতিতে যদি কোন যুবক আলিমও থাকেন, তাহলে তিনিই প্রথমে খানা শুরু করবেন। আল্লাহ ওয়ালাদের ধরণও অন্য রকম হয়ে থাকে।

হযরত সায়্যিদুনা আবূ আবদুল্লাহ বিন খফীফ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মুরীদ, যিনি নিজে একজন ক্ষুধার্ত বুযুর্গ ছিলেন ও বেখেয়ালীতে তাঁর হাত অগ্রসর করে দিলেন কিন্তু নিজের পীর ভাইয়ের ইঙ্গিতে নিজেকে সামলে নিলেন অথচ তখন খানা শুরু করেননি। শুধুমাত্র হাতই বাড়িয়েছিলেন, তবুও অজান্তে ঘটে যাওয়া বেআদবীর কারণে নিজের জন্য অসাধারণ সাজার ব্যবস্থা করলেন আর প্রচন্ড ক্ষুধার্ত হওয়া সত্ত্বেও অঙ্গীকার করলেন যে, আরো ১৫দিন পর্যন্ত কিছু খাব না। আল্লাহ এর নেক বান্দাগণ নিজেকে নিজে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য নানা ধরনের অসাধারণ সাজার ব্যবস্থা করে আসছেন। যেমন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

বাম পায়ের জুতা প্রথমে পড়ার কাফ্ফারা

"কীমিআয়ে সা'আদাত"-এ রয়েছে, এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার সুন্নাত অনুযায়ী ডান পায়ে জুতা পড়া শুরু করার পরিবর্তে ভূলবশতঃ প্রথমে বাম পায়ের জুতা পড়ে নিলেন। এ সুন্নত বাদ পড়ে যাওয়ায় তাঁর খুব মনোবেদনা সৃষ্টি হলো আর এর বিনিময়ে তিনি দু' বস্তা গম সদকা করলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এসব ছিল তাঁদের অংশ (যা তাঁদের মানায়)। হায় এমন যদি হত! আমাদের নিজেদের বুযুর্গদের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করার সৌভাগ্য অর্জিত হত। এ ধরনের সুন্নত ও আদবসমূহ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ইসলামী ভাইদের উচিত যে, মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলের সাথে সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করা। মাদানী কাফিলাতে কী যে বাহার রয়েছে। যেমন-

(৬১) মদীনার সফরের সৌভাগ্য অর্জিত হল

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক তরকীব অনুযায়ী বিন্যস্ত করা জেলা শেখ পুরার একটি তেহশীলের মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদার আমাকে (সাগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ যা কিছু লিখেছেন, সেটার সারাংশ হচ্ছে, ১৪২৪ হিজরীতে, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতানে সাহারায়ে মদীনাতে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করলাম। সেখানে বয়ানের সময় মাদানী কাফিলাতে সফরের জন্য তরগীব (উৎসাহ) দিয়ে বলা হয়েছে, "মাদানী কাফিলাতে সফর করে দু'আ করুন। আপনার যে মনের বাসনাই হোক اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ পূর্ণ হবে।" একথা শুনে আমার স্পৃহা জাগল। আর আমি হাতোহাত আশিকানে রসূলের সাথে তিন দিনের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করলাম এবং সেখানে খুব

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

কেঁদে কেঁদে মদীনায়ে মুনাওয়ারা এর উপস্থিতির জন্য দু'আ করলাম। দু'আ কবুল হওয়ার চিহ্নাবলী এভাবে প্রকাশ পেল যে, আমি যখন মাদানী কাফিলা থেকে সফর করে ফিরলাম ও নিয়মানুসারে বাচ্চাদের কুরআনে পাক পড়ানোর জন্য কারো ঘরে গেলাম তখন ঘরওয়ালা যথেষ্ট মেহেরবানীপূর্বক আচরণ করে বললেন, "কারী সাহিব! আপনি আমাদের বাচ্চাদের কুরআনে পাক শিক্ষা দান করেন, যদি আপনার কোন মনোবাসনা থাকে তবে বলুন, আমি আপনাকে খুশী করাতে ইচ্ছুক।" প্রথমে আমি নানা বাহান করি কিন্তু পরক্ষণে তার বারংবার অনুরোধে বললাম যে, দীদারে মদীনার আকাঙ্খা আমার রয়েছে। তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ খরচাদি দিয়ে দিলেন আর এভাবে হাতোহাত মাদানী কাফিলাতে সফর করে দুআর করার বরকতে আমার মত গুনাহ্গার ও নিঃস্ব মানুষের হাতোহাত মদীনায়ে মুনাওয়ারা زَادَہَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعۡظِیۡمًا এর উপস্থিতির সৌভাগ্য অর্জন হলো।

مجھ گنہگار سا انسان مدینے مین رہے
بن کے سرکار ﷺ کا مہمان مدینے میں رہے
یاد آتی ہے مجھے اہلِ مدینہ کی وہ بات
زِندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے
جان و دل چھوڑ کر یہ کہہ کے چلا ہوں اعظم
آرہا ہوں مرِا سمان مدینے میں رہے

মুঝ গুনাহগার সা ইনসান মদীনে মে রহে,
বনকে ছরকার কা মেহমানে মদীনে রহে।
ইয়াদ আ-তি হায় মুঝে আহলে মদীনে কি উও বাত,
জিন্দা রেহনা হায় তু ইনসান মদীনে মে রহে।
জানো দিল ছোড় কর ইয়ে কেহ্কে চলোহো আ'জম
আ-রাহাহো মেরা সা-মান মদীনে মে রহে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمّد

(৬২) জব শরীফের শিরনী

হযরত সায়্যিদুনা উমার বিন আবদুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একদিন জানতে পারলেন যে, সিপাহসালার (সেনাপতি) এর বাবুর্চীখানার প্রতিদিনের খরচ হচ্ছে এক হাজার দিরহাম। এ সংবাদ শুনে তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ খুবই আফসোস হল। তার সংশোধনের জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ করার মন-মানসিকতা তৈরী করলেন ও তাঁকে ঘরে দা'ওয়াত দিলেন। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বাবুর্চীদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, উন্নতমানের লৌকিকতাপূর্ণ খাবারের সাথে জব শরীফের শিরনীও যেন প্রস্তুত করা হয়। সেনাপতি যখন দা'ওয়াতে আসলেন তখন খলীফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইচ্ছাকৃতভাবে খাবার আনাতে এরূপ দেরী করলেন যে, সেনাপতি ক্ষুধায় অস্থির হয়ে গেলেন। অবশেষে আমীরুল মুমিনীন প্রথমে জব শরীফের শিরনী (ফিন্নী) আনলেন। যেহেতু সেনাপতি প্রচন্ড ক্ষুধার্ত ছিলেন, তাই তিনি জব শরীফের শিরনী (ফিন্নী) খাওয়া শুরু করলেন আর যখন লৌকিকতাপূর্ণ খাবার আসল তখন তার পেটপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞানী বিচক্ষন খলীফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ লৌকিকতার্পূণ খাবারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আপনার খাবারতো এখন এসেছে, খান! সেনাপতি অস্বীকৃতি জানালেন আর বললেন, "হুযুর! আমার পেটতো শিরনীতে ভরে গেছে।" আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন, "سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ! শিরনী কিরূপ উত্তম খাবার যে পেটও ভরে দেয় আবার দাম ও সস্তা, এক দিরহামে দশজন মানুষকে পরিতৃপ্ত করে দেয়। একথা বলে তিনি উপদেশের মাদানী ফুল ছড়িয়ে বললেন, "যখন আপনি জবের শিরনী দিয়েও জীবন কাটাতে পারেন, তাহলে কেনইবা প্রতিদিন এক হাজার দিরহাম নিজের খানায় খরচ করেন?"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

সেনাপতি সাহিব! খোদাকে ভয় করুন ও নিজেকে নিজে অধিক ব্যয়কারীদের অন্ত র্ভূক্ত করবেন না। নিজের বাবুর্চীখানায় যে টাকা অতিরিক্ত খরচ করেন, তা ইলাহী এর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষুধার্ত, অভাবী ও গরীবদেরকে দান করে দিন। মুত্তাকী খলীফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইনফিরাদী কৌশিশ সেনাপতির হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করল আর তিনি অঙ্গীকার করলেন যে, ভবিষ্যতে খানায় সাদাসিধে পন্থা অবলম্বন করব এবং কম খরচে কাজ করব। (মুগনিউল ওয়ায়েযীন, পৃ-৪৯১)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বরকতশূন্যতার কারণ হলো অপ্রয়োজনীয় খরচাদি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা নফসকে যতই মজাদার খানা খাওয়াব ততই সে ভাল থেকে ভাল খাবার প্রত্যাশা করতে থাকবে। আজকে আমাদের অধিকাংশই বরকত শূন্যতার কথা বলি। এছাড়া দারিদ্রতা ও এর উপর হাড়ভাঙ্গা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির অভিযোগ করে আজ প্রায় সকলকেই বলতে শুনা যায় যে "পুরোপুরি হয় না"। বিশ্বাস করুন, আকাশচুম্বী দাম, এযুগে অপ্রয়োজনীয় খরচ করাটাও বরকতশূন্যতা ও দারিদ্রতার অনেক বড় একটি কারণ।

এটা যখন স্পষ্ট যে আমরা অপ্রয়োজনীয় খরচাদির ধারাবাহিকতা চালুই রাখব এছাড়া সর্বদা উৎকৃষ্ট খাবার, উন্নত ঘর, এরপর তাতে সাজ-সজ্জার দামী আসবাবপত্র, দামী দামী আকর্ষণীয় পোষাক-পরিচ্ছেদের সাথে মন লাগিয়ে রাখি তাহলে এসব কাজের জন্য প্রচুর টাকা-পয়সার প্রয়োজন হবে আর তাই "বরকতশূন্যতা" ও পুরোপুরি হয়না" এর সুরও চালুই থাকবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর ফরমান হচ্ছে, "যে নিজের সম্পদ অপ্রয়োজনীয় খরচাদিতে নষ্ট করেছে, এখন বলে হে রব্ব আমাকে আরো দাও। আল্লাহ তাআলা (এমন ব্যক্তিকে) বলেন, আমি কি তোমাকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেইনি? তুমি কি আমার ফরমান শুনিনি?

وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : এবং ঐসব লোক যে, তারা যখন ব্যয় করে তখন না সীমাতিক্রম করে এবং না কার্পন্য করে এবং সেই দু'টির মাঝখানে মধ্যপন্থায় থাকে।

(সূরা-ফুরকান, আয়াত-৬৭, পারা-১১)

সর্বোপরি কথা হল, যদি অল্পে তুষ্টি ও সাদাসিধে ভাবে সস্তা খানা ও সাধারণ পোষাককে নিজের আপন করে নেয়া যায়, শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুপাতে ঘর করা হয়, অতিরঞ্জন সাজ-সজ্জা ও প্রদশর্নীয় দা'ওয়াতের ব্যাপারে নিজের উপর বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয়া হয় তবে নিজে থেকেই উর্ধ্বমূল্যের অবসান হবে এবং অসচ্ছলতা বিদায় নেবে। কিন্তু নফসে আম্মারা এর দাসত্বের প্রতিকার কী?

তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল হয় না

হুজুরে আনওয়ার, শাফিয়ে মাহশার, মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি রয়েছে যে, তোমার রব্ব তাদের দুআ কবুল করেন না। (১) এক জন হল সে, যে উজাড় ঘরে অবস্থান করে, (২) দ্বিতীয়জন হল ঐ মুসাফির, যে রাস্তায় স্থান করে (অর্থাৎ-তাঁবু টাঙ্গায়)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- রাস্তা থেকে সরে অবস্থান করে না বরং একেবারে রাস্তাতেই অবস্থান করে (৩) তৃতীয় ব্যক্তি হল সে, যে নিজে স্বীয় জানোয়ার ছেড়ে দিল, এখন খোদার কাছে দু'আ করে যে, সেটাকে থামিয়ে দাও। (আহসানুল বিআ লি আদাবিদ দুআ, পৃ-৭৩)

এ হাদীসে পাকের ভিত্তিতে আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওয়ালিয়ে নে'মত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মরতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীআত, পীরে তরিকত, বাইসে খাইরো বরকত, হযরত আল্লামা মওলানা আলহাজ আল হাফিয আল কারী আশ শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা করে বলেন, اَقُوْلُ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْق (অর্থাৎ- আল্লাহ এর দেয়া তাওফীকে আমি বলছি) প্রকাশ থাকে যে, এ থেকে উদ্দেশ্য এটাই, ঐ বিশেষ স্থলে তাদের দু'আ শুনা হবে না। আবার এ নয় যে, যে এরূপ করবে সাধারণভাবে তার কোন দু'আ কোন বিষয়ে কবুল হবে না। আর এ বিষয়গুলোতে কবুল না হওয়ার কারণ সুস্পষ্ট যে, এ কাজ নিজ কর্মের ফল।

সুতরাং উজাড় ঘরে অবস্থানকারী এটার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত রয়েছে। এরপর যদি সেখানে চুরি হয় বা কেউ লুন্টন করে অথবা জিন কষ্ট দেয়, তবে এসব বিষয় যেহেতু সে নিজেই বুঝে গ্রহণ করেছে, এখন কেন সেগুলো দূর হওয়ার জন্য দু'আ করছে? অনুরূপভাবে যখন রাস্তায় অবস্থান করল, তাহলে প্রত্যেক প্রকারের লোক তার পাশ দিয়ে যাবে, এখন যদি চুরি হয়ে যায় বা হাতি, ঘোড়ার পা দ্বারা কোন ক্ষতি হয়ে যায়, রাতে সাপ ইত্যাদি দ্বারা কষ্ট পায়, তাহলে এটা তার নিজ কর্মের ফল। নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "রাতে রাস্তায় অবস্থান করো না, কারণ আল্লাহ নিজের সৃষ্টি জগৎ থেকে যাকে ইচ্ছা করেন রাস্তায় চলাফেরা করার অনুমতি দেন।"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

অনুরূপভাবে জানোয়ারকে নিজে ছেড়ে দিয়ে সেটা আয়ত্বে আসার দুআ করাতো সুস্পষ্ট মূর্খতা। এর দ্বারা আল্লাহ কে কি পরীক্ষা কর নাকি তাঁকে নিজের প্রভাবাধীন সাব্যস্ত কর!

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে কেউ বলল, যদি খোদার কুদরতের উপর ভরসা থাকে, (তাহলে) নিজেকে নিজে এ পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দেন। তিনি বললেন, “আমি আমার প্রতিপালককে পরীক্ষা করি না।” (আহসানুল ভিআ লি আদাবিদ দুআ, পৃ-৭৩,৭৪)

নিজ কৃতকর্মের কোন প্রতিকার নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফার্সীতে একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে যে, خود کردہ را علاجے نیست “খুদ করদা রা ইলাজে নীস্‌ত” অর্থাৎ নিজের হাতে মুসীবত ডেকে আনয়নকারীদের কোন প্রতিকার নেই। যেমন কেউ নিজের মাথা দেয়ালে মারতে থাকে আর কেঁদে কেঁদে চিৎকার করতে থাকে যে, হায়! আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আমাকে বাঁচাও! তাহলে স্পষ্টত ঐ মূর্খকে এটাই বলা হবে যে, নিজের মাথা দেয়ালে মারা বন্ধ কর তবে ফাটবে না। অনুরূপভাবে অনেক মূর্খ এমনও রয়েছে, যাদের হাতে যা কিছু আসে গিলতে থাকে, ঠেসে ঠেসে খায় আর এরপর মেদ, পেট বের হওয়া, কোষ্টকাঠিন্য ও বদহজমের ঔষধ খোঁজাখোঁজি করে এবং ডাক্তার হেকীমদের নিকট প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করে।

কিন্তু ঔষধে চিকিৎসা হয়ে উঠে না, কেন? এজন্য যে, এ রোগ গুলোর চিকিৎসা তার নিজের হাতে রয়েছে। পেট ভরে খাওয়া যেন ছেড়ে দেয়, যতক্ষণ ভালভাবে ক্ষুধা না লাগে ততক্ষণ যেন না খায়। হাদীসে পাকে বলা নিয়মানুসারে যদি ক্ষুধা থেকে কম খান, পিজা-পরাটা, দুধের সর ও মাখন, কেক, বন, কাবাব, বার্গার, শিখ কাবাব, চমুচা, ময়দা ও মিষ্টি জাতীয় খাবার খুবই কম খাবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আইসক্রীম, ঠান্ডা শরবত ও ঠান্ডা পানীয় থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। এছাড়া চা-ও অধিক পরিমাণে পান করবেন না। (প্রয়োজনবশতঃ রাতে-দিনে দু বা তিন বার আধা কাপ করে চা-তে কাজ সারবেন) যদি পান, সিগারেট, সুগন্ধিযুক্ত সুপারী, গুটকা, মাইনপূড়ী ও পান পরাগ ইত্যাদির কু-অভ্যাস থাকে তবে সেগুলো থেকে বাঁচুন। ওজন কম ও পেট ছোট হওয়া ও হজম শক্তি সঠিক হওয়া এছাড়া অনেক রোগ-ব্যাধি থেকে ডাক্তারী চিকিৎসা ছাড়া মুক্তি লাভ হবে।

মেদবহুল হওয়ার একটি কারণ

আমার এ মাদানী পরামর্শের উপর বেশি না হলেও শুধুমাত্র ৪০ দিন কঠোরভাবে আমল করে দেখুন, নিজের স্বাস্থ্যের মধ্যে আশ্চর্য্যজনকভাবে পরিবর্তন অনুভব করবেন। প্রথমে কোন ল্যাবরেটরীতে লিপিড প্রোফাইল ও সুগার" টেষ্ট করিয়ে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করার পর এ নিয়্যত সহকারে যে, "সু-স্বাস্থ্যের মাধ্যমে ইবাদত করার জন্য শক্তি অর্জন করব," এসব থেকে বেঁচে থাকা শুরু করুন এবং এটার কল্যাণ অর্জন করুন! খানা খাওয়ার পর পানি পান করাতেও শরীর ফুলে যায়, ওজন বেড়ে যায় ও মেদ এসে যায়। সুতরাং খানার পর খুবই কম পানি পান করবেন। তবে খানায় সময় সময় একটু একটু পানি পান করা উপকারী। যাহোক খানার পর গট গট করে প্রচুর পানি পান করতে অভ্যস্ত ব্যক্তির শরীর যদি ফুলে যায় তবে সেটার চিকিৎসা সে ঔষধের মাধ্যমে করার পরিবর্তে যদি নিজের অভ্যাস সংশোধনের মাধ্যমে করে তবেই সম্ভব হবে।

نا سمجھ بیمار کو امرت بھی زہر آمیز ہے
سچ یہی ہے سو دوا کی اک دوا پرہیز ہے

না- ছমজ বীমার কো আমরত ভী যাহর আ-মীয হায়,
সচ্ ইয়েহী হায় ছো দাওয়া কি ইক দাওয়া পরহীজ হায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

বিপদে নিক্ষেপকারী ১৫ বিষয়ের উদাহরণ

নিজের হাতে নিজেকে বিপদে ফেলে এরপর ঐসব বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য দু'আ সমূহ কবুল হয় না। আহসানুল বিআ লি আদাবিদ দুআ গ্রন্থে নিজেকে নিজের হাতে বিপদে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে খুব সুন্দর কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ

(১) যে কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রাতে এমন সময় ঘর থেকে বের হলে লোকেরা তখন শুয়ে পড়েছে, রাস্তা থেকে পায়ের পথচলার শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। সহীহ হাদীসে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে যে, এ সময় বালা বিস্মৃত হয় (তাই মূলত: গভীর রাতে নিস্তব্দ রাস্তায় চলাফেরা করলে, তাকে যদি ডাকাতদল লুণ্ঠন করে বা জ্বিন আক্রমন করে তবে এখন নিজেকেই নিজে যেন তিরস্কার করে যে, নিজেকে কেন বিপদে ফেলল) বা

(২) রাতে দরজা খোলা রাখলে বা بِسْمِ اللهِ বলা ব্যতীত বন্ধ করলে তাহলে শয়তান সেটা খুলতে পারে, আর যখন بِسْمِ اللهِ বলে ডান পা ঘরে প্রবেশ করায় তাহলে শয়তান সাথে সাথেই এসেছিল কিন্তু বাইরে থেকে যায়, আর যখন بِسْمِ اللهِ বলে দরজা বন্ধ করে তখন শয়তান আর তা খুলতে সক্ষম হয় না। (এখানেও যদি সতর্ক না থাকে আর শয়তান ঘরে ঢুকে ক্ষতি সাধন করে তবে এটা সত্য যে স্বয়ং তার নিজের দোষেই এমনটা হয়েছে, এখন এ ব্যাপারে দু'আ কিভাবে কবুল হবে?) বা

(৩) খানা ও পানির পাত্র যদি بِسْمِ اللهِ বলে না ঢাকলো তাহলে এতে বালা অবতীর্ণ হয়ে সেগুলোকে নষ্ট করে দেয় অতঃপর ঐ খাবার ও পানি রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি করে। (খানা ইত্যাদি পাত্রে থাকলে যদি পাত্র খোলা থাকে তবে অপবিত্র জ্বিন তা ব্যবহার বের করে। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন না করা ব্যক্তির

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

দু'আ এ অবস্থায় দু'আ কবুল হবে না। কারণ জ্বিন ও রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকার ব্যবস্থাপত্র বলে দেয়া হয়েছে) বা

(৪) বাচ্চাকে মাগরিবের সময় ঘরের বাইরে বের করা। কারণ এ সময় শয়তানেরা বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা করে। (যদি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বাচ্চাদের বের করল আর কোন জ্বিন ধরে ফেলে তবে তা আপনার নিজের দোষ যে, কেন বের করেছেন? বা

(৫) খানার পর হাত না ধুয়ে শুয়ে পড়লে। কারণ এতে করে শয়তান হাত চাটে ও আল্লাহরই পানাহ কুষ্ঠ রোগের কারণ হয়ে থাকে। বা

(৬) গোসল খানায় প্রস্রাব করলে, কারণ এতে কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। বা

(৭) ছাদে ঘুমালে আর ছাদের কিনারায় প্রাচীর নেই যাতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বা

(৮) খাবার بِسْمِ الله পড়া ব্যতীত খেলে। কারণ তাতে শয়তান সাথে খায় ও যে খাবার কিছু মুসলমানের জন্য যথেষ্ট হত তা একজনের খাওয়াতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। বা

(৯) যমীনের গর্তের মধে প্রস্রাব করলে। কারণ কখনো কখনো তা সাপ ইত্যাদি প্রাণীর বাসা কিংবা জ্বিনের আবাসস্থল হয়ে থাকে আর এতে মানুষ কষ্ট পায়। বা

(১০) নিজের, চাই নিজের বন্ধুর কোন বস্তু পছন্দ হলে এজন্য কুদৃষ্টি দূর হওয়ার দুআ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ وَلَا تَضُرَّهُ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه

(অর্থাৎ হে আল্লাহ! এর মধ্যে বরকত অবতীর্ণ কর ও এটার যেন ক্ষতি না হয়। যা কিছু আল্লাহ চেয়েছেন তাইতো হয়েছে। আল্লাহ এর সমর্থন ছাড়া সৎকাজের কোন সামর্থ নেই।) না পড়লে। কারণ বদনযর পড়াটা সত্য। মানুষকে কবর ও উটকে ডেগছিতে প্রবেশ করায়। (দুআ মুখস্ত না থাকলে তখন مَاشَاءَ الله অথবা بَارَكَ الله বলতে পারেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন, "যদি কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখে مَاشَاءَ اللّٰه অথবা بَارَكَ اللّٰه বলে দেয়, তবে বদনযর লাগে না। যদি এসব কালিমা مَاشَاءَ اللّٰه অথবা بَارَكَ اللّٰه পড়া ছাড়াই অবাক হয়ে দেখে ও বিস্ময়ের শব্দ বলে তাহলে বদনযর লেগে যায়। (মিরাত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-২৪৪) বা

(১১) একাকী সফর করলে। কারণ পাপীষ্ঠ মানুষ ও জ্বিন দ্বারা ক্ষতিসাধন হয় আর প্রতিটি বাঁধা পড়ে ও কঠিন হয়। বা

(১২) দাঁড়ানোবস্থায় পানি পান করলে। কারণ তা কলিজার ব্যথার কারণ হয়। (যমযম শরীফের পানি ও ওযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়ানোবস্থায় পান করা মুস্তাহাব) বা

(১৩) টয়লেটে بِسْمِ اللّٰه পাঠ না করে (বা দু'আ পড়া ব্যতীত) প্রবেশ করলে। কারণ এতে অপবিত্র জ্বিন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। বা

(১৪) পাপী, গুনাহগার, খারাপ স্বভাবের লোক, বদমাযহাব (বাতিলপন্থী) এর নিকট উঠা-বসা করলে। কারণ এতে মনে করুন শেষ পর্যন্ত যদি এদের মন্দ সংস্পর্শের প্রভাব থেকে রক্ষাও পেয়ে গেলেন তবুও বদনাম অবশ্যই হয়ে যাবে।

(১৫) মানুষের চলাফেরার রাস্তায়, চাই সেখানে উঠা-বসার জায়গায় হোক, প্রস্রাব করলে, কারণ এতে আপনি অবশ্যই গালি-গালাজ শুনবেন।

(আহসানুল বিআ লি আদাবিদ দুআ, পৃ-৭৬,৭৭ থেকে সংকলিত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

(৬৩) আপনি কোথা হতে খান?

হযরত সায়্যিদুনা বায়েযীদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এক মসজিদে নামায পড়তে গেলেন। নামায শেষ করার পর ইমাম সাহিব জিজ্ঞাসা করলেন, "হে বায়েজীদ! আপনি কোথেকে খান?" বললেন, "একটু থামুন! প্রথমে আপনার পিছনে আদায় করা নামায পুনরায় পড়ে নেই।" আপনার যখন সৃষ্টিজগতের রুযীদাতার ব্যাপারেই সন্দেহ রয়েছে তাহলে আপনার পিছনে নামায পড়া কিভাবে বৈধ হবে?

(রাওযুর রিয়াহীন, পৃ-১৫৫)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা বায়েজীদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه অনেক বড় ওলীআল্লাহ ছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল আলামীন সকলের রুযীর যিম্মাদার। তিনিই সকলকে পানাহার করান। ইমাম সাহেব এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে, "আপনি কোথেকে খান?" হযরতের নিকট নিজের দূর্বল বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন আর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যে নামায পুনরায় পড়লেন, এটা তাঁর তাকওয়া ছিল। প্রচলিতভাবে লোকেরা এ ধরনের প্রশ্ন-উত্তর পরস্পর করে থাকে, শরয়ীভাবে এতে কোন গুনাহ নেই।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى علٰى محمَّد

(৬৪) ভুনা পাখী

আবুল হুসাইন আলাভীর বর্ণনা হচ্ছে, আমি একবার ঘরে ছিলাম, কারণ অমুক হালাল পাখি ভুনার জন্য চুলার (তন্নুর) উপর ঝুলিয়ে দিব এবং সময়মত এসে খেয়ে নেব। এরপর আমি হযরত সায়্যিদুনা জাফর খুলদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খিদমতে তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।”

তিনি বললেন, “রাতে এখানেই থেকে যান। আমার মন যেহেতু পাখি খাওয়ার জন্য আটকা ছিল, তাই আমি কোন এক বাহানা করে ঘরে এসে গেলাম। গরম গরম ভুনা পাখি দস্তরখানায় রাখা হল।

হঠাৎ ঘরে কুকুর ঢুকে পড়ল আর লাফ মেরে ভুনা পাখিটি নিয়ে গেল। ঐ পাখির অবশিষ্ট ঝোল গৃহ পরিচারিকা নিচ্ছিল, তখন তার কাপড়ের আঁচলের হেঁচকা টানে ঐ ঝোলটুকুও সম্পূর্ণরূপে পড়ে গেল। অতঃপর সকালে যখন আমি হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জাফর খুলদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর বরকতময় দরবারে উপস্থিত হলাম তখন আমাকে দেখা মাত্রই বলতে লাগলেন, “যে ব্যক্তি মাশায়িখগণের অন্তরের প্রতি খেয়াল রাখে না, তার অন্তরে কষ্ট দেয়ার জন্য কুকুর লেলিয়ে দেয়া হয়।” (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্, পৃ-৩৬২)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদক্বায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গদের কথা পালন করা ও তাঁরা যা নির্দেশ দেয়, তা পালন করাতেই নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে। আল্লাহ ওয়ালাগণের সাথে চালাকী ও বাহানাবাজী করার ফল ভাল হয় না। এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল যে, ওলী আল্লাহ্দের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی আল্লাহ এর দয়াতে গায়েব (অদৃশ্য) এর কথাও জানা হয়ে যায়। যখন আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی শান এরকম হয় তাহলে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর শানের কী অবস্থা হবে! এছাড়া আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও স্বয়ং তাজদারে আম্বিয়া, হাবীবে কিবরিয়া, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা ও শানের অনুমান কে করতে পারে! আমার আকা আলা হযরত বারগাহে রিসালাতে আরয করেন,

سر عرش پر ہے تری گزر دلِ فرش پر ہے تری نظر
ملکوت وملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

ছরে আরশ পর হে তেরি গুজার, দিলে ফরশ পর হায় তেরি নজর,
মালাকুত ও মুল্‌ক মে কো-ই শায় নেহী উও জু তুঝ পে ইয়া নেহী।

(হাদায়েখে বখশিশ)

(৬৫) মেয়ে জন্মগ্রহণের সুসংবাদ

আল্লাহ তাআলার দয়াতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এরও গায়েবের খবর দেয়ার ব্যাপারে অনেক ঘটনা কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। যেমন- কোটি কোটি মালিকীদের আযীমুল মরতাবাত পেশাওয়া হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক বিন আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ স্বীয় প্রসিদ্ধ হাদীস সমূহের সমন্বিত গ্রন্থ "মুআত্তা ইমাম মালিক" -এ বলেন, হযরত সায়্যিদুনা উরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়িদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন, খলীফাতুর রসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের ইন্তিকালের পূর্বে শয্যাশায়ী অবস্থায় হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا অসিয়াত করে ইরশাদ করেছেন, আমার প্রিয় কন্যা! আজ পর্যন্ত যা আমার নিকট আমার সম্পদ ছিল, তা আজ মীরাসের সম্পদ। তোমার দুই ভাই (আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ) رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এবং তোমার দু'বোনও রয়েছে। সুতরাং তোমরা আমার সম্পদকে কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুযায়ী বন্টন করে নেবে। এটা শুনে হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا আরয করলেন, "আব্বাজান! আমারতো একটি মাত্র বোন আছে যার নাম "বিবি আসমা"। আমার অন্য বোন সে কে? তিনি ইরশাদ করলেন, "সে (তোমার সৎ মা) "হাবিবা বিনতে খারিজা" এর পেটে রয়েছে। আমার ধারণা সেটা মেয়ে হবে।" (আল মুআত্তা লিল ইমাম, খন্ড-২য়, পৃ-২৭০, হাদীস নং-১৫০৩)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

এ হাদীসের ভিত্তিতে হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বাকী যুরকানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ লিখেন, সুতরাং এমনই হল যে, মেয়ে জন্মগ্রহণ করল, যার নাম "উম্মে কুলসুম" রাখা হল। (শারহুয যুরকানী আলাল মুআত্তা, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৬১)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

দুইটি কারামত প্রমাণিত হল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ হাদীসে মুবারাকার ব্যাপারে হযরত আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ লিখেন যে, এ হাদীস থেকে খলীফাতুর রসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দুইটি কারামাত প্রমাণিত হল। (১) তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ওফাতের আগেই এটা জানা গেল যে, আমি এ রোগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাব, এজন্যতো অসিয়াতের সময় বললেন, "আমার নিকট আমার যে সম্পদ ছিল, তা আজ আমার মিরাসের সম্পদ।" (২) যে সন্তান জন্ম নিবে তা হবে মেয়ে সন্তান। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, পৃ-৬১২, মরকাযে আহলে সুন্নত, বরকতে রযা, গুজরাত, হিন্দ)

সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইলমে গায়েব ছিল

এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল, مَا فِی الْاَرْحَامِ (অর্থাৎ-যা কিছু মায়েদের গর্ভে রয়েছে সেটা) এর জ্ঞান আল্লাহ এর দয়াতে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জানতে পেরেছিলেন। এ মাসআলাটি বুঝার জন্য আয়াতে কুরআনী ও সেটার তাফসীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। যেমন -আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ২১ নং পারার সুরা লুকমানের সর্বশেষ আয়াতে কারীমাতে ইরশাদ করেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

وَ یَعۡلَمُ مَا فِی الۡاَرۡحَامِ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : এবং তিনি জানেন যা কিছু মায়েদের গর্ভে রয়েছে।

(সূরা লোকমান, আয়াত-৩৪, পারা-২১)

খলীফায়ে আলা হযরত, মুফাসসিরে কুরআন, হযরত সাদরুল আফাযিল আল্লামা মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ খাযাইনুল ইরফান এর ৬৬১ নং পৃষ্ঠায় এ আয়াতে মুবারাকার ভিত্তিতে বলেন, "গায়বের জ্ঞান আল্লাহ তাআলার সাথে নির্দিষ্ট আর আম্বিয়া ও আউলিয়ার গায়েবের জ্ঞান আল্লাহ তাআলার শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মুজিযা ও কারামত রূপে প্রকাশিত হয়।"

এখানে এটি নির্দিষ্ট হওয়ার বিপরীত নয় আর অসংখ্য আয়াত ও হাদীস এর প্রমাণ বহন করছে। "বৃষ্টির সময় কখন, গর্ভে কি আছে, কালকে কে কি করবে এবং কে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে" এসব বিষয়ের খবর অসংখ্য আউলিয়া ও আম্বিয়ায়ে কিরাম দিয়েছেন যা কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত।

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে ফিরিশতাগণ হযরত সায়্যিদুনা ইসহাক عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারে, হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারে ও হযরত মরিয়ামকে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন, তা ঐ ফিরিস্তাগণের পূর্ব থেকেই জানা ছিল যে, এসব গর্ভের মধ্যে কি আছে ও ঐসব হযরতগণেরও এ ব্যাপারে জানা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ছিল যাঁদেরকে ফিরিস্তাগণ অবগত করেছিলেন আর এঁদের সকলের জানার কথা কুরআনে কারীম থেকে প্রমাণিত। তাহলে আয়াতের অর্থ নিশ্চিতভাবে এটাই যে, "আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেয়া ব্যতীত কেউ জানে না। এটার এ অর্থ নেয়া যে, "আল্লাহ তাআলা কর্তৃক জানিয়ে দেওয়ার পরও কেউ জানে না" এরূপ অর্থ নেয়া সম্পূর্ণভাবে ভুল ও শত শত আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় আউলিয়ায়ে কিরামগণও رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی আল্লাহ এর দানে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী আওলাদের পরিচয় দিতে পারেন। যেমন-

(৬৬) ছেলে জন্মগ্রহণ করা সম্পর্কে সুসংবাদ

হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন যে, আমার সম্মানিত পিতা হযরত শাহ আবদুর রহীম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন, আমি একবার হযরত সায়্যিদুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর আলোকময় মাযারের যিয়ারত করার জন্য গেলাম। তাঁর মুবারক রূহ প্রকাশ পেল আর বললেন, "তোমার ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করবে, তার নাম কুতুবুদ্দীন আহমদ রাখবে।" যেহেতু আমার স্ত্রী বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছে, তাই আমি মনে করলাম, সম্ভবত এ ইরশাদ থেকে উদ্দেশ্য হয়তো ছেলের ছেলে অর্থাৎ নাতি হবে।

হযরত সায়্যিদুনা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه আমার এ অন্তরের খেয়াল সাথে সাথে জেনে গিয়ে বললেন, "আমার এ উদ্দেশ্য নয়, বরং ঐ ছেলে তোমার সন্তান হবে।" শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ সাহিব رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه আরো বলেন, "আমার পিতা সাহিব رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه কিছুদিন পর অন্য নারীকে নিকাহ করলেন, তখন এ লেখাটির লেখক ফকীর ওয়ালিয়্যুল্লাহ জন্মগ্রহণ করল।" শুরুতে এ ঘটনা মনে না থাকায় ওয়ালিয়্যুল্লাহ নাম রেখে দিলেন আর কিছুদিন পর মনে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

পড়লে অন্য নাম (হযরত সায়্যিদুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর বাণী অনুযায়ী) কুতুবুদ্দীন আহমদ রাখলেন। (আনফাসুল আরিফীন, পৃ-৪৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالیٰ এর পবিত্র মাযার সমূহে উপস্থিত হওয়া ও তাঁদের কাছ থেকে ফয়েয নেয়া বুযুর্গদের নিয়ম ছিল। এছাড়া এটাও জানা গেল যে, ওয়াফাতপ্রাপ্ত আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالیٰ ও আল্লাহ এর দানে অন্তরের অবস্থা ও ভবিষ্যতের খবরও বর্ণনা করে দেন। যেমনটা হযরত সায়্যিদুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه হযরত শাহ আবদুর রহীম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه কে ছেলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করলেন।

یہیں پاتے ہیں سارے اپنا مطلب
ہر اک کے واسطے یہ در کھلا ہے
میں دَر دَر کیوں پھروں دُر دُر سنوں کیوں
مِرے آقا! مِرا کیا سر پھرا ہے!

ইয়েহী পা-তে হে সা-রে আপনা মতলব,
হার এক্‌কে ওয়াসেতে ইয়ে দর খুলা হায়।
মে দরদর কিউ ফেরু দুর্‌দুর্ শুনু কিউ,
মেরে আকা! মেরা কিয়া ছর ফেরা হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالیٰ علیٰ محمَّد

(৬৭) মজাদার শরবত

হযরত সায়্যিদুনা সালিহ মারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন, আমি হযরত সায়্যিদুনা আতা সুলামী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর সামনে দু'দিন ধারাবাহিকভাবে ঘি ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

মধু একত্রিত করে ছাতুর মজাদার শরবত পাঠালাম, কিন্তু দ্বিতীয় দিন ফিরিয়ে দিলেন। এজন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আমি বললাম, আপনি আমার তুহফা কেন ফিরিয়ে দিয়েছেন? বললেন, “কিছু মনে করবেন না। প্রথমদিনতো আমি পান করে নিয়েছি কিন্তু দ্বিতীয় দিন পান করতে ব্যর্থ হলাম। কেননা যখন পান করার নিয়্যত করলাম তখন ১৩ পারার সুরায়ে ইব্রাহীম এর ১৭ আয়াত মনে পড়ে গেল ঃ

يَّتَجَرَّعُهٗ وَ لَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿۱۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ :
(১৭) অতি কষ্টে তা থেকে অল্প অল্প করে গলাধকরন করবে এবং গলার নীচে অবতরণ করানোর আশায় থাকবে না এবং তার নিকট চতুর্দিক থেকে মৃত্যু আসবে আর সে মরবে না; এবং তার পিছনে কঠিন শাস্তি।
(সূরা-ইব্রাহিম, আয়াত-১৭, পারা-১৩)

হযরত সায়্যিদুনা সালিহ মারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, এটা শুনে আমি কেঁদে উঠলাম আর আমি মনে মনে বললাম, আমি কোন পর্যায়ে রয়েছি আর আপনি কোন পর্যায়ে রয়েছেন। (ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৩য়, পৃ-১১৫ থেকে সংকলিত)

১২ মাসের ইবাদত থেকে উত্তম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰى নিজের নফসের জায়িয ইচ্ছা গুলোকে পূরণ করা থেকে বেঁচে থাকতেন। সৌভাগ্যের বিষয় হত! আমাদের যখন ভাল কিছু খাওয়া ও উত্তম পোষাক পরিধান করতে মন চায় তখন ইলাহী এর সন্তুষ্টি লাভ করার নিয়্যতে কখনো কখনো তা পরিহার করার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

সৌভাগ্যও যদি লাভ হত। যেমন প্রচন্ড গরম পড়ছে আর ঠান্ডা পানীয় বা ঠান্ডা ঠান্ডা লাচ্ছি পান করতে মন চাচ্ছে অথবা প্রচন্ড ক্ষুধার সময় “কড়া গোস্ত খাওয়ার” প্রত্যাশা আর তার ব্যবস্থাও রয়েছে কিন্তু যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে সেটা পরিত্যাগ করার তাওফীক হয়ে যেত। নফসের খায়েশকে পরিহার করার ফায়দাতো দেখুন! হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলাইমান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, “নফসের কোন খায়েশকে ত্যাগ করা অন্তরের জন্য ১২ মাসের রোযা ও রাতের ইবাদতের চেয়েও অধিক উপকারী।” (ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৩য়, পৃ-১১৮)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্‌যালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, “নফসকে জায়িয আকাঙ্খাগুলোর জন্যও খোলাভাবে ছেড়ে দেয়া উচিত নয় আর সর্বাবস্থায় সেটার অনুসরণ করাও উচিত নয়। বান্দা যতটুকু নফসের আকাঙ্খা পূরণ করে আর নফসের দাবী অনুযায়ী উত্তম খাবার সমূহ খায়, তার ততটুকু ভয় করা উচিত যে, কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : তোমরা আপন অংশের পবিত্র বস্তুসমূহ আপন পার্থিব জীবনেই নিশ্চিত করে বসেছো এবং সেগুলো ভোগ করেছো।

(সূরা-আহকাফ, আয়াত-২০, পারা-২৬)

নবী করীম ﷺ এর ক্ষুধা শরীফ

হযরত সদরুল আফাযিল আল্লামা মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه খাযাইনুল ইরফানে এ আয়াতে মুবারাকার ভিত্তিতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবী স্বাদ গ্রহণের কারণে কাফিরদের তিরস্কার করেছেন, তাই রসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও হুযুরের সাহাবীগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দুনিয়াবী স্বাদ থেকে দূরে সরে গেছেন।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে পাকে রয়েছে, হুযুর সায়্যিদে আলাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পার্থিব ওফাত পর্যন্ত হুযুরের পবিত্র আহলে বাইত কখনো জবের রুটিও ধারাবাহিকভাবে দুইদিন খাননি। এটাও হাদীসে রয়েছে যে, সম্পূর্ণ মাস অতিবাহিত হয়ে যেত, আলীশান ঘরে (চুলায়) আগুন জ্বলত না। সামান্য খেজুর ও পানি দিয়ে জীবন যাপন করতেন।

হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন যে, “(হে লোকেরা!) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের চেয়ে ভাল খাবার খেতে পারি ও তোমাদের চেয়ে উত্তম পোষাক পরিধান করতে পারি কিন্তু আমি আমার আরাম-আয়েশ নিজের আখিরাতের জন্য অবশিষ্ট রাখতে চাই।”

(খাযাইনুল ইরফান, পৃ-৮০২)

کھانا تو دیکھو جَو کی روٹی بے چھنا آٹا روٹی بھی موٹی
وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّم
کون و مکاں کے آقا ہو کر ' دونوں جہاں کے داتا ہو کر
فاقے سے ہیں شاہِ دو عالم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّم

খানা তু দেখো যওকি রুটি,
বে চনা আটা রুটি ভি মুটি।
উও ভী শেকম ভর রোজ না খানা,
কওনো মকাকে আ-কা হো কর।
দো-নো জাহাকে দা-তা হো কর,
ফা-কে ছে হে শাহে দো-আলম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬৮) আশুরায় দান করার বরকত

আশুরার দিন “রায়” দেশে কাজী (বিচারক) সাহিবের নিকট একজন ভিক্ষুক এসে আরয করল, আমি অনেক নিঃস্ব ও সন্তান-সন্ততি বিশিষ্ট মানুষ। আপনাকে আশুরার দিনের দোহাই! আমার জন্য দুই সের রুটি, পাঁচ সের গোস্ত ও দশটি দিরহামের ব্যবস্থা করুন। আল্লাহ তাআলা আপনার মান সম্মানে বরকত দিন।” কাজী সাহিব বললেন, “যোহরের পর আসবেন।” ফকীর যোহরের পর আসলে বললেন, “আসরের পর আসবেন।” সে আসরের পর আসলে তখনও কিছু না দিয়ে খালি হাতেই ফিরিয়ে দিলেন। ফকীরের মন ভেঙ্গে গেল। সে অসন্তুষ্টবস্থায় এক খ্রীষ্টানের নিকট গেল আর তাকে বলল, “আজকের পবিত্র দিনের ওয়াসীলায় আমাকে কিছু দিন।” সে জিজ্ঞাসা করল, “আজ কোন দিন?” জবাব দিল, “আজ আশুরার দিন।”

এটা বলার পর আশুরার কিছু ফযীলত বর্ণনা করল। সে শুনে বলল, “আপনি অনেক বড়ই মর্যাদাপূর্ণ দিনের দোহাই দিয়েছেন, নিজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলুন! ফকীর তাকে ঐ প্রয়োজনীয়তার কথা বলল। ঐ ব্যক্তি দশ বস্তা গম, একশত সের গোস্ত ও বিশটি দিরহাম পেশ করে বললেন, “এটা আপনার পরিবার-পরিজনের জন্য।” সারাজীবন প্রতি মাসে এদিনের ফযীলত ও সম্মানের ওয়াসীলায় নির্ধারিত থাকবে। রাতে ক্বাজী সাহেব স্বপ্নে দেখলেন যে, কেউ বলছে, “চোখ তুলে তাকাও! যখন তাকাল তখন দুইটি আলিশান মহল দেখতে পেল।” একটি রুপা ও স্বর্ণের ইটের ও অন্যটি লাল ইয়াকুতের তৈরী ছিল। কাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, “এ দুইটা মহল কার?” জবাব পেল, “যদি তুমি ফকীরের প্রয়োজন পূরণ করে দিতে তবে এগুলো তুমি পেতে, কিন্তু যেহেতু তুমি তাকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

বারংবার আসতে বলেও কিছু দাওনি, তাই এখন এ দু' টি মহল অমুক খ্রীষ্টানের জন্য। কাজী সাহেব যখন জাগ্রত হলেন তখন খুবই পেরেশান ছিলেন। ভোর হলে ঐ খ্রীষ্টানের নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, গতকাল তুমি কোন "নেক" কাজটি করেছ?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কিভাবে জানলেন?" কাজী সাহেব নিজের স্বপ্নের কথা বললেন, আর আবেদন করলেন যে, আমার কাছ থেকে এক লক্ষ দিরহাম নিয়ে যাও আর গতকালের ঐ নেকী আমার নিকট বিক্রি করে দাও। খ্রীষ্টানটি বলল, "আমি সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ নিয়েও তা বিক্রি করব না।" আল্লাহর রহমত ও দান অনেক মহান। শুনুন! আমি মুসলমান হচ্ছি। একথা বলে তিনি পড়লেন,

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই এবং সাক্ষী দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বিশেষ বান্দা ও তাঁর রসূল। صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (রওযুর রিয়াহীন, পৃ-১৫২)

আশুরার মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশুরা অর্থাৎ- মুহাররামুল হারামের দশ তারিখে ইমামে আলী মকাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে কারবালা প্রান্তরে সীমাহীন নির্দয়ভাবে ক্ষুধা পিপাসা অবস্থায় শহীদ করা হয়েছে। আশুরার দিনে এছাড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে। আশুরার দিন ও মুহাররামুল হারামের সম্পূর্ণ মাসেই ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্ব অর্জিত হয়েছে। রমাযানুল মুবারকের পর মুহাররমুল হারামের রোযাই সর্বোৎকৃষ্ট। যেমন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

৫টি হাদীস শরীফ

(১) উভয় জগতের সুলতান, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, "রমাযানের পর মুহাররামের রোযা উত্তম ও ফরযের পর উত্তম নামায হলো সালাতুল লাইল (অর্থাৎ-রাতের নফল নামায)।" (সহীহ মুসলিম, পৃ-৫৯১, হাদীস নং-১১৬৩)

(২) নবী করীম, মদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "মুহাররাম মাসের প্রতিদিনের রোযা, এক মাসের রোযার সমান।" (আল মুজামুস্ সাগীর লিত্ তাবারানী, খন্ড-২য়, পৃ-৭১)

(৩) রহমতে আলম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি মুহাররাম মাসে তিনদিন বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার দিন রোযা রাখে, তার জন্য দু' বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখা হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৩৮ হাদীস নং-৫১৫১)

(৪) মদীনার তাজোর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আশুরার দিনে রোযা রাখ, আর এতে ইয়াহুদীদের বিপরীত কর, এর আগে বা পরে একদিনের রোযা রাখ।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-১ম, পৃ-৫১৮, হাদীস নং-২১৫৪)

সুতরাং যে ১০ ই মুহাররাম মাসে রোযা রাখে, তার উচিত ৯ বা ১১ তারিখের রোযাও যেন রাখে।

(৫) মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী বাণী হচ্ছে, "যে আশুরার দিন নিজের ঘরে রিযিকের প্রশস্ততা করল, আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর সারা বৎসর প্রশস্ততা করবেন।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

সারা বৎসর রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপত্তা

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন, মুহাররাম মাসের ৯ ও ১০ তারিখের রোযা রাখলে অনেক সাওয়াব পাবেন। সন্তান-সন্ততিদের জন্য ১০ ই মুহাররাম শরীফে খুব ভাল ভাল খাবার তৈরী করবেন, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সারা বৎসর ঘরে বরকত হবে। উত্তম হচ্ছে যে, খিচুড়ী রান্না করে হযরত শহীদে কারবালা সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ফাতিহা করা। এ তারিখে গোসল করলে সারা বছর রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকবে, কেননা এদিন যমযমের পানি সমস্ত পানির মধ্যে পৌঁছে যায়।"

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৪২, ইসলামী যিন্দেগী, পৃ-১০২)

নবী করীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আশুরার দিন ইসমাদ সুরমা চোখে লাগাবে, তার চোখ কখনো অসুস্থ হবে না।" (শুউবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃষ্টা-৩৬৭, হাদীস নং-৩৭৯৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللهُ تعالیٰ علیٰ محمّد

পাকিস্তানের ভয়ানক ভূমিকম্প

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে বিপদগ্রস্থের প্রতি সমবেদনার মন-মানসিকতা তৈরী হয়। এ লেখাটি লেখা পর্যন্ত পাকিস্তানের ইতিহাসে আসা সবচেয়ে বৃহৎ ভয়ানক ভূমিকম্প সম্পর্কে কিছু বর্ণনা পেশ করছি। ১৪২৬ হিজরী (৮.১০.২০০৫) রমাযানুল মুবারক, রোজ শনিবার, সকাল প্রায় ৮.৪৫ মিনিটে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে ভয়ানক ভূমিকম্প হল। যাতে সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীরের বড় একটি অংশ এছাড়া পাঞ্জাবেরও কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

এক রিপোর্ট অনুযায়ী দুই লক্ষ থেকেও বেশী মানুষ এতে মৃত্যুবরণ করেছেন আর আসল কথা এ যে, মৃতদের সংখ্যা কে জানে! সম্পূর্ণ গ্রাম, পূর্ণ বস্তী ও অনেক শহর তছনছ হয়ে ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ের পর পাহাড় যমীন থেকে উপড়ে জনবসতিতে ওলট-পালট হয়ে গেছে। জানিনা কত হাসি- কথায় রত মানুষ হঠাৎ জীবন্ত দাফন হয়ে গেছে। এসবের হিসাব কে এবং কিভাবে করতে পারে! হায় যদি এমন হত! গুনাহ্ করার সময় এ ভূমিকম্পকে চোখের সামনে রাখার মন-মানসিকতা আমাদের তৈরী হয়ে যেত। কারণ আবার যেন এমন না হয় যে, গুনাহের সময়ই হঠাৎ ভূমিকম্প এসে যায় আর চোখের পলকে আমাদের লাশ তৈরী হয়ে যাই। (আমরা আল্লাহ! এর নিকট নিরাপত্তা কামনা করছি।)

৬১৯ ট্রাক মালামাল

দা'ওয়াতে ইসলামীর ভাইয়েরা ভূমিকম্পে আক্রান্তদের সেবায় সর্বাত্মক সহযোগীতা করেছেন এবং সর্বোচ্চভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রায় ৬১৯ ট্রাক ভর্তি মালামাল সামগ্রী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। সেবামূলক কাজে প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসুলের সুন্নাত প্রশিক্ষণের কিছু মাদানী কাফিলাও ভূমিকম্পে আক্রান্ত এলাকা সমূহে হারিয়ে যায় কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ তাদেরকে খুব শীঘ্রই নিরাপদে জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। এগুলো থেকে একটি মাদানী কাফিলার মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন।

(৬৯) মৃত্যুমুখে দু'বার

ঢারগ কলোনী ও মলীর বাবুল মদীনা, করাচীর নয়জন ইসলামী ভাইয়ের সম্মিলিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলায় (সুন্নাতে ভরা) সফররত ছিল। আর (কাশ্মীরের) "বাগ" জেলার কাদিরাবাদের একটি মসজিদে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবস্থান করছিল। আশিকানে রাসূলদের অনেকটা এরকম বর্ণনা, "আরামের বিরতির সময় পাঁচজন ইসলামী ভাই আরাম করছিলেন আর চারজন ইসলামী ভাই তখন মসজিদের বাইরে গিয়েছিলেন। ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মুবারক দিনের প্রায় ৮টা ৪৫ মিনিটে হঠাৎ ভূমিকম্পের শক্তিশালী হেঁচকা টান আসল। ইসলামী ভাইয়েরা ভয় পেয়ে প্রায় ৫ ফুট উচুঁ দেয়াল থেকে বাইরের দিকে লাফিয়ে খুব দ্রুত দৌঁড় দিলেন। চতুর্দিক থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ আসছিল।

পিছনে ফিরে যখন দেখল তখন অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য ছিল যে, দু'দিক থেকে পাহাড় জনবসতির উপর এসে পড়েছে। যখন ধুলোর মেঘ কিছুটা আলাদা হল তখন সেখানে না আমাদের মসজিদটি ছিল, না ছিল ঘর-বাড়ী। সমস্ত আলীশান দালান-কোটা মাটির সাথে মিশে গেছে। চতুর্দিকে ছোট কিয়ামতের রূপ বিরাজ করছিল। সম্ভবত এ জনবসতির কোন একজন মানুষ জীবিত থাকতে পারেনি।" আশিকানে রাসুলগণ কোন রকমে নিকটস্ত এলাকা 'নাযরাবাদ' এ পৌঁছলেন। সেখানেও ভূমিকম্প ধ্বংস করে ফেলেছিল।

যখন কিছুটা হুশ এল তখন সেবামূলক কাজে অংশ নিলাম। সেখানে রোযার ইফতার করলাম। একটি ভূমিকম্প আক্রান্ত মসজিদের অবশিষ্টাংশে মাগরিবের নামায জামাআত সহকারে আদায় করে পুনরায় যে মাত্র মসজিদ থেকে বের হলাম আবার একটি মন কাঁপানো ভূমিকম্পের হেঁচড়া টান এল, আর মসজিদের বাকী অংশটুকুও আওয়াজ দিয়ে পড়ে যমীনের সাথে লেগে গেল।

এভাবে দ্বিতীয়বারও আশিকানে রাসুলের জীবন নিরাপদ রইল। "জাতীয় পত্রিকা" এর এক কলামিষ্ট এ ঘটনা বর্ণনা করার পর লিখলেন, এ কাফিলা ভাল নিয়্যতে (অর্থাৎ নেকীর দা'ওয়াত সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য গিয়েছিল) (সম্ভবত) এজন্য আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

زلزلہ آئے گر' آکے چھاجائے گر
صرف حق سے ڈریں قافلے میں چلو
زلزلہ عام تھا ہر سُو کُہرام تھا
اس سے لو عِبرتیں قافلے میں چلو

যালযালা আ-য়ে গার, আ-কে ছাযায়ে গার,
ছির্‌ফ হক ছে ডরে কাফিলে মে চলো।
যালযালা আ-ম থা হার সু কুহরাম থা,
ইসছে লো ইবরতে কাফিলে মে চলো।

(৭০) শুকনো রুটির টুকরো

যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম হযরত সায়্যিদুনা খলীল বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه এর খিদমতে "আহওয়ায" থেকে আমীর (শাসক) সুলাইমান বিন আলীর দূত বিশেষভাবে উপস্থিত হয়ে আরয করল, শাহজাদাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য শাসনকর্তা আপনাকে রাজ দরবারে ডেকেছেন। হযরত সায়্যিদুনা খলীল বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه শুকনো রুটির টুকরো দেখিয়ে জবাব দিলেন যে, "আমার নিকট যতক্ষণ এ শুকনো রুটির টুকরো থাকবে, ততক্ষণ আমার রাজ দরবারের চাকুরীর কোন প্রয়োজন নেই।" (রূহানী হিকায়াত, খন্ড-১ম, পৃ-১০৬, রূমী পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

جُستجُو میں کیوں پھریں مال کی مارے مارے
ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں

জুসতুজু মে কিউ ফিরে মাল কি মারে মারে
হাম তো ছরকার কে টুকড়ো পে পিলা করতে হে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمّد

প্রধানমন্ত্রীর দা'ওয়াত নামা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহর নেক বান্দাগণ ক্ষমতাসীনদের থেকে কিরূপ দূরত্ব বজায় রাখতেন। অপরদিকে চিন্তা করুন, আজ আমাদের মত লোক যদি রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর দা'ওয়াত পেয়ে যাই তবে হাজারো ঝামেলা ও প্রয়োজনীয় কাজ ত্যাগ করে দেব, আর চাই এক হাজার কিলোমিটার পথ সফর করতে হয়, তাও করে খুব উন্নত পোষাক পরিধান (আল্লাহ তায়ালার পানাহ্!) করে এসেম্বিলী হলের মুখোমুখি পৌঁছে সবার আগে লাইনে দাঁড়িয়ে যাব! হায় নফস, প্রতিপালন!! কোন ভীষণ অপারগতা ছাড়া শুধুমাত্র পার্থিব ফায়দা ও উচ্চ মর্যাদার মহব্বতের কারণে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ ও অফিসার ইত্যাদির পিছু নেয়া, তাদের দা'ওয়াতে অংশগ্রহণ করা, তাদের থেকে সনদ অর্জন করা, আল্লাহ তাআলার পানাহ্! তাদের সাথে ছবি তোলা তারপর এসব ছবি খুব যত্নে সামলিয়ে রাখা, মানুষকে দেখাতে থাকা ও সেসব ঘর কিংবা অফিসে টাঙ্গানো ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যাগুলো নিজের মধ্যে শুধু ধ্বংসই বহন করে নিয়ে আসে কিন্তু এগুলোতে কোন বরকত হয় না। তবে দ্বীনি ফায়দা অর্জনের জন্য অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য যদি তাদের কাছে যেতে হয় তবে অন্য কথা। কারণ যে অসহায় সে অপারগ। কথিত আছে।

بِئْسَ الْفَقِيْرُ عَلٰى بَابِ الْاَمِيْرِ

(অর্থাৎ-ফকীরদের (দরবেশ) মধ্যে ঐ ব্যক্তি খুবই উত্তম, যিনি ধনীদের দরজায় গমন করেন) এবং

نِعْمَ الْاَمِيْرُ عَلٰى بَابِ الْفَقِيْرِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(অর্থাৎ- ধনীদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি খুব ভাল, যিনি ফকীর দরবেশদের দরজায় গমন করেন)। (শয়তান কী হিকায়াত, পৃ-৭১,৭২, ফরীদ বুক ষ্টল, মারকাযুল আওলিয়া, লাহোর)

উভয় জগতে সফলতা

যাহোক শয়তানের চাল খুবই মারাত্মক। অনেক সময় সে নফসের আকাঙ্খাগুলোকে দ্বীনি ফায়দার বিশ্বাস দিয়েও ক্ষমতাসীন লোকদের চরণে রেখে দেয়। এজন্য আল্লাহ এর নেক ও হুশিয়ার বান্দাগণ তাদের থেকে দূরে থাকাকেই নিরাপদ মনে করেন। অন্যের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পরিবর্তে, যিনি অল্পে তুষ্টির পথ অবলম্বন করে, তিনি উভয় জগতে সফলকাম। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ, অত্যাচারী ও বিচারকদের প্রতি আল্লাহ ওয়ালাগণ কিরূপ অসন্তুষ্ট থাকতেন, এটার অনুমান এ ঘটনা থেকে করতে পারেন। যেমন-

(৭১) জাগ্রতবস্থায় ৭৫ বার সরকারে মদীনা ﷺ এর দীদার লাভ

হযরত আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর একটি চিঠি তাঁর এক বন্ধু শায়খ আবদুল কাদির শাযলী এর নিকট হযরত সায়্যিদুনা আলী খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه দেখেছেন। যা ঐ ব্যক্তির জবাবে লিখেছেন যে, বাদশাহর কাছে সুপারিশ করতে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। ঐ চিঠির জবাবে হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী লিখেছিলেন, "আমার ভাই! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি এ পর্যন্ত হুযূরে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় খিদমতে জাগ্রতবস্থায় ৭৫ বার সামনা সামনি হাযির হয়েছি। যদি বাদশাহ ও ধনীদের নিকট যাওয়াতে নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাৎ লাভ করা (দীদার) থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় আমার না থাকত তবে অবশ্যই আমি কেল্লাতে যেতাম এবং বাদশাহর নিকট তোমার জন্য সুপারিশ করতাম। আমি একজন হাদীসের খাদিম, যে সকল হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম নিজেদের বিচার-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিশ্লেষণে দূর্বল বলেছেন, সেগুলোর সত্যতা যাচাই করার জন্য আমি হুজুরে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখাপেক্ষী (অর্থাৎ আমার আরো অনেকবার হুজুরে পাকের দরবারে যেতে হবে) আর নিঃসন্দেহে এটার উপকার তোমার নিজস্ব উপকারের উপর প্রাধান্য রাখে। (মীযানুশ শরীআতিল কুবরা, পৃ-৪৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! শাসকদের নিকট আসা-যাওয়াতে রূহানিয়্যতের কত বড় ক্ষতিসাধন হতে পারে! এ বিষয়ে আরো একটি ঘটনা শুনুন, যাতে গভর্ণরের নিকট যাওয়ার কারণে রূহানিয়্যতের ভীষণ ক্ষতি সাধন হওয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন-

(৭২) না'ত শরীফ পরিবেশনকারীর কেন ক্ষতি হল?

হযরত আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন তারীন না'তে রসূল পরিবেশনের ক্ষেত্রে এমন প্রসিদ্ধ ছিলেন যে, হুযূর তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে তাঁর জাগ্রতাবস্থায় সাক্ষাৎ হত। যখন তিনি ভোরবেলা পবিত্র রওযায়ে মুবারকে হাযির হলেন তখন হুযূর আনওয়ার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাথে আপন আলোকিত কবর থেকে কথা বললেন। এ না'ত পরিবেশনকারী কখনও নিজের এ মহান আলাপ-চারিতা অবস্থায় মশগুল ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আবেদন করল যে, শহরের গভর্ণরের নিকট যেন তার নিজের জন্য সুপারিশ করেন। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه গভর্ণরের নিকট সুপারিশ করলেন, ঐ গভর্ণর তাঁকে নিজের আসনে বসালেন। তখন থেকে তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه সাথে হুযূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

এরপর তিনি সর্বদা হুযূরে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সাক্ষাতের আকাঙ্খা পেশ করতে থাকেন কিন্তু সাক্ষাৎ হল না। একবার একটি শে’র আরয করলে দূর থেকে সাক্ষাত হল। হুযুরে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, “জালিমদের মসনদে বসার পরও আমার সাক্ষাৎ চাও, এটার কোন পথ নেই।” হযরত সায়্যিদুনা আলী খাওয়াস رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡه বলেন যে, এরপর ঐ বুযুর্গ সম্পর্কে আমরা খবর পাইনি যে, তাঁর সাথে তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাৎ হয়েছে কি হয়নি। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেল।

(মীযানুশ শারীআ’তিল কুবরা, পৃ-৪৮)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সমস্ত মানুষ নিজের উপকারের জন্য ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের পিছনে ঘুরে, কখনো কোন মন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি ইত্যাদির ঘরে সুযোগ পেলে যেন উড়তে উড়তে হাযির হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি বেইজ পরিয়ে দেয় বা মুসাফাহা করলে সে ছবি টাঙ্গিয়ে রাখে, অন্যদেরকে দেখায় আর এটা অনেক বড় সম্মান মনে করে, তাদের জন্য পূর্বোল্লিখিত ঘটনায় অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে।

اَلۡعَاقِلُ تَكۡفِيۡهِ الۡاِشَارَةُ

অর্থ ঃ বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট

کس چیز کی کمی ہے مولیٰ تری گلی میں
دُنیا تری گلی میں عُقبیٰ تری گلی میں
تختِ سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں
بِستر لگا ہوا ہے جن کا تری گلی میں

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

কিছ চীজ কি কমী হায়, মওলা তেরি গলি মে,
দুনিয়া তেরি গলি মে, উক্‌বা তেরি গলি মে,
তখতে সিকান্দরী পর উও থুকতে নেহী হে,
বিস্‌তর লাগা হুয়া হে জিন কা তেরি গলি মে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

(৭৩) শাহী দস্তরখানার বিপদ

হযরত সায়্যিদুনা কাজী শরীক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه অনেক বড় আলিম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের সাথে মেলা-মেশা থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতেন। একবার বাগদাদের খলীফা মাহদী আব্বাসী তাঁকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه দরবারে ডাকলেন আর অনেক অনুরোধ করলেন যে, আমার তিনটি বিষয় থেকে যে কোন একটি অবলম্বন করতেই হবে। (১) কাজী (অর্থাৎ-বিচারক) এর পদ গ্রহণ করুন। বা (২) আমার শাহজাদাদের শিক্ষা দিন। অথবা (৩) কমপক্ষে আমার সাথে খাবার হলেও খেয়ে নিন। কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করার পর বললেন, আপনার সাথে খাবার খাওয়া অন্য কাজগুলো অপেক্ষা সহজ। সুতরাং দা'ওয়াত গ্রহণ করলেন। খলীফা বাবুর্চীকে সর্বোত্তম খাবার তৈরীর করার নির্দেশ দিলেন।

হযরত সায়্যিদুনা কাজী শরীক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বাদশাহর সাথে শাহী দস্তরখানায় খাবার খেলেন। শাহী বাবুর্চী তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সামনে আরয করল, "হুযুর! এখন আর আপনার বাঁচার উপায় নেই। অর্থাৎ- এখন আপনি শাহী জালে ফেঁসে গেছেন, তা থেকে কখনো মুক্তি পাবেন না।" সুতরাং এমনই হল। বাদশাহর সাথে খাওয়ার পর শাহজাদাদের উস্তাদও হয়ে গেলেন এবং কাজী বা জজের পদও গ্রহণ করলেন। (তারীখুল খুলাফা, পৃ-২২১)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

এক তৃতীয়াংশ দ্বীন বা ধর্ম চলে যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকাতেই নিরাপত্তা রয়েছে। তাদের দা'ওয়াত খাওয়া ও তাদের উপহার সামগ্রী গ্রহণ করাতে আখিরাতে কঠিন বিপদের ভয় রয়েছে। কারণ তাদের দা'ওয়াত খাওয়া ও উপহার গ্রহণকারীদেরকে তাদের তোষামোদ করা ও অহেতুক তাদের কথায় সাড়া দেয়া থেকে বাঁচা খুবই মুশকিল।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি কোন ধনীকে তার সম্পদের কারণে সম্মান করে, তার দুই তৃতীয়াংশ দ্বীন বা ধর্ম চলে যেতে থাকে।"

(কাশফুল খিফা, খন্ড-২য়, পৃ-২১৫, হাদীস নং-২৪৪২)

আলা হযরত মওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এ হাদীসে পাকের ভিত্তিতে বলেন, "দুনিয়ার সম্পদের জন্য বিনয়, আল্লাহ তাআলার খাতিরে বিনয় করা নয়, (সুতরাং) এটা হারাম।" (যাইলুল মুদ্দাআ লিইহসানিল বিআ, পৃ-১২)

তোষামোদের নিন্দা

উদ্দেশ্য এ যে, কোন দুনিয়াদার ধনীর শরয়ী অনুমতি ছাড়া শুধুমাত্র তার সম্পদের কারণে বিনয় করা হারাম। আফসোস! শত কোটি আফসোস! এ গুনাহ্ আজকাল চতুর্দিকে অনেক বেশি ছড়িয়ে আছে। "ধনী ব্যক্তি" সাধারণ মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে থাকে। কেননা সম্পদের আধিক্যের কারণে তার একটা বিশেষ প্রভাব থাকে। যদিও সে "সামান্য পরিমান বাদাম" পর্যন্ত দেয় না তবুও মানসিক প্রভাবে পরাজিত হয়ে অহেতুক নম্রতা ও তোষামোদ সূলভ ভঙ্গিতে লোকেরা তার সাথে ব্যবহার করে।

সরকারে আলা হযরতের সম্মানিত পিতা হযরত আল্লামা মওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه উদ্ধৃত করেন, হাদীস শরীফে এসেছে, "মুসলমান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

তোষামোদকারী হয় না।" আর মিথ্যা প্রশংসা সমূহ এর চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ এক তোষামোদ, দ্বিতীয় মিথ্যা, তৃতীয় ঐ ব্যক্তির ক্ষতি। কেননা সামনে প্রশংসা করাকে হাদীসে গর্দান কাটা বলা হয়েছে আর ইরশাদ হয়েছে, "প্রশংসাকারী (অর্থাৎ- সামনে প্রশংসাকারী) -এর মুখে মাটি নিক্ষেপ করো।" বিশেষতঃ যদি প্রশংসাকৃত (অর্থাৎ- যার প্রশংসা করা হল) ফাসিক হয়। তাহলে হাদীসে বলা হয়েছে, "যখন ফাসিকের প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ক্রোধান্বিত হন এবং রহমতের আরশ নড়ে উঠে।" (আহসানুল বিআ লিআদাবিদ দুআ, পৃ-১৫৪)

(৭৪) রুটি দান করার সাওয়াবও পাওয়া গেল

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন, আমি আমার মরহুমা ফুফুজানকে স্বপ্নে দেখে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "ভাল আছি। নিজের আমলের সম্পূর্ণ বিনিময় পাওয়া গেছে। এমনকি ঐ মালীদা (ঘি ও চিনিতে পূর্ণ করা রুটি) এর সাওয়াবও পাওয়া গেল, যা আমি একদিন গরীবকে আহার করিয়েছিলাম।

(শারহুস সুদূর, পৃ-২৭৮)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

(৭৫) আঙ্গুরের দানা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আল্লাহ তাআলার কারো অণু পরিমাণ নেকীও নষ্ট করেন না। দেখতে যতই সামান্য বস্তু মনে হোক না কেন তা আল্লাহ তাআলার পথে দান করতে লজ্জা করা উচিত নয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا একবার ভিক্ষুককে একটি আঙ্গুরের দানা দান করলেন। কেউ দেখে অবাক হলে বললেন, এ (আঙ্গুর) থেকেতো অনেক ক্ষুদ্রাংশ বের হতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ সুতরাং সে অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।

(সূরা-যিলযাল, আয়াত-৭, পারা-৩০)

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে মালীদা (ঘি ও চিনিতে পূর্ণ রুটি) অথবা যে কোন হালাল (পবিত্র) খাবার খাওয়ানো অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। যেমন- মদীনার তাজেদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, "যে ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ালো, শেষ পর্যন্ত সে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল তাহলে তাকে (অর্থাৎ-যে খাইয়েছেন) আল্লাহ আরশের ছায়ায় জায়গা দান করবেন।"

(মুকারামুল আখলাক লিত তাবারানী, পৃ-২৭২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭৬) স্বপ্নে ফুঁক দেয়ার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষুধার্তদেরকে খাওয়ানোর আগ্রহ লাভের জন্যও সুন্নাতে ভরা জীবন গঠন করার নিমিত্ত্বে আশিকানে রসূলের সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা মাদানী কাফিলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। রূহানী বরকত লাভের সাথে সাথে শারীরিক ফায়দার মাধ্যমেও اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রাচুর্য্যপূর্ণ হবেন।

যেমন এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ বর্ণনা যে, আমার ভাগিনা আলসারের কারণে ভীষণ কষ্টে ছিল। ডাক্তারও চিকিৎসা করা থেকে অপারগতা প্রকাশ করলেন। সে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রসূলের সাথে মাদানী কাফিলাতে সফর করল। যাওয়ার সময় শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল। তার কষ্ট দেখার মত নয়। সে বলল যে, আমি এ মন-মানসিকতা তৈরী করলাম যে, মাদানী কাফিলাতে আরাম করব না, প্রয়োজনীয় খাবার চাইব না, যা কিছু ঝাল-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

পানসে পেতাম, তা খেয়ে নিতাম। ঐ ইসলামী ভাই বলেছেন যে, যখন আমার ভাগিনা রাতে ঘুমাল তখন সে স্বপ্নে একজন বয়স্ক মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাক্ষাত লাভ করল। ঐ মুবাল্লিগ বললেন, "আমি তোমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট।" এরপর স্নেহ ভরে শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তার ভীষণ অসুস্থতার কথা বলল। এ কথা শুনে ঐ মুবাল্লিগ তার বুকের উপর আঙ্গুল রেখে ফুঁক দিলেন। যখন আমার ভাগিনা সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হল তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল।

ہے شِفا ہی شِفا مرحبا! مرحبا
آکے خود دیکھ لیں قافلے میں چلو
لوٹ لیں رحمتیں خوب لیں برکتیں
خواب اچّھے دکھیں قافلے میں چلو

হে শিফা হী শিফা মারহাবা! মারহাবা!
আ-কে খুদ দেখ্ লে কাফিলে মে চলো।
লুটলে রহমতে খূব লে বরকতে,
খাব আচ্ছো দেখে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمّد

(৭৭) অসাধারণ শাহজাদী

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শাহ কিরমানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর শাহযাদী যখন বিয়ের উপযুক্ত হলেন ও প্রতিবেশী দেশের বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রস্তাব এল তবুও তিনি প্রত্যাখান করলেন আর মসজিদে মসজিদে গিয়ে কোন পুন্যবান যুবকের সন্ধান করতে লাগলেন। এক যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল, তিনি ভালভাবে নামায আদায় করলেন আর কেঁদে কেঁদে দুআ করলেন। শায়খ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি বিয়ে করেছ?" তিনি না বলে জবাব দিলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিয়ে করতে চাও? মেয়ে কুরআনে মজীদ পড়ে, নামায-রোযায় অভ্যস্ত ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

উত্তম চরিত্রের অধিকারী।” তিনি বললেন, আমার সাথে কে আত্মীয়তা করবে! শায়খ বললেন, “আমি করব। এ নাও কিছু দিরহাম। এক দিরহামের রুটি, এক দিরহামের তরকারী ও এক দিরহামের সুগন্ধি কিনে নিয়ে এসো।”

এভাবে শাহ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের নেক ভাগ্যবতী মেয়ের বিয়ে তার সাথে দিয়ে দিলেন। কনে যখন বরের ঘরে আসলেন তখন তিনি দেখলেন পানির পাত্রের উপর একটি রুটি রাখা আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ রুটি কেন? বর বললেন, “এটা গতকালের বাসি রুটি, আমি ইফতার করার জন্য রেখেছি।” একথা শুনে তিনি ফিরে যেতে প্রস্তুত হলেন। এটা শুনে বর বললেন, “আমার জানা ছিল যে, শায়খ শাহ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর শাহজাদী আমার মত গরীবের ঘরে থাকতে পারবেন না। কনে বললেন, “আমি আপনার দারিদ্র্যতার কারণে নয় বরং এজন্য ফিরে যাচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলার উপর আপনার বিশ্বাস খুবই দূর্বল তাইতো ভরসা হিসেবে রুটিকে সঞ্চয় করে রেখেছেন।”

আমিতো আমার পিতার জন্য অবাক হচ্ছি যে, তিনি আপনাকে সৎচরিত্রের অধিকারী ও পূণ্যবান কিভাবে বললেন! বর একথা শুনে খুবই লজ্জিত হয়ে বললেন, এ দূর্বলতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কনে বললেন, আপনার অপারগতা আপনি জানেন, তবে আমি এমন ঘরে থাকতে পারি না, যেখানে এক বেলার খাবার জমা রাখা হয়। এখন হয়তো আমি থাকব নয়তো রুটি।
বর সাথে সাথে গিয়ে রুটি দান করে দিলেন আর এরূপ দরবেশ চরিত্রের অসাধারণ শাহযাদীর স্বামী হতে পেরে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করলেন।

(রাওযুর রিয়াহীন, পৃ-১০৩)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! তাওয়াক্কুলকারী (আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা) বান্দাদের কি চমৎকার কার্যকলাপ। শাহজাদী হওয়া সত্ত্বেও এমন জবরদস্ত তাওয়াক্কুল যে, কালকের জন্য খাবার জমা রাখা তার পছন্দ নয়! এসব কিছু পরিপূর্ণ আস্থার বাহার, যে আল্লাহ আজকে খাওয়ালেন তিনি কালকেও নিশ্চয় খাওয়াতে সক্ষম। পশু-পাখী ইত্যাদি কিছু কি জমা করে রাখে! এক বেলা খাওয়ার পর অন্য বেলার জন্য জমা রাখা তাদের বৈশিষ্ট্য নয়।

মুরগীর তাওয়াক্কুল খেয়াল করুন। সেটাকে পানি দিন। দেখবেন যতটুকু প্রয়োজন তা পান করে নেয়ার পর পেয়ালায় পা রেখে অবশিষ্ট পানি ফেলে দেবে। মূলতঃ এটা হলো নীরব মুবাল্লিগা! এটা আমাদের উপদেশ দিচ্ছে যে, "হে লোকেরা! সারা বছরের জন্য জমা করে রাখা সত্ত্বেও তোমাদের তৃপ্তি আসেনা! অপরদিকে আমি একবার পান করার পর দ্বিতীয়বারের জন্য চিন্তামুক্ত হয়ে যাই যে, যিনি এখন পানি পান করিয়েছেন, তিনি পরেও পান করাবেন।"

(৭৮) ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর শিক্ষক

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর উস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা কুবীসা বিন উকবা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য একদিন হাসতানী অঞ্চলের শাহজাদা নিজের খাদিমসহ হাযির হল।

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ঘর থেকে বের হতে যথেষ্ট সময় নিলেন। এতে তার খাদিমেরা ডাক দিয়ে বললেন,"হুযূর! আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه দরজায় মালিকুল জিবাল (অর্থা-পাহাড়সমূহের বাদশাহ) এর শাহযাদা দাঁড়িয়ে আছেন আর আপনি যে ঘর থেকেই বের হচ্ছেন না! এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা কুবীসা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه রুটির কিছু শুকনো টুকরো নিয়ে বাইরে আসলেন আর তা দেখিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এতটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, মালিকুল জিবালের সাথে এর কি কাজ? খোদা এর শপথ! আমি তার সাথে কথাও বলব না। এটা বলে তিনি দরজা বন্ধ করে নিলেন। (তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খন্ড-১ম, পৃ-২৭৪)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

অল্পে সন্তুষ্টিতে সম্মান রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সাদা-সিধে পথ অবলম্বন করে সাধারণ খাবার ও পোষাকে তুষ্ট থাকে, তার দৌলতের প্রয়োজন হয় না ধনী ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। সম্পদের লোভ করা ঠিক নয়। যে এতে আক্রান্ত হয় সে কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। সর্বদা ধন অর্জনের ধ্যান তার ঘাড়ে চেপে বসে থাকে। অবশেষে তার মৃত্যু এসে পড়ে। যেমন হযরত মওলায়ে কায়িনাত, আলী মুরতাজা শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, عَزَّ مَنْ قَنَعَ وَذَلَّ مَنْ طَمَعَ অর্থাৎ- "যে অল্পে তুষ্ট হল, সে সম্মান লাভ করল আর যে লোভ লালসা করল, সে অপমানিত হল।" (রূহানী হিকায়াত, খন্ড-১ম, পৃ-১০৬, রূমী পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)

দুনিয়াকে ত্যাগ করো

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বর্ণনা হচ্ছে, তাজদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেছেন, "হে আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ ! যখন তোমার প্রচন্ড ক্ষুধা লাগে তখন একটি রুটি ও এক পেয়ালা পানি দিয়ে জীবন যাপন করো আর বলে দাও যে, আমি দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে ত্যাগ করছি।" (আল কামিল ফী দুআফাইর রিজাল, খন্ড-৮ম, পৃ-১৮৩)

অন্যের সম্পদ থেকে বিমুখ হয়ে যাও

হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, এক গ্রাম্য ব্যক্তি মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে হাযির হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত অসিয়ত করুন! ইরশাদ করলেন, "যখন নামায পড় তখন জীবনের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শেষ নামায (মনে করে) পড় ও কখনো এমন কথা বলো না, যার জন্য কালকে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হয় এবং মানুষের নিকট যা কিছু আছে তা থেকে বিমুখ হয়ে যাও।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৪৫৫, হাদীস নং-৪১৭১)

কারো কিছু না নেয়াই উত্তম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যের সম্পদের আশায় থাকা। যেমন সে আমাকে খুব ভালবাসে। নিজেই আমাকে প্রস্তাব দেয় যে, যখনই কিছু প্রয়োজন হয়, বলে দিও। এজন্য কখনো কিছু প্রয়োজন হলে তার কাছ থেকে চেয়ে নেব, সে কখনো না বলবে না ইত্যাদি আশা সবই মূল্যহীন। কারণ মানুষের মন পরিবর্তন হতে থাকে। মনে রাখবেন! "দাতা" গ্রহীতা এর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। অবশ্যই যদি কেউ কিছু দিতে চায় আর আপনি গ্রহণ না করেন তবে অবশ্যই আকৃষ্ট হবে।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন, "আরাম-আয়েশ কয়েক মুহুর্তের, যা অতিবাহিত হয়ে যাবে। আর কিছুদিনের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে। নিজের জীবনে অল্পে তুষ্টির পথ অবলম্বন কর, সন্তুষ্ট থাকবে। আর নিজের আশা-আকাঙ্খা পরিত্যাগ কর, স্বাধীনভাবে জীবন কাটবে। অনেক সময় স্বর্ণ বা ইয়াকুত ও মুক্তার কারণে মৃত্যু (ডাকাত দ্বারা) আসে।" (ইহইয়াউল উলুম, খন্ড-৩য়, পৃ০২৯৮)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

কারো মুখাপেক্ষী হয়োনা

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ওয়াসি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه শুকনো রুটি পানি দিয়ে ভিজিয়ে খেতেন আর বলতেন, "যে ব্যক্তি এর উপর সন্তুষ্ট থাকে, সে কারো মুখাপেক্ষী হয় না।" (প্রাগুক্ত, পৃ-২৯৫)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

পেটতো এক বিঘত পরিমাণই

হযরত সায়্যিদুনা সামীত বিন আজলান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, হে মানব! তোমার পেট খুব ছোট। অর্থাৎ-শুধুমাত্র এক বিঘত পরিমাণ চারকোণ বিশিষ্টই তো রয়েছে, অতএব সেটা তোমাকে কেন দোযখে নিয়ে যাবে? কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সম্পদ কী? তিনি জবাব দিলেন, বাহিক্যভাবে ভাল অবস্থায় থাকা, আভ্যন্তরীনভাবে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ও যা কিছু মানুষের কাছে আছে তা থেকে নিরাশ হওয়া।" (প্রাগুক্ত, পৃ-২৯৮)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, "মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তার দু'টি অভ্যাস জোয়ান (যুবক) হয়ে যায় (আর তা হল) সম্পদের লোভ ও বয়সের লোভ।" (সহীহ মুসলিম, পৃ-৫২১, হাদীস-১০৪৭)

শুধুমাত্র কবরের মাটি দিয়েই পেট ভর্তি হবে

মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, "যদি মানুষের জন্য সম্পদের দুইটি উপত্যকা হয় তবে তারা তৃতীয় উপত্যকার আশা করবে, আর মানুষের পেটকেতো শুধুমাত্র মাটিই ভরে দিতে পারে। আর যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।" (সহীহ মুসলিম, পৃ-৫২২, হাদীস নং-১০৫০)

سیٹھ جی کو فکر تھی اِک اِک کے دس دس کیجئے
موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے

সেট জী কো ফিকর থী এক্ এক্ কে দশ দশ কীজিয়ে,
মওত আ-পৌহছি কেহ মিস্টার জান ওয়াপিছ কীজিয়ে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

(৭৯) একশত রুটি

হাফিযুল হাদীস হযরত সায়্যিদুনা হাজ্জাজ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যখন ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য সফরে বের হচ্ছিলেন তখন তাঁর সম্মানিতা মাতা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه একশত নানরুটি একটি মাটির পাত্রে ভর্তি করে তাঁর সাথে দিলেন। তিনি মহান মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা শাবাবা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর বরকতময় দরবারে হাযির হয়ে ইলমে হাদীস পড়ায় ব্যস্ত হলেন। রুটিতো আম্মীজান দিয়েই দিয়েছিলেন।

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তরকারীর ব্যবস্থা নিজেই করলেন আর ঐ তরকারীও এমন, যা শত শত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরও সর্বদা তাজাই তাজা, আর বরকত এমন যে, কখনো এতে কমতিও হল না। ঐ আশ্চর্য্যজনক তরকারী কী? দজলা নদীর পানি। প্রতিদিন একটি নান রুটি দজলা নদীর পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতেন আর দিন-রাত অত্যন্ত চেষ্টার সাথে সবক পড়তে থাকেন। যখন ঐ একশত নানরুটি শেষ হয়ে গেল তখন অপারগ হয়ে সম্মানিত উস্তাদ থেকে বিদায় নিতে হল।" (তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খন্ড-২য়, পৃ-১০০)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আগের যুগে আমাদের উলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰى দ্বীনি জ্ঞানার্জন করার জন্য কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করতেন। আহ! আজকের যুগ যে, থাকা-খাওয়ার সুবিধা সহকারে দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়, তবুও মানুষ পড়ার জন্য প্রস্তুত নেই। দ্বীনি জ্ঞানার্জন করাতে নিশ্চয় উভয় জগতের অনেক কল্যাণ রয়েছে। মনে করুন, যদি কোন মাদ্রাসা বা জামিয়াতে স্থায়ীভাবে ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা করা না যায় তবে দা'ওয়াতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ইসলামীর যে কোন মাদানী তরবিয়্যাত গাহতে কমপক্ষে ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যাত কোর্স হলেও করে নিন। মাদানী তরবিয়্যাতী কোর্সেও কি চমৎকার বাহার। যেমন-

(৮০) এলার্জি ঠিক হয়ে গেল

এক ইসলামী ভাইয়ের অনেকটা এরকম বর্ণনা হচ্ছে, "আমার শরীরে এলার্জি ছিল। রোগ ও ঠান্ডায় ভীষণ কষ্ট হত। এছাড়া যখন বৃষ্টি হত তখন আমি ব্যথার তীব্রতায় পানি ছাড়া মাছের ন্যায় ছপফট করতাম। আমাকে এক আশিকে রসূল দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে থেকে তারবিয়্যাতী কোর্স করার পরামর্শ দিলেন। তাই দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায বাবুল মদীনা করাচীর ফয়যানে মদীনাতে ২০০৪ সালের ১৯ নভেম্বরে শুরু হওয়া ৬৩ দিন ব্যাপী তারবিয়্যতী কোর্সে ভর্তি হলাম। আমি অবাক হলাম যে, অনেক ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করানো ও অনেক টাকা-পয়সা খরচ করার পরও এলার্জির যে বিষাক্ত রোগ অনেক দিন থেকে শেষ হওয়ার কোন নাম গন্ধও নেই, তা আশিকানে রসূলের সংস্পর্শে থেকে ৬৩ দিনের তরবিয়্যাতী কোর্স করার বরকতে দূর হয়ে গেল।

دعوتِ اسلامی کی قَیُّوم، دونوں جہاں میں مچ جائے دھوم
اِس پہ فِدا ہو بچّہ بچّہ یا اللہ عَزَّوَجَلَّ مِری جھولی بھر دے

দা'ওয়াতে ইসলামী কি কায়্যুম, দো-নো জাহা মে মচ্ যা-য়ে ধূম,
ইছপে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা ইয়া আল্লাহ মেরি ঝুলি ভরদে।

তরবিয়্যাতী কোর্স কি?

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রসূলের সংস্পর্শে ৬৩ দিনের তরবিয়্যাতী কোর্স আখিরাতের জন্য এরূপ লাভজনক যে, এতে যা কিছু শিক্ষা পাওয়া যায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

সেটার ব্যাপারে বিস্তারিত জানার পর সম্ভবত দ্বীনের প্রতি অনুরাগী প্রতিটি মুসলমান এটা আকাঙ্খা করবে যে, হায়! এমন যদি হত! আমারও ৬৩ দিনের তরবিয়্যাতী কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন হত। বাবুল মদীনা ছাড়াও অন্যান্য দেশে ও শহরে তরবিয়্যাতী কোর্সের ধারাবাহিকতা চালু রয়েছে। এতে ঐ ধরনের অনেক জ্ঞান অর্জিত হয় যা শিক্ষা করা প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক বোধসম্পন্ন মুসলমানের জন্য ফরয। দ্বীনি জ্ঞানার্জনের অগণিত ফযীলত রয়েছে। যেমন তাজেদারে মাদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, "যে (দ্বীনের) জ্ঞানার্জন করল, এটা তার পূর্বের গুনাহ্‌সমূহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।"

(জামি তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৯৫, হাদীস নং-২৬৫৭)

কাফন ও দাফন, জানাযার নামায ও দুই ঈদের নামাযের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মাদানী কায়িদার মাধ্যমে মাখরাজ সহকারে শুদ্ধভাবে কুরআনে করীম শিক্ষা দেয়া হয় ও কুরআনে কারীমের শেষ ২০টি সূরা মুখস্ত ও সুরাতুল মূলকের অনুশীলন করানো হয়। আর কুরআনে কারীম শিক্ষার ফযীলত সম্পর্কে কী বলব! যেমন-

বাচ্চাকে নাযারা কুরআন পড়ানোর ফযীলত

উভয় জগতের সুলতান নবী করীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি নিজের সন্তানকে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত শেখায়, এর কারণে তার আগে পরে সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"

(মাজমাউয্‌যাওয়ায়িদ, খন্ড-৭ম, পৃ-৩৪৪, হাদীস নং-১১৭২১)

শাহানশাহে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি যৌবনে কুরআন শিক্ষা করে, কুরআন তার গোস্ত ও রক্তে মিশে যায় আর যে এটা বৃদ্ধ বয়সে শিখে সে কুরআন বারবার ভুলে যায় এবং তা সত্ত্বেও সে এটা ত্যাগ করে না তবে তার জন্য দুইটি সাওয়াব।" (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১ম, পৃ-২৬৭, হাদীস নং-২৩৭৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

তরবিয়্যাতী কোর্সে চরিত্রের প্রশিক্ষণ

তরবিয়্যাতী কোর্সে চারিত্রিক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে এসব বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া হয়। (১) সত্যবাদিতা, (২) সহনশীলতা, (৩) ধৈর্য্য, (৪) নম্রতা, (৫) ক্ষমা প্রদর্শন, (৬) কথা-বার্তা বলার ধরণ, (৭) গীবতের ধ্বংসলীলা ও (৮) ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টির নিয়ম ইত্যাদি।

মাদানী কাফিলার জাদওয়াল (রুটিন)-এর উপর আমল করিয়ে মাদানী কাফিলা প্রস্তুত করার নিয়ম, দরস, বয়ান, নেকীর দা'ওয়াতের আলাকায়ী দাওরা এছাড়া বিশেষতঃ দা'ওয়াতে ইসলামী মাদানী কাজের জান “ইনফিরাদী কৌশিশ” এর ধরণ, মাদানী ইনআমাতের কার্যবিধি নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়। তরবিয়্যাতী কোর্সের সময় কিছুদিন পরপর তিন বার তিন দিনের ও কোর্স শেষ হওয়ার পূর্বে ১২ দিনের আশিকানে রসূলের মাদানী কাফিলাতে সফর করার সৌভাগ্যও লাভ হয়।

১২ দিনের মাদানী কাফিলা থেকে ফেরার পর একদিন পরীক্ষার প্রস্তুতি, দ্বিতীয় দিন পরীক্ষা ও তৃতীয় দিন বিদায়ী দুআ এবং সালাত ও সালামের সাথে ৬৩ দিনের তরবিয়্যাতী কোর্স শেষ হয়ে যায়। আর আশিকানে রসুলের সংস্পর্শের নে'মত পাওয়া যায়। তরবিয়্যাতী কোর্সের কল্যাণে অনেক বিপথগামী মানুষ নামাযী ও সত্যিকারের মুসলমান হয়ে বিদায় নেন এবং সমাজে মর্যাদা লাভ করেন। সুতরাং যার সুযোগ হয়, তার অবশ্যই তরবিয়্যাতী কোর্সের মাধ্যমে দ্বীনি জ্ঞানার্জন করে নেয়া উচিত। আল্লাহ এর প্রিয় নবী মক্কী-মাদানী মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে, “কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আফসোস হবে তার, যে দুনিয়াতে (দ্বীনি) জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেল কিন্তু সে অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তির হবে, যে জ্ঞানার্জন করল আর তার থেকে শুনে অন্যরা (তা আমল করে) লাভবান হল কিন্তু নিজে সে (নিজের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে) লাভবান হল না। (আল জামিউস সগীর, পৃ-৬৯, হাদীস নং-১০৫৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যারা পরিপূর্ণ ৬৩ দিন সময় দিতে পারবেন না, সে মাদানী মরকয-এ যোগাযোগ করুন। তাদের জন্য অল্পদিনেরও ব্যবস্থা হতে পারে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮১) একের বিনিময়ে দশ

হযরত সায়্যিদুনা আবূ জাফর বিন খাত্তাব رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, আমার দরজায় এক ভিক্ষুক এসে কিছু চাইল, আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কাছে কিছু আছে?" জবাব দিল, "৪টি ডিম আছে।" বললাম, "ভিক্ষুককে দিয়ে দাও।" সে দিয়ে ফেলল। ভিক্ষুক ডিম পেয়ে চলে গেল। মাত্র কিছুক্ষণ সময় পার হল, আমার এক বন্ধু ডিম ভর্তি খাঁচা পাঠাল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাতে কতগুলো ডিম আছে?" তিনি বললেন, "ত্রিশটি"। আমি বললাম, "তুমিতো ফকিরকে ৪টি ডিম দিয়েছিলে, এ ত্রিশটি কোন হিসাবে আসল! বলল, "ত্রিশটি ঠিক আছে আর দশটি ভাঙ্গা।" হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আল্লামা ইয়াফিঈ ইয়ামানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, অনেক হযরত এ ঘটনা সম্পর্কে এটা বর্ণনা করেন যে, ভিক্ষুককে যে ডিম দেয়া হয়েছিল তাতে তিনটি ডিম ঠিক ও একটি ভাঙ্গা ছিল। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি ডিমের বিনিময়ে দশটি করে দান করেছেন। ভাল বিনিময়ে ভাল ও ভাঙ্গার বিনিময়ে ভাঙ্গা। (রাওযুর রিয়াহীন, পৃ-১৫১)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি উৎসর্গ হোন! তিনি মুসলমানদেরকে পরকালেতো প্রতিদান দেবেনই, কখনো দুনিয়াতেও দান করেন আর অনেক সময় কাউকে খোলা চোখে দেখান আর এতে তার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। যেমন এমাত্র উপরোল্লিখিত ঘটনায় আপনারা লক্ষ্য করলেন যে, হাতোহাত একের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

বিনিময়ে দশগুন ডিম পাওয়া গেল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি একটা সৎকর্ম করবে, তবে তার জন্য তদানুরূপ দশগুণ রয়েছে।

(সূরা-আনআম, আয়াত-১৬০, পারা-৮ম)

এ আয়াতে মুবারাকার ভিত্তিতে সাদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, অর্থাৎ যে একটি সৎকাজ করবে তাকে দশটা সৎকাজের প্রতিদান দেয়া হবে আর এটাও চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণের পদ্ধতি অনুসারে নয়; বরং আল্লাহ তাআলা যাকে যত দিতে চান তাকে ততই তার সৎকর্মে প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন, ১ এর বদলা ৭০০ দিবেন অথবা হিসাব ছাড়া দান করবেন। মূল কথা হচ্ছে যে, সৎকর্ম সমূহের প্রতিদান শুধু দয়াই। (খাযাইনুল ইরফান, পৃ-২৪১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !   صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى علٰى محمَّد

(৮২) উপকারের বিনিময়

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবূ বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه একদিন নিজের ৪০জন মুরীদের কাফিলার সঙ্গে বাগদাদ শহর থেকে বাইরে গেলেন। এক জায়গায় পৌঁছে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন, "হে লোকেরা! আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দাদের রিযিকের যিম্মাদার। অতঃপর তিনি ২৮ নং পারার সূরা তালাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে কারীমার এ অংশটুকু তিলাওয়াত করলেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

وَ مَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًاۙ﴿۲﴾ وَّ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ یَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ এবং যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেবেন। এবং তাকে সেখান থেকে জীবিকা দেবেন, যেখানে তার কল্পনাও থাকে না এবং যে আল্লাহ এর উপর ভরসা করে, তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।”

(সূরা-তালাক, আয়াত-২, ৩, পারা-২৮)

এটা বলার পর মুরীদদের সেখানেই রেখে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه কোথাও চলে গেলেন। সমস্ত মুরীদ তিনদিন পর্যন্ত সেখানে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়ে রইলেন। চতুর্থ দিন হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবূ বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه ফিরে আসলেন আর বললেন, “হে লোকেরা! আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য রিযক তালাশের অনুমতি দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ তিনিই হন, যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে সুগম করে দিয়েছেন, সুতরাং সেটার রাস্তাগুলো দিয়ে চলো এবং আল্লাহ এর জীবিকাগুলো থেকে আহার করো।”

(সূরা-মুলক, আয়াত-১৫, পারা-২৯)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

এজন্য তোমার নিজেদের থেকে কাউকে পাঠিয়ে দাও। আশা করি সে কিছু না কিছু খাবার নিয়ে আসবে। মুরীদেরা এক নিঃস্ব ব্যক্তিকে বাগদাদ শহরে পাঠালেন। অলি-গলিতে ঘুরতে থাকলেন কিন্তু রুযী পাওয়ার কোন পথ বের হল না। ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে গেলেন। কাছেই এক খ্রীষ্টান ডাক্তারের চেম্বার ছিল। সে ডাক্তার খুব অভিজ্ঞ নাব্বায (অর্থাৎ-নাড়ী টিপে যে চিকিৎসক অনুভব করতে পারে) ছিলেন। শুধুমাত্র নাড়ী দেখে রোগীর অবস্থা নিজেই বলে দিতেন। সবাই চলে গেলে তিনি এ দরবেশকেও রোগী মনে করে ডাকলেন আর নাড়ী দেখার পর রুটি, তরকারী ও হালুয়া আনালেন এবং তা দিয়ে বললেন, আপনার রোগের এটাই ঔষধ।

দরবেশ ডাক্তারকে বললেন, “এ ধরনের আরো ৪০ জন রোগী আছে।” ডাক্তার কর্মচারীদের মাধ্যমে ৪০ জন লোকের জন্য এ ধরনের খাবার আনিয়ে দরবেশের সাথে পাঠিয়ে দিলেন আর নিজেও চুপে চুপে পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। খাবার যখন সায়্যিদুনা শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সামনে হাযির করা হল তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه খাবারে হাত লাগিয়ে বললেন, “দরবেশ! এ খাবারে আশ্চর্য্য রহস্য গোপন রয়েছে।” খাবার আনয়নকারী দরবেশ সম্পূর্ণ ঘটনা বললেন। শায়খ বললেন, “এ খ্রীষ্টান আমাদের সাথে এরূপ উত্তম আচরণ করেছেন। আমরা কি এটার কোন প্রতিদান না দিয়ে এমনি খাবার খেয়ে নেব?” মুরীদেরা আরয করলেন, “আলীজাহ! আমরা নিঃস্ব লোক তাকে কি দিতে পারি!” হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন, “খাবার খাওয়ার আগে তার জন্য দুআতো করতে পারি।” তাই দুআ করা হল। সাথে সাথে দুআর বরকত প্রকাশ হল আর তা হল এরূপ যে, “খ্রীষ্টান ডাক্তার যিনি সমস্ত কথা লুকিয়ে শুনছিলেন তার মনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হল! তিনি তৎক্ষণাৎ নিজেকে সায়্যিদুনা শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে পেশ করে দিলেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

তওবা করে কালিমায়ে শাহাদাৎ পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং শায়খের মুরীদদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে উচ্চ মর্যাদা লাভ করলেন। (রাওযুর রিয়াহীন, পৃ-৮১)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

ওলীর খিদমত দামী বানিয়ে দেয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰ এর নেকীর দা'ওয়াতের ধরন কিরূপ অসাধারণ হয়ে থাকে! তাঁদের খিদমতকারী কখনও খালি ফিরে না। এটা জানা গেল যে, যখন কেউ উত্তম ব্যবহার করে তখন তার জন্য দুআ করা উচিত। এছাড়া যদি কোন কাফিরও উপকার করে তবে তার জন্য হিদায়াতের দুআ করা উচিত। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবূ বকর শিবলী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ও তাঁর মুরীদদের হিদায়াতের দু'আ কাজে এসে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তাঁদের খিদমতকারী খ্রীষ্টান ডাক্তার ঈমানের দৌলত লাভ করল।

دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

দুআয়ে ওলীমে উও তা'ছীর দেখি,
বদলতি হাজারো কি তকদীর দেখি।

এক লোকমার বিনিময়ে তিন ব্যক্তি জান্নাতী

ঐ খ্রীষ্টান ডাক্তার মিসকিন মনে করে খাবার পেশ করলেন আর ঈমানের নে'মত লাভে সৌভাগ্যশালী হলেন। তাহলে যদি কোন মুসলমানও মিসকিনকে খাবার খাওয়ায় তবে সেও জান্নাতের হকদার সাব্যস্ত হবেন। যেমন তাজেদারে মদীনা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী বাণী হচ্ছে, "এক লোকমা রুটি ও এক মুষ্টি খুরমা (অর্থাৎ-খেজুর, শুকনো খেজুর ও তদনুরূপ অন্য কোন বস্তু, যা দ্বারা মিসকীন উপকৃত হয়। সেগুলোর কারণে আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করান, একজন হচ্ছেন ঘরের মালিক যিনি নির্দেশ দিয়েছেন, দ্বিতীয় হচ্ছেন স্ত্রী, যে তা প্রস্তুত করেন, তৃতীয় হচ্ছেন খাদিম, যে মিসকীনকে দিয়ে আসেন। অতঃপর হুযূর পুরনূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, প্রশংসা আল্লাহ এর জন্য, যিনি আমাদের খাদিমদেরও বাদ দেননি।" (আল মুআয্যামুল আওসাত লিত তাবারানী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৮৯, হাদীস নং-৫৩০৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

অন্যদেরকে খাবার খাওয়ানোর ফযীলত সম্পর্কিত আরো ৫টি হাদীস শরীফ শুনুন ঃ

(১) তোমাদের মধ্যে উত্তম সে, যে খাবার খাওয়ায়।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-৯ম, পৃ-২৪১, হাদীস নং-২৩৯৮৪)

(২) ক্ষমা প্রাপ্তিতে ওয়াজিবকারী কাজসমূহের মধ্যে খাবার খাওয়ানো ও সালামকে ব্যাপক করা রয়েছে। (মাকারিমুল আখলাক লিত তাবারানী, পৃ-৩৭১, হাদীস নং-১৫৮)

(৩) যতক্ষণ বান্দার দস্তরখানা বিছানো থাকে, ফিরিশতাগণ তাঁর উপর রহমত অবতীর্ণ করতে থাকেন। (শুউবুল ঈমান, খন্ড-৭ম, পৃ-৯৯, হাদীস নং-৯৬২৬)

(৪) যে নিজের ইসলামী ভাইয়ের ক্ষুধা মেটানোর ব্যবস্থা করে ও তাকে খাবার খাওয়ায়, এমনকি সে পরিতৃপ্ত হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৩১৯, হাদীস নং-৪৭১৯)

(৫) যে ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ালো আল্লাহ তাআলা তাকে আরশের ছায়াতলে জায়গা দান করবেন। (মাকারিমুল আখলাক লিত তাবারানী, পৃ-৩৭৩)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে খাবার খাওয়ানোর সুন্নাতগুলো শিক্ষা করার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

আগ্রহ মিলে ও প্রচুর দ্বীনি জ্ঞান অর্জন হয়। এছাড়া আশিকানে রাসূলদের বরকতে অনেক সময় কাফির ইসলাম লাভে ধন্য হয়ে থাকে। যেমন-এক ঈমান তাজাকারী ঘটনা লক্ষ্য করুন।

(৮৩) মাদানী কাফিলার অসাধারণ মুসাফির

বান্দারাহ, বোম্বাই, ভারতের এক ইসলামী ভাইয়ের অনেকটা এরকম বর্ণনা হচ্ছে, "আমি পথ চলার সময় রাস্তার ধারে কিছু মানুষকে একত্রে দাঁড়ানোবস্থায় দেখলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম কোন এক যুবক একটি কিতাব থেকে যাতে স্পষ্ট অক্ষরে ফয়যানে সুন্নাত লেখা ছিল, পড়ে পড়ে কিছু একটা শুনাচ্ছিলেন। আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। তার কথাগুলো আমার খুবই ভাল লাগল। শেষে তাদের মধ্য থেকে একজন নিজে এগিয়ে আমার সাথে অত্যন্ত মহব্বত সহকারে সাক্ষাত করলেন এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করে অনুরোধ করে আমাকে তিনদিনের মাদানী কাফিলাতে সফরের দা'ওয়াত দিলেন।

দরসের শব্দগুলো এখনো আমার কানে সুন্দরভাবে আসছিল, তাই আমি হঠাৎ করে হ্যাঁ বলে ফেললাম এবং সত্যি সত্যি দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রসূল এর সাথে তিনদিনের জন্য মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলাম। মাদানী কাফিলাতে আমার ঐ অবস্থা ও প্রশান্তি অর্জিত হল যে, বলার মত নয়। অবশেষে সাহস করে একজন মুবাল্লিগের সামনে আমি আমার গোপন রহস্য ফাঁস করেই দিলাম যে, আমি অমুসলিম, এতদিন পর্যন্ত কুফরের অন্ধকারে পথহারা হয়ে চলেছি। আপনাদের দরস ইনফিরাদী কৌশিশ ও মাদানী কাফিলাতে উত্তম চরিত্রের ভরপুর প্রদর্শনী আমার অন্তর মোহিত করল।

মেহেরবানী করে আমাকে মুসলমান করে নিজেদের করে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তওবা করে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। এটা ২০০৪ সালের ডিসেম্বরের ঘটনা। এই ঘটনা বর্ণনা দেয়ার সময় অর্থাৎ ২০০৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

সর্বমোট ৪ মাসে আমি দাড়ি বাড়ানো শুরু করে দিয়েছি, মাথায় সর্বদা সবুজ ইমামার তাজ সাজিয়ে রাখার অভ্যাস করে নিয়েছি এবং এ সময় দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালা আশিকানে রসূল এর সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে ৬৩ দিনের জন্য মুসাফির হয়ে গেলাম।

آؤ اے عاشقیں ، مل کے تبلیغِ دیں کافروں کو کریں ، قافلے میں چلو
سنّتیں عام ہوں ، عام نیک کام ہوں سب کریں کوششیں ، قافلے میں چلو

আও আয় আশিকে, মিলকে তবলীগে দ্বী,
কাফিরো কো করে, কাফিলে মে চলো।
সুন্নাতে আ-ম হো, আ-ম নেক কাম হো।
ছব করে কৌশিশ, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !   صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

(৮৪) বাগদাদের ব্যবসায়ী

বাগদাদ শরীফের এক ব্যবসায়ী আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی এর প্রতি খুবই ঘৃণাপোষণ করত। একদিন হযরত সায়্যিদুনা বিশরে হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه কে জুমার নামায পড়ে তাড়াতাড়ি বের হতে দেখে মনে মনে বলতে লাগল যে, দেখোতো! এটা ওলী হয়ে ঘুরে! এটা নাকি ওলী! অথচ মসজিদে তার মন বসে না, তাইতো নামায পড়ে সাথে সাথে বাইরে বেরিয়ে গেল। ঐ ব্যবসায়ী এসব কিছু ভেবে ও বলে তার পিছনে চলতে লাগল।

হযরত সায়্যিদুনা বিশরে হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এক রুটিওয়ালা থেকে রুটি কিনে শহরের বাইরের দিকে চললেন। ব্যবসায়ী এটা দেখে আরো রাগান্বিত হল ও বলল, এ ব্যক্তি শুধুমাত্র রুটির জন্য মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছে আর এখন শহরের বাইরে কোন সবুজ প্রান্তরে বসে খাবে। ব্যবসায়ী পিছু চলাতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

লাগল আর এমন মন-মানসিকতা তৈরী করল যে, যেমাত্র বসে সে রুটি খেতে শুরু করবে, আমি জিজ্ঞাস করব যে, ওলী কি এরূপ হয়ে থাকে, যে রুটির খাতিরে মসজিদ থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসে! তাই ব্যবসায়ী পিছু নিল, শেষ পর্যন্ত হযরত সায়্যিদুনা বিশরে হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه কোন একটি গ্রামে গিয়ে একটি মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে একজন অসুস্থ ব্যক্তি শোয়াবস্থায় ছিল। হযরত সায়্যিদুনা বিশরে হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه ঐ রোগীর মাথার সামনে তাকে নিজ হাতে রুটি খাওয়ালেন। ব্যবসায়ী এ ঘটনা দেখে অবাক হল। অতঃপর গ্রাম দেখার জন্য বাইরে আসল। কিছুক্ষণ পর যখন পুনরায় মসজিদে আসল তখন দেখল যে, রোগী সেখানে শোয়াবস্থায় আছে কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা বিশরে হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه সেখানে নেই। সে রোগীকে জিজ্ঞাস করল, "তিনি কোথায় গেলেন?" সে বলল যে, "তিনিতো বাগদাদ শরীফ চলে গেছেন।" ব্যবসায়ী জিজ্ঞাস করল, "বাগদাদ এখান থেকে কতদূর?" সে বলল, "চল্লিশ মাইল।" ব্যবসায়ী ভাবতে লাগল যে, "আমি বড় মুশকিলে ফেঁসে গেছি যে, তাঁর পিছনে এত দূরে চলে আসলাম আর আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে যে, আসার সময় কিছু বুঝতেই পারিনি কিন্তু এখন কিভাবে ফেরা যাবে? এরপর সে জিজ্ঞাস করল যে, "তিনি আবার কখন এখানে আসবেন?" বলল, "আগামী জুময়াতে। ব্যবসায়ী সেখানে থেকে গেল।

যখন জুমায়া আসল তখন হযরত সায়্যিদুনা বিশরে হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه নিজের সময়মত আসলেন ও রোগীকে রুটি খাওয়ালেন। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এ ব্যবসায়ীকে বললেন, "আপনি আমার পিছনে কেন এসেছেন?" ব্যবসায়ী বিনয়ের সাথে আরয করল, "হুযুর! আমার ভুল হয়েছে!" বললেন, "উঠুন আর আমার পিছনে পিছনে চলে আসুন। সুতরাং সে হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর পিছনে পিছনে চলতে লাগল আর একটু পরেই বাগদাদ শরীফ পৌঁছে গেল। হযরত সায়্যিদুনা বিশরে হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর জীবন্ত কারামত দেখে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

বাগদাদের ব্যবসায়ী আওলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা থেকে তওবা করল এবং এরপর থেকে এসব পবিত্র মানুষদের প্রতি অন্তর থেকে বিশ্বাসী হয়ে গেল।

(রাওযুর রিয়াহীন, পৃ-১১৮)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

খারাপ ধারণা অপবিত্র মন থেকে আসে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা হারাম। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বর্ণনা করেন, "খারাপ ধারণা অপবিত্র মন থেকে সৃষ্টি হয়।"

(ফাতাওয়া রযবীয়্যাহ, খন্ড-২২, পৃ-৪০০)

বিশেষতঃ আল্লাহ ওয়ালাদেরকে কখনো ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। এসব পবিত্র মানুষের কাজ-কর্মে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আন্তরিকতা ও তাঁদের অন্তরে খোদার সৃষ্টির প্রতি মায়া থাকে আর এসব পবিত্র মানুষ একদিনের সফর এক পলকে অতিক্রম করতে পারেন। অনেক সময় খারাপ ধারণার শাস্তি দুনিয়াতে সাথে সাথেই মিলে যায়। যেমন

(৮৫) খারাপ ধারণার শাস্তি

একবার হাঁড় কাঁপানো ঠান্ডায় হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল হুসাইন নূরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর খাদিমা (সেবিকা) যায়তূনা, দুধ ও রুটি নিয়ে হাযির হল। ঐ সময় হাত শুকানোর জন্য পাশেই কয়লা রাখা ছিল, যা তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه ওলট-পালট করছিলেন। কয়লার কালো রং হাতে লাগা ছিল আর তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه খাওয়া শুরু করে দিলেন। ইতিমধ্যে কয়লায় আগুন বেড়ে গেল। দুধ তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه হাতের উপর পড়তে লাগল। সে মনে মনে ধারণা করল, ইনি কেমন ওলী, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা তাঁর মধ্যে নেই!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

এরপর যখন কোন কাজে হযরতের ঘর থেকে সে বের হল তখন হঠাৎ এক মহিলা তার সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ল আর বলতে লাগল তুমিই আমার কাপড়ের পুটলী চুরি করেছ এবং তাকে টেনে হেঁচড়ে নগর-রক্ষকের কাছে নিয়ে গেল।

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ নূরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه জানতে পেরে কোতোয়ালীতে (থালায়) সুপারিশ করার জন্য গেলেন। নগর-রক্ষক বললেন, “আমি তাকে কিভাবে ছাড়ব, তার প্রতি চুরির অভিযোগ রয়েছে! এরই মধ্যে এক বাদী সেখানে কাপড়ের পুটলী নিয়ে আসল, আর কাপড় তার মালিকাকে দিলেন এবং যায়তুনাকে বললেন, “ভবিষ্যতে খারাপ ধারণা করবে যে, ওলীআল্লাহ কিভাবে অপরিস্কার হয়?” যায়তুনা বলল, “আমি কু-ধারণার শিক্ষা পেয়ে গেছি, ভবিষ্যতের জন্য আমি তওবা করছি। (রাওজুর রিয়াহীন, পৃ-১৩৬)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

খারাপ ধারণা করা হারাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সাথে সাথে খারাপ ধারণার শিক্ষা লাভ হল। যদি দুনিয়াতে শাস্তি নাও মিলে তবুও আমাদেরকে আল্লাহ কে ভয় করা উচিত, কারণ মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা করা হারাম। আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন, “খারাপ ধারণা অপবিত্র মনে সৃষ্টি হয়।”

(ফাতাওয়া রযবীয়্যাহ, খন্ড-২২, পৃ-৪০০, রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

আল্লাহ তাআলার মহান বাণী হচ্ছে,

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ এবং ঐ কথার পেছনে পড়ো না, যেটা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয়- এ গুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

(পারা- ১৫, সুরা-বনী ইসরাঈল, আয়াত-৩৬)

আল্লাহ তাআলার মহান বাণী হচ্ছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নানা রকম অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ হয়ে যায়। (সূরা-হুজুরাত, আয়াত-১৬, পারা-২৬)

এক সময় সরকারে নামদার মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন বিষয়ে ইরশাদ করেছেন, তুমি কি তার অন্তর ছিঁড়ে দেখেছ যে, তোমার জানা হত!" (আবু দাঊদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৬৩, হাদীস নং-২৬৪৩)

শাহেনশাহে মাদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরো ইরশাদ করেন, "খারাপ ধারণা থেকে বাঁচো, কেননা ধারণা করা হচ্ছে সবচেয়ে মিথ্যা বিষয়।" (সহীহ বুখারী, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৪৬, হাদীস নং-৫১৪৩)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

(৮৬) ক্রন্দনকারীকে দেখে তুমিও কাঁদো

হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল দামেস্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, “যখন কাউকে কাঁদতে দেখো তখন তুমিও তার সাথে কান্না করো। খারাপ ধারণা করো না যে, এ রিয়াকারী করছে। একবার এক ক্রন্দনকারী মুসলমানের ব্যাপারে আমি কু-ধারণা করেছিলাম, তখন সেটার শাস্তি স্বরূপ এক বৎসর পর্যন্ত আমি কাঁদা থেকে বঞ্চিত রইলাম।” (তাম্বীহুল মুগতারিয়্যীন, পৃ-১২২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮৭) নয়জন কাফিরের ইসলাম গ্রহণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলারও খুব (বাহার) সুন্দর ঘটনা রয়েছে। সেগুলোর কারণে বিগড়ে যাওয়া মুসলমানদের সংশোধনের ব্যবস্থা হয়, অনেক সময় কাফিরদেরও ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য নসীব হয়। যেমন-এক মুবাল্লিগের বর্ণনা হচ্ছে যে, আমি প্রায় ৫ বছর আগে আমার কলেজের সহপাঠী এক অমুসলিম ও তার বন্ধুদেরকে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সূরা ইয়াসীন শরীফ, কানযুল ঈমানের অনুবাদসহ ক্যাসেট ও সুন্নাতে ভরা বয়ানের কয়েকটি ক্যাসেট এছাড়া কিছু রিসালা ইত্যাদি উপহার স্বরূপ দিয়েছিলাম।

২০০৬ সালের ৫ জানুয়ারী আমি সুন্নাত প্রশিক্ষণের আশিকানে রসূলের এক মাদানী কাফিলাতে সাকরান্ড বাবুল মদীনা, করাচীতে সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করি। সেখানে ঐ অমুসলিম সহপাঠীর সাথে সাক্ষাত হল। তার পূর্ণদল সাথে ছিল আর তারা সর্বমোট ১৫ জন। আমি তার কাছে ক্যাসেটগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল যে, সূরা ইয়াসীন শরীফের তিলাওয়াত ও অনুবাদ শুনে আমি এতই শান্তি পেলাম যে, এর আগে জীবনে কখনো পাইনি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

এরপর থেকে প্রতি রমযানুল মুবারকে মসজিদের বাইরে বসে স্পীকারের মাধ্যমে তারাবীতে আদায়কৃত তিলাওয়াত শুনা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

এছাড়া আমি বয়ানের ক্যাসেটগুলো শুনেছি ও রিসালা গুলো পড়েছি, এতে আমার অন্তরে গভীর রেখাপাত হয়েছে। মুবাল্লিগের বক্তব্য হচ্ছে, আমি তাকে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করলাম। সে ইসলামের প্রতি প্রভাবিত হয়েছিল কিন্তু মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার ও তার বন্ধুদের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করতে থাকি। অবশেষে সফলতা লাভ হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সাথে সাথে ৯ জন কাফির ইসলাম কবুল করে নিল। অন্যান্যরা বলল, আমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখব।

آؤ علمائے دیں، بہرِ تبلیغِ دیں مل کے سارے چلیں قافلے میں چلو
دُور تاریکیاں کفر کی ہوں میاں آؤ کوشش کریں قافلے میں چلو

আ-ও ওলামায়ে দ্বী, বাহরে তবলীগে দ্বী,
মিলকে সা-রে চলে, কাফিলে মে চলো।
দূর তা-রেকিয়া, কুফর কি হো মিয়া।
আ-ও কোশিশ করে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮৮) সারীদ ও সুস্বাদু মাংস

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আল্লামা ইয়াফিঈ ইয়ামেনী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, সফরের সময় একদিন আমাদের কাফিলা এক গ্রামে পৌঁছল। এক ব্যক্তি গ্রামবাসীদের থেকে চেয়ে একটি ডেক্সি (পাত্র) আনল আর তাতে হালুয়া রান্না করল এবং সবাই মিলে খেল। কাফিলার এক ব্যক্তি উপস্থিত না থাকায় খেতে পারেনি। তার নিকট সামান্য আটা ছিল। আটা নিয়ে সে সম্পূর্ণ গ্রামে ঘুরল কিন্তু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

রান্না করার মত কাউকে পাওয়া গেল না। এরই মধ্যে পথে সে এক অন্ধ বৃদ্ধকে পেল। সে সাওয়াবের নিয়্যাতে ঐ আটা তাকে দিয়ে দিল। (এ অবস্থাকে গোপন সৌন্দর্য্যের ধারণা করা উচিত যে, মূলতঃ যেন আল্লাহ তাআলার হিকমতে তাকে অদৃশ্য থেকে বলছে যে, এ আটা হচ্ছে ঐ বৃদ্ধের রিযিক। অপরদিকে তোমার রিযিক্ব আমি নিজের দয়া ভান্ডার থেকে দেব) আল্লাহ এর রহমতের প্রতি কুরবান! কিছুক্ষণ পরেই এক ব্যক্তি এসে কাফিলার সমস্ত লোক থেকে শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিকে ডাকল এবং তার ঘরে নিয়ে সারীদ ও সুস্বাদু মাংস খাওয়ালো।

(রাওযুর রিয়াহীন, পৃ-১৫৩ থেকে সংকলিত)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ জানা গেল যে,আল্লাহ এর পথে খাবার খাওয়ানো কখনো বৃথা যায় না। অনেক সময় দুনিয়াতেও সাথে সাথে প্রতিদান মিলে যায়, আর আখিরাতে সাওয়াবের অধিকারও অবশিষ্ট থাকে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮৯) মাংস ও হালুয়া

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, আমি এক মসজিদে দেখলাম যে, সেখানে একজন ধনী ব্যবসায়ী বসা আছে আর নিকটেই এক ফকীর হাত তুলে দুআ করছে, আল্লাহ! মাংস ও হালুয়া খাওয়াও! ঐ ব্যবসায়ী শুনে বলতে লাগল, "এ ফকীর মূলত আমাকে শুনাচ্ছে, খোদার কসম! যদি আমার কাছে চাইত তবে আমি তাকে খাওয়াতাম কিন্তু এখন খাওয়াব না।" কিছুক্ষণ পর ঐ ফকীর শুয়ে গেল। এরই মধ্যে কোন এক ব্যক্তি বড় থালা নিয়ে এসে আমাদের সকলের দিকে দৃষ্টি ঘুরানোর পর ঐ ঘুমন্ত ফকীরকে দেখে থালা নীচে রেখে তার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

নিকট বসে গেল এবং তাকে জাগিয়ে শত বিনয়ের সাথে আরয করল, “মাংস ও হালুয়া” হাযির রয়েছে খেয়ে নিন! ফকীর তা থেকে কিছুটা খেয়ে থালাটি ফিরিয়ে দিল।

ঐ ব্যবসায়ী আশ্চর্য্য হয়ে খাবার আহারকারীকে জিজ্ঞাসা করল, “এটা কিরূপ ঘটনা?” সে বলল, “আমি একজন কুলি! অনেকদিন থেকে পরিবারের লোকদের মাংস ও হালুয়া খাওয়ার আকাঙ্খা ছিল কিন্তু দারিদ্রতার কারণে খেতে পারছিল না। আজ অনেক দিন পর কুলি কাজে একটি মিসকাল (অর্থাৎ সাড়ে চার মাশা) স্বর্ণ পেলাম, তাই মাংস ও হালুয়া তৈরী করা হল। আমি কিছু সময়ের জন্য শুয়ে পড়লাম। এর মধ্যে আমার নসীব জেগে উঠল! আমার স্বপ্নে মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হল।

আমি মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুগ্ধকর দৃশ্যে হারিয়ে গেলাম, তাঁর ঠোঁট মুবারক নড়ে উঠল, রহমতের ফুল যেন ঝরতে লাগল আর ভাষা অনেকটা এরূপ, বিন্যস্ত হলো, “তোমাদের মসজিদে এক ওলী বিদ্যমান রয়েছে, যিনি মাংস ও হালুয়া চাচ্ছে। তুমি এ মাংস ও হালুয়া প্রথমে তাকে খাওয়াও। তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী খেয়ে ফিরিয়ে দিলে অবশিষ্টগুলোতে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করবেন। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাব।” তাই আমি তৎক্ষণাৎ এ খাবার নিয়ে এখানে হাযির হলাম। একথা শুনে ব্যবসায়ী বলল, “এখাবারে তোমার কি পরিমাণ খরচ হয়েছে?” বললেন, “এক মিসকাল স্বর্ণ।” ব্যবসায়ী বলল, “আমার কাছ থেকে ১০ মিসকাল স্বর্ণ নিয়ে নাও এবং তোমার এ উত্তম আমলের এক কিরাত অংশের অংশীদার আমাকে করে নাও।” সে বলল, “কখনো না।” ব্যবসায়ী বলল, “২০ মিসকাল স্বর্ণ নাও।” সে বলল, “না।” ব্যবসায়ী বলল, “৫০ মিসকাল স্বর্ণ নাও।” সে বলল, “সারা দুনিয়ার ধনভান্ডারও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

যদি দিয়ে দাও তবু রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কৃত সাওদায় তোমাকে শরীক করব না। তোমার ভাগ্যে যদি এ বস্তু থাকত তবে তুমি আমার আগে কি এরূপ করতে পারতে? কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজের রহমতের সাথে যাকে চান তাকে নির্ধারিত করেন। (রাওযুর রিয়াহীন, পৃ-১৫৩)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আল্লাহ ওয়ালাদের এ শান যে, নিজেরা আল্লাহর মর্জিতে চলে, আর আল্লাহ তাঁদের আশা পূরণ করে দেন। আর এটাও জানা গেল, নিজের ধ্বংসশীল দৌলতের নেশায় মত্ত থেকে আল্লাহ এর নেক বান্দাদের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকানো ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। এছাড়া এটাও জানা গেল যে, সরকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন আল্লাহ এর দয়াতে গায়েবের সংবাদ দাতা। তাইতো ফকীরের ব্যাপারে জানালেন এবং নিজের এক গোলামের ভাগ্য জাগ্রত করে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে খিদমতের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

سر عرش پر ہے تری گزر دلِ فرش پر ہے تری نظر
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

ছ-রে আরশ পর হে তেরে গুজার, দিলে ফরশ পর হে তেরি নযর।
মালাকোত ও মুল্‌ক মে কুয়ি শায় নেহী উও জু তুঝ পে ঈয়া নেহী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাও জানা গেল যে, কোন মুসলমানের প্রতি কু-ধারণা অনেক সময় দুনিয়াতেও অনুশোচনার কারণ হয় এবং শরীআতের দৃষ্টিতেও মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা করা হারাম।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

(৯০) প্রতিবন্ধী ছেলে চলতে লাগল!

ডাকাতের একটি দল লুটপাট করার জন্য বের হল। পথিমধ্যে রাতে এক মুসাফির খানাতে অবস্থান করল আর সেখানে একথা প্রকাশ করল যে, আমরা আল্লাহর রাস্তার মুসাফির ও জিহাদ করার জন্য বের হয়েছি। মুসাফিরখানার মালিক নেককার লোক ছিলেন, তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়্যতে তাদের খুবই খিদমত করলেন। সকালে ঐসব ডাকাত কোন একদিকে রওয়ানা হয়ে গেল, আর লুটতরাজ করে সন্ধ্যায় সেখানেই ফিরে আসল। গতরাতে মুসাফিরখানার মালিকের যে ছেলেকে চলাফেরা করতে অক্ষম দেখেছিল সে আজকে স্বাভাবিক চলাফেরা করছিল। তারা আশ্চর্য্য হয়ে মুসাফির খানার মালিককে জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি কালকের দেখা প্রতিবন্ধী ছেলে?" তিনি খুবই সম্মানের সাথে জবাব দিলেন, "জ্বী হ্যাঁ"।

এটা ঐ ছেলে। জিজ্ঞাসা করল, "এটা কিভাবে সুস্থ হয়ে গেল?" জবাব দিলেন, এসব কিছু আপনাদের ন্যায় আল্লাহর পথের মুসাফিরদের বরকত।" কথা হচ্ছে যে, আপনারা যা খেয়েছিলেন তা থেকে কিছু অবশিষ্ট ছিল। আমি আপনাদের খাবারের অবশিষ্ট অংশ শিফার নিয়্যতে আমার প্রতিবন্ধী বাচ্চাকে খাওয়ালাম ও উচ্ছিষ্ট পানি তার শরীরে মালিশ করলাম। আল্লাহ আপনাদের মত নেক বান্দাদের খাবারের অবশিষ্টাংশ ও পানির বরকতে আমার প্রতিবন্ধী ছেলেকে আরোগ্য দান করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

যখন ডাকাতেরা একথা শুনল তখন তাদের চোখ থেকে অশ্রু বের হতে লাগল। ক্রন্দনরত অবস্থায় বলল, "এসব কিছু আপনার সুধারণার ফসল, নয়তো আমরাতো বড়ই গুনাহগার। শুনুন আমরা আল্লাহর পথের মুসাফির নয় বরং ডাকাত। আল্লাহ এর এ দয়া প্রদর্শন আমাদের মনের দুনিয়াকে উলট-পালট করে দিয়েছে। আমরা আপনাকে সাক্ষী রেখে তওবা করছি। সুতরাং তারা তওবাকারী হয়ে নেকীর পথ ধরল এবং মৃত্যু পর্যন্ত তওবার উপর অটল রইলেন।

(কিতাবুল ক্বালইউবী, পৃ-২০)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمّد

মুসলমানদের খাবারের অবশিষ্টাংশে শিফা রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহর রহমতের কিরূপ বাহার! এটাও জানা গেল যে, মুসলমানের প্রতি সু-ধারণারও বরকত রয়েছে। এটা জানা গেল যে, মুসলমানদের খাবারের অবশিষ্টাংশে শিফা রয়েছে। এটাও জানা গেল যে, দয়া পাওয়ার জন্য বিশ্বাসও পাকাপোক্ত হওয়া উচিত। দূর্বল বিশ্বাসী না হওয়া উচিত। যেমন-ভাবতে থাকে যে, অমুক বুযুর্গ বা অমুক ওলী আল্লাহর মাযারে যাওয়াতে জানিনা ফায়দা হবে কি হবে না ইত্যাদি। এ ধরনের মানুষ দয়া পাবে না। এছাড়া ফয়েয পাওয়ার জন্য সময়ের কোন বাধ্যবাধকতা নেই, নিজ নিজ ভাগ্য অনুযায়ী কেউ তাড়াতাড়ি ফয়েয পেয়ে যান আর কারো অনেক বছর পর্যন্ত কাজ হয় না। কাজ হোক কিংবা না হোক "یک در گیر و محکم گیر" অর্থাৎ-এক দরজা ধরো আর শক্তভাবে ধরো।" এর সত্যায়নে পড়ে থাকা উচিত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا
مرے مولیٰ تجھ سے گلہ نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے

কো-য়ি আয়া পা-কে চলা গিয়া কো-য়ি ওমর ভর ভী না পা-ছাকা,
মেরে মওলা তুঝছে গিলা নেহী ইয়ে তু আপনা আপনা নসীব হে।

(৯১) প্যারালাইসিস রোগীর সাথে সাথে আরোগ্য লাভ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে রমযানুল মুবারকের শেষ দশদিনে মসজিদে সম্মিলিত ইতিকাফের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে ইতিকাফকারীদেরকে সুন্নতে ভরা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সমাজের অনেক পথভ্রষ্ট মানুষ ইতিকাফের সময় গুনাহ থেকে তওবাকারী হয়ে নতুন পবিত্র জীবন শুরু করে। অনেক সময় রব্বে কায়িনাত এর দানে ঈমান তাজাকারী নিদর্শন প্রকাশ পায়।

যেমন-১৪২৫ হি: রমযানুল মুবারকের সম্মিলিত ইতিকাফে দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফায়যানে মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচীতে যেখানে কম-বেশী ২০০০ ইতিকাফকারী ছিলেন। তাতে জেলা চাকওয়াল। পাঞ্জাব, এর ৭৭ বছর বয়সী প্রবীণ হাফিয মুহাম্মদ আশরাফ সাহিবও ইতিকাফকারী হলেন। কিবলা হাফিয সাহিবের হাত ও জিহ্বা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত ছিল ও শ্রবণ শক্তিও কম ছিল। তিনি খুবই সুবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একবার ইফতার খাওয়ার সময় সুধারণার কারণে এক মুবাল্লিগ থেকে খাবারের অবশিষ্টাংশ নিয়ে খেলেন। তার কাছ থেকে ফুঁকও গ্রহণ করলেন। ব্যাস, তাঁর সুধারণা কাজ করে দেখিয়েছে। আল্লাহর রহমতে জোয়ার এলো। আল্লাহ তাঁকে শিফা দান করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তাঁর প্যারালাইসিস দূর হয়ে গেল। তিনি হাজার হাজার ইসলামী ভাইদের উপস্থিতিতে ফয়যানে মদীনার মঞ্চে উঠে অপরিসীম বিশ্বাসে নিজের শরীর সুস্থতার দিকে যাওয়ার সুসংবাদ শুনালেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

এ প্রাণবন্ত সুসংবাদ শুনে চতুর্দিকে আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ এর ভাবাবেগপূর্ণ যিকির শুরু হল। এদিন গুলোতে কয়েকটি স্থানীয় পত্রিকা এ আনন্দদায়ক খবরটি ছাপায়।

دعوتِ اسلامی کی قیُّوم دونوں جہاں میں مچ جائے دھوم
اس پہ فِدا ہو بچّہ بچّہ یا اللہ عَزَّوَجَلَّ مِری جھولی بھر دے

দা’ওয়াতে ইসলামী কি কায়্যুম, দো-নো জাহা মে মাচ্ যা-য়ে ধূম,
ইছপে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা ইয়া আল্লাহ মেরি ঝূলি ভরদে।

সায়্যিদ বংশীয়কে কর্মচারী হিসেবে রাখা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, আশিকানে রসূলের সংস্পর্শও বরকতময় এবং তাদের খাবারের অবশিষ্ট অংশও শিফা ও সুস্থতার মাধ্যম। আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه সায়্যিদ বংশীয়দের সম্মান ও মুসলমানদের খাবারের অবশিষ্টাংশ খাওয়ার কল্যাণের ব্যাপারে বলেন, “সায়্যিদজাদার মাধ্যমে অপমানজনক কাজ করানো জায়িয নেই” ও এমন কাজের জন্য তাঁকে কর্মচারী হিসেবে রাখাও জায়িয নেই।” যে কাজ অপমানজনক নয় তাতে কর্মচারী হিসেবে রাখা যায়। সায়্যিদজাদাকে মারা থেকে শিক্ষক যেন পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকেন। বাকী রইল মুসলমানের খাবারের অবশিষ্টাংশ, তা খাওয়া কোনরূপ অপমান জনক নয়। হাদীসে পাকে সেটাকে শিফা বলেছেন। (কাশফুল খিফা, খন্ড-১ম, পৃ-৩৮৪, হাদীস নং-১৪০৩)

তা যদি সায়্যিদজাদা চান তবে তাঁকে ঐ (অর্থাৎ- মুসলমানের খাবারের অবশিষ্টাংশে শিফা রয়েছে) নিয়্যতে যেন দেয়া হয়। নিজের খাবারের অবশিষ্টাংশ দিচ্ছি, এ নিয়্যতে যেন দেয়া না হয়। (ইফাদাত ঃ ফতাওয়া রযবীয়্যাহ, খন্ড-২২, পৃ-৫৬৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(৯২) রাখে আল্লাহ মারে কে?

হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন হারব رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, আমি ও কয়েকজন যুবক নদীতে একটি নৌকায় চড়ে যাচ্ছিলাম। নৌকা যখন নদীর মাঝখানে গিয়ে পৌঁছল তখন একটি মাছ নদী থেকে লাফিয়ে নৌকায় এসে পড়ল। পরস্পর পরামর্শ করে ভুনে খাওয়ার জন্য নৌকা যখন এক কিনারায় নিয়ে গেলাম আর আগুন জ্বালানোর জন্য লাকড়ী জমা করছিলাম, এরই মধ্যে আমরা নির্জন জায়গায় এক ভয়ংকর দৃশ্য দেখলাম, দেখতে পেলাম যে, পুরানো জীর্ণ শীর্ণ ও পুরানো ঘর-বাড়ীর নিদর্শন বিদ্যমান ও সেখানে এক ব্যক্তি শোয়াবস্থায় রয়েছে, যার দু'হাত পিছন দিকে বাঁধা আর সেখানেই অন্য এক ব্যক্তি জবাইকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া কাছেই মাল বোঝাই একটি খচ্চর দাঁড়ানো রয়েছে। আমরা বাধা ব্যক্তির নিকট ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, "আমি এ জবাইকৃত ব্যক্তির খচ্চরটি ভাড়ায় নিয়েছিলাম।

সে আমাকে পথ ভুলিয়ে এখানে নিয়ে আসে ও আমার হাতগুলো বেঁধে বলল যে, আমি তোকে হত্যা করব। আমি তাকে আল্লাহ তাআলার দোহাই দিয়ে বললাম, আমায় হত্যা করে গুনাহের বোঝা কাঁধে নিওনা, বরং এসব মাল-পত্র তুমি নিয়ে নাও, আমি এসব কিছু তোমার জন্য বৈধ করে দিলাম। আমি এ ব্যাপারে কাউকে কোন অভিযোগ করব না। কিন্তু সে তার উদ্দেশ্যে অনঢ় রইল। আর সে আমাকে হত্যা করার জন্য স্বীয় কোমরে থেকে ছুরি টান দিল কিন্তু সেটা বের হল না। সে যখন সেটার উপর অতিশয় শক্তি প্রয়োগ করল তখন সে ছুরিটি বের হয়ে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে তার কণ্ঠনালীতে গিয়ে পড়ল ও এভাবে সে নিজে নিজেই জবাই হয়ে লাফাতে লাফাতে মরে গেল। একথা শুনার পর আমরা তার বাঁধন খুলে দিলে সে খচ্চর ও মাল-পত্র নিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। এরপর আমরা যখন নৌকাতে এসে ভুনার জন্য মাছ বের করছিলাম তখন সেটা লাফ দিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ল। (রাওযুর রিয়াহীন, পৃ-১৩)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় যাকে আল্লাহ রাখে তাকে আবার মারে কে? আল্লাহ এর অমুখাপেক্ষী শান ও অনুগ্রহ প্রদর্শনও কি যে চমৎকার! অত্যচারী লুণ্ঠনকারী নিজেই নিজের হাতে জবাই হয়ে তার শাস্তি ভোগ করল আর বাধা ব্যক্তিকে মুক্ত করার জন্য নদী থেকে লাফিয়ে মাছ নৌকার গিয়ে পড়ল আর ভুনে খাওয়ার আকাঙ্খায় কাফিলার লোকগুলো নদীর পারে নামল কিন্তু মাছ খাওয়া তাদের ভাগ্যে কোথায়! সেটাতো বন্ধনরত মাজলুম বান্দার সাহায্যে আসা, তাকে বন্ধনমুক্ত করার সাওয়াব অর্জন ও কুদরতের নিদর্শনের ঢংকা বাজানোর বাহানা ছিল।

جلوے ترے گلشن گلشن ' سطوت تری صحرا صحرا
رحمت تری دریا دریا ' سبحٰن اللہ سبحٰن اللہ

জলওয়ে তেরি গুলশান গুলশান, সাতাওয়াত তেরি সাহরা সাহরা।
রহমত তেরি দরয়া দরয়া, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(৯৩) রুযীর মাধ্যম

মসজিদুল হারাম শরীফে (মক্কায়ে মুকাররামা) এক আবিদ (অর্থাৎ-ইবাদতকারী) সারারাত ইবাদাতে ব্যস্ত থাকতেন, দিনে রোযা রাখতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি তাঁকে দুইটি রুটি দিয়ে যেতেন, তা দিয়ে তিনি ইফতার করবেন, এরপর দ্বিতীয় দিনের জন্য ইবদাতে মগ্ন হতেন। একদিন তাঁর মনে এ খেয়াল আসল যে, এটা কেমন তাওয়াক্কুল যে, আমিতো একজন মানুষের দেয়া রুটির উপর ভরসা করে বসে আছি! অথচ সৃষ্টিজগতের রিযক দাতা আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করিনি। রুটি আনয়নকারী যখন সন্ধ্যায় আসল তখন আবিদ সেগুলো ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে তিনদিন কাটিয়ে দিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যখন ক্ষুধা বৃদ্ধি পেল তখন আল্লাহ তাআলার নিকট ফরিয়াদ জানালেন, রাতে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি আল্লাহ এর বারগাহে হাযির আর আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি আমার বান্দার মাধ্যমে যা কিছু পাঠাতাম, তুমি তা কেন ফিরিয়ে দিলে? আবিদ আরয করল, "মাওলা! আমার মনে এ ধারণা হল যে, তুমি ছাড়া অন্য কারো উপর ভরসা করে বসে আছি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "ঐ রুটি কে পাঠাত?" আবিদ জবাব দিলেন, হে আল্লাহ তুমিই তা প্রেরণকারী। নির্দেশ হলো! "এখন থেকে আমি পাঠালে ফিরিয়ে দেবে না।" ঐ স্বপ্নের মাঝে এটাও দেখলেন যে, রুটি আনয়নকারী ঐ ব্যক্তি রব্বুল আলামীন এর দরবারে হাযির আছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ আবিদকে রুটি দেয়া কেন বন্ধ করে দিলে?" তিনি আরয করলেন, "হে মালিক ও মওলা! সেটা তুমি খুব ভালভাবে জান।"

এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, "হে বান্দা! ঐ রুটি তুমি কাকে দিতে?" আরয করলেন, "আমিতো তোমাকে (অর্থাৎ-তোমারই পথে দিতাম)। ইরশাদ হলো, "তুমি তোমার আমল জারী রাখো, আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য এটার বিনিময় জান্নাত রয়েছে।" (রাওযুর রিয়াহীন, পৃ-৬৭)

না চাওয়ার পরও পেলে, তবে.....

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ ওয়ালাদের ধরনও খুবই চমৎকার হয়ে থাকে! আল্লাহ তাআলা ইবাদতকারী বান্দাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন ও তাঁদের জন্য অদৃশ্য থেকে প্রদান করেন। যখন অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ ও আকাঙ্খা না থাকে, দাতা উপকার করে খোঁটা না দেয়, যার কাছ থেকে নেয়া হয়েছে যদি তার মনে তুষ্ট করার আকাঙ্খা থাকে, যে দিল তার মনে যদি গ্রহণকারীর সম্মান হ্রাস পাওয়ার আশংকা না থাকে, নেয়া অবস্থায় দাতা অথবা প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে যদি কোন ধরনের অবমাননার ধারণা না থাকে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

মোটকথা যদি কোন ধরনের শারয়ী নিষেধাজ্ঞা না থাকে তবে না চাওয়ার পরও যা পাওয়া যায় তা গ্রহণ করা উচিত।

যেমন হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন আদী জুহান্নী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আমি তাজদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি, যে তার ভাইয়ের মাধ্যমে কোন বস্তু চাওয়া ব্যতীত ও লোভ করা ব্যতীত পায়, তবে তা গ্রহণ করা উচিত ও ফিরিয়ে দেয়া অনুচিত। কারণ তাতো রিযিক, যা তাকে আল্লাহ (অন্যের মাধ্যমে) প্রেরণ করেছেন।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-২৭৬, হাদীস নং-১৭৯৫৮)

জানা গেল যে, চাওয়া ব্যতিরেকে পাওয়া বস্তু নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। যদি ঐ বস্তুর প্রতি তার লোভ ও আকাঙ্খা না থাকে। তবে যদি গ্রহীতা ধনী হয় ও দাতার মন খুশী করার নিয়্যাতে নিলেন কিন্তু নেয়ার পর যদি সে বস্তুর প্রয়োজনীয়তা তার না থাকে তবে অন্য কাউকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দিতে অথবা দান করে দিতে পারেন।

যেমন হযরত সায়্যিদুনা আইদ বিন আমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম রউফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, “যে রিযিক থেকে চাওয়া ব্যতীত বা লোভ করা ব্যতীত কিছু অংশ পায়, তবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তা গ্রহণ করা উচিত আর যদি (সে) ধনী হয় তবে (গ্রহণ করে) যেন নিজের চেয়ে অধিক অভাবী ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া উচিত।”

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-৭ম, পৃ-৩৬২, হাদীস নং-২৬৭৩)

উপহার নাকি ঘুষ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উপহার গ্রহণ করা সুন্নাত। কিন্তু মনে রাখবেন যে, উপহার আদান-প্রদানের অনেক অবস্থা রয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

প্রত্যেক প্রকারের উপহার গ্রহণ করা সুন্নাত নয়। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه নিজ গ্রন্থ "সহীহ বুখারী" তে নির্দিষ্টভাবে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, যার নাম হচ্ছে ঃ بَابُ مَنْ لَّمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ অর্থাৎ- ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে অধ্যায়, যে কোন কারণে উপহার গ্রহণ করেনি। এ অধ্যায়ে সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه তা'লীক (অর্থাৎ-সনদের শুরু থেকে বর্ণনকারীকে বাদ দিয়ে হাদীস বর্ণনা করা) করেছেন, হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আবদুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেছেন, "সরকারে দু'আলম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পার্থিব পবিত্র জীবনে উপহারতো উপহারই ছিল কিন্তু আজকাল হলো ঘুষ।"

(সহীহ বুখারী, খন্ড-২য়, পৃ-১৭৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

(৯৪) আপেলের বড় থালা

এ বর্ণনার ব্যাখ্যায় হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه হযরত সায়্যিদুনা ফুরাত বিন মুসলিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর সনদে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আবদুল আযিয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর আপেল খাওয়ার ইচ্ছা হল কিন্তু ঘরে এমন কোন বস্তু পেলেন না, যা দিয়ে আপেল কিনতে পারেন। তাই আমরা তাঁর সাথে আরোহী হয়ে বের হলাম। গ্রামের দিকে গিয়ে কিছু ছেলে পেলাম যারা আপেলের বড় থালা (উপহার দেয়ার জন্য) নিয়ে আসছিল। সায়্যিদুনা উমার বিন আবদুল আযিয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একটি থালা নিয়ে শুঁকলেন, (ঘ্রাণ নিলেন) ও অতঃপর ফিরিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে বললেন, "এটার প্রয়োজন আমার নেই।" আমি বললাম, "সায়্যিদুনা রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক ও সায়্যিদুনা উমর-ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কি উপহার গ্রহণ করতেন না?" ইরশাদ করলেন, "নিঃসন্দেহে এটা তাঁদের জন্য উপহারই ছিল কিন্তু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

তাঁদের পরবর্তী উম্মাল শাসক বা তাদের প্রতিনিধিদের জন্য হলো ঘুষ।”

(উমদাতুল ক্বারী, খন্ড-৯ম, পৃ-৪১৮)

কে কার উপহার গ্রহণ করবে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ উপহারের আপেল গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। কেননা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জানতেন যে, এ উপহার যুগের খলীফা হওয়ার কারণে দেয়া হচ্ছে। যদি আমি খলীফা না হতাম তবে কেউ দিত না? আর একথা প্রত্যেক জ্ঞানী মাত্রই বুঝতে পারবেন যে, মন্ত্রীবর্গ, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ কিংবা অন্যান্য সরকারী অফিসারবৃন্দ ও তাদের অধীনস্ত প্রতিনিধিবর্গ এছাড়া জজ সাহিবদের এমনকি পুলিশ ইত্যাদিকে লোকেরা কেন উপহার দিয়ে থাকেন!

অবশ্যই হয়তো কাজ করানো উদ্দেশ্য থাকে নয়তো এ মন-মানসিকতা থাকে যে, ভবিষ্যতে তাকে প্রয়োজন পড়লে সহজে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এ উভয় অজুহাতের ভিত্তিতে এ সমস্ত মানুষকে উপহার দেয়া ও তাদেরকে বিশেষভাবে দা’ওয়াত করা ঘুষের পর্যায়ে পড়বে আর ঘুষ দাতাও গ্রহীতা উভয়ে জাহান্নামের অধিকারী। এসব অবস্থায় ঈদের বখশিশ বা উপহার মিষ্টি, চা-পানি অথবা খুশী মনে দিচ্ছি, মহব্বত করে দিচ্ছি ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর কথাগুলো ঘুষের গুনাহ্ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যদিও সত্যিই আন্তরিকতার সাথে দেয়া হয় ও ঘুষ হওয়ার কোন কারণ না হয় তবুও এ সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য নিজের অধীনস্তদের উপহার বা বিশেষ দা’ওয়াত গ্রহণ করা “মাযিন্নায়ে তুহমাত” অর্থাৎ-অপবাদের জায়গায় দন্ডায়মান হওয়া। তাই সুলতানে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, “যে আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অপবাদের জায়গায় দন্ডায়মান না হয়।” (কাশফুল খিফা, খন্ড-২য়, পৃ-২২৭, হাদীস নং-২৪৯৯)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাই এসব বিষয়ে অপবাদের জায়গায় দণ্ডায়মান হওয়া থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। তাই তা দেয়াও না জায়িয নেয়াও না-জায়িয। তবে যদি পদ-ক্ষমতা লাভের পূর্ব থেকেই পরস্পর উপহার লেনদেন ও বিশেষ দা'ওয়াতের তারকীব (ব্যবস্থা) ছিল তবে এখন হলে অসুবিধা নেই। কিন্তু পূর্বে কম ছিল আর এখন পরিমাণ বৃদ্ধি করা হল, তবে অতিরিক্ত অংশ না-জায়িয হয়ে যাবে। যদি (উপহার) দাতা পূর্বের চেয়ে এখন আরো ধনী হয়ে গেল আর সে এ কারণে বৃদ্ধি করল তাহলে নেয়াতে ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে পূর্বের চেয়ে এখন তাড়াতাড়ি বিশেষ দা'ওয়াত হচ্ছে তাহলেও না-জায়িয। যদি দাতা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হয় তবে আদান-প্রদানে কোন অসুবিধা নেই।

(মাতা-পিতা, ভাই-বোন, নানা-নানি, দাদা-দাদি, ছেলে-মেয়ে, চাচা, মামা, খালা, ফুফু, ইত্যাদি মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে অবৈধ) হয় অপরদিকে, ফুফা, ভগ্নিপতি, চাচী, বড় মা, মামী, ভাবী, চাচাত, ফুফাত, খালাত, মামাত ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গরা মুহরাম আত্মীয় বহির্ভূত) যেমন ছেলে কিংবা ভাতিজা জজ, তাকে পিতা বা চাচা উপহার দিলেন অথবা বিশেষ দা'ওয়াত দিলেন তবে গ্রহণ করা জায়িয। তবে মনে করুন পিতার মামলা জর্জ ছেলের কাছে চলছে তাহলে এ অবস্থায় অপবাদের জায়গা দন্ডায়মান হওয়ার কারণে না-জায়িয। বর্ণনাকৃত নির্দেশাবলী শুধুমাত্র সরকারী ব্যক্তিবর্গের জন্যই নয়, প্রতিটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতার জন্যও। এমনকি দা'ওয়াতে ইসলামীর সকল সাংগঠনিক মাজলিস ও সকল নিগরান উপহার বা বিশেষ দা'ওয়াত গ্রহণ করতে পারবেন না। নিম্নস্তরের যিম্মাদার নিজের উপরস্ত যিম্মাদার থেকে গ্রহণ করতে পারবেন।

যেমন দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরার রোকন, নিগরানে শূরা থেকে গ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু অন্যান্য দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারবেন না।" আর নিগরানে শূরা নিজের কোন অধীনস্ত দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালার উপহার নিতে পারবেন না। শিক্ষক নিজের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

ছাত্রদের বা তাদের অভিভাবকদের দেয়া উপহার শারয়ী অনুমতি ছাড়া নিতে পারবেন না। তবে শিক্ষা শেষ হওয়ার পর যদি ছাত্র উপহার বা বিশেষ দা'ওয়াত দেন তবে গ্রহণ করতে পারবেন। ঐ সকল উলামা ও মাশায়িখ যাঁদেরকে লোকেরা ইলম ও খোদার অনুগ্রহ প্রাপ্তির সম্মানার্থে নযরানা পেশ করেন ও তাঁরা গ্রহণও করেন এবং লোকেরা তাঁদের প্রতি ঘুষের অপবাদও দেয় না সুতরাং এসকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের জন্য উপহার গ্রহণ করা অপবাদের জায়গায় দন্ডায়মান হওয়া বহির্ভূত হওয়ার কারণে জায়িয।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপহার ও ঘুষ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন করা হচ্ছে। সম্ভব হলে এগুলো কমপক্ষে তিনবার মনোযোগ সহকারে পড়ে বা শুনে নিন।

প্রশ্ন ঃ উপহার গ্রহণ করা কি সুন্নাত?

উত্তর ঃ নিশ্চয় উপহার গ্রহণ করা সুন্নাত। কিন্তু এর বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে। যেমন - হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, মুস্তফা জানে রহমত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, "পরস্পরের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান করো, মহব্বত বৃদ্ধি পাবে।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৬০, হাদীস নং-৬৭১৬)

তার জন্য জায়িয যাকে মুসলমানদের উপর ক্ষমতাসীন করা হয়নি আর যাকে মুসলমানদের উপর ক্ষমতাসীন করা হয়েছে, যেমন বিচারক বা শাসক। তবে এ অবস্থায় তার জন্য উপহার গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। বিশেষতঃ যাকে পূর্বে উপহার দেয়া হতো না তার জন্য বাঁচা জরুরী। কারণ তার জন্য এখন এ উপহার ঘুষ ও অপবিত্রতার পর্যায়ভুক্ত।"(আল বিনায়া শরহুল হিদায়া, খন্ড-৮ম, পৃ-২৪৪)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

অস্থায়ীভাবে মোটর সাইকেল নেয়া

প্রশ্ন ঃ ক্ষমতাসীন ব্যক্তি তার অধীনস্তদের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে কোন টাকা-পয়সা বা অস্থায়ীভাবে ব্যবহার করার জন্য কার, মোটর সাইকেল ইত্যাদি নিতে পারবেন কি পারবেন না? এছাড়া এটাও বর্ণনা করুন যে, নিজের অধীনস্ত থেকে কোন বস্তু কোন অজুহাতে কম দামে ক্রয় করতে পারবেন কি পারবেন না?

উত্তরঃ ক্ষমতাসীন ব্যক্তি নিজের অধীনস্ত ব্যক্তি থেকে ঋণ নিতে পারেন না, প্রচলিত নিয়মের বাইরে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারেন না, অস্থায়ীভাবে ব্যবহার করার জন্য কোন বস্তু নিতে পারেন না। অধীনস্ত ব্যক্তি যদি নিজে প্রস্তাব দেয় তবুও নিতে পারবেন না। যেমন হযরত আল্লামা আইনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "ক্ষমতাসীন ব্যক্তির জন্য যাদের উপহার গ্রহণ করা হারাম, তার থেকে ঋণ নেয়া ও কোন বস্তু ধার স্বরূপ চাওয়া (অর্থাৎ-কিছু সময়ের জন্য কোন বস্তু চাওয়াও হারাম।")

(রদ্দুল মুখতার আলাদ দুররুল মুখতার, খন্ড-৮ম, পৃ-৪৮)

প্রশ্ন ঃ উপহার সমূহের ব্যাপারে কি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ও কোন পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন?

উত্তর ঃ আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "আমি বলছি, তাদের উদাহরণ গ্রাম্য ও পেশাজীবি ও অন্যান্যদের চৌধুরীদের ন্যায়, যাদের নিজেদের অধীনস্তদের উপর একচ্ছত্র শাসন ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকে।" কেননা ঐসব চৌধুরীদের ক্ষতির ভয় কিংবা প্রচলিত নিয়মের কারণে তারা হাদিয়া (অর্থাৎ-উপহার) লাভ করে।"

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খন্ড-১৯তম, পৃ-৪৪৬)

জানা গেল যে, উপহার গ্রহণ করার নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র সরকারী পদধারীদের জন্যই নয়, ঐ সকল প্রতিটি মানুষের জন্যও, যে নিজের পদ বা প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে মানুষের লাভ-ক্ষতি করার সামর্থ রাখে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

দা'ওয়াত দু'প্রকার

প্রশ্ন ঃ "বিশেষ দা'ওয়াত " কাকে বলা হয়?

উত্তর ঃ বিশেষ দা'ওয়াত অর্থাৎ-ঐ দা'ওয়াত যা কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য আয়োজন করা হয় যে, যদি আসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তবে সে দা'ওয়াতের আয়োজনই বৃথা।

প্রশ্ন ঃ আর "সাধারণ দা'ওয়াত" এর ব্যাপারেও বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ সাধারণ দা'ওয়াত অর্থাৎ-ঐ দা'ওয়াত, যা কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য আয়োজন করা হয় না যে, অমুক না আসলে ঐ দা'ওয়াতের আয়োজনই হবে না।

প্রশ্ন ঃ- যদি অধীনস্ত ব্যক্তি ব্যক্তিকে বিশেষ দা'ওয়াত দেয় আর গিয়ারভী শরীফের নিয়্যত করে নেয় তবুও কি নাজায়িয হবে?

উত্তর ঃ জ্বী হ্যাঁ, কারণ উপরস্ত ব্যক্তি যদি অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী না হন তবে গিয়ারভী শরীফের নিয়ায (তাবাররুক) প্রস্তুত করা হবে না। তবে যদি নিয়াযের ব্যবস্থা করা হয় ও তাতে পদস্ত ব্যক্তিকেও দা'ওয়াত দেয়া হয় আর এটা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, তিনি আসুক বা না আসুক নিয়াযের ব্যবস্থা ঠিক থাকবে তাহলে এরূপ দা'ওয়াত জায়িয। কেননা এটাকে "সাধারণ দা'ওয়াত" বলা হয়। তবে সাধারণ দা'ওয়াতেও যদি পদস্ত ব্যক্তিকে অন্যান্যদের বিপরীতে ভাল খাবার দেয়া হয় তবে তা নাজায়িয হবে। যেমন - সাধারণ মেহমানদেরকে নানরুটি ও গরুর মাংসের তরকারী দেয়া হল কিন্তু পদস্ত ব্যক্তিকে ময়দার খামির দ্বারা প্রস্তুত স্যাতস্যাঁতে নরম রুটি ও ছাগলের কোর্মা দেয়া হয় তাহলে এরূপ করা না-জায়িয হবে।

প্রশ্ন ঃ অফিসার থেকে তাঁর অধীনস্ত ব্যক্তি উপহার গ্রহণ করতে পারবে কি পারবে না?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

উত্তর ঃ গ্রহণ করতে পারবে। আমার আকা আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর জারীকৃত এ মুবারক ফাতাওয়াটি যদি কমপক্ষে তিনবার মনোযোগ সহকারে পড়ে বা শুনে নেয়া হয় তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপহার ও ঘুষের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে বুঝে আসবে যে, কে কার কার থেকে উপহার গ্রহণ করতে পারবে ও কার কার থেকে পারবে না।

যেমন আমার আকা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "যে ব্যক্তি নিজে, চাই শাসকের পক্ষ থেকে কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হোক, যে কারণে মানুষের উপর তার কিছুটা ক্ষমতা থাকে, যদিও সে নিজের জন্য তাদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, চাপ প্রয়োগ করে না যদিও সে কোন অকাট্য সিদ্ধান্ত বরং অকাট্য নয়, এমন সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী নন। যেমন-দারোগা, জল্লাদ, ওসি, জমিদার বা গ্রামবাসীদের জন্য নিযুক্ত জমিদার, গ্রাম প্রধান, (চেয়ারম্যান) পাটোয়ারী (গ্রাম সরকার) এমনকি পঞ্চায়েত বা সার্বজনীন গোত্র বা পেশার লোকদের জন্য তাদের চৌধুরী, এসব লোকের জন্য কোন ধরনের উপহার নেয়া বা বিশেষ দা'ওয়াত (অর্থাৎ বিশেষ দা'ওয়াত, তাঁর জন্যই আয়োজন করা হয়েছে আর যদি তিনি অংশগ্রহণ না করেন তবে দা'ওয়াতই হবে না) গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে অনুমতি নেই।

কিন্তু তিন অবস্থায় অনুমতি রয়েছে। প্রথমত ঃ অফিসার (অর্থাৎ-নিজের উপরস্ত ব্যক্তি) থেকে, যার উপর তাঁর চাপ নেই। না সেখানে এটা খেয়াল করা হয় যে, তার পক্ষ থেকে এ হাদিয়া (উপহার) ও দা'ওয়াত নিজের ব্যাপারে ছাড় নেয়ার জন্য। দ্বিতীয়তঃ এমন ব্যক্তি থেকে যে তার পদ লাভের পূর্বেও তাকে উপহার দিত ও দা'ওয়াত করত। তবে শর্ত হল যে, এখনও ঐ পরিমাণ হতে হবে, অন্যথায় অতিরিক্ত হলে জায়িয হবে না। যেমন-পূর্বে উপহার ও দা'ওয়াতে যে দামের বস্তু থাকত এখন তার চেয়ে দামী লৌকিকতা সম্পন্ন হয়ে থাকে অথবা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেল কিংবা তাড়াতাড়ি হতে লাগল। এসব অবস্থায় অতিরিক্ত মওজুদ ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

জায়িয হওয়ার কোন অবস্থা নেই। কিন্তু যখন এ ব্যক্তির সম্পদ পূর্বের চেয়ে অতিরিক্তের উপযোগী বৃদ্ধি পেল (অর্থাৎ-দাতা এখন আরো ধনী হয়ে গেল) যা থেকে বুঝা যাবে যে, এ অতিরিক্তটুকু ঐ ব্যক্তির পদের কারণে নয় বরং নিজের সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হয়েছে। তৃতীয়তঃ নিজের নিকটতম মুহরাম থেকে।

যেমনঃ-মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, (কিন্তু) চাচা, মামা, খালা, ফুফুর ছেলে নয়, কারণ এরা মুহরাম নয়। যদিও প্রচলিত নিয়মে এদেরকে ভাই বলা হয়। আরো বলেন, "অতঃপর যেখানে যেখানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেটার ভিত্তি শুধুমাত্র ছাড়ের অপবাদ ও আশংকার উপর, সত্যিকার অর্থে ছাড়ের অস্তিত্ব আবশ্যক নয়। কারণ তার নিজের আমল কিছু রদবদল না করা বা তার আন্ত রিকতাপূর্ণ অভ্যাস সম্পর্কে জানা জায়িয হওয়ার জন্য ফলদায়ক হতে পারে। দুনিয়ার কাজ ইচ্ছার উপরই চলে। যখন এ দা'ওয়াত ও উপহার গ্রহণ করবে তখন অবশ্যই খেয়াল যাবে যে, সম্ভবত এবারে কোন রূপ প্রভাব পড়বে যে, বিনামূল্যে মাল দেয়ার প্রভাব হচ্ছে পরীক্ষিত ও চোখ দেখা। ঐবার হয়নি এবার হবে।

এবার হয়নি এরপর কখনো হবে। আর এ বাহানা করা যে, তার জন্য উপহার ও দা'ওয়াত মানবতার ভিত্তিতে ক্ষমতাশালী হওয়ার কারণে নয়। এটার প্রকৃতি স্বয়ং হুযুর সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যখন এক ব্যক্তিকে যাকাত সংগ্রহ করার জন্য নির্ধারণ করে পাঠালেন, তিনি যাকাতের মাল হাযির করে কিছু মাল আলাদা করে রাখলেন যে, এটা আমি পেয়েছি। ইরশাদ করেছেন, "তোমার মায়ের ঘরে বসে দেখ যে, এখন কত উপহার পাওয়া যায়! অর্থাৎ-এ উপহার হচ্ছে শুধুমাত্র এ পদের ভিত্তিতে, যদি ঘরে বসে থাকতে তবে কে এসে দিয়ে যেত?" (সহীহ মুসলিম, পৃ-১০১৯, হাদীস নং-১৮৩২, ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ্, খন্ড-১৮তম, পৃ-১৭০,১৭১)

প্রশ্ন ঃ যদি ছাত্র তার শিক্ষককে উপহার পেশ করে তাহলে গ্রহণ করবেন কি করবেন না?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উত্তর ঃ কুরআনে পাক অথবা দরসে নিযামী শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে দেয়া উপহার সমূহ গ্রহণ করাতে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কেননা শিক্ষকও অনেক মুসলমান (যথা-ছাত্র) এর ব্যাপারে "ওয়ালী" (অর্থাৎ- শাসনকর্তা) হয়ে থাকেন। ক্ষমতাসীনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "ক্ষমতাসীনের মধ্যে বাজার ও শহরের পদস্ত ব্যক্তি, ওয়াকফ এষ্টেটের কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তি, ও ঐসকল ব্যক্তি অন্তর্ভূক্ত যারা এ ধরনের বিষয়ে ক্ষমতাসীন হন, যা মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত।" (রদ্দুল মুখতার, খন্ড-৮ম, পৃ-৫০)

উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতির আলোকে শিক্ষকও এক ধরনের ক্ষমতাসীন ব্যক্তি, কেননা মাদ্রাসায় ছাত্রদের ভর্তি বহাল থাকা প্রায়ই শিক্ষকেরই দয়া-মায়ার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষক ছাত্রের নিয়ম বহির্ভূত কাজের জন্য ক্লাস থেকে বের করে দিতে পারেন। অথবা রহিত করার জন্য সুপারিশ করতে পারেন। এভাবে পরীক্ষায় কৃত প্রশ্নপত্র সময়ের পূর্বে প্রকাশ করা, পরীক্ষার ফলাফলে ভাল নম্বর দেয়া বা ফেল করে দেয়াও শিক্ষকের হাতে থাকে। অনেক ছাত্র এমনও রয়েছে যাদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের আগ্রহ কম থাকে অপরদিকে তারা দুষ্টামী ও নিয়ম বহির্ভূত কাজে আগে আগে থাকে।

যেহেতু নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বারা শিক্ষককে সন্তুষ্ট করতে পারে না তাই কখনো কখনো উপহার পেশ করে ও দা'ওয়াত খাওয়ায়, যাতে তাদেরকে মাদ্‌রাসা থেকে বের করা না হয়, আর ফেল করানো না হয়। তাই শিক্ষকদের উচিত এ ধরনের ছাত্রদের উপহার সমূহ ও দা'ওয়াত গ্রহণ না করা। আর যদি জানতে পারেন যে, এ উপহার ও দা'ওয়াত বিশেষভাবে এজন্যই করা হয়েছে যে, আলোচ্য শ্রেণীর ছাত্রদের যেন কাজ হয়। আর ইনি সত্যিই তাদের কাজ করতে পারেন বা কাজ সম্পাদনের মাধ্যম হতে পারেন তাহলে এ অবস্থায় গ্রহণ করা হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

"শামী" গ্রন্থে রয়েছে, "এভাবে যখন আলিমকে সুপারিশ বা জুলুম দূর করার জন্য উপহার দেয়া হয় তাহলে তা ঘুষ। শিক্ষকের যে হুকুম বর্ণিত হল, তা প্রত্যেক ব্যবস্থাপকেরই জন্য, চাই কোন প্রতিষ্ঠানের হোক কিংবা দলের, চাই বিশুদ্ধ ধর্মীয় গোষ্ঠী হোক বা রাজনৈতিক। কারণ কোন না কোন ভাবে এগুলোও মুসলমানদের অনেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাসীন হয়ে থাকে আর এদের কলমের ঝাঁকুনি বা মুখ চালানোতে অনেক মানুষের লাভ-ক্ষতি হতে পারে তাই তাদেরকে উপহার ও দা'ওয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।"

(রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৯, পৃ-৬০৭)

উপহার ফিরিয়ে দেয়ার দু'টি ঘটনা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে বর্ণিত রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা শফীক বলখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, আমি হযরত সায়্যিদুনা সুফইয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে উপহার স্বরূপ কাপড় পেশ করলাম, তখন তিনি আমাকে তা ফিরিয়ে দিলেন। আমি আরয করলাম, "ইয়া সায়্যিদী! আমি আপনার ছাত্র নই। বললেন, "আমি জানি কিন্তু আপনার ভাইতো আমার কাছ থেকে হাদীসে পাক শুনেছেন, আমার ভয় হচ্ছে আবার যেন আমার অন্তর আপনার ভাইয়ের জন্য অন্যের তুলনায় অধিক নরম হয়ে না যায়।

(হিলইয়াতুল আওলিয়া, খন্ড-৭ম, পৃ-৩, হাদীস নং-৯৩০২)

একবার হযরত সায়্যিদুনা সুফইয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর বন্ধুর ছেলে হাযির হয়ে কিছু নযরানা পেশ করলে তিনি গ্রহণ করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাকে ডেকে পাঠালেন এবং অনুরোধ সহকারে তাকে ঐ উপহার ফিরিয়ে দিলেন। এটা এজন্য করেছেন যে, তার বন্ধুত্ব আল্লাহ এর সন্তুষ্টির জন্য ছিল। তাই তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মধ্যে ভয় হল যে, এ উপহার আবার যেন আল্লাহর খাতিরে বন্ধুত্বের বিনিময় হয়ে না যায়। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه শাহজাদা সায়্যিদুনা মুবারক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, আমি আরয করলাম, "বাবাজান! আপনার কি হল! আপনি যখন নিয়েই নিয়েছিলেন তাহলে আমাদের খাতিরে রেখেই দিতেন।" বললেন, "হে মুবারক! তোমরাতো আনন্দের সাথে এসব ব্যবহার করবে কিন্তু কিয়ামতের দিন প্রশ্ন আমাকে করা হবে।" (ইহইয়াউল উলুম, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০৮)

প্রশ্ন ঃ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে যদি কোন অধীনস্ত ব্যক্তি মদীনা শরীফের খেজুর অথবা যমযম শরীফের পানি পেশ করে তবে নেবে কি নেবে না?

উত্তর ঃ গ্রহণ করে নেবেন, কারণ তাতে ঘুষের অপবাদের আশংকা নেই। এছাড়া রিসালা, বয়ানের ক্যাসেট ইত্যাদি বা নালাইন পাকের কার্ড, খুবই অল্প মূল্যের তাসবীহ বা কমমূল্যের যেমন-দুই তিন টাকা মূল্যের কলম ইত্যাদি গ্রহণ করাতে অসুবিধা নেই। কারণ এটা এ ধরনের উপহার নয়, যা অপবাদের জায়গায় দন্ডায়মান হওয়ার মাধ্যম হয়। এছাড়া হজ্জ বা মদীনার সফর কিংবা বিয়ে বা বাচ্চা জন্মগ্রহণের সময় উপহার দেয়ার প্রচলন রয়েছে। এ ধরনের উপহারও ক্ষমতাসীন ব্যক্তি তার অধীনস্ত ব্যক্তি থেকে নিতে পারেন। তবে যদি প্রচলিত নিয়মের অধিক উপহার দেয় তাহলে নিতে পারবেন না। যেমন-১০০ টাকার প্রচলন রয়েছে আর ৫০০ বা ১২০০ টাকার উপহার দিল তা নেয়া যাবে। কিন্তু এ পরিমাণ নোটের মালা পরিধান করাল তাহলে অপবাদের জায়গায় দন্ডায়মান হওয়ার কারণে না-জায়িয হয়ে যাবে। (এসব বিধি-বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার থেকে প্রকাশিত মাদানী মুযাকারার ৭১-৭৪ নম্বর ক্যাসেট শ্রবণ করুন। মাজলিসে মাকতাবাতুল মদীনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের আন্তর্জাতিক অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে ও সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রসূলের সাথে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকলে, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে শরীআতের বিধি-বিধান শিক্ষা গ্রহণ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

করতে থাকবেন। মাদানী কাফিলাতে সফরের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য একটি মাদানী কাফিলার মাদানী বাহার (ঘটনা) শুনুন। যেমন

(৯৫) জীবন্ত কবরস্ত হয়ে গেলাম

এক ইসলামী ভাইয়ের অনেকটা এরকম বর্ণনা হচ্ছে, দা'ওয়াতে ইসলামীর ১২ জন আশিকে রসূলের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলা কাশ্মীরের একটি জেলা "বাগ" এলাকার নিন্দরাইর জামে মসজিদে নিন্দরাই-এ অবস্থান করছিল। ১৪২৬ হিজরীর ৩রা রমযানুল মুবারকে জাদওয়াল (রুটিন) অনুযায়ী সকালে সংক্ষিপ্ত আরামের বিরতির পর "মাদানী মাশওয়ারা"-এর সময় হয়ে গিয়েছিল। আমীরে কাফিলার নির্দেশে ৮ জন ইসলামী ভাই ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। অপরদিকে আমি সহ ৪ জন ইসলামী ভাই অলসতার কারণে মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসায় তখনও শুয়ে ছিলাম ও আমাদের ধাক্কা লাগল। আমরা অস্থির হয়ে হঠাৎ উঠে বসলাম। সব দরজা ও দেয়াল দোলছিল। আমরা তৎক্ষণাৎ দৌঁড় দিলাম কিন্তু হায়! হঠাৎ যমীন ফেটে গেল আর আমরা বিকট শব্দে উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। তখনও সামলিয়ে উঠতে পারিনি এক বিস্ফোরণ সহকারে ছাদও দেয়ালগুলো আমাদের উপর এসে পড়ল।

চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছেঁয়ে গেল। সাহসও হারিয়ে গেল। আহ! হায়! হায়! আমরা চারজন একত্রে জীবন্ত কবরস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা আতঙ্কিত অবস্থায় উচ্চ স্বরে কালিমা শরীফ পাঠ করতে ও চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম। বাহ্যিকভাবে বাঁচার কোন আশা রইল না, ছটফট করতে করতে ও অস্থির হয়ে হাত-পা মারতে মারতে এক ইসলামী ভাইয়ের পায়ের ধাক্কায় হঠাৎ একটি পাথর সরে পড়লে আলোকিত হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ঐ গর্ত দিয়ে একজন একজন করে আমরা বাইরে বের হতে সক্ষম হলাম। আমীরে কাফিলার তাৎক্ষণিক আনুগত্যের বরকতে মাদানী কাফিলার আটজন আশিকানে রসূল আমাদের আগে সহজে নিরাপদ অবস্থায় মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

زلزلے سے اماں ‘ دے گا ربِّ عزّوجلّ جہاں   سب دعائیں کریں ‘ قافلے میں چلو
ہوں بپا زلزلے ‘ گرچہ آندھی چلے   صبر کرتے رہیں ‘ قافلے میں چلو

জলজলে সে আমা, দেগা রব্বে জাহা
ছব দুআয়ে করে, কাফিলে মে চলো
হো বাপা জলজলে, গর ছে আন্দি চলে
ছবর করতে রাহে, কাফিলে মে চলো।

আনুগত্য না করার পরিণাম

এ থেকে এটাও জানা গেল যে, মাদানী কাফিলার জাদওয়ালের উপর আমল করার কল্যাণে ঐ আটজন ইসলামী ভাইয়ের কোন কষ্ট হলো না। তারা সহজে বের হয়ে গেলেন আর ঐ চারজন যারা অলসতার কারণে শুয়ে রইল তারা কিছু সময়ের জন্য সম্মিলিত কবরে জীবন্ত দাফন হয়ে গেলেন তবে অবশেষে তারাও মাদানী কাফিলার বরকতে বের হয়ে আসতে সক্ষম হলেন। আল্লাহ তাআলা এভাবে নিদর্শনাবলী দেখান যে, কেউতো মৃত্যু মুখে পৌঁছেও পরিস্কার বেঁচে আসে অপরদিকে কেউ হাজার কেল্লায় লুকিয়ে থাকুক কিন্তু মৃত্যু এসে তাকে পাকড়াও করে।" মৃত্যু থেকে কেউ পলায়নের পথ অবলম্বন করতে পারে না। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِیْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِیْكُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- আপনি বলুন, 'ঐ মৃত্যু, যা থেকে তোমরা পলায়ন করো, তাতো অবশ্যই তোমাদের সাক্ষাত করবে। (পারা-২৮, সূরা-জুমা-আয়াত-৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(৯৬) জ্ঞানী বাদশাহ

একদিন মিসরের জ্ঞানী বাদশাহ আহমদ ইবনে তুলুন কোন এক নির্জনস্থানে তাঁর সহচরদেরকে নিয়ে খাবার খাচ্ছিলেন। তখন তাঁর দৃষ্টি ছেঁড়া পুরানো কাপড় পরিহিত এক ফকীরের উপর পড়ল। বাদশাহ একটি রুটি, একটি ভুনা মুরগী, একটি মাংসের টুকরা ও ফালূদা গোলামের মাধ্যমে তার নিকট পাঠালেন। গোলাম ফিরে এসে বলল, “আলীজাহ! খাবার পেয়ে সে খুশী হয়নি।” এটা শুনে বাদশাহ তাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। যখন সে আসল তখন তাকে কিছু প্রশ্ন করা হলো, যেগুলোর উত্তর সঠিকভাবে দিলে, তাঁর উপর শাহী শান-শওকতের কোন প্রভাব পড়ল না। জ্ঞানী বাদশাহ হঠাৎ বললেন, তোমাকে গুপ্তচর মনে হচ্ছে!

একথা বলে বাদশাহ চাবুক মারার লোককে তলব করলেন। তাকে দেখতেই ঐ ফকীর তৎক্ষণাৎ স্বীকার করল যে, সত্যি আমি গুপ্তচর। এ অবস্থা দেখে কেউ বাদশাহকে বলল, “আলীজাহ! আপনি মূলতঃ যেন যাদু করলেন! জ্ঞানী বাদশাহ বললেন, “কোন যাদু করিনি। আমি তাকে আমার অনুমান দ্বারা পাকড়াও করেছি।” কারণ খাবার এমন উৎকৃষ্ট ছিল যে, যে পেট ভরে খেয়ে নিয়েছে তার মুখেও তা দেখে পানি চলে আসবে ও সে সেটার প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে কিন্তু বাহ্যিক দুরাবস্থা সত্ত্বেও সে এ খাবারের প্রতি কোন মনোযোগ দিল না। তাছাড়া সাধারণ মানুষ শাহী শান-শওকত দেখে কেঁপে উঠে কিন্তু সে সাহসের সাথে কথা বলছিল। এজন্য ধারণা হল যে, সে গুপ্তচর। (কারণ গুপ্তচরকে নির্দিষ্ট গন্ডিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।) (হায়াতুল হাইওয়ানুল কুবরা, খন্ড-১ম, পৃ-৪৫৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

(৯৭) কবরে ইবনে তুলুনের অবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহমদ ইবনে তুলুন সীমাহীন জ্ঞানী, ন্যায় বিচারক, সাহসী, নম্র, চরিত্রবান, শিক্ষানুরাগী ও দানশীল বাদশাহ ছিলেন। তিনি হাফিযে কুরআন ছিলেন ও অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন কিন্তু প্রথম স্তরের অত্যাচারীও ছিলেন। তাঁর তলোয়ার খুনাখুনি করার জন্য সর্বদা খাপের বাইরে থাকত। কথিত আছে যে, তিনি যাদেরকে হত্যা করেছেন ও যারা তার কাছে বন্দীবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের সংখ্যা ছিল আঠার হাজারের কাছাকাছি। তাঁর ইন্তিকালের পর এক ব্যক্তি প্রতিদিন তাঁর কবরে তিলাওয়াত করতেন। একদিন বাদশাহ আহমদ ইবনে তুলুন তার স্বপ্নে এসে বললেন, “আমার কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করো না।” সে জিজ্ঞাসা করল, “কেন?” ইবনে তুলুন জবাব দিলেন, “যখনই কোন আয়াত আমার বিষয়ে আসে তখন আমার মাথায় আঘাত করে জিজ্ঞাসা করা হয়, “তুই কি এ আয়াত শুনিসনি?”

(হায়াতুল হাইওয়ানুল কুবরা, খন্ড-১ম, পৃ-৪৬০)

হায়! হায়! হায়! অত্যাচারের পরিণতি কি ভয়ানক! শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিদের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর। সুতরাং সরকারী ও মন্ত্রীত্বের আকর্ষণীয় পদ ইত্যাদি থেকে বিশেষতঃ বর্তমান যুগে দূরে থাকাতেই নিরাপত্তা রয়েছে। এটাও জানা গেল যে, হাফিযে কুরআনের উচিত কুরআনে পাকে বিধি-বিধানের উপর আমলও করা।

আল্লাহ আমাদেরকে ও কবরের আযাবে আক্রান্ত গুনাহগার মুসলমানদের এবং সকল উম্মতকে ক্ষমা করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

(৯৮) অন্যের গুনাহ ক্ষমা প্রার্থনাকারীর নিজ গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত যে, সকল মুসলমানদের গুনাহ্ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা। এতে আমাদেরও কল্যাণ নিহিত রয়েছে যে, যত মুসলমানের মাগফিরাতের জন্য দুআ করব, তত পরিমাণ নেকী আমরা লাভ করব। যেমন মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন, "যে কেউ সকল মু'মিন নারী-পুরুষের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার জন্য প্রতিটি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীর বিনিময়ে একটি করে নেকী লিখে দেন।"

(আল জামিউস সগীর, পৃ-৫১৩, হাদীস নং-৮৪১৯)

যাহোক অপরের কল্যাণ প্রার্থনা করলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের প্রতিও কল্যাণ দান করা হবে। যেমন হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান সাফফুরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন যে, এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, অর্থাৎ-আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?" তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ও অমুক ব্যক্তির মহল পরিমাণ আমাকে মহল দান করেছেন, অথচ আমি তাঁর চেয়ে অধিক ইবাদাতকারী ছিলাম তবে তিনি আমার চেয়ে অগ্রগামী হলেন এজন্য যে, তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ গুণ ছিল, যা আমার মাঝে ছিল না। আর তা এ যে, তিনি দুআ প্রার্থনা করতেন, "হে আল্লাহ! পূর্ববর্তী, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মুসলমানদেরকে ক্ষমা করে দিন।"

(নুযহাতুল মাযালিস, খন্ড-২য়, পৃ-৩য়)

الٰہی عزوجل واسِطہ پیارے کا سب کی مغفرت فرما
عذابِ نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے

ইলাহী ওয়াসেতা পেয়ারে কা ছব কি মাগফিরাত ফরমা,
আযাবে না-র ছে হামকো খোদায়া খওফ আ-তা হায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

(৯৯) ৭০ দিনের পুরানো লাশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতি সংগঠন দা’ওয়তে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে মুসলমানদের পেরেশানী দুর করার আগ্রহ ও দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ কুড়ানোর সুযোগ লাভ হয়। দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে লক্ষ লক্ষ বিপদগামী মানুষের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। দাও’য়াতে ইসলামী আহ্‌লে হক (সত্য পথের অনুসারীবৃন্দ) এর নিরাপদ মাদানী সংগঠন। আসুন ঈমান তাজা করার উদ্দেশ্যে আপনাদেরকে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের কল্যাণের মহান বাহার (ঘটনা) শুনাচ্ছি। ১৪২৬ হিজরীর ৩রা রমযানুল মুবারক (০৮,১০,০৫) রোজ শনিবার পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ভয়ানক ভূমিকম্প এসেছিল যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছেন। তার মধ্যে মুযাফ্‌ফারাবাদ (কাশ্মীর) এলাকার “মীর আতসুলিয়া” বাসিন্দা ১৯ বছর বয়সী নাসরীন আত্তারীয়্যা বিনতে গোলাম মুরসালীন, যিনি দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতেন, তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

মরহুমার পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ৭ যুলক্বাদাতুল হারাম ১৪২৬ হিজরী (১০.১২.০৫) সোমবার রাতে (রবিবার দিবাগতরাত) আনুমানিক ১০ টার সময় কোন কারণে কবর খুলে ফেলল। হঠাৎ আসা খুশবুতে নাকের উৎসস্থল পর্যন্ত সুগন্ধিময় হয়ে গেল। শাহাদাতের ৭০ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও নাসরীন আত্তারীয়্যার কাফন নিরাপদ ও শরীর একেবারে তরতাজা ছিল।

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

عطائے حبیبِ خدا مدَنی ماحول

ہے فیضانِ غوث و رضا مدَنی ماحول

سلامت رہے یا خدا مدَنی ماحول

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

بچے نظرِ بد سے سدا مَدَنی ماحول

اے اسلامی بہنو! تمہارے لئے بھی

سُنو! ہے بہُت کام کا مَدَنی ماحول

تمہیں سنّتوں اور پردے کے احکام

یہ تعلیم فرمائے گا مَدَنی ماحول

سنور جائیگی آخرت ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ

تم اپنائے رکھو سَدا مَدَن ماحول

আতায়ে হাবীবে খোদা মাদানী মাহল,

হে ফয়যানে গউছো রযা মাদানী মাহল।

সালামত রহে ইয়া খোদা মাদানী মাহল,

বাঁচে নজরে বদছে ছাদা মাদানী মাহল।

আয় ইসলামী বেহ্নো! তোম্হারে লিয়ে ভী,

ছুনো! হে বহুত কাম কা মাদানী মাহুল।

তুম্হি সুন্নতু আওর পরদে কে আহকাম,

ইয়ে তা'লীম ফরমায়েগা মাদানী মাহুল।

সানাওয়র জায়েগী আখেরাত

ইয়া রব্বে মুস্তফা! আমাদেরকে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام সাহাবায়ে কিরাম, আহলে বাইতে আতহার ও আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى গনের সত্যিকারের মহব্বত দান করুন। তাঁদের পথে চালান ও তাঁদের ফয়যান দ্বারা আমাদের ঈমানের নিরাপত্তা ও উভয় জাহানে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন। আমাদেরকে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদৌস বিনা হিসাবে প্রবেশ করার এবং সেখানে তোমার মাদানী হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالٰى علٰى محمَّد

تُوبُوا اِلَى اللّٰه! اَسْتَغْفِرُ اللّٰه

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالٰى علٰى محمَّد

তালিবে গমে

মদীনা ও

বকী ও

মাগফিরাত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

প্রশ্নোত্তর

এই কয়েক পৃষ্ঠা আহারকারী ও রান্নাকারী অর্থাৎ- সবার জন্যে সমানভাবে উপকারী। তাই শয়তান লক্ষ অলসতা প্রদান করলেও আপনি তা সম্পূর্ণ পড়ে নিন। মসজিদ ও ঘর ইত্যাদিতে এটা থেকে দরস দিয়ে সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করে নিন।

দুরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমাপূর্ণ বাণী হচ্ছে, "যে কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, তবে যতদিন আমার নাম ঐ কিতাবে থাকবে ফিরিস্তারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।"

(মু'জম আউসাত, খন্ড-১ম, পৃ: ৪৯৭, হাদীস নং-১৮৩৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　　صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

১৪২৩ হিজরী ১৯ রবিউন নূর শরীফ জুমাবার ও শনিবার মধ্যবর্তী রাত দা'ওয়াতে ইসলামীর সকল মাদ্‌রাসা ও জামেয়ায় (বাবুল মদীনা করাচী) বাবুর্চী ও অধ্যক্ষদের মাদানী মাশওয়ারা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক ছাত্রও এতে অংশগ্রহণ করে নিয়মানুসারে তিলাওয়াত ও না'ত শরীফের পর আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মওলানা আবূ বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيه অনেক মাদানী ফুল পেশ করলেন এবং নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে !صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب এর মনোমুগ্ধকর আহ্বান জানিয়ে শ্রোতাদের দুরূদ শরীফ পড়ার সৌভাগ্য দান করতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

থাকেন। তিনি সকলকে মসজিদের প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে প্রত্যেক নামায জামাআত সহকারে আদায় করা, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ, প্রতিমাসে মাদানী কাফিলাতে তিনদিন সফর এবং প্রতি মাসে মাদানী ইনআমাতের কার্ড জমা করানোর তাগিদ দিয়েছেন।

খাবার মেপে নিন

প্রশ্ন ঃ খাবার নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার উপায় কি?

উত্তর ঃ খাবার মেপে রান্না করবেন ও মেপেই বণ্টন করবেন। যেমন-৯২জন ছাত্রের জন্য বিরিয়ানী তৈরী করতে হবে, যেহেতু এক কেজি চাউলে প্রায় ৮ জন মানুষ খেতে পারেন, তাই ১২ কেজি চাউলের বিরিয়ানী প্রস্তুত করুন। সবাইকে থালায় এতটুকু পরিমাণ করে খাবার দিন যেন পরিতৃপ্ত হয়ে যায় এবং অবশিষ্টও থেকে না যায়। এভাবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ খুবই সহজ হবে আর খাবারও নষ্ট কম হবে। সঠিকভাবে অনুমান না করে রান্না করাতে হয়তো কম পড়ে নয়তো প্রচুর পরিমাণে অবশিষ্ট থেকে যায়। অবশিষ্ট থাকা বিরিয়ানী পুনরায় গরম করে খেলে, তাতে স্বাদ কম লাগে।

ছয় লক্ষ কয়েদী!

প্রশ্ন ঃ কখন থেকে খাবার নষ্ট হওয়া শুরু হয়েছে?

উত্তর ঃ বনী ইসরাঈলের সময় থেকে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ঘটনা আরয করছি, ফিরআউন নীলনদে ডুবে মরার পর আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ছয় লক্ষ বনী ইসরাইলকে নিয়ে আমালাকাহ জাতির সাথে জিহাদ করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হলেন। যখন নিকটবর্তী হলেন তখন তাঁর জাতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করল ও যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে এটা বলে দিল যে, আপনি ও আপনার খোদা এ শক্তিশালী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

জাতির সাথে যুদ্ধ করুন। হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলীমূল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এতে অসন্তুষ্ট হলেন।

এ ছয় লক্ষ মানুষকে চল্লিশ বৎসরের জন্য ২৭ হাজার গজ প্রস্থ ও ৩০ মাইল দৈর্ঘ্যের ময়দানে বন্দী করা হল। তারা সারাদিন হাঁটত আর সন্ধ্যায় সেখানেই চলে আসত যেখান থেকে পথ চলা শুরু করেছে। এ জঙ্গলের নাম হল তীহ। তীহ অর্থাৎ "পথহারার ন্যায় ঘুরাফেরা করার জায়গা।"

(তাফসীরে নঈমী, খন্ড-৬, পৃ-৩৩৬ থেকে ৩৫১ থেকে সংগৃহীত)

মান্না ও সালওয়া

তাফসীরে রূহুল বয়ানে রয়েছে, যখন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বনী ইসরাঈলের ছয় লক্ষ মানুষের সাথে তীহ ময়দানে অবস্থান করছিলেন তখন আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত মানুষের খাওয়ার জন্য আসমান থেকে দুই ধরনের খাবার প্রেরণ করেন। একটির নাম ছিল "মান্না" অপরটির নাম "সালওয়া"। মান্না একেবারে সাদা মধুর মত হালুয়া ছিল অথবা সাদা রংয়ের মধুই ছিল, যা প্রতিদিন আসমান থেকে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হত আর সালওয়া রান্নাকৃত ছোট পাখী ছিল, যা দক্ষিণে বাতাসের সাথে আসমান থেকে অবতীর্ণ হত।

খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ

মান্না ও সালওয়ার ব্যাপারে হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর প্রতি নির্দেশ ছিল যে, আপনারা এসব প্রতিদিন খেয়ে ফেলবেন ও আগামীকালের জন্য কখনোই জমা করে রাখবেন না। কিন্তু দুর্বল বিশ্বাসের লোকদের এ ভয় আসতে লাগল যে, যদি কোন দিন মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ না হয় তবে আমরা এ পানি ও ঘাসহীন ধু-ধু মরুভূমিতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যাব। তাই তারা কিছুটা গোপনে আগামীকালের জন্য রেখে দিল। তাই নবী عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

এর অবাধ্যতার কারণে এমন অমঙ্গল ছড়িয়ে পড়ল যে, যা কিছু আগামীদিনের জন্য জমা রেখেছিল ঐসব পঁচে গেল এবং ভবিষ্যতের জন্য তা অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, খন্ড-১ম, পৃ-১৪২) এজন্যই আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "বনী ইসরাঈল না হলে, কখনো খাবার খারাপ হত না, কখনও গোস্ত নষ্ট হত না।" (সহীহ মুসলিম, পৃঃ ৭৭৫, হাদীস নং-১৪৭০) এখন জানা গেল যে, ঐ তারিখ থেকেই খাবার নষ্ট হওয়া ও গোস্ত নষ্ট হওয়া শুরু হয়। নয়তো এর আগে কখনও খাবার নষ্ট হত না, গোস্ত নষ্ট হত না ।

১২ টি ঝর্ণা প্রবাহিত হল

আপনারা শুনলেনতো! আল্লাহ তাআলা নবী عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অবাধ্যতায় বনী ইসরাঈলকে কি রকম ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিলেন! তীহ ময়দানে বন্দী হওয়ার সময় যাদের বয়স ২০ বছরের বেশি ছিল তারা সবাই এ সময়ের মধ্যে সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও সেখানে ছিলেন, তাই তাঁর عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বরকতে মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ হল। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পাথরের উপর তাঁর পবিত্র লাঠি দিয়ে আঘাত করলে তা থেকে ১২ টি ঝর্ণা বের হল, যা থেকে বনী ইসরাঈল পানি পান করত ও গোসল করত। এ বন্দী অবস্থার সময় যেসব পোষাক তাদের শরীরে ছিল, তা ময়লাযুক্ত হত না, পুরানো হত না এবং ছিঁড়ত না। তাদের নখ ও চুল বাড়ত না, তাই ক্ষৌরকর্মের প্রয়োজনও হত না। রাতে একটি স্তম্ভ প্রকাশ পেত যা থেকে আলো বের হত। মনে করুন, তা "টিউবলাইটের" কাজ দিত। দিনে হালকা মেঘ তাদের উপর ছায়া দিত। তাদের যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করত, তার উপর কুদরতীভাবে নখের পোষাক থাকত, যা সে বড় হওয়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকতো। এ বন্দী অবস্থায় এসব নে'মত আল্লাহ তাআলার নবী হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বরকতে তারা লাভ করেছিল। (রূহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনি ওয়াস সাবয়িল মাসানী, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-৩৮৩ থেকে সংগৃহীত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

কর্মচারীর জন্য নফল নামায পড়া কেমন?

এ কুরআনী ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল যে, গুনাহ ও নাফরমানীর কারণে দুনিয়াতেও দুঃখ-কষ্ট আসে। দয়া করে! বাবুর্চী ইসলামী ভাইয়েরাও নিজের দায়িত্ব যেন পরিপূর্ণভাবে আদায় করেন। আজকাল অনেক কর্মচারী মাদানী মন-মানসিকতা না থাকার কারণে পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে না। নির্ধারিত কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে অসম্পন্ন রাখে অথচ বেতন পরিপূর্ণ নিয়ে নেয় আর এভাবে নিজের রুযী নষ্ট করে বসে। মনে রাখবেন! কর্মচারী দায়িত্বের সময় মালিকের অনুমতি ছাড়া নফল (নামায, তাসবীহ ইত্যাদি) আদায় করতে পারবে না। যদি দূর্বল হয়ে পড়ার কারণে কাজে কমতি হয়, তবে অনুমতি ছাড়া নফল রোযাও রাখতে পারবে না। (রদ্দুল মুখতার, খন্ড-৯ম, পৃ-৯৭)

তবে জামাআত সহকারে ফরয নামাযসমূহ ও রমাযানুল মুবারকের রোযা আদায় করা থেকে মালিক বাধা দেয়ার ক্ষমতার অধিকারী নন, তিনি বাধা দিলেও বাধা মানবেন না।

আপনি হলেন প্রতিটি দানার আমানতদার

প্রশ্ন ঃ জামিআতুল মদীনার রান্নাঘরের বাবুর্চী কি আমানতদার?

উত্তর ঃ জ্বী হ্যাঁ। যদি জেনে বুঝে খাদ্যের একটি দানাও অহেতুক অপচয় করেন, তবে আখিরাতে জবাব দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রত্যেক প্রকারের আমানত রক্ষা করার সৌভাগ্য দান করুন এবং খিয়ানত করা থেকে নিরাপদ রাখুন। খিয়ানতের শাস্তি খুবই ভয়ানক। যেমন-হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্‌যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه "মুকাশাফাতুল কুলুব" গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

খিয়ানতের ভয়ানক শাস্তি

কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করা হবে। ইরশাদ হবে, তুমি কি অমুকের আমানত ফিরিয়ে দিয়েছিলে? আরয করবে, "না"। নির্দেশ পেয়ে ফিরিশতাগণ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবেন। সেখানে সে জাহান্নামের গভীরে ঐ "আমানত" রাখাবস্থায় দেখবে ও ঐ ব্যক্তি ঐ আমানতের দিকে পড়তে থাকবে অবশেষে ৭০ বছর পর সেখানে গিয়ে পৌঁছবে ও ঐ আমানত উঠিয়ে উপরের দিকে আরোহন করবে। যখন জাহান্নামের কিনারায় পৌঁছবে তখন পা পিছলে যাবে অতঃপর জাহান্নামের গভীরে গিয়ে পড়বে। এভাবে সে পড়তে ও উঠতে থাকবে অবশেষে মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশে সে আল্লাহ তাআলার রহমত লাভ করবে এবং আমানতের মালিক তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ-৪৪,৪৫)

মাদ্‌রাসায় খাবার নষ্ট হওয়ার কারণ

তিনি (অর্থাৎ-আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) বাবুর্চী ইসলামী ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বলুন! হোটেলে বেশি খাবার নষ্ট হয় নাকি মাদরাসায়?" জবাব পাওয়া গেল, "মাদরাসায়"। এতে তিনি বললেন, "আসলে কথা হচ্ছে যে, হোটেলে মালিকের নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ হয়, তাকে আয়ও করতে হয়। সুতরাং তিনি খাবারের রান্নার ব্যাপারে কঠোরভাবে দৃষ্টি রাখেন ও হিসাব করে কাজ করেন। আর মাদ্‌রাসা, এগুলো যেহেতু মানুষের চাঁদা দিয়ে চলে, পরিচালকবৃন্দের পকেট থেকে টাকা যায় না, বাবুর্চীর পকেট থেকেও যায় না। সুতরাং অসতর্কতা বেড়ে যায়। অনেক সময়তো সদকার আসা জবাইকৃত সম্পূর্ণ ছাগল অসাবধানতায় এদিক-সেদিক পড়ে থাকে। নষ্ট হয়ে যায় ও শেষ পর্যন্ত ফেলে দেয়া হয়। আহ! আহ! আহ! মুসলমানদের চাঁদা এরূপ অসতর্কতার সাথে নষ্ট করার কারণে আবার যেন আখিরাতে ফেঁসে না যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাদরাসা, জামিআ ও সকল ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গরা মনে রাখবেন! কিয়ামতের দিন প্রতিটি অণু পরিমাণ বিষয়ের হিসাব হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿٧﴾ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿٨﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ সুতরাং যে অণু পরিমাণ সৎ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

(সূরা-যিলযাল, আয়াত-৭,৮, পারা-৩০)

ফ্রীজে খাবার রাখার নিয়ম

প্রশ্ন ঃ মাংস ও খাবার সংরক্ষণের কিছু মাদানী ফুল পেশ করুন।

উত্তর ঃ এ বিষয়টি খেয়াল রাখবেন যে "ডিপ ফ্রিজের" সঠিকভাবে কাজ করছে কি করছে না। অনেক সময় গরমের দিনে বোল্ডটেজ কমে যাওয়ায় শীতলতা (COOLING) কম হয়ে যায় ও খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। এ অবস্থায় খাবারের বস্তুগুলো বিছিয়ে খোলা বাতাসের নীচে রাখা যায়। মাংসকে দেয়াল ইত্যাদিতে ঠেস লাগানো ব্যতীত খোলা বাতাসে লটকিয়ে দেয়াতে অনেকক্ষণ তাজা থাকতে পারে। যখনই রান্নাকৃত খাবার, তরকারী ফ্রীজে রাখবেন তখন পাত্রের ঢাকনা অবশ্যই খুলে রাখবেন, যাতে শীতলতা ভিতরে পৌঁছতে পারে। ছোট পাত্র, থালা বা প্লাষ্টিকের ছোট থলেতে রাখা ভাল। খাবার ভর্তি বড় পাত্রের ভিতরে শীতলতা না পৌঁছার কারণে খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। বিশেষতঃ খিচুড়ী ও রান্না করা ডালের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। অন্যথায় এগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

অনুরূপভাবে ঐ সমস্ত খাবার, যাতে টমেটো কিংবা টক জাতীয় বস্তু বেশি পরিমাণ হয়, তাও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাঁচা মাংস অনেকদিন পর্যন্ত নষ্ট হবে না

প্রশ্ন ঃ কাঁচা মাংস অনেকদিন পর্যন্ত নষ্ট না হওয়ার কোন নিয়ম বলে দিন।

উত্তর ঃ যদি কাঁচা মাংস বড় ডেক্সী কিংবা বাঁশের তৈরী টুকরি-ঝুড়িতে নিয়ে ডিপ ফ্রিজে রাখা ভিতরের অংশে শীতলতা কম পৌঁছার কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল সন্দেহ থাকে। তাই এটা সংরক্ষণের নিয়ম ভালভাবে বুঝে নিন, প্রথমে বাঁশের ঝুড়ির তলায় বরফ বিছান, এরপর মাংস বিছান এবার ড্রিপ ফ্রিজে রেখে দিন। এভাবে করলে নীচে, উপরে ও ভিতরে চারিদিকে ঠান্ডাই ঠান্ডা থাকবে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত নষ্ট হবে না।

বিরিয়ানী নষ্ট হয়ে গেলে কি করতে হবে?

প্রশ্ন ঃ খাবার নষ্ট হওয়ার লক্ষণ কি?

উত্তর ঃ খাবার ও তরকারী নষ্ট হওয়ার লক্ষণ এযে, টক দুর্গন্ধ বের হবে, ঝোল বিশিষ্ট খাবার হলে উপরে ফেনাও তৈরী হবে। যদি পোলাও ও বিরিয়ানী কিংবা কোর্মা নষ্ট হতে শুরু হয় তবে যেহেতু প্রথমবস্থায় তাতে টক ও নরম বস্তু পঁচা শুরু হয় তাই মাংসের টুকরোগুলো বাছাই করে ধুঁয়ে ব্যবহার করুন। যেটার মাংস এখনও পঁচেনি এরূপ তরকারী ও পোলাও জেনে বুঝে ফেলে দিবেন না।

পঁচা বা দুর্গন্ধযুক্ত মাংস খাওয়া হারাম

প্রশ্ন ঃ মাংস দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেলে কি করতে হবে?

উত্তর ঃ তা ফেলে দিন। "আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ির" গ্রন্থে রয়েছে, "যে খাদ্য (ক্ষতির সীমা পর্যন্ত) পঁচে যায়, তা অপবিত্র আর তা খাওয়া হারাম। দুধ ও ঘি,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

তেল দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেলে, তা খাওয়া হারাম নয়।" (বাহারে শরীআত, খন্ড-২য়, পৃ: ১৫১)

ফেঁটে যাওয়া দুধের ব্যবহার

প্রশ্ন ঃ ফেঁটে যাওয়া দুধ কিভাবে ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর ঃ ফেঁটে যাওয়া দুধ ব্যবহার করাতো খুবই সহজ। মধু বা চিনি দিয়ে চুলায় তুলে দিলে সেটার পানি জ্বলে যাবে ও দুধের ছানা থেকে যাবে, যা অত্যন্ত সুস্বাদু হয়ে থাকে।

ভেজিটেবল ঘি

প্রশ্ন ঃ ভেজিটেবল ঘি খাওয়া যায় কি?

উত্তর ঃ এটা খাওয়া জায়িয কিন্তু অধিকাংশ ভেজাল হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আজকাল প্রায় মানুষের পেট খারাপ থাকে, এটার একটি কারণ নিম্নমানের ভেজিটেবল ঘিও। যদি বিশুদ্ধ ঘি পাওয়া না যায় তবে নারিকেল তেল ব্যবহার করুন। কারেন তেল তা থেকে উত্তম ও যায়তুন শরীফের তেল সর্বোৎকৃষ্ট।

বৃদ্ধ বয়সে ভাল থাকার জন্য

প্রশ্ন ঃ ঘি, তেল ব্যবহারে স্বাস্থ্যের ক্ষতি যেন না হয়, এ ব্যাপারে কোন উপকারী সাবধানতা সম্পর্কে ইরশাদ করুন।

উত্তর ঃ ঘি, তেল ও প্রত্যেক প্রকারের চর্বি জাতীয় বস্তু হজম হতে দেরী হয় ও অধিক পরিমাণে ব্যবহারে রোগ-ব্যাধি ও মেদ বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং যৌবন থেকেই ঘি, তেল, ময়দা ও চিনির ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকলে إِنْ شَآءَاللهُ عَزَّوَجَلَّ বৃদ্ধ বয়সেও স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। আমার মাদানী পরামর্শ হচ্ছে যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

আপনি খাবার রান্না করার সময় যতটুকু তেল, মসল্লা, লবণ, মরিচ ইত্যাদি দেন, বিনা দ্বিধায় এর পরিমাণ অর্ধেকে নিয়ে আসুন। اِنْ شَآءَاللهُ عَزَّوَجَلَّ এটার উপকারীতা নিজেই দেখতে পাবেন। তবে রোগীর জন্য উচিত হবে যে, তিনি যেন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

তেল ছাড়া রান্না করার নিয়ম

প্রশ্ন ঃ তেল, ঘি ছাড়াও কি খাবার তৈরী করা যাবে?

উত্তর ঃ কেন যাবে না। কিছু খাবার তেল, ঘি ছাড়াও রান্না করা যায়। যেমন-ভাত, খিচুড়ি, কড়হী, (দধি ও বেসনের তৈরী খাদ্য বিশেষ, যা কেবল একবারই উতলায়) ডাল ইত্যাদি। তাজা ছাগল ও গরুর পা রান্না করতে তেল দেয়ার প্রয়োজনই নেই। কারণ তাতে থাকা চর্বি গলে তেলের কাজ দেয়। বরং প্রত্যেক প্রকারের তরকারী তেল, ঘি ছাড়া রান্না করা যায়। এর নিয়ম হচ্ছে যে, প্রচুর পরিমাণে সবুজ মসল্লা (ধনিয়া) পিষে নিন, চাই নিজের পছন্দনীয় সবজীও এক সাথেই পিষে নিন। এখন এটার গাঢ় তরলতায় তরকারী রান্না করুন। প্রয়োজন অনুপাতে পানি, দই, মরিচ ও গরম মসল্লাও দিন। কয়েকবার রান্নার পর এমনিতেই অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে।

নালা-নর্দমা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন

প্রশ্ন ঃ বাবুর্চীখানার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল পেশ করুন ঃ

উত্তর ঃ বাবুর্চীখানার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা খুবই জরুরী। মেঝ ও দেয়ালের দাগসমূহ পরিস্কার করে দিন। খাদ্য কণা এদিক সেদিক বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকে। থাকতে থাকতে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে রোগ-জীবাণু বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং নিয়মিতভাবে জীবাণু বিধ্বংসী ঔষধসমূহ ছিটানো উচিত। এ বিষয়টি সর্বদা মনে রাখবেন যে, ঝোল, হাড্ডি ও কোন ধরনের চর্বি নালায় যেন না যায়, নয়তো নালা ভরে যেতে পারে।

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

তাই থালা-বাসন ধোয়ার আগে তাতে লেগে থাকা মসল্লা ও চর্বি নারিকেলের খোশা ইত্যাদি দিয়ে মুছে আলাদা পাত্রে ফেলে দিন।

কঙ্কর ও লাল পামরী পোকা

প্রশ্ন ঃ চাউলের সাথে অনেক সময় লাল পামরী পোকা এবং কঙ্করও রান্না হয়ে যায়। যদি এসব ভুলে খেয়ে নেয়া হয় তবে কি হবে?

উত্তর ঃ রান্না করার আগে চাউল ও ডাল ইত্যাদি থেকে মাটি কঙ্কর ও লাল পামরী পোকা পরিস্কার করে নিন। উল্লেখ্য যে, মাটি ক্ষতির পরিমাণ খাওয়া হারাম ও যদি জেনেশুনে একটি লাল পামরী পোকাও খাওয়া হয় তবে তা হবে হারাম ও গুনাহ। যদি লাল পামরী পোকা খাবারের সাথে রান্না হয়ে যায় তবে তা বের করে ফেলে দিয়ে এবার খাবার খান। যদি রান্না করার সময় উদাসীনতার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে কঙ্কর ইত্যাদি রেখে দেন, যে কারণে আহারকারীদের কষ্ট হয় তবে যাদের উপর এসব পরিস্কার করার দায়িত্ব রয়েছে ঐসব বাবুর্চী গুনাহ্গার হবে।

পূর্ণ গুর্দা তরকারীতে দেবেন না

প্রশ্ন ঃ পশু জবাই করার সময় বের হওয়া রক্তের বিধান কি? এছাড়া পূর্ণ গুর্দা কি তরকারীর সাথে রান্না করা উচিত?

উত্তর ঃ গোস্ত রান্না করার সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। জবাই করার সময় বের হওয়া রক্ত নাপাক ও তা খাওয়া হারাম। তাই গোস্ত ভালভাবে ধুঁয়ে নিন, যদি এ ধরনের রক্ত থাকে তাহলে যেন ধুঁয়ে যায় ও এর চিহ্ন দুর হয়ে যায়। পূর্ণ গুর্দা তরকারীতে দেবেন না। এটাকে কেটে ফাঁক করে ভালভাবে ধুঁয়ে নিন।

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

প্রশ্ন ঃ প্লীহা ও গুর্দা খাওয়া কেমন?

উত্তর ঃ জায়িয আছে। তবে আমাদের প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ দুটো বস্তু খাওয়া পছন্দ করতেন না। যেমন দু'টি হাদিসে বর্ণিত রয়েছে ঃ

(১) মাদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুর্দা (খাওয়া) অপছন্দ করতেন। কেননা তা প্রস্রাবের (স্থানের) নিকটবর্তী হয়ে থাকে। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৭ম, পৃ-৪১, হাদীস নং-১৮২১২ থেকে সংকলিত)

(২) তাজদারে মাদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্লীহা (খাওয়ার প্রতি) ঘৃণা ছিল, তবে এটাকে হারাম সাব্যস্ত করেননি। (আততাহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, খন্ড-৮ম, পৃ-২৪৩ থেকে সংকলিত)

প্রশ্ন ঃ তবে কি আমাদের প্লীহা ও গুর্দা না খাওয়া উচিত?

উত্তর ঃ নবী প্রেমের দাবীতো এটাইযে, না খাওয়া, তবে যে এগুলো খায় তাকে অবশ্যই খারাপও বলবেন না। কেননা এসব খাওয়া হালাল। যেমন-হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত আছে, তাজেদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, দুটো মৃত জানোয়ার ও দুটো রক্ত হালাল। দুটো মৃত হচ্ছে মাছ ও টিড্ডি আর দুটো রক্ত হচ্ছে কলিজা ও প্লীহা। (মুসনাদে ইমামে আহমদ, খন্ড-২য়, পৃ-৪১৫, হাদীস নং-৫৭২৭)

প্রশ্ন ঃ কোনও ধরনের মাছ কি হারাম নয়?

উত্তর ঃ শিকার করা ব্যতীত যদি মাছ নিজে থেকেই মরে পানির উপর উল্টে যায়, তবে তা হারাম। মাছ শিকার করা হল আর তা মরে উল্টো হয়ে গেল, তবে তা হারাম নয়। (দুররুল মুখতার, মাআরাদ্দুল মুখতার, খন্ড-৯ম, পৃ-৪৪৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

শূণ্যের মাছ

মাছ সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা শুনুন। এতে করে আপনার জ্ঞানে নতুন বিষয় সংযোজন হবে। যেমন একবার খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর শিকারী বাজ পাখীকে শূন্যে উড়িয়ে দিলেন। উড়তে উড়তে সেটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল আর কিছুক্ষণ পর নিজের পায়ে একটি শূন্যের মাছ চেপে ধরে নেমে এল। খলীফা খুবই অবাক হলেন। তিনি বিখ্যাত আলিম হযরত সায়্যিদুনা মুকাতিল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট ফতোওয়া জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, "আপনার পরদাদা হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, "শূন্যে নানা ধরনের সৃষ্টি জগৎ অবস্থান করে, যার মধ্যে কিছু সাদা রংয়ের জন্তুও থাকে, যা মাছের ন্যায় বাচ্চা প্রসব করে। এগুলোর ডানা থাকে কিন্তু পালক থাকে না।" এরপর হযরত সায়্যিদুনা মুকাতিল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তা খাওয়ার অনুমতি দিলে সে জন্তুটিকে সম্মান প্রদর্শন করা হলো। (হায়াতুল হায়ওয়ানুল কুবরা, খন্ড-১ম, পৃ-১৫৭)

মাছ পরিমাণে কম খাওয়া উচিত

হযরত ইমাম বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম যারনূজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন, হাকীম জালিনূসের মন্তব্য হল যে, আনারে অনেক উপকারীতা রয়েছে, অপরদিকে মাছে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি রয়েছে। কিন্তু অল্প মাছ খাওয়া প্রচুর পরিমাণে আনার থেকেও উত্তম। (তালিমুল মুতাআল্লিম তরীকু তাআল্লুম, পৃ: ৪২)

জালিনূস কে ছিলেন?

প্রশ্ন ঃ- জালিনূস কে ছিলেন?

উত্তর ঃ- জালিনূসের প্রকৃত নাম "ক্যালাটেসন গ্যালেন" ছিল। তিনি আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আবির্ভাবেরও আগের যুগে ছিলেন। ১৩১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ২০১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

গ্রীসের প্রাচীন ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যন্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের তিনি সকল ইউনানী চিকিৎসককে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। বিশ্বে ইউনানী চিকিৎসার প্রসিদ্ধি রয়েছে। তিনি এরূপ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চিকিৎসক যে, আজ আঠার শত বছর পরও দুনিয়াতে তাঁর সুনাম রয়েছে।

পশুর ২২টি হারাম অংশ

প্রশ্ন ঃ- জবাইকৃত পশুর ঐসব অংশ গুলো কি কি যা খাওয়া উচিত নয়?

উত্তর ঃ- এই ধরনের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমার আকা আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, হালাল পশুর সব অংশই হালাল কিন্তু কিছু অংশ আছে যা খাওয়া হারাম অথবা মাকরূহ হওয়ার কারণে নিষেধ। সেগুলো হল : (১) রগের রক্ত, (২) পিত্ত, (৩) মূত্রথলি, (৪, ৫) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ, (৬) অন্ডকোষ, (৭) জোড়া, শরীরের গাঁট, (৮) হারাম মজ্জা, (৯) ঘাড়ের দো পাট্টা যা কাঁধ পর্যন্ত টানা থাকে, (১০) কলিজার রক্ত, (১১) তিলির রক্ত, (১২) মাংসের রক্ত যা যবেহ করার পর মাংস থেকে বের হয়, (১৩) হৃদপিন্ডের রক্ত, (১৪) পিত্ত অর্থাৎ ঐ হলদে পানি যা পিত্তের মধ্যে থাকে, (১৫) নাকের আর্দ্রতা যা ভেড়া, ভেড়ীর মধ্যে অধিক হারে হয়ে থাকে, (১৬) পায়খানার স্থান, (১৭) পাকস্থলি, (১৮) নাড়িভূড়ি, (১৯) বীর্য, (২০) ঐ বীর্য যা রক্ত হয়ে গেছে, (২১) বীর্য যা মাংসের টুকরা হয়ে গেছে, (২২) ঐ বীর্য যা পূর্ণ জানোয়ার হয়ে গেছে এবং মৃত অবস্থায় বের হয়েছে অথবা জবেহ করা ছাড়া মারা গেছে।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খন্ড-২০, পৃ: ২৪০, ২৪১)

বিবেকবান জ্ঞানী কসাইরা এসব হারাম বস্তু বের করে ফেলে দিয়ে থাকেন কিন্তু অনেকের তা জানাও থাকে না কিংবা অসাবধানতাবশত এরকম করে থাকে। তাই আজকাল প্রায় অজ্ঞতাবশতঃ যেসব বস্তু তরকারীর সাথে রান্না করা হয়, সেগুলোর পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

রক্ত

জবাই করার সময় যে রক্ত বের হয় সেটাকে "দমে মাসফূহ" বলা হয়। এটা প্রস্রাবের ন্যায় অপবিত্র, তা খাওয়া হারাম, জবাই করার পর যে রক্ত মাংসের মধ্যে থেকে যায়, যেমন ঘাড়ের কাটা অংশ, হৃদপিন্ডের ভিতর, কলিজা, প্লীহার ও মাংসের ভিতরে ছোট ছোট রগের মধ্যে, এসব যদিও নাপাক নয় তবু এসব রক্ত খাওয়া হারাম। তাই রান্না করার আগে এগুলো পরিস্কার করে নিন। মাংসের মধ্যে কিছু জায়গায় ছোট ছোট রগে রক্ত থাকে তা চোখে পড়া খুবই কঠিন। রান্নার পর ঐ রগগুলো কালো রেখার মত হয়ে যায়। বিশেষতঃ মগজ, মাথা, পা ও মুরগীর রান ও ডানার মাংস ইত্যাদির মধ্যে হালকা কালো রেখা দেখা যায়, খাওয়ার সময় তা বের করে ফেলে দিন। মুরগীর হৃদপিন্ডও পূর্ণ অবস্থায় রান্না করবেন না, লম্বাতে চার ভাগ করে কেটে ফাঁক করে প্রথমে সেটার রক্ত ভালভাবে পরিস্কার করে নিন।

হারাম মজ্জা

এটা সাদা রেখার মত হয়ে থাকে। মগজ থেকে শুরু করে ঘাড়ের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ মেরুদন্ডের হাড্ডির শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। অভিজ্ঞ কসাই ঘাড় ও মেরুদন্ডের হাড্ডির মধ্যখান থেকে ভেঙ্গে দু টুকরো করে হারাম মজ্জা বের করে ফেলে দেন। কিন্তু অনেক সময় অসাবধানতাবশতঃ সামান্য পরিমাণে থেকে যায় ও তরকারী বা বিরিয়ানী ইত্যাদির সাথে রান্নাও হয়ে যায়। সুতরাং ঘাড়, সীনা কিংবা পাঁজরের মাংস ও কোমরের মাংস ধোয়ার সময় হারাম মজ্জা খুঁজে বের করে ফেলে দিন। এটা মুরগী ও অন্যান্য পাখির ঘাড়ে ও মেরুদন্ডের হাড়েও থাকে তবে তা বের করা খুবই কঠিন। তাই খাবারের সময় বের করে ফেলা উচিত।

পাট্টা

ঘাড় মজবুত থাকার জন্য ঘাড়ের দু দিকে (হালকা) হলদে রংয়ের দুটি লম্বা লম্বা পাট্টা থাকে, যা কাঁধ পর্যন্ত টানা অবস্থায় থাকে। এ পাট্টাগুলো খাওয়া হারাম। গরু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

ও ছাগলের পাট্টাগুলো সহজে দেখা যায়। কিন্তু মুরগী ও পাখির ঘাড়ের পাট্টা সহজে দেখা যায় না। খাবারের সময় খুঁজে বা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে জিজ্ঞাসা করে তা বের করে ফেলুন।

শরীরের গাঁট

ঘাড়ে, কণ্ঠনালীতে ও কিছু জায়গায় চর্বি ইত্যাদিতে ছোট বড় কোথাও লাল আবার কোথাও মাটি রংয়ের গোল গোল গাঁট থাকে। সেগুলোকে আরবীতে গদ্দাহ ও উর্দূতে গুদূদ বলা হয়। এগুলো খাওয়া হারাম। রান্না করার আগে খুঁজে এগুলো ফেলে দেয়া উচিত। যদি রান্নাকৃত মাংসেও দেখা যায় তবে ফেলে দিন।

অন্ডকোষ

অন্ডকোষকে খুসইয়া, ফাওতাহ বা বায়দাহও বলা হয়। এগুলো খাওয়া হারাম। এগুলো গরু, ছাগল ইত্যাদি নরের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। মোরগের পেট খুলে ভূড়ি সরালে পিঠের ভিতরের উপরিভাগে ডিমের ন্যায় সাদা দুটো ছোট ছোট বিচি দেখা যাবে এগুলোই হচ্ছে অন্ডকোষ। এগুলো বের করে ফেলুন। আফসোস! মুসলমানদের অনেক হোটেলে হৃদপিন্ড, কলিজা ছাড়া গরু ছাগলের অন্ডকোষও তাওয়ায় ভুনে পেশ করা হয়। সম্ভবত হোটেলের ভাষায় এ ডিসকে "কাটাকাট" বলা হয়। সম্ভবত এটাকে কাটাকাট এজন্য বলা হয় যে, গ্রাহকের সামনেই হৃদপিন্ড বা অন্ডকোষ ইত্যাদি ঢেলে তীব্র আওয়াজ সহকারে তাওয়ার উপর কাটে ও ভুনে, এতে কাটাকাটের আওয়াজ হয়।

নাড়িভূড়ি

নাড়িভূড়ির ভেতর আবর্জনা ভরা থাকে, এটাও খাওয়া মাকরূহে তাহরীমী। কিন্তু মুসলমানদের একাংশ রয়েছে, যারা আজকাল এটা আগ্রহ ভরে খান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

হারাম বস্তু সমূহ কিভাবে চেনা যায়?

প্রশ্ন ঃ- বর্ণনাকৃত হারাম অঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত কিভাবে জানা যাবে?

উত্তর ঃ- প্রত্যেক বাবুর্চী বরং সকল ইসলামী ভাইদের উচিত যে, তারা যেন জবাইকৃত পশুর হারাম বস্তু সমূহ সম্পর্কে জানার জন্য ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যার ২০ তম খন্ডের ২৩৪ থেকে ২৪১ নং পৃষ্ঠা অবশ্যই পড়ে নেয়। বুঝে না আসলে উলামায়ে কিরামদের থেকে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন। এরপর কোন মাংস বিক্রেতার সাথে সাক্ষাত করে ঐসব হারাম বস্তু চিনে নিতে পারেন। নিশ্চয় শুধু এগুলো সম্পর্কে পড়লে উপকার হবে। তবে সাথে সাথে যদি বাস্তব অভিজ্ঞতাও হয়ে যায় তবে তা অতি উত্তম।

বেনামাযীর হাতের রুটি খাওয়া কেমন?

প্রশ্ন ঃ- অনেকে বেনামাযীর হাতের রুটি খান না। আমাদের কিছু বাবুর্চী কোন কোন সময় নামাযে অলসতা করে বসেন, তাদেরকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

উত্তর ঃ- বেনামাযীর হাতে পাকানো রুটি খাওয়া জায়িয। তবে যদি পরহিযগার মানুষ বেনামাযীর সংশোধনের জন্য ভীতিপ্রদর্শন স্বরূপ তার হাতের রুটি না খান তবে কোন অসুবিধা নেই। বাকী রইল এখানে যে সকল বাবুর্চী ইসলামী ভাই একত্রিত হয়েছেন, তাদের সম্পর্কতো মাদ্‌রাসার সাথে রয়েছে। অধিকাংশ মাদ্‌রাসাও মসজিদ সংলগ্ন রয়েছে। এসকল বাবুর্চীদেরতো ফরযের সাথে সাথে আওয়াবীন, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশতের নফল নামাযও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কেননা আমাদের এখানে ডিউটির সময় এসব নফল নামায পড়তে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মনে রাখবেন! ফরয নামায বাবুর্চীর জন্য মাফ নেই, তার সহযোগীর জন্য মাফ নেই এবং রুটি প্রস্তুতকারীর জন্যও মাফ নেই। যেমন যিনি আযানের আগে দুরূদ শরীফের আওয়াজ শুনেন, তার জন্য আবশ্যক যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাথে সাথে চুলা বন্ধ করে দেয়া এবং তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে নামায আদায় করার জন্য মসজিদের প্রথম কাতারের দিকে অগ্রসর হওয়া। খাইর খাঁ * (সেবক) ইসলামী ভাইদের প্রতি অনুরোধ হচ্ছে যে, তারা যেভাবে অন্যান্য ছাত্রদেরকে নামাযের জন্য ঘুম থেকে উঠান ও মসজিদে পৌঁছান, তেমনিভাবে বাবুর্চীখানায় গিয়ে চুলা বন্ধ করিয়ে তাদেরকেও নামাযের জন্য পাঠিয়ে দিবেন।

দ্বীনি জ্ঞানার্জনকারী ছাত্রদের সেবা করা সৌভাগ্যের বিষয়

প্রশ্ন ঃ- বাবুর্চী সাহিবান কি সৌভাগ্যবান নয় যে, তারা দ্বীনি জ্ঞানার্জনকারী ছাত্রদের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন?

উত্তর ঃ- কেন নয়, সত্যিই প্রিয় বাবুর্চীগণ! আপনারা খুব সৌভাগ্যবান যে, হিফযে কুরআন ও দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা অর্জনে রত থাকা ঐ ছাত্র আপনাদের হাতের খাবার খান, যাদের উপর অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হয়। ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থীদের স্থান অনেক উর্ধ্বে ও মর্যাদাপূর্ণ। হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন কোন ইলমে দ্বীন অর্জনকারীকে দেখতেন তখন "মারহাবা খোশ আমদেদ" বলে এ কথা বলতেন যে, "রসূলুল্লাহ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তোমাদের ব্যাপারে (ভাল আচরণ করার) বিশেষ ওসিয়ত করেছেন। (সুনানে দারিমী, খন্ড-১ম, পৃ-১১১, হাদীস নং-৩৪৮)

(নামাযের জন্য ছাত্রদেরকে মসজিদের কাতারে পৌঁছানো, বয়ান ও দরসের সময় লোকদেরকে মুবাল্লিগের নিকটবর্তী করে বসানোর সেবায় নিয়োজিত ইসলামী ভাইদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে "খাইর খাঁ" বলা হয়।)

নিশ্চয় নওজোয়ান শিক্ষার্থীরা অতি সৌভাগ্যবান যে, এ বয়সে সাধারণত তাদের খেলাধুলায় মগ্ন থাকার কথা কিন্তু তারা নিজেদের যৌবনের সময়গুলো ইলমে দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ইয়া আল্লাহ! শিক্ষার্থীদের সদকায় আমাকে ক্ষমা করো

প্রশ্ন ঃ- জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষার্থীর ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কি?

উত্তর ঃ- আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়া ও মাদরাসা সমূহের শিক্ষার্থীদেরকে খুবই ভালবাসি আর তাদের ওসীলা নিয়ে নিজের ক্ষমার জন্য দু'আ করি। যদিও তাদের মধ্যে অনেকে দুষ্টও থাকে কিন্তু বাচ্চা বাচ্চাই! বাচ্চা যেমনই দুষ্ট হোক না কেন মা-বাবার প্রিয়ভাজন হয়ে থাকে। কিছু ছাত্র দুষ্টামী করাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী খারাপ হয়ে যায় না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের ছাত্ররা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও অন্যান্য নফলও আদায় করে থাকেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের অসংখ্য ছাত্র মিলে সালাতুত তওবা, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশতের নামাযের ব্যবস্থা করেন। হাজার হাজার শিক্ষার্থী মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে জমা করেন। অসংখ্য শিক্ষার্থী মাদানী কাফিলাতে সফর করেন। অনেকে এমনও রয়েছেন, যারা মাদ্‌রাসা ও জামেয়ার আশে পাশে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ করার যিম্মাদার, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তারা অগণিত মসজিদ সামলাচ্ছেন এবং মসজিদ সমূহকে আবাদও করেছেন। اَللّٰهُمَّ زِدْ فَزِدْ ثُمَّ زِدْ (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! বৃদ্ধি করো, আরো বৃদ্ধি করো অতঃপর বৃদ্ধি করো।)

অভিযোগ করার নিয়ম

প্রশ্ন ঃ- বাবুর্চী ইসলামী ভাই শিক্ষার্থীদের অভিযোগ সমূহকে গুরুত্ব দেন না কেন?

উত্তর ঃ- দেখুন! বাবুর্চীরও নফসের সম্মান রয়েছে। যার এমন ইচ্ছা হল তিনি যদি সময়ে অসময়ে বাবুর্চীর কান ভার করে তুলে তবে তারও অপছন্দনীয় হতে পারে। প্রকাশ্য যে, এক বা দু'জন বাবুর্চীর পক্ষে একটি জামেয়া বা মাদ্‌রাসার সমস্ত ছাত্রদেরকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা! আপনারাও মনে রাখবেন যে, বার বার অভিযোগ করতে থাকলে অভিযোগকারীর সম্মান হানি হয় এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

প্রভাব শেষ হয়ে যায়। সুতরাং অভিযোগ একবারই করা হোক। তবে তা নম্রভাবে ও সম্পূর্ণ নিয়ম অনুযায়ী হওয়া উচিত বরং লিখিতভাবে হলে খুব ভাল। এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা এটাই রয়েছে যে, “বলার” বিপরীতে “লেখা” অধিক ফলদায়ক হয়ে থাকে। যেহেতু শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের কথা অপরিপক্ক হয়ে থাকে, তাই তারা সঠিকভাবে কাজ সমাধান করার পরিবর্তে কাজকে বিগড়ে দেন। তাই কোন শিক্ষার্থী যেন বাবুর্চীর নিকট অভিযোগ নিয়ে না যান। যার অভিযোগ থাকে তিনি যেন লিখিতভাবে তার জামেয়াতুল মদীনা বা মাদ্‌রাসাতুল মদীনার বাবুর্চীখানার যিম্মাদার ইসলামী ভাইকে পেশ করেন। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এ কথায় বাবুর্চীরা খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।)

রান্না করার সময় যদি খাবার আগুনে পুড়ে যায় তবে এর দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে?

প্রশ্ন ঃ- যদি বাবুর্চী খাবার পুড়ে ফেলে তবে তার জন্য কি এটা মাফ?

উত্তর ঃ- বাবুর্চী যেহেতু বেতন নিয়ে রান্না করছেন, তাই এটার দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপবে। ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى বলেন, “বাবুর্চী খাবার নষ্ট করে ফেলল বা পুড়ে ফেলল কিংবা খাবার কাঁচা থাকতে নামিয়ে ফেলল তবে তাকে খাবারের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা আদায় না করেন তবে মানুষের চাঁদার ব্যাপারে আপনারা চোখ-কান বেঁধে থাকতে পারেন না। যদি আপনাদের নিজস্ব সম্পদ হত তবে সম্ভবত এক একটি পয়সা উসূল করে নিতেন। সুতরাং এ ওয়াকফকৃত সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হবে। অর্থাৎ খাবার নষ্ট হওয়ায় যত টাকা ক্ষতি হয়েছে তা আদায় করতে হবে। “ঠিক আছে ভবিষ্যতে দেখা যাবে” এরূপ বলে দেয়াতে মুক্তি পেতে পারেন না, অতীতের সমস্ত হিসাবও দিতে হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “ যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।”

নান রুটি ও খাওয়ার সোডা

প্রশ্ন ঃ- নান রুটিতে অনেক সময় খাওয়ার সোডার পরিমাণ বেশি হয়ে যায়, এটা কি ক্ষতিকারক নয়?

উত্তর ঃ- প্রতিটি বস্তুতে মধ্যপন্থা জরুরী। স্পষ্ট যে, যদি রুটিতে সোডার পরিমাণ বেশি হয় তাহলে রুটির স্বাদ চলে যায় আর সোডার বেশি ব্যবহার করলে তা শরীরকে দূর্বল করে দেয়।

প্রশ্ন ঃ- চনা বুট সিদ্ধ করার নিয়ম কি রূপ?

উত্তর ঃ- চনা বুট সিদ্ধ করতে হলে উত্তম হচ্ছে যে, আনুমানিক ৮ ঘন্টার জন্য পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তবে তা নরম করা ও তাড়াতাড়ি রান্না করার জন্য খাওয়ার সোডাও দিতে পারেন।

শক্ত গোস্ত গলানোর নিয়ম কিরূপ?

প্রশ্ন ঃ- বয়স্ক পশুর গোস্ত গলানোর নিয়ম কি?

উত্তর ঃ- বয়স্ক পশুর শক্ত গোস্ত রান্না করার সময় যদি কাঁচা পেঁপে সাথে দেয়া হয় তাহলে তা তাড়াতাড়ি গলে যায়। শিকে সেঁকা গোস্তের মসল্লার সাথেও কাঁচা পেঁপে দেয়া যায়। হোটেলে লোকেরা যে মজা করে করে নিহারী খান, তাতে প্রায় উট বা বয়স্ক গাভী বা ঐ সমস্ত মহিষীর গোস্ত (যেটা দুধ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে, অথবা অয়েল মিল ও ক্ষেতে কাজ থেকে অবসর প্রাপ্ত (RETIRED) বয়স্ক বলদের মাংস) দেয়া হয়ে থাকে। পেঁপের বৈশিষ্ট্য এটা যে, সেটাকে মোমের ন্যায় নরম করে খাওয়ার উপযোগী করে দেয়। এছাড়া চিনি, পুদিনার ঢাল ও সুপারীও মাংস গলানোর কাজে আসে। অনেকক্ষণ ধরে চুলায় রাখাতেও গোস্ত গলে যায়। যখন তরকারী কিংবা পোলাও ইত্যাদি রান্না করবেন তখন মুরগী ইত্যাদির গোস্তকে ছোট করে দিন, যাতে ভিতরেও সিদ্ধ হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

আমার মাদানী পরামর্শ হচ্ছে যে, প্রতিটি তরকারীতে তাবাররুক স্বরূপ অল্প পরিমাণ কদু শরীফ দেয়ার অভ্যাস করুন। গোস্তে সবজী দেয়ার একটি ফায়দা এটাও রয়েছে যে, এতে গোস্তের কিছু বিপরীত প্রভাব দূর হয়ে যায়।

শক্ত গোস্ত

প্রশ্ন ঃ- যে গোস্ত কোন অবস্থাতেই সিদ্ধ হয় না তার কি প্রতিকার?

উত্তর ঃ- এটার কোন প্রতিকার নেই। আমার আকা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, হিজড়া যাতে নর-মাদী উভয়ের আলামত থাকে, উভয় (স্থান) থেকে একই রকম প্রস্রাব আসে, কোন প্রাধান্যের কারণ নেই, সেটার গোস্ত যেভাবেই রান্না করা হোক, রান্না হয় না। এমনিতে শরয়ী জবাইর মাধ্যমে এটা হালাল হয়ে যাবে। যদি কেউ কাঁচা মাংস খেতে চান তবে খেতে পারেন। সেটার কুরবানী জায়িয নেই।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, নতুন সংস্করণ, খন্ড-২০তম, পৃ-২২৫ থেকে সংকলিত)

উত্তম মাংসের পরিচয়

প্রশ্ন ঃ- উত্তম গোস্ত চেনার উপায় কি?

উত্তর ঃ- বয়স্ক পশুর গোস্ত লাল থাকে। অপরদিকে অল্প বয়স্ক পশুর গোস্ত খাকী বা লালিমা মিশ্রিত কালো রঙ্গের হয়ে থাকে, আর তাতে প্রায় চর্বিও কম থাকে। খাকী রংয়ের মাংস খুবই উত্তম। ঘরের জন্য কসাইর কাছ থেকে থাকা গোস্ত খরিদ করা লাভজনক হতে পারে, কারণ বিক্রেতা তাড়াতাড়ি চর্বি ও হাড্ডি মেপে চালিয়ে দেয় আর এভাবে শেষে অবশিষ্ট থাকা গোস্ত বেশি থাকে! সবজী ও ফলের ব্যাপারটা এর বিপরীত যে, তাজা ও উত্তমগুলো তাড়াতাড়ি বিক্রি করে দেয় আর সবশেষে পঁচা গুলা অবশিষ্ট থাকে। এ অর্থে এ প্রবাদ বাক্য সঠিক যে, "সবজী ও ফল শুরুতে ও গোস্ত শেষে কিন।"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

পশুর প্রতি অত্যাচার

প্রশ্ন ঃ- কোন সাহাবী কি গোস্তের (কসাইর) কাজ করতেন?

উত্তর ঃ- জ্বি হ্যাঁ, হযরত সায়্যিদুনা আমর ইবনে আস ও হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ গোস্তের কাজ করতেন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক গোস্ত বিক্রেতাকে তাঁদের অনুসরণ করার সৌভাগ্য দান করুন। আজকাল এ পেশায় ব্যবসায়ীরা প্রচুর গুনাহের ভাগীদার হচ্ছে।

গোস্ত ব্যবসায় লাভের জন্য পালিত বাকহীন পশু প্রায়ই শুরু থেকে অত্যাচার সহ্য করে জবাই স্থলে পৌঁছে। নিশ্চয়ই জবাই করা জায়িয, কিন্তু আজকাল এ জায়িয কাজ করার সময় অসহায় পশুদেরকে এরূপ অহেতুক কষ্ট প্রদান করা হয় যে, যা দেখে অন্তরে ভয় আসে।

প্রশ্ন ঃ- পশু জবাই করার সময় যে সাবধানতা অবলম্বন করলে, তা খুব কম কষ্ট পাবে, তা বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ- গরু ইত্যাদি মাটিতে ফেলার আগেই কিবলার দিক নির্ধারণ করে নেয়া চাই। শোয়ানোর পর বিশেষতঃ পাথুরে যমীনে টানা হেঁচড়া করে কিবলার দিকে করা বাকহীন পশুর জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জবাই করার সময় চারটি রগ যেন কাটা হয় কিংবা কমপক্ষে তিনটি রগ যেন কাটা হয়। এর চেয়ে বেশি কাটবেন না, কারণ গর্দানের মোহর পর্যন্ত পৌঁছলো এটা তাদের অনর্থক কষ্ট দেয়ার শামিল। অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত পশু পরিপূর্ণভাবে ঠান্ডা না হয়ে যায়, ততক্ষণ সেটার পা কাটবেন না, চামড়া উঠাবেন না। যাহোক জবাই করার পর যতক্ষণ রূহ বের না হয়, ততক্ষণ ছুরি অথবা কাটা ঘাড়ে হাত দিয়ে একবারও স্পর্শ করবেন না।

চিন্তা করুন! যদি আপনার আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে কেউ হাত কিংবা আঙ্গুল দেয় তবে আপনার কষ্ট হবে কি হবে না? অনেকে গরুকে তাড়াতাড়ি "ঠান্ডা" করার জন্য জবাই করার পর ঘাড়ের চামড়া উঠিয়ে ছুরি ঢুকিয়ে হৃদপিন্ডের রগগুলো কেটে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেয়। "অনুরূপভাবে ছাগল জবাই করার পর পরই অসহায় ছাগলের ঘাড় মুচড়িয়ে বা পৃথক করে দেয়। বাকহীন পশুকে নির্যাতন করা উচিত নয়। যার পক্ষে সম্ভব হয় তার জন্য জরুরী যে, পশুকে বিনা কারণে কষ্ট প্রদানকারীদেরকে বাঁধা দেয়া। বাহারে শরীআতের ১৬তম খন্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে, "পশুর উপর অত্যাচার করা বন্দী কাফির (বর্তমানে দুনিয়াতে সকল কাফির হচ্ছে হারবী)- এর উপর অত্যাচার করা থেকে নিকৃষ্ট আর বন্দীর উপর অত্যাচার করা মুসলমানের উপর অত্যাচার করা থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ আল্লাহ তাআলা ছাড়া পশুর কোন সহযোগী ও সাহায্যকারী নেই, অসহায়কে এ অত্যাচার থেকে কে রক্ষা করবে ?"

প্রশ্ন ঃ- জবাই করার সময় পশুর তামাশা দেখা কেমন?

উত্তর ঃ- বাকহীন পশুর জবাইকে তামাশা বানানোর পরিবর্তে তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা উচিত। আর চিন্তা করা উচিত যে, যদি এটার স্থানে আমাকে জবাই করা হতো তবে আমার কি অবস্থা হতো! জবাই করার সময় পশুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করা সাওয়াবের কাজ। যেমন একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাজেদারে মাদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! "ছাগল জবাই করার সময় আমার দয়া আসে। বললেন, "যদি সেটার প্রতি দয়া করো তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমার প্রতি দয়া করবেন।"

(মুস্তাদরাক লিল হাকিম, খন্ড-৫ম, পৃ-৩২৭, হাদীস নং-৭৬৩৬)

এ হাদীসে পাকে তো জায়িয পন্থায় জবাই করার সময় দয়া প্রদর্শনের আলোচনা রয়েছে। তাহলে যখন বাকহীন পশুর প্রতি অত্যাচার করা হয়, যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাকে তামাশায় পরিণত করা কেমন? যদি সম্ভব হয় তবে অত্যাচারীকে বুঝান ও অত্যাচার থেকে বিরত রাখুন। যদি এটা করতে না পারেন তবে মনে মনে এটাকে খারাপ জেনে সেখান থেকে সরে যান। বরং যখন পশু জবাই করা হচ্ছে তখন অপ্রয়োজনে সেটার দিকে দেখা থেকেই নিজেকে রক্ষা করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

সেটাকে ঘিরে রাখা, সেটার চিৎকার লাফা লাফিতে আনন্দিত হওয়া, হাসা, অট্টহাসি দেয়া ও সেটাকে তামাশায় পরিণত করা সম্পূর্ণভাবে উদাসীনতার লক্ষণ। ছাগলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, কারণ হাদীসে পাকে রয়েছে, “ছাগলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো ও তার (শরীর) থেকে মাটি ঝেড়ে ফেল, কেননা তা জান্নাতী পশু।” (আল জামেউস সগীর, খন্ড-১ম, পৃ-৮৮, হাদীস নং-১৪২১)

উটকে তিন দিক দিয়ে জবাই করা কেমন?

প্রশ্ন ঃ- আজকাল উটকে তিন দিক দিয়ে জবাই করা হয়, এটা কতটুকু সঠিক?

উত্তর ঃ- উটকে তিন দিক দিয়ে জবাই করা অনর্থক। এক দিকেই যথেষ্ট বরং উটকে নহর করা সুন্নাত। কণ্ঠনালীর শেষ প্রান্তে বর্শা (অথবা লম্বা ছুরি ইত্যাদি) প্রবেশ করিয়ে রগ কেটে দেয়াকে নহর বলা হয়। (বাহারে শরীআত, খন্ড-১৫তম, পৃ-১১৫, মদীনাতুল মুর্শিদ বেরেলী শরীফ) নহর করার পর এখন আর গলায় ছুরি চালানোর অর্থাৎ পুনরায় জবাই করার প্রয়োজন নেই।

উটের মাথায় লোহা, লাঠি দ্বারা আঘাত করা!

আল্লাহ তাআলা বারবার আমাদের সবাইকে হজ্জ ও দীদারে মদীনা নসীব করুন এবং মিনা শরীফে কুরবানীর (হজ্জের কুরবানী মিনা শরীফে করা সুন্নাত। কিন্তু আজকাল “কুরবানীর স্থান” মুযদালিফাতে রয়েছে) সৌভাগ্য দান করুন। আহ! ১৪২২ হিজরীর হজ্জের সময় সেখানে কম্পন সৃষ্টিকারী দৃশ্য দেখা গেল যে, দয়ালু ব্যক্তির অন্তর কেঁপে উঠবে। আহ! অসহায় নিঃস্ব উটের প্রতি অত্যাচার! একজন লম্বাকৃতির কালো হাবসী লোহার ভারী লাঠি দু’হাতে ধরে খুবই আনন্দের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা উটের মাথায় স্বজোরে আঘাত করছিল, যাতে ঐ অসহায় উট চিৎকার দিয়ে ঘুরে পড়ে যায়, অতঃপর কয়েকজন কসাই অস্থির হয়ে সেটাকে তিন দিক দিয়ে জবাই করে দেয়। কোথাও কোথাও এটাও দেখা গেছে যে, প্রথমে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

দাঁড়ানো উটকে নহর করে দেয়। রক্তের ফোয়ারা প্রবাহিত হলে, সেটা ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, তার মাথায় লোহার লাঠি দিয়ে স্বজোরে আঘাত করা হয়, যাতে ঐ অসহায় উট ছটফট করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর তিন দিক থেকে জবাই করে দেয়। এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য আমি নিজে দেখিনি। ১৪২২ হিজরীর চল্ মদীনার কাফিলার পক্ষ থেকে কুরবানী করার জন্য "কুরবানী স্থলে" যাওয়া ইসলামী ভাইয়েরা আমাকে চোখে দেখা অবস্থার কথা শুনিয়েছেন।

গোস্ত বিক্রেতার জন্য সাবধানতা

প্রশ্ন ঃ- গোস্ত বিক্রেতাদের জন্য কিছু মাদানী ফুল বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ- আজকাল অধিকাংশ গোস্ত বিক্রেতা প্রচুর পরিমাণে ভুলত্রুটি করে গুনাহ্ অর্জন করছেন ও নিজের রুযী হারাম করে ফেলছেন। মোট কথা বরফখানা থেকে বের করা পঁচা গোস্তকে তাজা বলে বিক্রয় করা, বয়স্ক গরুর বা বয়স্কা মহিষী বা বয়স্ক মহিষের গোস্তকে অল্প বয়স্ক গরুর গোস্ত বলে বিক্রি করা, অথবা বয়স্কা গাভী বা বাছুরের রানে অন্য কোন মাদী বাছুরের ছোট ছোট স্তন লাগিয়ে ধোঁকা দিয়ে বিক্রি করা, যেসব হাড্ডি ও ছ্যাচড়া বা কিছু গোস্তের উপরের অপ্রয়োজনীয় অংশ যা ফেলে দেয়ার প্রচলন রয়েছে সেগুলো ধোঁকার মাধ্যমে মাপের মধ্যে চালিয়ে দেয়া, গোস্ত কিংবা কীমাকে ওজন না দিয়ে শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে ওজনের নামে দিয়ে দেয়া, (যেমন-কেউ আধা পোয়া কিমা চাইলো তখন মুষ্ঠিতে নিয়ে ওজন করা ব্যতীতই আধা পোয়া হিসাবে দিয়ে দিল) ইত্যাদি কাজ গুনাহ্ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ।

অনুমান করে ওজন করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

প্রশ্ন ঃ- এই মাত্র আপনি কীমা অনুমান করে ওজন দেয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বললেন। এতে তো সন্দেহের ব্যাপার রয়েছে। কেননা অনেক বস্তু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আজকাল অনুমান করেই ওজন করে দেয়ার প্রচলন রয়েছে। তবে কি গ্রহীতাও গুনাহগার হবেন?

উত্তর ঃ- জ্বী হ্যাঁ। যদি ওজনের নামে অনুমান করে ক্রয় করেন তবে গ্রহীতাও গুনাহগার হবেন। এ থেকে বাঁচার একটি নিয়ম এযে, যে বস্তু ওজনের নামে ওজন করা ব্যতীত আজকাল দেয়া হয় তা আপনি ওজনের নামে চাইবেন না বরং সেটার দাম বলে দিন। যেমন- আমাকে ৫ টাকার দই দিন বা ১২ টাকার কীমা দিন। এখন সে যেভাবেই দিক, উভয়ে গুনাহ্ থেকে বেঁচে যাবেন।

কীমা দিয়ে তৈরী বাজারের চমুচা

প্রশ্ন ঃ- না ধুঁয়ে কীমা খাওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ- যতক্ষণ অপবিত্রতা সম্পর্কে জানা না যায়, না ধুঁয়ে খাওয়াতে অসুবিধা নেই। কিন্তু সাবধানতা হল, ধুঁয়ে নেয়া। বাজার ও দা'ওয়াতে মজাদার চমুচা আহারকারীরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। সাধারণতঃ চমুচা তৈরীর কীমা ধোয়া হয় না। তাদের ভাষায় কীমা ধোঁয়ে নিলে চমুচার স্বাদে প্রভাব পড়ে? কীমাতে অনেক সময় কি কি হয় তাও শুনে নিন। গরুর নাড়িভূড়ির খোশা তুলে সেটার "টুকরো" এর সাথে প্লীহা বরং কোন সময়তো জমাট বাধা রক্ত দিয়ে মেশিনে পেষা হয়।

এভাবে করাতে সাদা রংয়ের নাড়িভূড়ির টুকরোগুলোসহ কীমার রং মাংসের ন্যায় গোলাপী হয়ে যায়। অনেক সময় কাবাব চমুচা বিক্রেতা তাতে প্রয়োজন অনুপাতে আদা-রসুন ইত্যাদিও সাথে দিয়ে পিষিয়ে নেয়, এ অবস্থায় কীমা ধোয়ার প্রশ্নই আসে না। ঐ কীমাতে মরিচ মসল্লা দিয়ে ভূনে সেটার চমুচা তৈরী করে বিক্রি করে। হোটেলেও এ ধরনের কীমার তরকারী রান্নার আশংকা থাকে। দুষ্ট প্রকৃতির কাবাব চমুচা বিক্রেতা থেকে বেগুনী পিঁয়াজুও না কেনা উচিত, কারণ কড়াইও একই আর তেলও ঐ পঁচা কীমার। তবে আমি এটা বলছিনা যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

আল্লাহর পানাহ! প্রত্যেক গোস্ত বিক্রেতা এ ধরনের করে থাকে বা খোদা না করুন প্রত্যেক কাবাব চমুচা বিক্রেতা অপবিত্র কীমাই ব্যবহার করে। নিশ্চয় খাঁটি মাংসের কীমাও পাওয়া যায়। আরয করার ইচ্ছা এযে, কীমা কিংবা কাবাব চমুচা বিশ্বস্ত মুসলমানের কাছ থেকে ক্রয় করা উচিত। আর যে সকল মুসলমান এ ধরনের হীন কাজ করে, তাদের তওবা করে নেয়া উচিত।

মৃত মুরগী

আজকাল অসততার যুগ। কথিত আছে, যখন মুরগীর মধ্যে রোগ দেখা দেয় তখন গুনাহের চিন্তায় ব্যস্ত লোকেরা মৃত মুরগীর মাংসও শিখ কাবাব বিক্রেতা ও হোটেলওয়ালাদের নিকট ধোঁকা দিয়ে সরবরাহ করে দেয়।

মৃত প্রায় ছাগল জবাই করার বিধান

প্রশ্ন ঃ- যদি রোগাক্রান্ত ছাগল মৃত্যুর নিকটবর্তী পোঁছে যায়, তবে কি সেটা জবাই করা যাবে?

উত্তর ঃ- হ্যাঁ। তবে এ ব্যাপারে কিছু কথা খেয়াল রাখবেন। যখন রোগাক্রান্ত ছাগল জবাই করলেন, আর শুধুমাত্র সেটার মুখ নড়াচড়া করল আর এ নড়াচড়া এযে, যদি মুখ খুলে দেয় তাহলে হারাম আর বন্ধ করে নিলে হালাল। যদি চোখ খুলে দেয় তবে হারাম ও বন্ধ করে নেয় তবে হালাল। পাগুলো প্রসারিত করলে হারাম আর সংকুচিত করে নিলে হালাল। পশম খাড়া না হলে হারাম আর খাড়া হলে হালাল। অর্থাৎ যদি সঠিকভাবে সেটা জীবিত থাকার ব্যাপারে বুঝা না যায় তবে এসব আলামত দ্বারা বুঝে নেবেন। আর যদি নিশ্চিতভাবে জীবিত থাকার ব্যাপারে জানা থাকে তবে এসব বিষয়ের প্রতি খেয়াল করা হবে না। তবে পশু হালাল মনে করা হবে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-২৮৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিতে ভুলে গেলে....

প্রশ্ন ঃ- بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ বলে কোন মুসলমান (পশু, পাখি) জবাই করলে, তবে কি হালাল হয়ে গেল? যদি আল্লাহ এর নাম নিতেই ভুলে গেল, তবে এর বিধান কি?

উত্তর ঃ- জ্বী হ্যাঁ। হালাল হয়ে গেল। জবাই করার সময় আল্লাহ এর নাম নেয়া জরুরী। তবে উত্তম হচ্ছে যে, بِسۡمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکۡبَر বলা। "আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায়ও যদি আল্লাহ এর নাম নেয়া হয়, তখনও পশু হালাল হয়ে যাবে।" (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-২৮৬)

যদি জবাই করার সময় আল্লাহ এর নাম নিতে ভুলে যায় তখনও পশু হালাল হবে। তবে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না নেয় তাহলে হারাম হয়ে যাবে। বিস্তারিত বিধি-বিধান বাহারে শরীআত ১৫ তম খন্ডে দেখুন।

হাড্ডি খাওয়া যাবে কি না?

প্রশ্ন ঃ- জবাইকৃত পশুর হাড্ডি খাওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ- জ্বী হ্যাঁ। সায়্যিদী আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ বলেন, "জবাইকৃত হালাল পশুর হাড্ডি খাওয়া কোনভাবে নিষেধ নয়। যদি খাওয়াতে কোন ক্ষতি না হয়।" (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, নতুন সংস্করণ, খন্ড-২০তম, পৃ-৩৪০) বিশেষতঃ সাদা হাড্ডি যা প্লাষ্টিকের মত বাকা করা যায় তা প্রায়ই নরম ও সুস্বাদু হয়ে থাকে। চতুস্পদ জন্তুর পেটের পর্দার নিকটবর্তী নরম হাড্ডির পাঁজর, হাতের চেপ্টা হাড্ডির পার্শ্বস্ত সাদা প্রশস্ত হাড্ডিও নরম থাকে। শ্বাসনালী যেটাকে আরবীতে "হালকূম" উর্দূতে "নরখরা" বলা হয় আর তা ফুসফুসের সাথে গিয়ে মিলেছে, সেটাকে দৈর্ঘ্যে (লম্বা করে) কেটে পরিস্কার করে নেয়া উচিত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

এছাড়াও কালো হাড্ডি থাকে যা খাস্তা (কামড় দিলে সহজে গুড়িয়ে যায়) তা সুস্বাদু ও খাদ্য উপদানেও ভরপুর থাকে। প্রায় কম বয়সী পশুর কালো হাড্ডি নরম থাকে তা খুব ভালভাবে চাবিয়ে শেষে মুখের ভেতর যেসব শুকনো গুড়ো থেকে যায় সেগুলো ফেলে দিন। যেসব হাড্ডি খাওয়া বা চাবানো যায়না সেসবের ভাঙ্গা টুকরোকে চুষলেও মজাও পাওয়া যায়, আর তা খাদ্য উপাদানও। সুতরাং যতক্ষণ স্বাদ বের হয় ততক্ষণ আল্লাহ তাআলার নে'মত থেকে উপকার লাভ করুন। এরপর দস্তরখানায় রেখে দিন।

প্রশ্ন ঃ- কাঁচা মাংসে কালো হাড্ডিতো কখনো দেখিনি!

উত্তর ঃ- কাঁচা মাংসে যেসব হাড্ডি একদম লাল থাকে তাই রান্না করার পর কালো হয়ে যায় বরং রক্তও যখন খুব ভালভাবে রান্না হয়ে যায় তখন কালো হয়ে যায়।

হাড্ডি দ্বারা চিকিৎসার মাদানী ফুল

প্রশ্ন ঃ- হাড্ডির কিছু উপকারীতাও বর্ণনা করে দিন।

উত্তর ঃ- হাড্ডিও আল্লাহ তাআলার নে'মত আর তাতেও খাদ্য উপাদান রাখা হয়েছে। যারা ঘরে রান্নার জন্য হাড্ডি ছাড়া মাংস কিনে, তারা নিজেকে ও সাথে সাথে তার পরিবারকেও আল্লাহ তাআলার একটি নে'মত বঞ্চিত করছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোন বস্তু অহেতুক সৃষ্টি করেননি। হাড্ডি খাদ্য হওয়ার সাথে সাথে ঔষধের কাজও দেয়। চিকিৎসকরা অনেক রোগীকে হাড্ডির ঝোল বা সুপ পান করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বরং আপনাদের অনেকে হয়তো পানও করেছেন। তবে খাঁটি (শুধুমাত্র) গোস্তের সুপ কেউই হয়তো পান করেননি! হাড্ডি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী হাড্ডি থেকে নেয়া নির্যাসের ইঞ্জেকশানও রোগীদেরকে দেয়া হয়। গাভীর শিং পিষে খাবারের সাথে মিশিয়ে চাওথিয়া ওয়ালা (অর্থাৎ-যার চারদিন পর পর জ্বর আসে) কে খাওয়ালে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় শিফা লাভ হয়। গাভীর পশম পুড়ে পানিতে মিশিয়ে পান করাতে দাঁতের ব্যথা দূরীভূত হয়। (হায়াতুল হাইওয়ানুল কুবরা, খন্ড-১ম, পৃ-২১৯) কবুতরের মত হালাল পাখীর হাড্ডি পুড়ে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে লাগালে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান ঠিক হয়ে যায়। (আ'জাইবুল হাইওয়ানাত, পৃ-১৪৭)

মুরগীর মাংসের উপকারীতা

প্রশ্ন ঃ- মুরগীর মাংসের কিছু উপকারীতা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ- মুরগীর মাংস খাওয়াতে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এটা পেটের ব্যথার জন্যও উপকারী। দেশী মুরগী খাওয়া উত্তম। দেশী মুরগী ক্রয় করা এখন সহজ নয় কারণ আজকাল পোল্ট্রি ফার্মের ছোট সাইজের মুরগীকে ও ছোট ডিমকে রং লাগিয়ে "দেশী" বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। দেশী মুরগী চেনার উপায় এযে, হালকা-পাতলা গড়নের হয় ও সেটার পেট ছোট থাকে। অপরদিকে পোল্ট্রি ফার্মের মুরগীগুলো মোটা-তাজা ও মাংসে পূর্ণ হয়।

মুরগীর হাড্ডি খাওয়া কেমন?

প্রশ্ন ঃ- মুরগীর হাড্ডি খাওয়া কি জায়িয?

উত্তর ঃ- জ্বী হ্যাঁ। আমার জানা আছে যে, প্রায় ছোটবেলা থেকে যখনই মুরগী খাই তখন সেটার সাদা নরম হাড্ডিও খেয়ে নেই। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে, মুরগীর হাড্ডি খাওয়া ক্ষতিকর। আমি যিনি খাদ্যের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে গ্রন্থ রচনা করেছেন, এমন একজন খাদ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট মুরগীর হাড্ডির ক্ষতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এ জবাবই দিলেন যে, তা খাওয়াতে কোন ধরনের ক্ষতি নেই।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

মাছের কাঁটা খাওয়া যায় কিনা?

প্রশ্ন ঃ- মাছের কাঁটা খাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর ঃ- খাওয়া যায়। মাছের কাঁটা প্রায় শক্ত হয়ে থাকে ও খাওয়া যায় না। তবে কিছু নরম ও মসৃণ থাকে। যেমন-সমুদ্রের পাপ্লেট ও সুরমা মাছ ইত্যাদির হাড্ডি নরম ও সুস্বাদু হয়ে থাকে, এগুলো খুব ভালভাবে চিবিয়ে যদি গিলা না যায় তবে ভালভাবে চুষে অবশিষ্ট গুড়া ফেলে দিন।

মাছের চামড়া খাওয়া কেমন?

প্রশ্ন ঃ মাছের চামড়া খাওয়া যায় কিনা?

উত্তর ঃ-খেতে পারেন। প্রায় মানুষ মাছের চামড়া আগ থেকেই কিংবা রান্না হওয়ার পর তুলে ফেলে দেন। এরূপ করা উচিত নয়। যদি কোন অপারগতা না থাকে তবে মাছের চামড়াও খেয়ে নেয়া উচিত। কিছু মাছের চামড়াতো খুবই সুস্বাদু হয়ে থাকে।

কাকড়া খাওয়া ও বিক্রয় করা

প্রশ্ন ঃ- কাকড়া খাওয়া কেমন?

উত্তর ঃ- হারাম। মাছ ব্যতীত সমুদ্রের অন্যান্য জন্তু খাওয়া হারাম। কাকড়া বিক্রয় করাও না-জায়িয। ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تعالٰى বলেন, "মাছ ব্যতীত পানির সকল প্রকার জন্তু, ব্যাঙ, কাকড়া ইত্যাদি ও হাশরাতুল আরদ (অর্থাৎ যমীন থেকে উত্থিত কীট পতঙ্গ যেমন-মাছি, পিঁপড়া) ইঁদুর, ছুঁচো (ইঁদুর বিশেষ), টিকটিকি, কাললাস, গুইসাপ, সাপ, বিচ্ছু বিক্রি করা না জায়িয।" (ফাতহুল কাদির, খন্ড-৬ষ্ট, পৃ-৫৮)

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

যদি তরকারী পোড়ে যায় তাহলে কি করব?

প্রশ্ন ঃ যদি তরকারী জ্বলে যায় তবে এটার প্রতিকার কি?

উত্তর ঃ উপরিভাগ থেকে মাংস ও মসল্লা বের করে নিন। অন্যপাত্রে তেল দিয়ে পিঁয়াজ লাল করার পর এসব মাংস ও মসল্লা ইত্যাদি দিয়ে আধা কাপ দুধ দিয়ে দিন। দুধের মাধ্যমে اِنْ شَآءَاللهُ عَزَّوَجَلَّ পোড়া গন্ধ দূরীভূত হয়ে যাবে।

হজমশক্তি কিভাবে ঠিক হবে?

প্রশ্ন ঃ হজমশক্তি ঠিক হওয়ার উপায় কি?

উত্তর ঃ পানাহারে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সর্বদা পানাহারে লিপ্ত থাকাতে পাকস্থলী খারাপ ও হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া সুন্নাত নয়। যখনই খাবেন ক্ষুধাকে তিনভাগ করে নিন। একভাগ খাবার, একভাগ পানি ও এক ভাগ বাতাস। খাওয়ার পর দেড় দু'ঘন্টা পর্যন্ত শোবেন না। মাংস কম ও শাক-সবজী এবং ফলমূল বেশি খাবেন। যথাসম্ভব প্রতিদিন এক ঘন্টা নয়তো কমপক্ষে আধঘন্টা পায়ে হাঁটুন। রাতের খাবার খাওয়ার পর ১৫০ কদম হাঁটুন। বদহজমের ঐ সমস্ত রোগ, যা কোন ঔষধে যাবে না এমন নয়, তা اِنْ شَآءَاللهُ عَزَّوَجَلَّ ঠিক হয়ে যাবে।

اِنْ شَآءَاللهُ عَزَّوَجَلَّ আপনি ৮০% রোগ থেকে বাঁচতে সক্ষম হবেন, যার মধ্যে হার্ট এ্যাটাক, প্যারালাইসিস ও মুখের অর্ধাঙ্গ, মস্তিস্কের রোগ, হাত-পা ও শরীরের ব্যথা, মুখ ও গলার রোগ, মুখের ফোস্কা, বক্ষ ও ফুসফুসের রোগ, বুকের জ্বালা-পোড়া, সুগার, হাই ব্লাড প্রেসার, কলিজা ও যকৃতের রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি অন্ত র্ভূক্ত।

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

বদ হজমের দু'টি মাদানী চিকিৎসা

(১) যার বদহজম হয়েছে, যদি এ আয়াতে কারীমা পাঠ করে নিজের হাতে ফুঁক দিয়ে তা তার পেটে মালিশ করায় এবং খাবার ইত্যাদিতে ফুঁক দিয়ে তা খান, তবে اِنْ شَآءَاللهُ عَزَّوَجَلَّ বদহজম দূর হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۴۳﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۴۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আহার করো ও পান করো তৃপ্ত হয়ে আপন কর্মসমূহের প্রতিদান। নিশ্চয় সৎকর্ম পরায়ণদেরকে আমি এমনই পুরস্কার দিয়ে থাকি।

(সূরা-মুরসালাত, আয়াত-৪৩, ৪৪, পারা-২৯)

(২) ইমাম কামালুদ্দীন দামাইরী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কিছু উলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تعالٰى থেকে বর্ণনা করেন, যে খাবার বেশি পরিমাণে খেলেন ও বদহজম হওয়ার ভয় রয়েছে, তিনি যেন তার পেটে হাত ঘুরাতে ঘুরাতে করতে এটা তিনবার বলেন্

اَللَّيْلَةُ لَيْلَةُ عِيْدِىْ يَا كَرِشِىْ وَرَضِىَ اللهُ عَنْ سَيِّدِى اَبِىْ عَبْدِ اللهِ الْقَرَشِى

অনুবাদ ঃ- হে আমার পাকস্থলী! আজকের রাত আমার ঈদের রাত। আর আল্লাহ তাআলা আমাদের সর্দার হযরত আবু আবদুল্লাহ কুরাইশী رضى الله تعالٰى عنه এর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আর যদি দিনের সময় হয় তাহলে - اَللَّيْلَةُ لَيْلَةُ عِيْدِىْ এর স্থলে اَلْيَوْمُ يَوْمُ عِيْدِىْ বলবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

কোষ্ট কাঠিন্যের কবিরাজি চিকিৎসা

বদ হজমের অনেক চিকিৎসা রয়েছে। মোট কথা এযে, (১) কোষ্টকাঠিন্য হলে তখন দু'এক ওয়াক্ত উপবাস থাকুন إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ পেটের বোঝা কমে যাবে ও পাকস্থলী শান্তিও লাভ করবে। (২) প্রয়োজন অনুপাতে পেঁপে খেয়ে নিন। (৩) ইসিবগুলের ভূষি মুখে নিয়ে এক বা তিন চামচ পানি দিয়ে খেয়ে নিন। যদি তাতে না হয় তাহলে প্রয়োজন অনুপাতে সেটার পরিমাণ বৃদ্ধি করে নিন। যদি প্রায় সময় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তবে সপ্তাহে দু'একবার এভাবে খান (৪) পিষা চা চামচের আধা চামচ শোয়ার সময় পানি দিয়ে খান। সম্ভব হলে কমপক্ষে চারমাস পর্যন্ত প্রতিদিন ব্যবহার করুন ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ কোষ্টকাঠিন্যের সাথে সাথে অনেক রোগ-ব্যাধি দূর হবে বরং স্মরণ শক্তিরও বৃদ্ধি হবে।

শিক্ষার্থীরা খাবার না ফেলার ব্যবস্থা কি?

প্রশ্ন ঃ ছাত্ররা প্রায়ই খাবার খাওয়ার সময় যথেষ্ট পরিমাণ খাবার ফেলে দেয়, এটার প্রতিকার সম্পর্কে বলুন।

উত্তর ঃ শুধুমাত্র ছাত্ররাই নয় বরং এ বিপদ আজকাল সর্বত্র রয়েছে। হাজার নয় লাখের মধ্যে খুজেঁ দুই একজন সৌভাগ্যবান মুসলমান পাওয়া যাবে, যিনি খাদ্যাংশ নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাকেন! খাবার সময় ছাত্রদের এ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যে, যেন কোন খাদ্য অংশও নষ্ট না হয়। পরিচালকগণেরও এ মন-মানসিকতা রাখা উচিত যে, মাদরাসা সমূহ ওয়াকফের টাকায় চলে।

খাদ্যের প্রতিটি অংশ যেন ছাত্রদের পেটে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। খাবারের সময় কিছু ছাত্র হেঁটে হেঁটে মেহেমানদারী করার নিয়মে এ কাজ সম্পাদন করতে পারেন। (দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়া ও মাদরাসাগুলোতে এ ধরনের কাজের জন্য মাজলিসের ব্যবস্থা রয়েছে) ছাত্রদেরকে পানাহারের সময় খাওয়ার সুন্নাতসমূহ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

বলতে থাকুন, খাওয়ার নিয়্যতগুলোও করান, খাওয়ার দু'আসমূহও পাঠ করান, ভাত ও রুটির যেসব অংশ দস্তরখানায় পতিত হয় তা নম্রভাবে তাদের হাতে উঠিয়ে তাদেরকে খাওয়ান।

রুটি-ছেঁড়ার নিয়ম

প্রশ্ন ঃ রুটি ছেঁড়ার নিয়ম সম্পর্কে বলুন।

উত্তর ঃ রুটি বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে ছেঁড়া সুন্নাত। রুটির ক্ষুদ্র অংশ যেন দস্তরখানায় না পড়ে এর নিয়ম হচ্ছে যে, বড় থালা কিংবা তরকারীর পাত্রের উপর হাতকে মধ্যখানে নিয়ে রুটি ও পাউরুটি ছেঁড়ার অভ্যাস গড়ুন। এভাবে করাতে সমস্ত খাদ্যকণা পাত্রের মধ্যেই পড়বে। অনুরূপ চমুচা, প্যাটিস, বিস্কুট, নাখতাঈ (এক প্রকার মিষ্টি বিস্কুট) ও এ সমস্ত প্রতিটি খাবারের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করুন যেগুলো ছেঁড়া বা ভাঙ্গার সময় ক্ষুদ্র অংশ বা টুকরা নিচে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। উত্তম হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি রুটির টুকরা খাওয়া শেষ না হয় ততক্ষণ অন্যটি যেন ছেঁড়া না হয়।

অবশিষ্ট থাকা রুটি ব্যবহারের নিয়ম

প্রশ্ন ঃ যেসব রুটি বা সেগুলোর টুকরা অবশিষ্ট থেকে যায়, সেগুলো কি করব?

উত্তর ঃ মাদ্‌রাসার জন্য তোলা চাঁদার টাকা-পয়সা মাদ্‌রাসারই বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা উচিত। তাই অবশিষ্ট রুটি ও সেগুলোর টুকরা গুলো শরয়ী অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যয় করা উচিত নয়। সেগুলো ফ্রিজে রেখে দিন অথবা খোলা বাতাসে ছড়িয়ে রাখুন ও দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন তরকারীর সাথে রান্না করে নিন। إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ খুবই সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত হয়ে যাবে। খাবারের সময় অল্প অল্প করে বণ্টন করে দিন। إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ছাত্ররা আগ্রহ ভরে খাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

দস্তরখানায় পতিত দানা

প্রশ্ন ঃ দস্তরখানায় পতিত দানা ইত্যাদি কি করব?

উত্তর ঃ সেগুলোকে তুলে খেয়ে নিন। ঘরে খাওয়ার পর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া খাওয়ার ফেলে দেয়ার পরিবর্তে, গরু-ছাগল, পাখি, মুরগী বা বিড়ালকে খাইয়ে বে-আদবী ও অপচয়ের অপরাধ থেকে বাঁচতে পারেন।

খাওয়ার নিয়্যত কিভাবে করব?

প্রশ্ন ঃ আপনি খাওয়ার নিয়্যত সম্পর্কে বলেছেন, তাহলে খাওয়ার নিয়্যত কিভাবে করা হয়?

উত্তর ঃ প্রতিটি মুবাহ (বৈধ) কাজে মুসলমানদের উচিত ভাল ভাল নিয়্যত করে নেয়া। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রতিটি ভাল নিয়্যত করাতে সাওয়াব অর্জিত হবে। অনুরূপভাবে খাওয়ার জন্য এ নিয়্যত যেন অন্তরে থাকে যে, আমি ইবাদতে শক্তি অর্জনের জন্য খাবার খাচ্ছি। তবে এ নিয়্যত ঐ অবস্থায় যথার্থ হবে, যখন ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া হবে। পেট ভরে খাওয়াতে ইবাদতে শক্তি অর্জন হওয়াতো দূরের কথা বরং আরো অলসতা এসে পড়ে। (খাবারের অন্যান্য নিয়্যতের সূচীপত্র ফয়যানে সুন্নতের ১৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

চায়ের ব্যাপারে সাবধানতা

প্রশ্ন ঃ চায়ের ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে বলুন।

উত্তর ঃ চা গুর্দা ও প্রস্রাবের রোগীর জন্য ক্ষতিকর। চা খুব কম পান করা উচিত। চা পানের আগ্রহ আজকাল খুব বেড়ে গেছে, কিন্তু এটা শরীরের জন্য ভালো নয়। এজন্য উন্নত দুধ ও উৎকৃষ্ট চা পাতার প্রয়োজন। চা পাতা, চিনি, চায়ের কাপ,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

চালনি ইত্যাদি বাবুর্চীখানা-রান্নাঘর থেকে এতটুকু দূরে রাখা উচিত যে, রান্নার ধোঁয়াও যেন ওগুলোর নিকটে না পৌঁছে। একবার যে পাত্রে চা রান্না করা হয়, পুনরায় যদি হঠাৎ করে তাতে রান্না করতে হয় তাহলে ধুঁয়ে রান্না করুন।

চায়ের পাত্রও অন্যসব পাত্র থেকে আলাদাভাবে ধোঁয়া চাই। চা পাতার পাত্র ভালভাবে বন্ধ করে রাখবেন অন্যথায় সেটার সুগন্ধ দূর হতে শুরু করবে। চা রান্না করার পর শীঘ্রই পান করে নেয়া উচিত। দ্বিতীয়বার গরম করাতে সেটার স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়। চায়ের উপর যে স্তর জমাট বাঁধে তা ফেলে দেয়া উচিত। কথিত আছে, "যদি ১০০ কাপ পরিমাণ চায়ের জমাট বাঁধা উপরের স্তর বিড়ালকে খাওয়ানো হয় তবে সেটা বিষক্রিয়ায় মারা যাবে।"

চা পাকানোর নিয়ম

প্রশ্ন ঃ চা পাকানোর নিয়মও বলে দিন।

উত্তর ঃ "দুধ পাত্তী" চা পান করতে চাইলে দুধকে খুবভালভাবে গরম করুন। এরই মধ্যে চিনিও দিয়ে দিন। এখন সিদ্ধ হওয়া দুধে এতটুকু পরিমাণ পাতা দিন যে, জাফরানী রং ধারণ করে। দুই তিনবার দুধ উপছে পড়ার সীমায় পৌঁছলে চামচ দিয়ে নড়াচড়া করুন। এরপর নামিয়ে ফেলুন ও ছেঁকে ব্যবহার করুন। যদি পানি দিয়ে চা তৈরী করতে চান তখনও পানির সাথে প্রয়োজন অনুপাতে দুধ ও চিনি পূর্ব থেকেই দিয়ে ভালভাবে পাক করুন এরপর চা পাতা দিয়ে আলোচ্য নিয়ম অনুসরণ করুন। যদি আপনার পছন্দ হয় তবে ছোট এলাচীও সাথে দিতে পারেন।

চায়ে মধু দেয়া যায় কিনা?

প্রশ্ন ঃ চায়ে মধু দেয়া যায় কি?

উত্তর ঃ দেয়া যেতে পারে বরং যার সামর্থ্য থাকে তিনি চিনির পরিবর্তে মধুই দিন। সাধারণতঃ লোকেরা প্রচুর পরিমাণে চিনি দিয়ে অত্যন্ত মিষ্টি চা পান করে থাকেন। এধরনের চা বেশি পরিমাণে পান করা খুবই ক্ষতিকর আর তাতে রক্তে সুগার বৃদ্ধি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

পাওয়ার রোগ হওয়ার আশংকা থাকে। ঠান্ডা পানীয় ও আইসক্রীমের সৌখিন লোকেরাও সাধারণতঃ ডায়াবেটিস রোগীতে পরিণত হন। একটি ঠান্ডা পানীয় বোতলের মধ্যে প্রায় সাত চামচ চিনি থাকে। অপরদিকে আইসক্রীমতো এক বিশেষ "মিষ্টি বোমা" (আল্লাহ তাআলা ও তার রসূলই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন।) আপনি যদি চায়ে মধু দিতে না পারেন তবে নিয়মের চেয়ে অর্ধেক পরিমাণ চিনি দিন।

দাঁত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আমল

প্রশ্ন ঃ চা পান করাতে দাঁত হলদে হয়ে যায়, এটার কোন প্রতিকার আছে কি?

উত্তর ঃ চা পান করার কয়েক মিনিট পর কাপে অল্প পানি ঢেলে ভালভাবে নাড়াচড়া করে তা মুখে নিন, মুখে কিছু সময় ঝাঁকুনি দিয়ে তা পান করে নিন। এভাবে দুই তিনবার করুন। শেষ পর্যন্ত যেন কাপ থেকে চায়ের চিহ্ন দুরীভূত হয়ে যায়। এটা এজন্য করা যে, চায়ের কোন বিন্দুও যেন বিনষ্ট না হয়, কাপও ধৌত হয়ে যাবে এবং দাঁত ও যেন হলদে না হয়। যদি মুখে নেয়া পানি পান করতে না চান তবে ফেলে দিন। কয়েক মিনিট পরে করার কথা এ জন্য বললাম যে, গরম চায়ের পরপরই ঠান্ডা পানি ব্যবহার দাঁতের জন্য ক্ষতিকর। চায়ের পরপরই কাপ ধোঁয়া যে পানি পান করবেন তা অল্প পরিমাণ হওয়া উচিত। যদি প্রতিটি খাবার খাওয়ার পর একাজটা করেন তবে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ পরিচ্ছন্নতাও হবে এবং মাড়ির রোগ থেকে নিরাপত্তাও লাভ হবে।

আজকাল দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়ার ব্যাপারে অনেকেই বলেন। এটার একটি কারণ এওযে, খাদ্যকণা মাড়ির অভ্যন্তরে জমা হয়ে পাথরের ন্যায় শক্ত হয়ে যায়। আর এরপর মিসওয়াক করা, খাবার খাওয়া ও চিবানো ইত্যাদিতে রক্ত বের হতে থাকে। যদি প্রত্যেক খাবার খাওয়ার পর মুখে পানি ঘুরানোর কাজটা করে নেন তাহলে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ দাঁতের পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে দাঁতের রক্ত পড়ার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

অভিযোগ ইত্যাদি রোগ থেকেও নিরাপত্তা অর্জিত হবে। সাধারণত খুব পেট ভর্তি করে খাওয়াতে পেট খারাপ হয় ও নানা রোগ-ব্যাধির সাথে সাথে অনেকের মাড়িতে রক্ত আসাও শুরু হয়ে যায়। যদি আপনি আপনার খাবার মধ্য পন্থায় নিয়ে আসেন তবে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ বিস্ময়করভাবে অনেক পুরানো রোগসমূহ দূর হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মাড়িতে রক্ত আসাও বন্ধ হয়ে যাবে। অন্যথায় এ অভিজ্ঞতা সকলের রয়েছে যে, ঔষধে শুধুমাত্র অস্থায়ীভাবে ফায়দা হয়, আর এরপর রোগ পুনরায় ফিরে আসে!

হলদে দাঁতের পরিচ্ছন্নতা

প্রশ্ন ঃ যার দাঁত হলদে হয়ে গেছে তিনি কি করবেন?

উত্তর ঃ খুব ভালভাবে মিসওয়াক করতে থাকুন। লবণ ও খাবার সোডা সমপরিমাণ নিয়ে মিশিয়ে নিন ও দাঁতের এরূপ সাবধানতার সাথে মালিশ করুন যেন মাড়িতে না লাগে। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ দাঁত বিস্ময়করভাবে পরিস্কার হয়ে যাবে। তবে এ কাজটা একাধারে বেশি দিন করবেন না। যাদের মাড়ি দূর্বল ও দাঁতে রক্ত আসে, তারা এ কাজটা করবেন না।

আপনি যদি সুস্থ থাকতে চান তবে

প্রত্যেক খাবারে, তরকারীতে তেল মসল্লা নিয়মের চেয়ে অর্ধেক পরিমাণ ও চায়ে চিনিও অর্ধেক দেয়ার তাগিদ রয়েছে। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং ইসলামী শিক্ষা জ্ঞানার্জনের মাদানী উদ্দেশ্য পূরণ করা সহজ হবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

تُوبُوا إِلَى الله ! أَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

দা’ওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মাদীনার ছাত্রদের প্রতি দিনের খাবারের রুটিন।

রুটিন শব্দাবলী সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ

বার	সকাল	দুপুর	রাত
শুক্রবার	চা, বিস্কুট	ডাল, মাংস ও রুটি	ডাল, পালং শাক, রুটি ও চা
শনিবার	কাবুলী চনা, চা-রুটি	ভাত/মাংস পোলাও,	মিশ্রিত সবজী, (আলু, কদু ও মিষ্টি কুমড়া, শালগম)
রবিবার	কাবুলী চনা, চা-রুটি	কদু শরীফ, ডাল-রুটি	সবজী, রুটি ও চা
পবিত্র সোমবার	কাবুলী চনা, চা রুটি	ডাল ও রুটি	বিরিয়ানী ও চা
মঙ্গলবার	চা, বিস্কুট/চা-রুটি	মিশ্রিত সবজী ও রুটি	কদু শরীফ, ডাল ও চা
বুধবার	কাবুলী চনা, চা-রুটি	কড়হী (দই ও বেসনের তৈরী এক প্রকার খাদ্য বিশেষ) ও ডাল-ভাত	কদু শরীফ, আলু, রুটি, চা
বৃহস্পতিবার	আলু তরকারী রুটি	জব শরীফের শিরনী বা পিন্নী/আলু-মাংস	লোবিয়ার (এক প্রকার তরকারীর বিচি) রুটি ও চা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

শাহজাদায়ে আত্তারের
প্রতি
আত্তারের চিঠি

এটা স্বাস্থ্য সুরক্ষার মাদানী ফুলের ঐ সৌন্দর্য্যপূর্ণ পুষ্পস্তবক যে, এটা অনুযায়ী আমলকারী ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ চিকিৎসকের মুখাপেক্ষী হবেন না।

উপস্থাপনায়
মাজলিসে মাকতূবাত তা'ভীযাতে আত্তারিয়্যা

অন্তর আনন্দে ভরে যায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, আমি আরয করলাম, "ইয়া রসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যখন আমি আপনাকে দেখি তখন আমার অন্তর ভীষণ আনন্দে ভরে যায় ও চোখ শীতল হয়। (ওহে আকা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান দান করুন। ইরশাদ হলো, "প্রতিটি বস্তু পানি থেকে সৃষ্টি" আমি আরয করলাম, "ঐ বস্তু সম্পর্কে আমাকে বলে দিন। যা গ্রহণ করলে আমি জান্নাত লাভ করব।" বললেন, "খাবার খাওয়াও আর সালামকে ব্যাপক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

করো, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করো এবং রাতে (নফল) নামায পড়ো যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। তবে তুমি নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-৩য়, পৃ-১৭৪, হাদীস নং-৭৯১৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সাগে মদীনা মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী আমার প্রাণ প্রিয় ছেলে আল হাজ্ব আবূ উসাইদ আহমদ উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট কারবালায়ে মুআল্লার গলিসমূহ ঘুরে আসা, ইমামে আলী মকাম رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাযার শরীফের গম্বুজ ও মিনারকে চুমু দিয়ে হেলে দুলে আসা মুহাররামুল হারামের কল্যাণে প্রাচুর্য্যপূর্ণ আনন্দে ভরা সুগন্ধিময় সালাম,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

হাদীসে পাকে রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা জারীর বিন আবদুল্লাহ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন,"আমি হুযুর তাজেদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এ কথার উপর বাইআত গ্রহণ করেছি যে, নামায কায়েম করব, যাকাত আদায় করব ও সকল মুসলমানদের কল্যাণ চাইব। (সহীহ মুসলিম, পৃ-৪৮, হাদীস নং-৯৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজেকে মুসলমানদের কল্যাণে নিয়োজিত করা ও সাওয়াব অর্জনের পবিত্র আগ্রহের ভিত্তিতে দু'আর সাথে সাথে সুস্থ থাকার জন্য কিছু মাদানী ফুল উপস্থাপন করলাম। যদি শুধুমাত্র দুনিয়ার জাঁকজমকপূর্ণ নেয়ামত থেকে আমোদ উপভোগ করার জন্য সুস্থ থাকার আকাঙ্খা থাকে তবে এ চিঠি পড়া এখানেই বন্ধ করে দিন আর যদি সুস্বাস্থ্যের মাধ্যমে ইবাদত ও সুন্নাতের খিদমত করতে শক্তি অর্জনের মন-মানসিকতা থাকে তাহলে সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ভালভাল নিয়্যত করে দুরূদ শরীফ পাঠ করে সামনে অগ্রসর হোন এবং এ চিঠি পরিপূর্ণ পাঠ করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللهُ تعالىٰ على محمّد

আল্লাহ আমার, আপনার, বংশের সকলের ও সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করুন। আমাদের সকলকে সুস্থতা ও নিরাপত্তার সাথে ও দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে থেকে ইসলামের খিদমতে দৃঢ়তা প্রদান করুন। আল্লাহ আমাদের শারীরিক রোগ-ব্যাধি দূর করে আমাদের বীমারে মদীনা বানিয়ে দিন।
আমীন! বিজাহিন্নাবিয়িল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজসমূহের জন্য আপনাকে আমার প্রয়োজন রয়েছে। দয়া করে! স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অবহেলা করবেন না, কারণ অনেক সময় সামান্য পরিমাণ চুলকানীও বাড়তে বাড়তে বড় ধরণের রক্ত ক্ষরণ হওয়া ক্ষতে পরিণত হয়ে অবশেষে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেখা গেছে যে, যেখানে ঔষধে কাজ হয়না সেখানে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিস্ময়কর ফলাফল বের হয়ে আসে! যদি নতুন কাপড় একবারও ধৌত করা হয়, তবে এরপর সেটা পূর্বের ন্যায় চাকচিক্যময় হয়ে যায় না, এক্ষেত্রে টাকা পয়সা কিছু আসে না। ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা করানোতে সুস্থতা লাভের পর মানুষের শরীর মূলতঃ "ধোঁয়া কাপড়ের" মত হয়ে যায়। সুতরাং সম্ভব হলে ঔষধের পরিবর্তে খাদ্যের মাধ্যমে চিকিৎসা করা, তাছাড়া নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাজ সারানোতেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কেননা ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও রয়েছে।

نا سمجھ بیمار کو اَمرت بھی زہر آمیز ہے
سچ یہی ہے سو دَوا کی اِک دوا پرہیز ہے

না ছমজ বিমার কো আমরাত ভী জহর আমেজ হে,
সাচ ইয়েহী হে সো দাওয়া কি ইক দাওয়া পরহিজ হে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

খাবারের ব্যাপারে প্রত্যেকের জন্য পরামর্শ

প্রত্যেক খাবারে তেল, লবণ, মরিচ ও গরম মসল্লার পরিমাণ অনুমান করে নয় বরং মেপে নিজ ঘরের নিয়ম থেকে অর্ধেক পরিমাণ করে নিন। খাবারের মধ্যে সবজীর ব্যবহার বৃদ্ধি করুন। মাংস যেন সপ্তাহে দু'বার হয় আর তাও অল্প পরিমাণে খাবেন। যদি ঘরে প্রায় দিন মাংস রান্না করা হয় তবে যথাসম্ভব শুধুমাত্র এক টুকরা খাওয়ার অভ্যাস করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত খুব ভালভাবে ক্ষুধা না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত খাবেন না। ভালভাবে চিবিয়ে খাবেন ও দাঁতের কাজ নাড়ি দ্বারা করাবেন না আর কিছুটা ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকতে হাত গুটিয়ে নিবেন। পেট ভরে খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন। চিনিযুক্ত ফ্রুট, জুস খাবেন না।

ময়দা, চর্বি জাতীয় ও চিনিযুক্ত খাদ্য খুব অল্প পরিমাণে খাবেন। আইসক্রীম, ঠান্ডা পানীয়, তেলে ভাজা খাবার, বড় ডেক্সি ও বাজারের রান্নাঘরে রান্নাকৃত খাবার, টপি, কোকো চকলেট, ধূমপান, পান, সুপারী, গুটকা, সুগন্ধি সুপারী, তামাক, মাইনপূচী, পান পরাগ ইত্যাদি খাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। চা পান করতে চাইলে রাত-দিনে দুই বা তিনবার আধা কাপ ও এতে চিনির পরিবর্তে মধু দিন। চিনি প্রয়োজনের চেয়ে অর্ধেক দিন। মিষ্টি খাবার সমূহ মধু দিয়ে প্রস্তুত করুন। যদি সেটার সামর্থ না থাকে তবে চিনি ঘরের নিয়ম থেকে শুধুমাত্র চার ভাগের এক ভাগ দিন। প্রচুর মিষ্টি চা, অত্যাধিক মিষ্টি খাবার ও ঠান্ডা পানীয়ের সৌখিন লোকদের ডায়াবেটিস রোগ থেকে নিরাপদ থাকা সীমাহীন কঠিন ব্যাপার। (সুগার ও B.P এর উচ্চ নিম্ন হওয়া বা অন্যান্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসকের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করবেন।) প্রতিদিন এক ঘন্টা না হয় কমপক্ষে আধ ঘন্টা পায়ে হাঁটুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার LIPID PROFILE নরমেল হওয়ার সাথে সাথে শরীরের ওজনও মাঝামাঝি থাকবে। পেট বের হবে না। পাকস্থলী ঠিক হয়ে যাবে, অনেক রোগ দূরে থাকবে এবং যা শরীরে থাকবে তা থেকে অধিকাংশ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আপনি ইবাদত ও দ্বীনি খিদমতের মাদানী কাজে আনন্দ অনুভব করবেন। যদিও এসব বিষয় নফসের জন্য ভারী বোঝা হয় কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ সহজ হয়ে যাবে।

একথা মনে রাখবেন! খাবারের স্বাদ শুধুমাত্র কণ্ঠনালীর মূল পর্যন্ত থাকে, যেমাত্র গ্রাস নীচের দিকে নেমে পড়ল তখন জব শরীফের শুকনো রুটি ও ঘিয়ে তৈরী বিরিয়ানী সবকিছু এক হয়ে গেল। এখন জব শরীফের শুকনো রুটি জীবনকে আনন্দময় করে তুলবে আর ঘি মিশ্রিত বিরিয়ানী ডাক্তারদের নিকট ধাক্কা খাওয়াবে! (মেদ বহুল হওয়া অবস্থায় যখন ওজন কমতে শুরু করে তখন অনেকের অস্থায়ীভাবে URIC ACID বাড়তে শুরু করে। অবশেষে আপনা আপনিই স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবুও সাবধানতা স্বরূপ, ঐ দিনগুলোতে প্রতি দেড়মাস পর পর তা টেষ্ট করাবেন। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করলে অপ্রয়োজনীয় URIC ACID বের হতে থাকে।)

দিনে দুই বার খাবেন

সম্ভব হলে দিনে তিনবারের পরিবর্তে খাবার দুই বার খাবেন। সাওয়াবের নিয়্যতে পেটের কুফ্লে মদীনা লাগিয়ে উভয়বার প্রচন্ড ক্ষুধা লাগলেই খাবেন ও ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকতে হাত গুটিয়ে নেবেন। এ দুই বেলার মধ্যবর্তী সময়ে কোন প্রকারের বাজারের খাবার খাবেন না। ক্ষুধা পেলে তখন একটি আপেল বা অল্প ফল খেয়ে নেবেন। যদিও অধিকাংশ ফল শরীরের ওজন বৃদ্ধি করে তবে সেগুলোর ফায়দাও অপরিসীম। তবে যার রক্তে সুগারের পরিমাণ বেশি তিনি মিষ্টি ফল, শুকনো ফল ও মাটি থেকে উৎপন্ন সবজীসমূহ যেমন গাজর, মূলা, আলু, মিষ্টি আলু, বিটকপি ইত্যাদি ইত্যাদি খাওয়া থেকে বেঁচে থাকুন এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলুন। সৌভাগ্যের বিষয় হবে! যদি সাওমে দাউদী (অর্থাৎ একদিন পর একদিন রোযা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

বা সাওমে ঈসা (অর্থাৎ দুই দিন অন্তর একদিন রোযা) রাখার অভ্যাস আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে যায়, তাহলে মোটামুটি ভাবে পানাহারের অনেক সমস্যাও সমাধান হয়ে যাবে।

রক্ত পরীক্ষা করান

যদিও মানুষের শরীরের জন্য সীমিত পরিমাণে এসব বস্তু প্রয়োজন তবে এসবের অতিরিক্ততা খুবই ক্ষতিকর। তাই সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের জন্য রক্তের এসব পরীক্ষা করানো ভাল।

(১) LIPID PROFILE (এতে CHOLESTROL ও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এটা পরীক্ষার জন্য ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা খালি পেট থাকা আবশ্যক)

(২) GLUCOSE (খালি পেটে, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে তখন ভরা পেটেও করাবেন)

(৩) URIC ACID (৪) SERUM CREATININE (এতে গুর্দায় যদি কোন ধরনের অসুবিধা বা ফেল হওয়ার আশংকা শুরু হয় তবে তা জানা যাবে ও সাথে সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে। এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া খুবই জরুরী। আজকাল আমাদের দেশে হার্ট এট্যাক হওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।)

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য রোযা রেখে আসরের নামাযের পর আলোচ্য সবকটি TEST করাতে পারেন। অন্যথায় রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন এবং সকালে নাস্তার পূর্বে এই টেষ্টগুলো করিয়ে নিন।

নোট ঃ রিপোর্ট ডাক্তারকে দেখাবেন। সুস্থ ব্যক্তিকে প্রতি ৬ মাস পর ও রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এসব টেস্ট ও এসব ছাড়াও যেসবের পরামর্শ ডাক্তার দিয়ে থাকেন সেগুলো অবশ্যই অবশ্যই করানো উচিত। এটা মনে করে টেস্ট না করানো যে, যদি কোন কিছু বের হয় তবে চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের পেরেশানী বহন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

করতে হবে এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে বেপরোয়া হওয়া সমস্যার সমাধান নয়। মনে রাখবেন! বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুস্থ মনে হওয়া যুবকেরা হার্ট ফেলের কারণে ইন্তিকাল করেন, এ একটা বড় কারণ হলো "লিপিড প্রোপ্রাইল" বৃদ্ধি পাওয়া।

কোলেস্ট্রোল রোগী এসব খাবার থেকে বাঁচুন

(১) প্রত্যেক প্রকারের চর্বি (২) ঘি ও নারিকেল তেলে প্রস্তুতকৃত বস্তু (৩) ডিমের কুসুম (৪) নিমকি ও (৫) বেকারীর প্রায় সব দ্রব্য (৬) গরুর মাংস (৭) পিজ্জা (৮) পরাটা (৯) তেলে ভাজা খাবার যেমন-ডিমের আমলেট, কাবাব, চমুচা, পিঁয়াজু বেগুনী ইত্যাদি (১০) দুধের সব খাবার (১১) মাখন (১২) আইসক্রীম ইত্যাদি।
(কোলেষ্ট্রোলের আধিক্য সরাসরি হৃদপিন্ডের ক্ষতি সাধন করে সুতরাং ডাক্তারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে আরো পরামর্শ নিন।)
মুরগী বা মাছ তাছাড়া অল্প পরিমাণে কারেণ অয়েল খাওয়াতে অসুবিধা নেই। যদি ডাক্তার পরামর্শ দেন তবে চর্বি বাদ দিয়ে ছাগলের মাংসও খেতে পারেন। এক ডাক্তারী গবেষণা অনুযায়ী যায়তূন শরীফের তেল কোলেষ্ট্রল রোগীর জন্য উপকারী, কারণ তা অতিরিক্ত খারাপ কোলেষ্ট্রল রক্ত থেকে বের করে দেয়।
রক্তে TRIGLYCE RIDES ট্রাইগ্লিস রাইডস অতিরিক্ত হলে আলোচ্য খাবার থেকে বেঁচে থাকা ছাড়াও মিষ্টিদ্রব্য ও চিংড়ী মাছ খাওয়া থেকেও বিরত থাকতে হবে।

ইউরিক এসিড

URIC ACID মাঝামাঝি থেকে বেশি হলে তখন চর্মরোগ ও জোড়াসমূহের ব্যথা ছাড়া গুর্দা ও মস্তিস্কের ক্ষতি হতে পারে। এমনকি অনেকদিন পরে গিয়ে আল্লাহর পানাহ কলিজার ক্যান্সারও হতে পারে। এক ডাক্তারী গবেষণা অনুযায়ী রক্তে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

ইউরিক এসিড ঐসব খাবার থেকে বৃদ্ধি পায় যাতে PURINE এর পরিমাণ বেশি থাকে। এছাড়া মোটা হওয়াটাও URIC ACID বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ।

ইউরিক আক্রান্ত রোগীর জন্য সতর্কতা

সকল প্রকারের মাংস ও তা দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাধি, মাংসের সুপ, মাছ, চিংড়ী মাছ, মসর ও মসরের ডাল, হলদে মটর, পালং শাক, ফুলকপি, বাধাকপি, শালগম ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকুন। কারণ এসবে পিয়োরিন এর পরিমাণ বেশি থাকে।

কম পিয়োরিনযুক্ত খাবার : দুধ ও দুধের তৈরী বস্তুসমূহ, ডিম, চিনি, গম ও সেটার তৈরী জিনিষাদি, এ্যারারোট, সাগুদানা, ঘি, মারজিরীন (মাখনের ন্যায় বস্তুসমূহ), ফল ও ফলের রস, কতক সালাদ ব্যতীত সবধরনের সবজী, টমেটো, ঠান্ডা পানীয় ইত্যাদি। কতিপয় ডাক্তারের ভাষ্যমতে (ইউরিক এসিড আক্রান্ত রোগীর জন্য গরুর মাংস অধিক ক্ষতিকর, অতঃপর তা থেকে কম ছাগল ও এর চেয়ে কম মুরগী ও তার চেয়ে কম মাছ।)

পানির মাধ্যমে ইউরিক এসিডের চিকিৎসা

একদিন একরাতে ৪০ গ্লাস পানি পান করে নিন। যদিও পানি গলা পর্যন্ত এসে যায় ও পেট খুব ভালভাবে ভর্তি হয়ে যায় তবুও ভয় পাবেন না। শীঘ্রই প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে ও اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ একই দিনে ফায়দা হয়ে যাবে। যেমন ইউরিক এসিডের স্বাভাবিক রেঞ্জ ৩ থেকে ৭ হয় আর তা আপনার বৃদ্ধি পেয়ে ৮ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তবে পূর্ণ একদিন একরাতে ৪০ গ্লাস পানি পান করাতে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ ৭ হয়ে যাবে। আরো এক বা দু'দিন পান করলে তখন প্রত্যেহ "১" করে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ হ্রাস পেতে থাকবে। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করাতে অস্থায়ীভাবে প্রস্রাব বেশি হবে। এতে পাকস্থলী নাড়ি ও গুর্দা, মূত্রথলি ইত্যাদি খুব ভালভাবে পরিস্কার হয়ে যাবে ও اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ মোটামুটিভাবে অনেক ধবংসকারী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বস্তু বের হয়ে যাবে। পানির মাধ্যমে চিকিৎসা করার দিন খাবার ইত্যাদি খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ মূলনীতি মনে রাখবেন যে, খাওয়ার পরপরই পানি পান করাতে শরীর মোটা হয়ে যায়। তাই খাবারের এক বা দুই ঘন্টা পর পানি পান করা উচিত। (এ ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন)

মাদানী পরামর্শ ঃ নিজের ডায়েরীতে এ পাতাগুলো আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিন। নিজ পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরকে একত্রিত করে এ চিঠি পাঠ করে শুনান, আলোচ্য টেষ্ট গুলো করানোর জন্য পরামর্শ দিন। এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে এ চিঠির কপি প্রদান পূর্বক সাওয়াব অর্জন করুন। যদি পড়ে নেন তবুও সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন আরো একবার ফয়যানে সুন্নাতের অধ্যায় "ক্ষুধার ফযীলত" এর ৬৮ থেকে ১১৬ পাঠ করুন।

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বকীতে দাফন,
বিনা হিসাবে ক্ষমা ও
জান্নাতুল ফিরদাউসে আকা
এর প্রতিবেশী হওয়ার ভিখারী।
২২ মুহাররামুল হারাম, ১৪২৭ হি:

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صلى الله تعالىٰ على محمد
تُوبُوا إِلَى الله !　　اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صلى الله تعالىٰ على محمد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হাজী মুশতাক আত্তারী

দুরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে মাদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি জুমুআর দিন আমার প্রতি এক শত বার দুরূদে পাক পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন যখন আসবে তখন তার সাথে এমন একটি নূর হবে যে, যদি সেটা সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়, তবে সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।” (হিলইয়াতুল আওলিয়া, খন্ড-৮ম, পৃ-৪৯, হাদীস নং-১১৩৪১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب !   صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

ছানাখানে রসূলে মকবুল, বুলবুলে রওযায়ে রসূল, আত্তারের বাগানের সুগন্ধিময় ফুল, মুবাল্লিগে দা’ওয়াতে ইসলামী আলহাজ্ব আবু উবাইদ কারী মুহাম্মদ মুশতাক আহমদ আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ইবনে মওলানা আখলাক আহমদ আনুমানিক রোজ রবিবার ১৮ই রমযানুল মুবারক ১৩৮৬ হিজরী (মোতাবেক ১-১-১৯৬৭ ইংরেজীতে বান্নো সারহদ, পাকিস্তান -এ জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর সর্দারাবাদ (ফয়সালাবাদ) পাকিস্তান-এ থাকা শুরু করেন ও পরে বাবুল মদীনা করাচীর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। (১) মদীনা মসজিদ (আত্তারঙ্গী টাউন, বাবুল মদীনা) তে অনেক বৎসর ইমামতি করেন (২) ১৯৯৫ থেকে ইন্তিকালের আগ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

পর্যন্ত কানযুল ঈমান জামে মসজিদে (বাবরী চউক, বাবুল মদীনা, করাচী)-তে ইমাম ও খতীব পদে আসীন ছিলেন। (৩) কুরআনে পাকের ৮ পারা মুখস্ত ছিল। (৪) খুব ভাল ক্বারী ছিলেন। (৫) দরসে নিযামীর চার দরজা পড়েছিলেন কিন্তু দ্বীনি জ্ঞান কোন ভাল আলিম থেকে কম ছিল না। (৬) একাউন্স ডিপার্টমেন্টে সিনিয়র অডিটর হিসাবে অনেক বৎসর সরকারী চাকুরীরত ছিল। (৭) জামেয়াতুল মদীনা (সবজ মার্কেট, বাবুল মদীনা, করাচী)-তে ইংরেজী ক্লাসও করতেন। (৮) اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তাঁর চারবার হজ্জ ও মদীনায়ে মুনাওয়ারার যিয়ারতের সৌভাগ্যও অর্জিত হয়।

اگرچہ دولتِ دُنیا مِری سب چھین لی جائے
مِرے دل سے نہ ہرگز یا نبی ﷺ تیری وِلا نکلے

আগরছে দৌলতে দুনিয়া মেরি ছব চেইন লীযায়ে,
মেরে দিলছে না হারগিজ ইয়া নবী তেরি বিলা নিকলে।

মাদানী পরিবেশে হাজী মুশতাক আত্তারী

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আগমন করার আগেও হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মধ্যে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দ্বীনি মন মানসিকতা ছিল। দাড়ি সম্পন্ন যুবক ও সুকণ্ঠের না'ত খাঁ ছিলেন। দা'ওয়াতে ইসলামীতে তাঁর সম্পৃক্ততার কথা তিনি আমাকে (অর্থাৎ-সগে মদীনা) অনেকটা এরকম বলেছিলেন যে, "প্রথমবার সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রথম মারকায গুলজারে হাবীব জামে মসজিদে আসলাম। ইজতিমার পর সবাই যখন এদিক-সেদিক চলে যাচ্ছিলেন তখন আমিও চলে যাচ্ছিলাম, এরই মধ্যে একজন দাড়ি ও ইমামাধারী ইসলামী ভাই নিজে সামনে এসে আমার সাথে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

মোসাফাহা করলেন। তাঁর সাক্ষাতের ধরণ খুব ভাল লাগল। খুবই আন্তরিকতার সাথে ইনফিরাদী কৌশিশ করাবস্থায় তিনি আমাকে আপনার (সাগে মদীনা) সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিলেন। আমি খুবই প্রভাবিত হলাম এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

হাজী মুশতাক নিগরানে শূরা হয়ে গেলেন

হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه কে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত সুকন্ঠের অধিকারী করেছিলেন। বড় বড় যিকর ও না'ত এর ইজতিমা সমূহে মাদানী মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর না'ত শুনাতেন ও আশিকানে রসূলকে অস্থির করে তুলতেন। খুব ভাল মুবাল্লিগও ছিলেন। মাদানী কাজের খুব আগ্রহ ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে খুবই উন্নতী দান করেছেন। ২০০০ সালের জানুয়ারীতে শহরের সকল নিগরানের অনুমোদনক্রমে বাবুল মাদীনা, করাচীর নিগরান হলেন ও ঐ বছরই অক্টোবরে দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মাজলিসে শূরার নিগরান পদে অধিষ্টিত হয়ে গেলেন।

رِضا پر ربّ عَزَّوَجَلَّ کی راضی ہیں تمہارے ہم بھکاری ہیں
عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
ہماری آخرت بہتر بنا دو یا رسول اللّٰہ

রেযা পর রব কি রাযী হে তুমহারে হাম ভীকারি হে,
হামারি আ-খিরাত বেহতর বানাদো ইয়া রাসূলুল্লাহ।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ প্রিয় মুশতাককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন

হাজী মুহাম্মদ মুশতাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর ওফাতের কয়েক মাস আগে আমার নিকট (সাগে মাদীনা) কোন এক ইসলামী ভাই একটি চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

তাতে তিনি শপথ করে নিজের ঘটনা অনেকটা এরকম লিখেছিলেন, "আমি স্বপ্নে নিজেকে রসুলে করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজার সোনালী জালির সামনে পেলাম। জালি মুবারকে নির্মিত তিনটি ছিদ্র থেকে একটি ছিদ্র দিয়ে যখন উঁকি মেরে দেখলাম তখন এক মনোরম দৃশ্য দেখলাম। কি দেখছি যে, সরকারে মাদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপবিষ্ট আছেন আর সাথেই শাইখানে কারীমাইন অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত সায়্যিদুনা উমরে ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ও উপস্থিত রয়েছেন। এরই মধ্যে হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে হাযির হলেন। মাদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাজী মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে পবিত্র বুকে জড়িয়ে ধরলেন ও এরপর কিছু ইরশাদ করেছেন, তবে তা আমার মনে নেই। অতঃপর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

آپ کے قدموں سے لگ کر موت کی یا مصطفےٰ
آرزو کب آئیگی بر بیکس و مجبور کی

আ-প কে কদমো ছে লাগ্ কর্ মওত কি ইয়া মুস্তফা
আ-রযু কব আয়েগী বরবেকস ও মজবুর কি।

নবী করিম ﷺ এর দরবারে হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর জন্য অপেক্ষা

হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ঐ দিনগুলোতে খুবই অসুস্থ ছিলেন। আমি তার সম্পর্কে দেখা ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন বর্ণিত চিঠি তার মন খুশী করার জন্য পেশ করলাম। আমার এটা সু-ধারণা হল যে, হাজী মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর উপর নবী করিম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ নজরে করম (দৃষ্টি) ছিল। এমনকি এক ইসলামী ভাই চিঠিতে আমাকে কিছুটা এরকম লিখলেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সোম ও মঙ্গলবারের মধ্যবর্তী রাতে আমি এ ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন দেখেছি যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

মসজিদে নববী শরীফে মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সৌন্দর্য্যমন্ডিত হয়ে বসে আছেন ও আশে-পাশে আম্বিয়ায়ে কিরাম عليهِمُ الصّلوٰةُ وَالسَّلام খোলাফায়ে রাশিদীন, হাসানাইনে কারীমাইন ও অসংখ্য আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰہ تعالیٰ উপস্থিত রয়েছেন। চারিদিকে নীরবতা বিরাজ করছে। এরই মধ্যে প্রিয় প্রিয় আকা মাক্কী মাদানী মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবূ বক্কর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রতি পবিত্র দৃষ্টি দিলেন এবং ঠোঁট মুবারক নড়ে উঠল, রহমতের ফুল ঝরতে লাগল আর কথাগুলো অনেকটা এরকম বিন্যস্ত হলো, “(হে আবু বকর!) মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী আসার পথে, আমি তাঁর সাথে মুসাফাহা করব। তুমিও মুসাফাহা করবে, তিনি এখানে এসে আমাদেরকে না’ত শুনাবেন।” অতঃপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। যখন সকাল হলো তখন খবর আসল যে, আজ ২৯ শা’বানুল মুআয্যাম ১৩২৩ হিজরী (মোতাবিক ৫,১১,২০০২) সকাল সোয়া আটটা ও সাড়ে আটটার মাঝামাঝি হাজী মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ইন্তিকাল করেছেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالیٰ علی محمّد

لب پر نعتِ نبی ﷺ کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے
پیارے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے

লব পর নাতে নবী কা নাগমা কাল ভী থা আওর আজ ভী হে,
পেয়ারে নবী ছে মেরা রিশতা কাল ভী থা আওর আজ ভী হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন থেকে এ সুধারণা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে, মরহুম হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه নবী করিম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে গ্রহণযোগ্য নাতখাঁ (প্রশংসাকারী) ছিলেন। তাইতো ওফাতের কয়েক ঘন্টা আগে তাঁর আগমনের জন্য অপেক্ষা করা ও না’ত শুনার সুসংবাদ শুনানো হল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

یہی آرزو ہو جو سُرخرُو' ملے دو جہان کی آبرو!
میں کہوں غلام ہوں آپ کا' وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے

ইয়েহী আ-রজু হো জু ছুরখরু, মিলে দো-জাহা কি আ-বরু,
মে কহো গোলাম হো আ-প কা, উও কহে কে হামকো কবুল হে।

হাজী মুশতাকের জানাযা

নিস্তার পার্ক (বাবুল মদীনা করাচী) তে মরহুমের জানাযার নামায আদায় করা হয়।

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے
محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے

আশিক কা জানাযা হে জারা ধূম ছে নিকলে,
মাহবূব কি গলিয়ূ ছে জারা ঘূম ছে নিকলে।

আমি عُفِیَ عَنْهُ বড় বড় হাযরাতদের (ওলামা, মাশায়িখ) জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এর আগে কোন জানাযায় এত লোকের সমাগম দেখিনি যা হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারীর জানাযায় হয়েছিল। চারিদিকে মনোরম দৃশ্য। মুশতাক আত্তারীর শোকে দিওয়ানারা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতেছিল। অশ্রু ভরা চোখ, শোকের চিৎকার ও হিচকানির কলিজা ফাটা আওয়াজ ও আশিকদের কান্নার মধ্য দিয়ে সাহরায়ে মদীনাতে (টুল প্লাজা, বাবুল মদীনা, করাচীতে) মরহুমকে দাফন করা হয়।

شہا عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری
یہی مژدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسولَ اللہ

শাহা আত্তার কা পিয়ারা হে ইয়ে মুশতাক আত্তারী,
ইয়েহী মুসর্দা উছে তুম ভী ছুনাদো ইয়া রাসূলুল্লাহ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

ঈসালে সাওয়াবের ভান্ডার

দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তজার্তিক মাদানী মারকায ফয়যানে মাদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে মরহুমের (তিযা) ৩য় দিবস পালন করা হয়। যেখানে অসংখ্য ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করে। হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারীর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه তিযা শরীফে বিভিন্ন শহর থেকে ঈসালে সাওয়াবের যে উপহার আসে তার তালিকার একটি নমুনা এখানে দেয়া হল।

(১) কুরআনে পাক ১৩৯১৯, (২) কুরআন শরীফের বিভিন্ন পারা ৫৬১৩, (৩) সূরা ইয়াসিন শরীফ ১০৩৮, (৪) সূরা মূলক শরীফ ১১৪০, (৫) সূরা রহমান ১৬৫, (৬) সূরা মুযাম্মিল শরীফ ১০, (৭) আয়াতুল কুরসী ৩৩৫৯২, (৮) বিভিন্ন সূরা ৯৩১৮৬, (৯) দুরূদ শরীফ ১৩৮৮৮০৮৭, (১০) কালিমায়ে তায়্যিবা ৩৪৮৪০০, (১১) বিভিন্ন তাসবীহ ৩৫৭২০০,

الٰہی ! موت آئے گنبدِ خضرا کے سائے میں
مدینے میں جنازہ دھوم سے عطار کا نکلے

ইলাহী! মওত আ-য়ে গুম্বদে খাজরাকে ছায়ে মে,
মদীনে মে জানাযা ধূম ছে আত্তার কা নিকলে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

হাজী মুশতাকের চরিত্রের ঝলক

এক ইসলামী ভাই তার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং তার দৃষ্টির আলোকে আলহাজ্জ কারী উবাইদ মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ব্যাপারে লিখিতভাবে তার অভিমত পেশ করেন, যা কিছুটা এরকম-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

(১) যে সময় হাজী মুশতাক আত্তারী আওরঙ্গি টাউন বাবুল মদীনা করাচীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর আলাকায়ী নিগরান ছিলেন, আমিও সে সময় ছয় বছর সেখানে অবস্থান করেছিলাম। (২) আমি তাকে কখনো গীবত করতে এবং রাগের বশবর্তী হয়ে কাউকে কিছু বলতে দেখিনি। (৩) বড় থেকে বড় যতই তানযীমী মাসাইল (সমস্যা) তার সামনে আসত তিনি তা হিকমতে আমলীর (বুদ্ধিমত্তার সাথে) মাধ্যমে হেসে সমাধান করে দিতেন। (৪) অনেক এমন কথা যা কষ্টে হৃদয় ভেঙ্গে ফেলে এত কিছু শুনার পরও তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না এবং রাগের চিহ্নটুকুও পর্যন্ত কপালের মধ্যে দেখা যেত না। (৫) কাউকে যদি কখনো সময় (ওয়াদা) দিতেন তাহলে সে সময়ের আনুগত্য করতেন। (৬) অনেকবার দেখেছি যখন ইজতিমায়ী যিকরো নাত মাহফিলের মধ্যে নাত পড়ার জন্য অথবা কোন বিবাহ অনুষ্ঠানে বিবাহ পড়ানোর জন্যে উনাকে গাড়ি ভাড়া দিতে চাইতেন তখন তিনি বলতেন আমার নিকট মোটর সাইকেল আছে। اِنْ شَآءَاللهُ عَزَّوَجَلَّ আমি সময়মত পৌঁছে যাব। আমাকে শুধু ঠিকানাটা দিয়ে দিন। (৭) আসা যাওয়ার গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি চাওয়াতো দূরের কথা যদি কেউ খুশী হয়ে কিছু দিতে চাইতেন তবুও মুচকি হাসি দিয়ে তা নেওয়া থেকে বিরত থাকতেন। (৮) ১৯.১২ .১৯৯৬ আমার বিবাহের দিন ছিল। আমার অনুরোধের কারণে রাতে লান্ডি কায়েদাবাদ তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং বিবাহ পড়ালেন। ফিরার সময় ঘরের সদস্যরা বার বার অনুরোধ করে বললেন যে, বরের গাড়ি করে আপনাকে পৌছে দেয়া হবে অথবা টেক্সী ভাড়া করে দেয়া হবে কিন্তু তিনি তা মানলেন না। তিনি খুব বিনয়ের সাথে তাদেরকে বলে লান্ডি কায়েদাবাদ থেকে আওরঙ্গী টাউন এর মত দীর্ঘ সফর বাসে করে সমাপ্ত করলেন।

حضرتِ مشتاق عطاری سے ہم کو پیار ہے
ان شاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے

হযরতে মুশতাক আত্তারী ছে হামকো পিয়ার হে,
ইনশাআল্লাহ দো জাহা মে আপনা বেড়া পার হে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

মুশতাক আত্তারীর মাজারে গেলে মনের আশা পূরণ হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সাহরায়ে মদীনা বাবুল মাদীনা করাচীতে মুশতাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মাজার। ইসলামী ভাইয়েরা দূর দূরান্ত থেকে এখানে এসেছে এবং তার ফয়েজ নিয়ে ধন্য হচ্ছে। যেমন এক ইসলামী ভাই এভাবে লিখে পাঠিয়েছেন যে, আমার ঘরে সন্তান হওয়ার অপেক্ষায় ছিল; মেডিকেল রিপোর্ট মতে মেয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমার আশা ছিল একটি ছেলে সন্তানের। কেননা একটি মেয়ে সন্তান আগেই ছিল। আমি সাহরায়ে মাদীনাতে এসে মুশতাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে হাজির হলাম এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করলাম। মেডিকেল রিপোর্ট ভুল প্রমাণিত হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার ঘরে চাঁদের মত এক মাদানী মুন্না (ছেলে) তশরীফ নিয়ে এসে।

مصطفٰے کا ہے جو بھی دیوانہ
اُس پہ رَحمت مُدام ہوتی ہے

মুস্তফা কা হে জুভী দিওয়ানা
উছপে রহমত মুদাম হোতি হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

খারাপ প্রভাব দূর হয়ে গেল

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা- আমার শরীরের উপর খুব একটা খারাপ প্রভাব ছিল। আমার হালকার এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাহরায়ে মদীনায় মুশতাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং দুআ করলাম। তখন আমার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এমন মনে হলো যে, কেউ আমাকে যেন আকড়ে ধরলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার মধ্যে এমন অবস্থা দেখা গেল যে, আমার শরীরের অবস্থা ভালো হয়ে গেল।

سُن لو ہر ایک نیک شخصیت
قابلِ احترام ہوتی ہے

ছুনলো হার এক নেক শাখছিয়্যাত,
কাবিলে ইহতিরাম হোতি হে।

ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে, হাজী মুশতাক আত্তারী, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রত্যেক ইসলামী ভাই ইসলামী বোনের ও সকল উম্মতে মুসলিমাকে ক্ষমা করুন।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়িল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বকীতে দাফন,
বিনা হিসাবে ক্ষমা ও
জান্নাতুল ফিরদাউসে আকা
এর প্রতিবেশী হওয়ার ভিখারী।
২৩ মুহাররামুল হারাম, ১৪২৭ হিঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

علاج بالغذا کے منظوم مدنی پھول

جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے — وہاں تک چاہئے بچنا دوا سے
اگر تجھ کو لگے جاڑوں میں سردی — تو استعمال کر انڈے کی زردی
جو ہو محسوس معِدے میں گرانی — تو چکھ لے سونف یا ادرک کا پانی
اگر خوں کم بنے بلغم زیادہ — تو کھا گاجر' چنے' شلغم زیادہ
جو بد ہضمی میں تو چاہے افاقہ — تو کر لے ایک یا دو وقت فاقہ
جو پیچش ہے تو پیچ اس طرح کس لے — ملا کر دودھ میں لیموں کا رس لے
جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا — اگر ضعف جگر ہے' کھا پپیتا
جگر میں ہو اگر گرمی دہی کھا — اگر آنتوں میں خشکی ہے' تو گھی کھا
تھکن سے ہوں اگر عضلات ڈھیلے — تو فوراً دودھ گرما گرم پی لے
جو طاقت میں کمی ہوتی ہے محسوس — تو پھر ملتانی مصری کی ڈلی چوس
زیادہ گر دماغی ہے ترا کام — تو کھایا کر ملا کر شہد بادام
اگر ہو دل کی کمزوری کا احساس — مربہ آملہ کھا اور انناس
جو دکھتا ہے گلا نزلے کے مارے — تو کر نمکین پانی سے غرارے
اگر ہے درد سے دانتوں کے بے کل — تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل
شفا چاہے اگر کھانسی سے جلدی — تو پی لے دودھ میں تھوڑی سی ہلدی
جو کانوں میں اگر تکلیف ہووے — تو سرسوں تیل پھاہے سے نچوڑے
جو ٹائی فائڈ سے چاہے رہائی — بدل پانی کے گنا چوس بھائی
ذیابیطس اگر تجھ کو جو مارے — تو جامن تازہ کھا اور لے نظارے
تو چشتی نقشبندی قادری ہے — تو حنفی شافعی یا مالکی ہے
تو آ جا سنتوں کے اجتماع میں — ہو نفع دین و دنیا کی متاع میں
اگر ہو تیرے دل پہ غم کی یلغار — تو مدنی قافلوں میں کر سفر یار
جو ہے دل فکر دنیا سے پریشاں — تو کر یادِ خدا سے دل کو شاداں
اگر آفت کوئی آجائے تجھ پر — تو دل سے یارسول اللہ کہا کر
درود پاک تو ہر دم پڑھا کر — سبھی امراض کی اس سے دوا کر
تو حبِّ ال و اصحابِ نبی سے — دل آباد کر مت ڈر کسی سے

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার ৪০টি নিয়্যত সমূহ

মাদানী কাফিলাতে সফর হোক কিংবা অন্য কোন উপলক্ষ্য হোক, বর্ণনাকৃত নিয়্যতগুলো থেকে পথ নির্দেশনা গ্রহণ করে আরো অনেক ভাল ভাল নিয়্যত করা যেতে পারে। আমার আকা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর পক্ষ থেকে ফাতাওয়া রযবীয়্যাহ শরীফে বর্ণনাকৃত মসজিদে যাওয়ার ৪০টি নিয়্যত পেশ করা হচ্ছে। সরকারে আলা হযরত নিয়্যতসমূহ বর্ণনা করার আগে তাবরানী মুআজ্জম কবীর (হাদীস নং-৫৯৪২, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-১৮৫, দারু ইহইয়া উত্তারাসুল আরাবী, বৈরুত) এর হাদীসে পাক বর্ণনা করেছেন, নবী করিম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, ‘মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।’ আরো বলেন, আর নিশ্চয় যে নিয়্যতের জ্ঞান রাখে তিনি এক একটি কাজে নিজের জন্য কয়েকটি করে নেকী অর্জন করতে পারেন। যেমন-যখন নামাযের জন্য মসজিদের দিকে রওয়ানা হলো আর শুধু এটাই নিয়্যত যে নামায পড়ব তাহলে নিশ্চয় তার চলাটা প্রশংসনীয়। তার প্রতি কদমে ১টি করে নেকী লেখা হবে ও দ্বিতীয়টিতে গুনাহ বিলুপ্ত করা হবে। কিন্তু নিয়্যতের জ্ঞানী এ একটি কাজেই ৪০টি নিয়্যত করতে পারেন। (১) মূল্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ নামাযের জন্য যাচ্ছি, (২) খোদার ঘরের যিয়ারত করব, (৩) ইসলামের নিদর্শন প্রকাশ করছি, (৪) মুয়াযি্যন এর দা’ওয়াত গ্রহণ করছি, (৫) তাহিয়্যইয়াতুল মসজিদ নামায পড়তে যাচ্ছি, (৬) মসজিদ থেকে খড় কুটো ইত্যাদি দূরীভূত করবো, (৭) ইতিকাফ করতে যাচ্ছি। কেননা এটার উপর ফাতওয়ার রায় হচ্ছে নফল ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত নয় আর তা এক মুহুর্তের জন্যও হতে পারে, যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন তখন থেকে বের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

হওয়া পর্যন্ত ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, নামাযের জন্য অপেক্ষাও নামায আদায়ের সাথে ইতিকাফের সাওয়াব লাভ করবেন, (৮) আল্লাহ তাআলার নির্দেশ (কুরআনের নির্দেশ) পালন করার জন্য যাচ্ছি, (৯) সেখানে যে 'আলিমকে পাব তাঁর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করব (দ্বীনি বিষয় সমূহ শিখব) (১০) যারা জানেন না তাদেরকে মাসআলা বলব, দ্বীনি বিষয় শিখাব, (১১) যে জ্ঞানে আমার সমপর্যায়ের হবে তাঁর সাথে ইলমের তাকরার (বাদানুবাদ) করব, (১২) আলিমগণের সাক্ষাত, (১৩) নেককার মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ, (১৪) বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাৎ, (১৫) মুসলমানদের সাথে অন্তরঙ্গতা (মেলামেশা), (১৬) যে সব আত্মীয়ের সাথে দেখা হবে তাদের সাথে খুশী মনে সাক্ষাত করে সিলায়ে রিহম (আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালভাবে সাক্ষাৎ করাও সিলায়ে রিহম'র অন্তর্ভূক্ত তাই এভাবে সিলায়ে রিহম করার সাওয়াব অর্জন করব) (১৭) মুসলমানদেরকে সালাম, (১৮) মুসলমানদের সাথে মুসাফাহা করব, (১৯) তাদের সালামের জবাব দেব, (২০) জামাআতের নামাযে মুসলমানদের বারাকাত সমূহ অর্জন করব, (২১, ২২) মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় হুযুর সায়্যিদে আলাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম আরয করব,

بِسْمِ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه

(২৩, ২৪) প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সময় হুযুর ও হুযুরের আওলাদ ও হুযুরের বিবিগণের প্রতি দুরূদ প্রেরণ করব (ঐ দুরূদ শরীফ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ط

(২৫) অসুস্থ ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব, (২৬) যদি কোন চিন্তাগ্রস্থের সাক্ষাৎ হয় তবে সমবেদনা জ্ঞাপন করব, (২৭) যে মুসলমানের হাঁচি আসল আর তিনি اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললেন, তাকে يَرْحَمُكَ الله বলব, (২৮, ২৯) সৎকাজের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নির্দেশ দেয়া ও অসৎ কাজে বারণ করব, (৩০) নামাযীদেরকে অযুর পানি দেব (এ নিয়্যত ঐ স্থানে হবে যেখানে বদনা দিয়ে অযূ করা হয়) (৩১, ৩২) মসজিদে কোন মুয়াযি্যন নির্ধারিত না থাকে তবে নিয়্যত করুন যে, আযান ও ইকামাত দেব। এখন যদি এ ব্যক্তি দিতে না পারে অন্য কেউ দিয়ে দিল তবুও নিজের নিয়্যতের কারণে আযান ও ইকামতের সাওয়াব পেয়ে গেল, (৩৩) কেউ রাস্তা ভুলে গেলে তাকে রাস্তা দেখিয়ে দেব, (৩৪) অন্ধ ব্যক্তিকে সাহায্য করব, (৩৫) জানাযা পেলে নামায পড়ব, (৩৬) সুযোগ হলে তবে দাফনও করব। (৩৭) দুই জন মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হলে তবে সামর্থ্য অনুসারে আপোষ-করিয়ে দেব, (৩৮, ৩৯) মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা ও বের হওয়ার সময় বাম পা প্রথমে দিয়ে সুন্নাতের অনুসরণ করব, (৪০) পথে যে লেখাযুক্ত কাগজ পাব, উঠিয়ে আদব সহকারে রেখে দিব। (এছাড়া আরো অনেক নিয়্যত) দেখুন যে, এ নিয়্যতগুলোর সাথে ঘর থেকে মসজিদের দিকে চলল, ঐ ব্যক্তি শুধু নামাযের নেকী এর জন্য যায় না বরং এ ৪০টি নেকীর জন্য যায় মূলতঃ ঐ ব্যক্তির এ চলাটা ৪০ দিকে চলা আর প্রতি কদমে ৪০, যদি প্রথমে প্রতি কদমে ১টি নেকী ছিল এখন ৪০টি নেকী হবে। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খন্ড-৫ম, পৃ-৬৭৩-৬৭৫)

নবী করিম ﷺ ঃ- 'মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।'

(তাবারানী মুআয্যম কবীর, হাদীস নং-৫৯৪২, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-১৮৫, দারু ইহইয়াউত তারাসুল আরাবী, বৈরুত)

খাওয়ার ৪০টি নিয়্যত

(১,২) খাবারের প্রথমে ও শেষে অযু করব, (অর্থাৎ-হাত-মুখের অগ্রভাগ ধৌত করব এবং কুলিও করব), (৩) ইবাদত, (৪) তিলাওয়াত, (৫) মাতা-পিতার সেবা, (৬) ইলমে দ্বীন অর্জন, (৭) সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর, (৮) নেকীর দা'ওয়াতের আলাকায়ী দাওরাতে অংশগ্রহণ, (৯) আখিরাতের কাজ ও (১০) প্রয়োজনীয় হালাল রুযীর চেষ্টার জন্য শক্তি অর্জন করব এ নিয়্যতগুলো ঐ সময় ফলপ্রসু হবে যখন ক্ষুধা থেকে কম আহার করা হবে খুব বেশী করে খাওয়ার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

ফলে ইবাদতে অলসতা সৃষ্টি হয়। গুনাহের দিকে আসক্ত হবে এবং পেট খারাপ হয়ে যায়) (১১) মাটির উপর (১২) দস্তারখানা বিছানোর সুন্নাত আদায় করে, (১৩) সুন্নাত মুতাবিক বসে, (১৪) খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং (১৫) অন্যান্য দুআ সমূহ পড়ে, (১৬) তিন আঙ্গুলের মাধ্যমে, (১৭) ছোট ছোট লোকমা বানিয়ে, (১৮) ভালভাবে চিবিয়ে খাব, (১৯) প্রত্যেক দুই এক লোকমার পর পর يَاوَاجِدُ পড়ব, (২০) যে দানা ইত্যাদি পড়ে যাবে তা তুলে খেয়ে নেব, (২১) রুটির প্রত্যেক লোকমা তরকারির পাত্রের উপর ছিড়ব ফলে রুটির টুকরা (গুড়া অংশ) পাত্রের মধ্যে পড়ে, (২২) হাড্ডি ও গরম মসলা ইত্যাদি ভালভাবে পরিস্কার করে এবং চাটার পর ফেলে দিব, (২৩) ক্ষুধা থেকে কম খাব, (২৪) শেষে সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে প্লেট এবং (২৫) তিনবার আঙ্গুল সমূহ চেটে নিব, (২৬) খাবারের পাত্রকে ধোঁয়ে তা পান করে এক গোলাম আযাদ করার সাওয়াবের ভাগী হব, (২৭) যখন পর্যন্ত দস্তরখানা উঠানো হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বিনা কারণে উঠব না (এটাও সুন্নাত) (২৮) খাওয়ার পর দু'আ সমূহ পাঠ করব, (২৯) খিলাল করব,

মিলে-মিশে খাওয়ার আরও নিয়্যত সমূহ

(৩০) দস্তরখানায় যদি কোন আলিম বা বুযুর্গ উপস্থিত থাকে তবে উনাদের আগে খাওয়া শুরু করব না, (৩১) মুসলমানের নৈকট্যের বরকত সমূহ অর্জন করব, (৩২) উনাদের গোস্তের টুকরা, কদু শরীফ, খোরচান এবং পানি ইত্যাদি পেশ করে উনাদের মন খুশী করব, (৩৩) তাদের সামনে মুচকী হেসে সদকার সাওয়াব হাসিল করব, (৩৪) খাবারের নিয়্যত সমূহ এবং (৩৫) সুন্নাত সমূহ বলব, (৩৬) সুযোগ হলে খাবারের শুরুর এবং (৩৭) শেষের দু'আ পড়াব, (৩৮) খাবারের উত্তম জিনিস যেমন গোস্তের টুকরা ইত্যাদি লোভ থেকে বেঁচে অন্যান্যদের খাতিরে ছেড়ে দিব, (৩৯) উনাদেরকে খিলালের উপহার পেশ করব, (৪০) খাবারের প্রতি এক দুই লোকমায় যদি সম্ভব হয় তবে এই নিয়্যত সহকারে উচ্চ আওয়াজে يَاوَاجِدُ বলব যাতে অন্যান্যদেরও স্মরণে এসে যায়।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ফয়যানে সুন্নাতের দরসের ২২টি মাদানী ফুল

(১) হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট কোনো ইসলামী কথা পৌঁছিয়ে দেয়। যার মাধ্যমে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা বদমাযহাবী দূর হয়। তাহলে সে জান্নাতী। (হিল্‌ইয়াতুল আওলিয়া, খন্ড-১০ম, পৃ-৪৫, হাদীস নং-১৪৪৬৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত হতে মুদ্রিত)

(২) মদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে তরতাজা রাখুক যে আমার হাদীস শুনে, স্মরণ রাখে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছায়।"

(জামে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৯৮, হাদীস নং-৩৬৬, দারুল ফিকর বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রীস عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক নাম এর একটি হিকমত এও যে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর প্রদানকৃত সহীফা সমূহ মানুষদেরকে অধিক হারে শুনাতেন। অতঃপর তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام নামই ইদ্রীস (অর্থাৎ-দরস দাতা) হয়ে গেলো। (তফসীরে বাগউই, খন্ড-৩য়, পৃ-১৯৯, মূলতান হতে মুদ্রিত। তফসীর জামাল, খন্ড-৫, পৃ-৩০, করাচী কুতুব খানা হতে মুদ্রিত। খাযাইনুল ইরফান, পৃ-৫৫৬, যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স)

(৪) হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا (অর্থাৎ-আমি ইলমের দরস নিতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত কুতুব এর মর্যাদা লাভ করলাম। (কাসীদায়ে গওসিয়্যাহ শরীফ)

(৫) ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস দেওয়া দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি মাদানী কাজ। ঘর ও মসজিদ, দোকান, স্কুল, কলেজ, চৌরাস্তার মোড় ইত্যাদিতে সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন দরসের মাধ্যমে খুব বেশি পরিমাণে সুন্নত সমূহের মাদানী ফুল বিতরণ করুন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

(৬) ফয়যানে সুন্নত থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে দুইটি দরস দেয়া বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(৭) ২৮ পারার সূরাতুত তাহরীমের ৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَ اَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ "হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন হতে বাঁচাও।" নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন হতে বাঁচানোর একটি মাধ্যম হলো ঘরে ফয়যানে সুন্নাতের দরস।

(৮) যিম্মাদার ঘড়ির সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন চৌরাস্থার মোড়ে দরসের ব্যবস্থা করুন। উদাহরণ স্বরূপ রাত ৯টা বাজে মদীনা চৌ রাস্তার মোড়ে, সাড়ে ৯টা বাজে বাগদাদী চৌ রাস্তার মোড়ে ইত্যাদি, ছুটির দিন একের চেয়ে অধিক জায়গায় দরসের ব্যবস্থা করুন (কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন সর্বসাধারণের হক যেন বিনষ্ট না হয়। অন্যথায় গুনাহগার হবেন।)

(৯) দরসের জন্য এমন ওয়াক্তের নামায বেছে নিন, যাতে অধিক পরিমাণ ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করেন।

(১০) যে নামাযের পর দরস দেবেন, ঐ নামায ঐ মসজিদের প্রথম সারিতে, প্রথম তকবিরের সাথে জামাআত সহকারে আদায় করুন।

(১১) মিহরাব থেকে সরে (উঠান, বারান্দা ইত্যাদিতে) এমন কোনো জায়গায় দরসের জন্য নির্ধারণ করে নিন। যেখানে অন্যান্য নামাযী ও তিলাওয়াত কারীদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।

(১২) যেলী নিগরানের উচিত যে, নিজের মসজিদে ২ জন খায়রখা নির্ধারণ করা। যারা দরস (বায়ান) এর সময় চলে যাওয়া লোকদের নম্রভাবে দরসে (বায়ানে) অংশগ্রহণ করতে বলেন এবং কাছাকাছি করে বসিয়ে দিবেন।

(১৩) পর্দার উপর পর্দা করাবস্থায় দু'জানু হয়ে বসে দরস দিন। যদি শ্রবণকারী বেশি হন। তখন দাঁড়িয়ে কিংবা মাইকে দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে যাতে অন্যান্য নামাযীদের অসুবিধা না হয়।

(১৪) আওয়াজ বেশি উচু না হয় আবার একেবারে নিচু যেন না হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

যথাসম্ভব এতটুকু আওয়াজে দরস দেবেন যে, শুধুমাত্র উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ শুনতে পান। কোন অবস্থাতেই অন্যান্য নামাযীদের যেন কষ্ট না হয়।

(১৫) দরস সর্বদা থেমে থেমে, ধীরগতিতে দিবেন।

(১৬) যা কিছু দরস দেবেন, তা আগে কমপক্ষে ১ বার দেখে নিন, যাতে ভুলক্রুটি না হয়।

(১৭) ফয়যানে সুন্নাতের আরাবী ভাষার স্বর চিহ্ন দেয়া শব্দসমূহ হরকত অনুযায়ীই পাঠ করুন। এভাবে করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সঠিক উচ্চারণের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

(১৮) হামদ ও সালাত, দুরূদ সালামের লিখিত বাক্যসমূহ, দুরূদের আয়াত এবং সমাপনী আয়াত ইত্যাদি কোনো সুন্নী আলিম বা কারী সাহেবকে অবশ্যই শুনিয়ে নিবেন। অনুরূপভাবে আরবী দু‘আ ইত্যাদি যতক্ষণ পর্যন্ত ওলামায়ে আহলে সুন্নতকে শুনিয়ে না নিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত একাকীও নিজের পক্ষ থেকে পাঠ করবেন না।

(১৯) ফয়যানে সুন্নাত ব্যতীত মাকতাবাতুল মদীনা হতে মুদ্রিত মাদানী রিসালা সমূহ হতেও দরস দিতে পারেন। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা সমূহ ব্যতীত অন্য কোনো কিতাব থেকে দরস দেয়ার অনুমিত নেই।)-

মারকাযী মজলিসে শূরা।

(২০) দরস, শেষের দু‘আ সহ ৭ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করুন।

(২১) প্রত্যেক মুবাল্লিগের উচিত যে, দরসের নিয়ম, শেষের তারগীব ও শেষের দু‘আ মুখস্ত করে নেয়া।

(২২) দরসের নিয়মের মধ্যে ইসলামী বোনেরা প্রয়োজন অনুসারে রদবদল করে নিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

দরস ও বয়ান করার পদ্ধতি

(তিনবার এভাবে ঘোষণা করুন)

কাছাকাছি এসে পর্দার উপর পর্দা করে দু'জানু হয়ে বসুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

(এরপর এভাবে দুরূদ ও সালাম পাঠ করান)

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

(যদি মসজিদ হয়, তাহলে এভাবে ইতিকাফের নিয়্যত করান)

نَوَيْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَاف

অর্থাৎ- আমি সুন্নত ই'তিকাফের নিয়্যত করলাম।

(এরপর এভাবে বলুন,)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাছাকাছি এসে দরসের সম্মানার্থে সম্ভব হলে দু'জানু হয়ে বসুন। যদি অসুবিধা হয়, তাহলে যেভাবে আপনার সুবিধা সেভাবে বসে দৃষ্টিনত রেখে মনযোগ সহকারে ফয়যানে সুন্নাতের দরস শুনুন। কারণ অন্যমনস্ক হয়ে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে, যমীনের উপর আঙ্গুল দিয়ে খেলতে খেলতে, পোষাক, শরীর কিংবা মাথার চুল ইত্যাদিতে নাড়া-চাড়া করতে করতে শুনলে এর বরকতসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

(ফয়যানে সুন্নাত থেকে দেখে দুরূদ শরীফের একটি ফযীলত বর্ণনা করুন)

দুরূদ শরীফের ফযীলত বর্ণনার পর বলুন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب !   صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

এখন ফয়যানে সুন্নাতে/ফয়যানে বিসমিল্লাহ ইত্যাদিতে যা কিছু লিখা আছে তাই পাঠ করে শুনান। আয়াত ও আরবী রচনাগুলোর শুধুমাত্র অনুবাদ করুন। কোনো আয়াত কিংবা হাদীসের ব্যাখ্যা নিজের পক্ষ থেকে করবেন না। কারণ এরূপ করা হারাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

দরসের পর এভাবে তরগীব দিন

কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার "ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড় সায়েদাবাদ, ঢাকায় মাগরিব নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাত এর রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ গুনাহের প্রতি গৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলায় সফর করতে হবে।

(এখানে ইসলামী বোনেরা বলুন, "ঘরের পুরুষদের মাদানী কাফিলা সমূহে সফর করাতে হবে।)

(দু'আর জন্য হাত উঠানোর আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কম বেশী করা ব্যতীত এভাবে দু'আ করুন)

দুআ নিম্নরূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

ইয়া রব্বে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাতুফায়লে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের, আমাদের মাতা-পিতা ও সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দিন। ইয়া আল্লাহ! দরসের ভুলত্রুটি ও সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আমলের প্রতি উৎসাহ দান করুন। আমাদেরকে পরহেযগার, মা-বাবার বাধ্য করে দিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার এবং আপনার মাদানী হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার আশিক বানিয়ে দিন! আমাদেরকে গুনাহের রোগ হতে আরোগ্য দান করুন! ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে মাদানী ইন'আমাতের উপর আমল করা, মাদানী কাফিলায় সফর করা এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অন্যদেরকেও মাদানী কাজ সমূহের তরগীব দেয়ার উৎসাহ দান করো! ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে রোগসমূহ, ঋণগ্রস্থতা, রোজগারহীনতা, সন্তানহীনতা, অহেতুক মামলা মুকাদ্দামা, পেরেশানী সমূহ এবং বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দান করুন! ইয়া আল্লাহ! ইসলামের উন্নতি দান করুন! ইসলামের শত্রুদের অপদস্ত করুন! ইয়া আল্লাহ! সবুজ গুম্বাদের নিচে তোমার মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জালওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার মাদানী হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করুন! ইয়া আল্লাহ! মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় শীতল হাওয়ার ওয়াসীলাতে আমাদের সকল জায়িয দু'আ সমূহ কবুল করুন! আমিন! বিজাহিন নবীয়্যিল আমিন! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(এরপর আয়াতে দুরূদ আয়াত পড়ুন।)

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا 0

(এ আয়াত পাঠ করার পর দুরূদ শরীফ পড়ুন)

(দু'আ শেষ করার আয়াত পড়ুন এবং দুআ শেষ করুন)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ 0 وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ 0 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 0

(নোট ঃ যাদের মাখরাজ বিশুদ্ধ আছে, শুধুমাত্র তারাই আয়াত সমূহ ও আরবী ইবারতগুলো পাঠ করবেন)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله عزوجل কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার **ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ**, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় মাগরিব নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসুলদের সাথে **মাদানী কাফিলা** সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে **মাদানী ইনআমাত** এর রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

الحمد لله عزوجل এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** الحمد لله عزوجل নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করতে হবে।

মাকতাবাতুল মদীনা ঃ-

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন নং - ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং - ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং - ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, maktaba@dawateislami.net
Web : www.dawateislami.net

www.AmarIslam.com